দরবেশ

১৯, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট
কলিকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ—কার্তিক, ১৩৭৪
দ্বিতীয় মুদ্রণ—শ্রাবণ, ১৩৭৬

প্রকাশক :
ময়ূখ বসু
গ্রন্থপ্রকাশ
১৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট,
কলিকাতা ১২

মুদ্রক :
অনিলকুমার ঘোষ
শ্রীহরি প্রেস
১৩৫এ, মুক্তারাম বাবু স্ট্রীট,
কলিকাতা ৭

প্রচ্ছদ-শিল্পী
রবীন দত্ত

আট টাকা

শ্রীমতী অরুণা রায়

শ্রীনির্মল বায়

শ্রদ্ধাস্পদেষু

ঝনঝনিয়ে কী একটা পড়ে ভেঙে যাওয়ার আওয়াজ শুনে হঠাৎ দীপালির ঘুম ভেঙে গেল।

তাড়াতাড়ি সে খাট থেকে নামল। যেন এখুনি না উঠলে নয়, যদিও আজ রবিবার। ছুটির দিন। জানলার গাঢ় পর্দা সরাতেই ঘরে একমুঠো ফিকে আলো এসে পড়ল।

সারাটা দেয়াল ভর্তি সার সার জানলা। এদিকের দুপাশের দেয়ালে থাক থাক পুরু কাচের বুকশেল্‌ফ। তাতে থরে থরে সাজানো বই।

অদূরে পিরামিডের গায়ে ছেয়ে রয়েছে আবছা কমলার আভা।

আর একটু সময় যাক, দৃশ্যগুলো তখন স্পষ্ট হবে। জাগবে আকাশজোড়া ভোর।

দীপালির মন বলল, আজ সুবিমল যাবে না। ও জানে, সুবিমল এভাবে চলে যেতে পারে না। মন কচিৎ ভুল বলে। মনের অত্যন্ত গভীরে যখন দীপালি কিছু শোনে, শোনা কথাটা নির্ভুলভাবে খেটে যায়। বরাবর তো এমনিই দেখছে।

কানে বেজে উঠল,—গঁঅঁা! গঁঅঁা! স্তব্ধতার ছন্দ কেটে গেল।

এধারে বিরাট নদীতে একটা রুপোলি স্টীমার ঢেউ তুলে জোরে ভেঁপু বাজিয়ে তেড়ে ছুটে চলেছে,—গঁঅঁা!

বেগে ধেয়ে আসছে একটা নীরব শাম্পান, যেন স্বেচ্ছায় ধাক্কা খাবে ছুটন্ত স্টীমারের গায়ে।

দৃশ্যগুলো ক্রমশ জাগছে স্পষ্টতর হয়ে। দীপালির মন হঠাৎ খুব খুশি হয়ে উঠল। টাটকা হাওয়ার শ্বাস নিয়ে খালিপায়ে করিড়র পার হয়ে ঢাকা উঠোনে এলো। উঠোন পেরিয়ে এলো

বসবার ঘরে। কালকে রাত্তিরে সুবিমল খেয়েদেয়ে এঘরে অল্পক্ষণ বসেছিল। বসে কাগজ পড়ছিল।

বসবার ঘরের কাচে বুকশেল্‌ফটা পড়ে ভেঙে গেছে।

এলো দীপালি রান্নাঘরে। রেফ্রিজেরেটরে রয়েছে খেজুরের পায়েস। সুবিমল পায়েস খেতে ভালোবাসে।

গেরুয়া-সাদা একটা বেড়াল দীপালির খালিপায়ে গা বুলিয়ে পালিয়ে গেল, 'ম্যাঁও।'

পলায়মান বেড়ালটার দিকে তাকিয়ে হাসল দীপালি।

কাচের বুকশেল্‌ফ-ক্লকটা ভেঙেছে এই বেড়ালটা। হিটারে চায়ের জল চাপিয়ে দীপালি বেড়ালটাকে ডাকল, 'মিনি, মিনি—মিনিইঈ।'

হাসানের কিন্তু ভোরে ওঠা উচিত। আর হাউসকীপার হেলেন খালিখালি ছুটি নেয়। এবার একমাসের ছুটিতে গেছে। তবে কাজ করে ভালো। ওর সঙ্গে কারু তুলনা হয় না। তবে নারগিসের মা চেষ্টার ত্রুটি রাখে না। সে এ-বাড়ির ঝি। অবশ্য ঠিকে ঝি বলতে যা বোঝায় তা নয়। দীপালিকে যেমন যত্নআত্তি করে সেটা কি মাইনে করা ঝি-রা পারে? তবে বড্ড আদুরে আর ঘুমকাতুরে।

দীপালি আজ সাতসকালে উঠেছে বলে কাউকে জাগাবে এমন মেয়ে ও নয়। ওর মনটা একটু কি রকম করছে আজ। এ্যাম্বেসির ফার্স্ট সেক্রেটারি জর্জ ফ্লেকার কাল বিকেলে বলছিল, লণ্ডন থেকে বম্বের প্লেন আসবে না।

এমন হয় নাকি! কোথাও কিচ্ছু নয় এয়ারওয়েজ টাইমটেবিল বদলাবে? প্যাসেঞ্জাররা শুনবে? দীপালি আস্তে আস্তে ডাক দিল, 'মিনি—মিনি?'

সাড়া এলো, 'ম্যাঁও।'

কিন্তু কাছে এলো না বেড়ালটা। নিচের ওদিককার ফ্ল্যাটে

থাকে ব্রেজিলিয়ান এ্যাম্বেসেডর। তার বৌয়ের বেড়াল। ব্রেজিলিয়ান এ্যাম্বেসেডরের সঙ্গে জর্জ ফ্লেকারের বৌয়ের কীরকম একটা সম্পর্ক আছে। বৌটা কালকে লণ্ডনে চলে গেল। স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে বোধহয়।

অথচ ফ্লেকার, যাকে বলে জেণ্টলম্যান, অক্ষরে অক্ষরে তাই।

ব্যালকনিতে এসে দাঁড়াল দীপালি। পুবমুখো ফ্ল্যাটের সম্মুখে হলুদবর্ণ সুরকি-ছাওয়া প্রাইভেট রোড। রাস্তার দুধারে বহুবর্ণ মরুক্যাকটাসের বেড়া।

ওধারের ফ্ল্যাটবাড়ি ছাড়িয়ে বড়রাস্তায় এখন ট্রাম আর ঘোড়া-টানা পাউরুটি-গাড়ি চলা শুরু করেছে। আটটায় আসবে সুবিমল।

ভোরের নরম আলোয় খুশিতে চঞ্চল হয়ে উঠেছে মনটা দীপালির।

রাস্তায় থপথপ করে চলেছে দল-ছুট্ এক শিশু-উট। উটটার নাকে জড়িয়ে রয়েছে বিন্দু বিন্দু হিম। ডাস্টবিনের ভিতরে দুটো-তিনটে কুকুরছানা, খয়েরি ধূসর ধূমল।

স্টীমার উজানে চলে গেছে দূরে, উত্তরে। শাম্পান নিরাপদে যাচ্ছে দক্ষিণে, সাগরে।

দাগাদাগা হলদে রঙের বিচিত্র একটা নৌকো ভাসছে উজ্জ্বল সাদা পাল তুলে, নীলনদ চলেছে তরঙ্গিত হিল্লোলে।

দীপালির একার পক্ষে ফ্ল্যাটটা বড্ড বেশি বড়; মাঝে মাঝে ও হাঁপিয়ে ওঠে। বেডরুমই সাড়ে তিনটে। একটা হলঘর। কিন্তু ও কী করবে,—আপিসের যেমন ব্যবস্থা।

আটটা এখনো বাজেনি। সুবিমল আজ আগেও আসলে আসতে পারে। তাপসীদের বাড়িতে দুপুরের খাওয়া-দাওয়ার নিমন্ত্রণ। সুবিমলকে নিয়ে যেতে বলেছে।

নারগিসের মা এসে দাঁড়াল। একটু চুপ থেকে আস্তে আস্তে সে বলল, 'তুমি বলেছিলে জামাইকে এখানে চাকরি করে দেবে।'

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে খোঁপায় বিনুনি বানাতে বানাতে বলল, 'ওখানে মাইনে কত পায়?'

জামাই পোর্টসাঈদ বন্দরে চাপরাশির কাজ করে।

নারগিসের মা বলল, 'দশপাউণ্ড। আজ কিন্তু নাস্তা হবে না। ডিম আনবো, সেদ্ধ?'

দীপালির মাথার চুল একেবারে কোমরে নেমে যায়। মধ্যে মধ্যে মনে হয় খানিকটা ছেঁটে ফেলবে। তাপসী মানা করে, তাই ছাঁটতে পারে না।

দীপালি কোনো উত্তর দেয় না।

'বিস্কুট?'

'কিছু দরকার নেই।'

নারগিসের মা চলে যাচ্ছিল দীপালি ডেকে বলল, 'ওদের লিখে দাও, চাকরি হয়ে যাবে।'

বাস্তবিক মাইনে বড্ড কম। দশপাউণ্ড। মানে কমবেশি মাত্তর একশো চল্লিশ টাকা। বাচ্চাকাচ্চার সংসারে ওতে কী হয়। দীপালি পোর্টসাঈদে ওদের বাসায় গিয়েছে। দেখেছে কী কষ্টে থাকে ওরা। জামাই অত্যন্ত ভদ্র। লেখাপড়ার তেমন সুযোগ পায়নি বলেই চাপরাশি। বেয়ারা হলেও অবসর সময় সে ছবি আঁকে।

নারগিসের মা অপেক্ষা করছিল। দীপালি জিজ্ঞেস করল, 'কিছু বলবে?'

'নারগিস লিখেছে, এবার অংরেজ লড়াই বাধাবে।'

দীপালি খোঁপায় কাঁটা গুঁজতে গুঁজতে বলল, 'তাই নাকি!'

'সত্যি বিবিসাব?'

'দিনরাত্তির তোমার তো কেবল লড়াইয়ের ভয়। বলিনি লড়াই লাগবে না।'

কাছে এলো ঝি। এসে দীপালির শাড়ির খাঁজগুলো হাত

বুলিয়ে পালিশ করে দিতে লাগল। মাঝ বয়েসী মোটাসোটা গোলগাল মুখের রঙ দুধে আলতা। নাকটা চ্যাপ্টা। চওড়া থুতনি।

'সব্বাই বলাবলি করছে, বিবিসাব। লড়াই লাগবে।'

'ওসব অলুক্ষণে চিন্তা মনেও আনতে নেই।'

কাঁচা আপেল-রঙের দোহারা কার্ডিগানে গা ঢাকল দীপালি। কোনো গতিকে আজ যদি বম্বে যাবার প্লেন না আসে বেশ হয় কিন্তু।

বসবার ঘরে এসে টেলিফোনে ডায়াল করল। ব্রিটিশ এ্যাম্বেসির ফার্স্ট সেক্রেটারি লাইনে এলো, প্রাতঃকালীন অভিবাদন করে দীপালি বলল, 'আমি মিসেস দাশগুপ্ত বলছি—'

'গুড মর্নিং মিসেস দাশগুপ্ত। জানতুম আপনি ফোন করবেন, প্লেনের ব্যাপার তো?'

'দেখছি ভবিষ্যৎবক্তা হয়ে উঠেছেন। আপনি কিন্তু হারলেন। প্লেন আসছে।'

'তা না হয় হারলাম। আমার সেই জরুরি কথাটা নিয়ে এখন একবার আসতে পারি?'

'এখন?'

'অসুবিধে আছে?'

লোকটা সুয়েজখালের ঝামেলায় যেন সব বিষয়ে হন্যে হয়ে পড়েছে। সব সময় কেমন নার্ভাস-নার্ভাস ভাব। দীপালি হাসিমুখে বলল, 'এখন আমি একজনের অপেক্ষা করছি।'

'সে জানি। তাহলে আজ আপনাকে লাঞ্চের নিমন্ত্রণ করবার অনুমতি দিন?'

'আজকে আমার দাদা-বৌদির ওখানে লাঞ্চ।'

'সঙ্গে কাকে নিয়ে যাবেন, তাও বলতে পারি। বিকেলে চায়ের সময় আপনার ওখানে আসবো? আপনাকে একটু একা চাই।'

দীপালি ভেতরে ভেতরে রেগে গেল।

'হ্যালো?'

'বিকেলে আমরা ডক্টর মিত্রের ওখানে যাচ্ছি। চায়ের নিমন্ত্রণ।'

'কোন্ ডক্টর মিত্র? সুব্রত মিত্র? যিনি ভালোবাসেন আপনাকে?'

'আপনার কী হয়েছে বলুন তো?'

'আপনি অসন্তুষ্ট হচ্ছেন, সবকিছু শুনলে শুধু ইজিপ্টেরই নয় গোটা মানবজাতির কৃতজ্ঞতাভাজন হবেন।'

লোকটার মাথা বিগড়েছে। দীপালির ক্লাব-বন্ধু জর্জ ফ্লেকার। এমন ঠাণ্ডা মাথার মানুষ সচরাচর দেখা যায় না। কিন্তু এই সুয়েজখাল ক্রাইসিস ওকে আষ্টেপৃষ্ঠে ছেঁকে ধরেছে। ব্রিটিশ এ্যাম্বেসিতে ফ্লেকার পলিটিক্যাল কাজকর্ম সামলায়।

'হ্যালো? বিকেলে একবারটি ক্লাবে আসতে পারেন?'

'কালকে আসবো।'

'কিন্তু আপনার সঙ্গে আমার আজকেই দেখা হওয়ার বিশেষ প্রয়োজন। আপনার সঙ্গে কথাবার্তার ওপরেই নির্ভর করছে একটা বিশ্বযুদ্ধ।'

দীপালি লাইন কেটে দিল। ব্যালকনিতে যাচ্ছিল, আবার টেলিফোন বেজে উঠল। রিসিভার তুলে ফ্লেকারের কণ্ঠস্বর শুনে বলল, 'মিস্টার ফ্লেকার, আমার অনুরোধ এখন আপনি বিশ্রাম নিন। কালকে আপিসের পর আমি ক্লাবে আসবো।'

'কাল কেন আর কোনদিনই আপনার সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ হবে না।' সকরুণ কণ্ঠে বলল ফ্লেকার। 'আমি আমার জন্যে বলছি না। গোটা পৃথিবীর মঙ্গল হবে যদি আমার কথা রাখেন। বলুন কখন আপনার সময়?'

'কী যা-তা সব বলছেন।'

'ভালোবাসার কথা যা বললাম? সাফ করবেন, উনি ইণ্ডিয়ান এ্যাম্বেসির ডক্টর মিত্র?'

'আমি ও-কথা বলছি না! কী সব বড়ো বড়ো কথা বললেন ওর কী কোনো মানে আছে? আপনি আমার বন্ধু। আমার কথা শুনবেন? মাসখানেকের ছুটি নিয়ে ঘুরে আসুন।'

'আপনি জানেন কি, মাত্র একজনের ভুলে বা চক্রান্তে একটা যুদ্ধ লেগে যেতে পারে? শুধু হ্যাঁ কি না বলুন।'

'না পারে না।'

'পারে। হিটলার লাগিয়েছিল। তারপর গ্রেট ব্রিটেন প্রথম যখন ইজিপ্ট অধিকার করে, সে যুদ্ধও একজনের চক্রান্তে লেগেছিল। ইতিহাসে এরকম নজির ভুরি ভুরি দিতে পারি।'

'আচ্ছা মানলাম।' লোকটাকে শান্ত করতে পারলে দীপালি এখন বাঁচে।

'আপনি জানেন একজনের সামান্য ভুলে এটম-বম্বিং শুরু হয়ে যেতে পারে?'

'হয় তো পারে।'

'তাই বলছিলাম, আজকেই আপনার সঙ্গে দেখা করা খুবই জরুরি!—আমি আপনার স্মরণাপন্ন হচ্ছি মিসেস দাশগুপ্ত। 'না' বলবেন না।' ফ্রেকারের কণ্ঠে অদ্ভুত কাতরতা। 'মিসেস দাশগুপ্ত, আপনি কী জন্যে ফোন করেছিলেন? সত্যি করে বলবেন কি?'

'কখনো আমাকে মিথ্যে বলতে শুনেছেন?'

'আমি নার্ভাস হয়ে রয়েছি আমাকে মাফ করুন। মিস্টার সুবিমল চ্যাটার্জির বিষয় জানতে টেলিফোন করেন নি কি?'

'আপনি বলেছিলেন লণ্ডন-বম্বে প্লেন আসবে না; প্লেন কোম্পানি বলল, আসবে।'

'তাহলে ওদের কথাই মেনে নিন্। তবে আমি বলি, আমাকে বিশ্বাস করেছেন বলেই না ফোন করেছেন! তাই না?'

দীপালি কোনো জবাব দিতে পারল না। মাথা ঘুরছে আচ্ছন্নের মতো বলল, 'মিস্টার চ্যাটার্জিকে সী-অফ করে আমি আপনার সঙ্গে দেখা করবো। সেমিরামিসে থাকবেন।'

'তখন অসুবিধে হবে না?'

'অসুবিধে কী? এক মিনিটের পথ।—হ্যাঁ ভালো কথা, শুনছিলাম আপনি রীসার্চের জন্য কিছু বইপত্তর ডক্যুমেণ্ট আমার আপিসে পাঠিয়েছেন?'

'সে কী। ওসব আপনি খুলে দেখেননি এখনো?'

'এই তিন হপ্তা একেবারে সময় পাই নি।'

'তা হলে তো গোড়া থেকে শুরু করতে হয়।' ফ্লেকারের কণ্ঠস্বর যেন স্বপ্নাচ্ছন্ন। 'বে-শ, আপনার যখন সুবিধে তখনই দেখবেন।' ফ্লেকারকে যেন অত্যন্ত হতাশ মনে হল। দীপালি আস্তে আস্তে রিসিভারটা রেখে দিল।

ফ্লেকারের আচ্ছন্নের মত কণ্ঠস্বরটা দীপালিকে এক মুহূর্তের জন্য বিমূঢ় করে রাখল। লোকটা নিজের কাজের সঙ্গে একাকার হয়ে গেছে। যেন ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের সব দায়িত্ব এখন ওর কাঁধে।

টেলিফোন ছেড়ে দীপালি ফুলদানিগুলোয় ডাঁটাসুদ্ধ রেশমী-রেশমী মৌসুমী ফুল গোছাতে লেগে গেল রঙ মিলিয়ে মিলিয়ে।

তারপর সোফায় গা এলিয়ে দিয়ে আরবী ফরাসী ইংরেজী দৈনিক পত্রিকাগুলোর প্রথম পৃষ্ঠার হেডলাইনগুলোর উপর একবার চোখ বুলিয়ে নিল। কেবল সুয়েজখালের কথা।

রবিবার ২৮শে অক্টোবর, ১৯৫৬। পুরো দু'বছর দেখতে দেখতে কেটে গেল এই মিশরে। একদিনকার কুলবধূর কর্মক্ষেত্র আজ সারা বিশ্ব। ন'বছর হতে চলল দেশের বাইরে। ফি-বছর অবশ্য ছুটিতে দীপালি দিল্লিতে কাকিমার কাছে যায়।

ব্যালকনিতে এলো দীপালি। দীপালি রেলিঙে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। ট্রামলাইনে চোখ রেখে। রাস্তাটা ফাঁকা।

শহরতলির এ-অঞ্চলটা এমনিতে জনবিরল। গাছগুলো ফ্যাকাশে সবুজ! নিচের ফ্ল্যাটে সস্ত্রীক থাকেন আর্জেনটাইন এ্যাম্বেসেডর। ট্রামলাইনটা সোজা গেছে পিরামিড। ওখান থেকে কিছু দূরে সাহারায় ডক্টর সুব্রত মিত্রের ক্যারাভান। সাহারা সিটি সেখান থেকে আরো তিন মাইল দূরে, একদম মরুভূমির নির্জনে। একদিন ডিনার শেষে সুব্রত মিত্র বললেন, 'দীপালি দেবী, বয়সে কনিষ্ঠাকে তুমি বলে ডাকায় সুবিধে।'

'বলায় আপনার সুবিধে হলেও শোনায় আমার যথেষ্ট অসুবিধে।'

দীপালির মনে হলো ডক্টর মিত্র যেন একটু হাসলো। হাসিটা যেন কেমন করুণ।

—'হেমিংওয়ের "দি সান্ অলসো রাইসেস্" বইটা পড়েছেন?'

'আর বলতে হবে না ডক্টর মিত্র।—এর কোনো চিকিৎসা নেই?'

'বিবিসাব, তোমার টেলিফুন।' নারগিসের মার ডাকে দীপালির সম্বিত ফিরে এলো।

'কার টেলিফোন? সুবিমলের?'

'তোমার বৌদির।'

'শোবার-ঘরে কানেকশনটা করে দাও।'

রিসিভার তুলল দীপালি। কানে এলো অতি অন্তরঙ্গ শব্দ-ঝঙ্কার, 'ধন্যি তোকে। ভারি আদুরে হয়েছ, বলি এই ক'দিন কার তপস্যায় কাটল!'

'বলবে, সকালে উঠে কেন এই ব্লিজার্ড?'

'ব্লিজার্ড? আ-মর। আনবি তোর শ্রীমান বন্ধুবরকে, না ফের পরশুর মতো আবার ব্লিজার্ডে উধাও?'

'উঁ?'

'ইতিমধ্যে কানেও খাটো হয়ে গেছিস?'

'বলেছি তো আনবো।'

'আমাদের অনুপস্থিতিতে এত কাণ্ড হয়ে গেল, কই কিছুই বললি নে পর্যন্ত। তোকে আর বিশ্বেস নেই দীপা।'

'উফ্!'

'উফ্ কী রে?'

'বিশ্বাস হারিয়ে ফেললে?' দীপালি কণ্ঠে তেমন জোর পেল না; ডক্টর মিত্রের অবস্থাটা ওকে কোথায় যেন সূক্ষ্মভাবে আঘাত দিয়েছে। 'নিজেরা দিব্বি বাইরে রইলে, সে বেলায়?'

'গেলেই পারতিস—তা মুক্ত বিহঙ্গী হয়ে থাকার নেশা অ্যাদ্দিনে কাটল তাহলে?'

ঘনিষ্ঠতার তাপে দীপালি বিছানায় বসল। ও ভেবেছিল আজকে সুবিমলকে বলবে অন্তত আর ক'টা দিন থেকে যাক। সে ইচ্ছাটা হঠাৎ কেমন জানি মিইয়ে গেল।

'মুখে এখন রা নেই। সত্যি-সত্যি বল দেখি ব্যাপারখানা কী? দেশসুদ্ধু তাবৎ লোকের মুখে মুখে কী যা-তা শুনছি! মিসেস সেনই অবশ্য সব রটিয়ে বেড়াচ্ছে।'

দীপালি চুপ করে রইল। মনে মনে সুবিমলের চোখ-মুখের হাবভাবের সঙ্গে কী যেন মিলিয়ে দেখতে চাইল। মাথাটা বড্ড ধরেছে। রিসিভারটা বিছানায় রেখে দু'হাতের তেলোয় মাথাটা চেপে ধরে টিপল। কলিঙবেল টিপল সজোরে।

'বিবিসাব।' বেয়ারা জালাল মবরুক এসে দরজায় দাঁড়াল।

'এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল।···এই যে বৌদিভাই?'

'কোথায় গেছলি রে?'

প্রচণ্ড চেষ্টায় দীপালি জঘন্য একটা দুশ্চিন্তাকে মস্তিষ্ক থেকে টেনে ছিঁড়ে ফেলে দিল আর সঙ্গে সঙ্গে ওর হৃদ্‌পিণ্ডের মধ্যে নতুনভাবে আনন্দস্রোত বয়ে গেল, 'কোথাও না, পায়ের জুতোটায় কী যেন একটা ফুটছিল—'

'জুতোয় ফুটছিল না আর কোথাও?—হ্যাঁ রে, ছুনিয়াসুদ্ধ লোক জানবে আর আমরা—'

'ছুনিয়াসুদ্ধ্?' এবার দীপালি ঠাট্টা জুড়ে দিল। 'সোজা কথা সোজা ভাষায় বলা মানা?'

'তাতো বটেই। তবে সোজাসুজি বলি। মুক্ত বিহঙ্গী এখন শনিবারের বাতাসে উড়ছে। তোদের হ্যান্সি বেশ রসিয়ে রসিয়ে বললে কিন্তু। মাদাম ডিরেক্টর মোটরলঞ্চ রেস-এ এনগেজড্; পায়ে বসে কে এক বেচারী বিদেশী অতিথি।'

'আচ্ছা মিথ্যুক হ্যান্সিটা!'

'তবে যে গুজব শুনলুম ভালোমানুষটিকে তুই গ্লাইডিং করালি স্বর্গের আলোয়; বন্ধুবান্ধবকে ককটেল দিলি। আরও শুনলুম রবিবার পুলকিত জ্যোছনায় ক্লিওপেত্রা-ট্যাঙ্কে ফিশিং করলি!'

জল খেয়ে ঠাণ্ডা গ্লাসটা গালে চেপে রাখল দীপালি, 'কাব্যি করছো?'

'কাব্যি করতে হলে মনের অলিগলি জানা চাই। তা আর পাই কই। হ্যান্সির কাছে নিরেট গপ্পে যা শুনলাম, ভদ্দরলোক নাকি কারনিভ্যালে আলাদিনের দীপ জ্বাললে আমাদের দীপার হাতে হাত রেখে!' তখনও হাসির শব্দ ভেসে আসছে।

'বেড়াল-চোখো বুড়িটা অমন ডাহা মিথ্যে কথা বলেছে?'

'আমিও তাই বলি। ও যা বলে বলুকগে। এবারে তুই বল্ তো শুনি। ভদ্দরলোকের আজই চলে যাবার বিকর্ষণ কেন ঘটলো?'

গাল থেকে গ্লাসটা সরিয়ে দীপালি হাসল, 'প্লেনে সীট রিজার্ভেশনের আকর্ষণ।'

'অবাক করলি তুই দীপু। তিন-তিনটে দিন আসার নাম-গন্ধটি নেই! ফ্ল্যাটে গিয়ে ছু'ছু-বার ফিরে আসলাম। আমরা বুঝি কেউ নই? জঙ্গলী কোথাকার?'

'নিজের কাজকর্ম ফেলে ছুটি নিয়ে যুগলে গেছলে কেন? থাকলেই সব দেখতে পেতে।'

'বাজে বকিসনে দুষ্টু মেয়ে কোথাকার! এই তিনটে দিন কোথায় ছিলি বল?'

'বারবার শোনাচ্ছো তিনটে দিন। তিনটে দিন না হাতি! পরশু বিকেলে ফিরলে ক'টা দিন হয় বলবে?'

'আমি আইনস্টাইন নই।—সত্যি করে বল না আগে ওকে চিনতিস? দিল্লীর বন্ধু? কদ্দিনের জানাশোনা?'

'একশো বছরের। বোধহয় আরও বেশি—এক লক্ষ বছর।'

'আবার ফাজলামো হচ্ছে। দেখ তোর ওই ম্যাস্ক স্পেণ্ডারকে আমার এতটুকুও ভালো লাগে না! একে আমার ভালোই লাগছে।'

দীপালি কোনো সাড়া দিল না।

'কী ভাবছিস? আমাকে বলবিনে?'

'বলবার কিছু নেই যে। জানিনে কিছুই বৌদিভাই।'

'উঁ হু! গ্লাইডিং ক্লাবের ফ্লাইং-সেক্রেটারি দীপালি দাশগুপ্তের কণ্ঠ তো এমন নয়। হুঁ, ব্যাপার গুরুতর।'

দীপালির মনটা উদাস হয়ে গেল। 'রাখছি।'

'আচ্ছা। কিন্তু ওকে আনতে ভুলিস নে যেন।'

সেই থেকে দীপালি ঠায় ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে। ট্রামগুলো সিদে পিরামিডে যাচ্ছে। আটটা বেজে গেছে। কোথায় আজ একটু আগে আসবে সুবিমল, তা না আটটা বাজিয়ে তবে ছাড়ল।

দীপালি একদৃষ্টিতে ট্রামলাইন দেখছে, এমন সময় একটা লিমোজিন এসে ঢুকল বাড়ির কমপাউণ্ডে। গাড়ির বনেটে য়ুনোস্কো পতাকা। তরতর করে লঘুপায়ে নিচে নামল দীপালি। নামতেই

হল। অন্য কেউ নয়; স্বয়ং ম্যালকম জনসন যে। সারা মধ্যপ্রাচ্যে য়ুনোস্কো প্রতিষ্ঠানের হর্তাকর্তা-বিধাতা। বিনা খবরে দীপালির ফ্ল্যাটে আসা অবশ্য নতুন কিছু নয়! দীপালি একজনের প্রত্যাশা করেছিল, অমন ওজর শুনবেনই বা কেন এই দাদুর মতন বৃদ্ধ মানুষটি। দামাস্কাসে চাকরির দিন থেকে বিপত্নীক জনসন সাহেব ওকে কত যে স্নেহ করেন! তাছাড়া দীপালির কাকুর সঙ্গেও এর বিশেষ জানাশোনা।

অন্য দিন ইনি সানন্দ কলরবে আসেন। আজকে দীপালি সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতেই গমগম বকুনি খেল। 'আপিস-ডিসিপ্লিন তুমি গোল্লায় দিচ্ছ।'

দীপালি হেসে ফেলল।

ড্রয়িংরুমে কঠিন চোখে বসলেন সাহেব, দু-দুবার অর্ডার পাঠিয়েছি, গা করছো না।'

'কিসের অর্ডার?' শুধালো দীপালি। যেন আকাশ থেকে পড়েছে।

'কিসের অর্ডার? বলা হচ্ছে না বাগদাদ যাও?"

'পোর্টসাঈদের ট্যুর-টা আগে সেরে নি।' এ-যুক্তি দীপালি আগেও দিয়েছে।

'তোমার মতলবখানা কী? চাকরিতে মন নেই?'

দীপালির স্মিত মুখখানা এমন ধমকানিতেও থমকালো না। বলল, 'আপনার ট্যুর প্রোগ্রামে দেখছি এখন ডিপার্চার টাইম। ব্রেকফাস্ট হয়েছে?'

'দিস ইজ দি ফাইনাল অর্ডার। আজ বিকেলে চারটের প্লেনে তুমি বাগদাদ যাচ্ছো।—ক্লীয়ার?' গাঁক গাঁক করতে করতে সাহেব পকেট থেকে প্লেনের টিকিট-বইটা এক খামচে বের করে কফি টেবিলের উপর ফেললেন।

দীপালি টু-শব্দটি করল না। আপিসের ওঁর মতো এমন ঠাণ্ডা

মস্তিষ্কের মানুষ আর নেই। সাহেবকে একটা ব্রেকফাস্ট খাইয়ে দিলে হতো। আজ অবশ্য বাড়িতে আহারের কোনো ব্যবস্থা নেই। বাবুর্চি হাসান প্রতি রবিবার মিলিটারি ট্রেনিং-এ যায়। লড়াইয়ের আচ্ছা হুজুক লেগেছে যাহোক।

সাহেব রেগে টং। দাঁতে চুরুটের গোড়া কাটতে লেগে গেছেন। উনি অস্থায়ী হেডকোয়ার্টার্স পোর্টসাঙ্গীদে যাচ্ছেন। যাওয়ার মুখে যত ঝামেলা। এদিকে সুবিমলও এলো বলে।

সাহেবের দস্তুর মতো বয়স হয়েছে। আকৃতি পোশাক-পরিচ্ছদ আর চলনে-বলনে এব্রাহাম লিংকনের সাইনবোর্ড লাগানো ইনি দেশজ। মাথার বিরল চুলগুলি সফেদ। গায়ে মাখন-রঙা কোট। মনটাও মাখনের মতো।

'মনে থাকে যেন তোমার প্লেন উড়ছে চারটে পাঁচে। উঠলেন সাহেব—লম্বাতেও কোন-না সোয়া-ছ ফুট। 'পৌঁছেই ফোন করো।'

'এক মিনিট।'

'আবার কী?'

'মিস্টার জনসন,' মাথাটা অল্প পেছনে হেলাল দীপালি। একটা কথা বলবো? আপনি সত্তর পেরিয়েছেন। আপনার এখন রিটায়ার করা উচিত। কর্তব্যজ্ঞান হারিয়েছেন।'

'কী বললে?'

'যা বললাম তা তো শুনেছেনই। আপনি ভীতু।'

সাহেব তখুনি বসে পড়লেন সোফার উপর, যেন কোনো অদৃশ্য মুষ্টিযোদ্ধার জব্বর ঘুসি একখানি পড়েছে তার মুখে। সম্ভবত উনি ভেবেছিলেন প্লেন-টিকিট সমেত সাতসকালে তেড়ে আসায় ফল ধরেছে। আখের ঠেকাতে চেয়ে চোখ পাকিয়ে বললেন, 'কী বলতে চাও তুমি?'

'আগে বলুন আমার জন্যে আপনি এত ভাবছেন কেন?'

'হোয়াট ননসেন্স।'

এ-স্বর ম্যালকম জনসনের নয়। য়ুনোস্কোর বড়ো সাহেবের।

'আমাকে আলাদা করে দেখছেন কেন? আমি কি সহকর্মী নই? মাইনে পাই না?'

বিরক্তিতে সাহেব উঠে পড়েছিলেন, পুনরায় বসে বললেন, 'কথা কাটাকাটির সময় নেই। স্বীকার করি তুমি সাহসী। তথাপি দেখতে পাচ্ছো না প্রত্যেকটি এ্যাম্বেসির মহিলা-কর্মচারীদের বাইরে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে? দেখছো না ডিপ্লোম্যাটদেরও অনেকে কাজের বাহানায় দিকে দিকে পালাচ্ছে? কাগজে পড়োনি ইণ্ডিয়ান এ্যাম্বেসেডর ঠিক এই সময়ে দেশে চলে গেলেন?'

দীপালি কথার মাঝে কী একটা বলতে চেষ্টা করে। সাহেব তাকে ধমকে থামিয়ে দেয়। 'থামো, বলতে দাও—কেন বুঝতে চাও না—তুমি যাকে বলো সৌন্দর্যবোধ শুচিতা বিবেক তা সবই যাবে?'

উত্তেজিত সাহেব দম না নিয়েই বলে চলেন, 'তোমাকে আজই যেতে হবে। য়ু মাস্ট গেট অ্যাওয়ে।' বলে সাহেব উঠেছিলেন।

সাহেবের এমন অগ্নিমূর্তি দীপালি আগে কখনো দেখেনি। আজ হলো কী। জানলার একপেশে আলোয় ওর মুখখানি ম্যাগনিফাইং-গ্লাশে অচেনা ভাগ্যরেখার মতো দেখাচ্ছে। বাস্তবিক, যুদ্ধভীতি মানুষের ভাবনা শক্তি সব নিবিয়ে দেয়। যা-নয় তাই ভাবতে থাকে মানুষ। এও এক জরা।

'বসুন।'

'আমায় প্লেন ধরতে হবে।'

'প্লেন ধরবেন কী? হেলিকপ্টার তো আমাদের।'

'আমাদের বলে প্রোগ্রাম অনুযায়ী চলবো না? হ্যাঁ তোমায় আবার বলছি অর্ডারটা সেক্রেটারি-জেনারেল হামারশোলডের;' একটু থেমে তিনি আবার বললেন, 'আর আপিসের অন্যান্য কর্মচারীরা যেতে পারল, তোমারই যতসব ছেলেমানুষী বায়নাক্কা?'

'স্যান্দি তো যায়নি।'

সাহেবের মুখ লাল হল। 'বয়সে তুমি ওর আধখানা। ও যদি মরতে চায়?'

'রোমুলোর স্ত্রী গেছেন?'

'সবে বিয়ে করেছে, ছেড়ে যেতে চাচ্ছে না। আমি কী করবো?' আমিও ছেড়ে যেতে চাইনে আমার বুড়ো দাদুকে।'

এতেও কিন্তু সাহেব নরম হলেন না। বসলেনও না পর্যন্ত। রাগে কাঁপছে সে।

দীপালি বলল, 'আমাদের রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, পেছন থেকে যেটাকে জরা বলে মনে হয় সামনে সেটাই দেখি যৌবন।'

সাহেব নিরুত্তর। আজ ওই ঠাঁই কঠিন।

'প্লিজ, মিস্টার জনসন, বসুন।' দীপালি একেবারে কোমল হয়ে খেল।

বসলে সম্ভবত আচরণে ঢিলে পড়ে যাবে, তাই বসলেন না সাহেব। উনি যেন এখন দীপালির বাড়িতে নন, পোর্টসাঈদে তাঁর বিরাট আপিসঘরে দাঁড়িয়ে।

'অমন রেগে থাকলে বিচ্ছিরি লাগে।—এবার ট্যুরে এসেও অবধি আপনি আমার সঙ্গে তেমন কথা বলেন নি পর্যন্ত। স্যান্দি বলছিল, আপনি আর আমায় দুচক্ষে দেখতে পারেন না।'

সাহেব হকচকিয়ে গেল। দুরন্ত বালককে বাগে না আনতে পারার হতোদ্যমে শেষে বললেন, 'এই না পুরুষালির বড়াই চালাচ্ছিলে, এখনই মেয়েলিপনা? হোয়াট ননসেন্স!'

'মেয়েলিপনা?' হাসি-হাসি সলজ্জ দীপালি বাইরের ব্যালকনিতে একচক্কর দিয়ে এলো। 'এবারে বসুন তাহলে?'

যেন অনিচ্ছাসত্ত্বেও সাহেব বসলেন। 'আর কোনো কথা নয়। অর্ডার ইজ্‌ অর্ডার।' ধমকানির পরিণাম সম্পর্কে উনি যেন এখনো সন্দিহান।

দীপালি কিছুক্ষণ ঘাড় হেলিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। শক্ত হতে চাইল; পারল না। গম্ভীর হল। তাও কি ঠিক-ঠিক পেরেছে। বললে, 'এই সেদিন কনফারেন্স ট্যুর থেকে ফিরলুম। ফের এক্ষুণি বাইরে গেলে আমার এখানকার কাজকর্ম সামলাবে কে? এইরকম ইর্‌রেসপন্‌সিবলের মতো কাজ ছেড়ে যাওয়া উচিত হবে কি না আপনিই বিবেচনা করে বলুন?' সাহেবের পাশে বসল দীপালি।

'লুক হিয়ার মাই ডিয়ার, আমিও তোমার মতন শুধু কর্মচারী। অর্ডারটা হ'ল হামারশোল্‌ডের।'

'এখানে ডিস্‌ক্রিশনটা আপনার।'

'আই কাণ্ট হেল্প। তোমাকে আজ যেতেই হবে। যদি না যাও আমার অবাধ্যতার জন্য তোমাকে আমি সাসপেণ্ড করতে বাধ্য হবো।'

আসল কারণটা বলতে না পেরে দীপালি ভিতরে ভিতরে রেগে গেল। সুবিমল চলে যাচ্ছে আজকে, বুড়োটা থাকতে দেবে না। দৃঢ় অথচ শান্তস্বরে বলল, 'মিস্টার জনসন, আপনার কথাই থাক। আমি রেজিগনেশন দিচ্ছি।'

সাহেব হতভম্ব। ওঁর পক্ষে অস্বাভাবিক রূঢ়স্বরে বললেন, 'আজ এক্ষুণি ছুটি নাও, এদেশ ছেড়ে বেরিয়ে যাও। তোমার কাকাকে কেবল করে দিচ্ছি, এমন একরোখা মেয়ের এখানে কোনো প্রয়োজন নেই।'

'স্যার, চাকরি আমি ছেড়ে দিলাম।' দীপালি উঠে দাঁড়াল।

জনসন সাহেব নিঃশব্দে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। চেহারার রঙ বদলাল বার-দুই। তারপর হতাশভাবে বসে পড়ে বললেন, 'অলরাইট। তুমি ট্রেইটর।'

রাগটা পড়ে এলো। বেদনার ছাপ সাহেবের মুখে ফুটে উঠল। তিনি কোনোরকমে প্রফুল্ল হবার চেষ্টা করলেন, 'হ্যাঁ মনে পড়ল, স্ট্যানলি বলছিল বটে তোমার কে একজন আত্মীয় না কে আজকে

দেশে যাচ্ছেন। তবে ঠিক রইল তুমি কালকে যেও।—এবারে খুশি?'

দীপালি চুপ করে রইল।

বিদায়ের জন্য প্রস্তুত, সাহেব অনিচ্ছায় কিছুটা নরম হলেন। 'ট্যাগোরের উক্তিটা যা বললে, হুবহু ওই সান্ত্বনা-বাক্যটি রেখে গেছেন শোপেনহাওয়ার। তিনিও আড়াই হাজার বছর আগে এই একই কথা অনুরূপ ভাষায় লিখে গেছেন এপিক্টাসে।'

দীপালি মুখ ভার করে রইল।

যাক্ শেষে সব মিটমাট হল—এমন একটা স্বচ্ছন্দ ভঙ্গিতে সাহেব চুরুট ধরালেন। 'ওতে কেবল মাত্র প্রমাণ হয়, প্রাচীন কথাগুলো মিথ্যে নয়।'

দীপালি গোঁজ হয়ে বসে রইল।

'আমি রাগ করিনি মা। আই অ্যাম সো ডিসটার্বড্। তবে আসি?'

সাহেবের পিছু নিয়ে দীপালি কবাটে হেলান দিল, 'বলছিলাম, ইয়ে, তাহলে একটু পায়েস খেয়ে গেলে হেলিকপ্টার কি পালিয়ে যাবে?'

'পায়েস?'

বোঝা যায় সাহেব মনে মনে আহত। দীপালির স্নিগ্ধতায় ওঁর নিজের গালে এখন চড় পড়বার অবস্থা। আসল ব্যাপারটা হল সুয়েজখাল পোলিটিক্সের প্রচণ্ড ধাক্কায় এখানে সবাইকার এখন স্নায়ুপীড়ন চলেছে। সাধারণ নাগরিকদের জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। দৈনিক ব্যবহার্য বিদেশী দ্রব্য ইউরোপ থেকে আর আসছে না। যেটুকুও বা আসছে তাও চোরাই পথে—সাহারা হয়ে। দিশি জিনিসেরই আগুন দাম। নিয়মমাফিক সেয়ানা ডুবুরিরা ক্রাইসিসের সমুদ্রে এই সময় দু'হাতে মণিমুক্তা কুড়োচ্ছে। আজ সমগ্র ভূমধ্যসাগরটা রণহুঙ্কারে টগবগ করছে। কখন যে কী বিপদ ঘনায়, তা ভবিতব্যের মতোই অজানা।

ডাইনিংরুমে এসে বসলেন জনসন সাহেব। অস্বস্তি ভাবটা অনেকখানি কেটে গেছে। কাবার্ড থেকে নিজেই পেয়ালা নিয়ে অ্যানাট্রে বানিয়েছেন। 'উঁহু—এতোটা দিও না দীপা। এক চামচে। ব্যস্—ব্যস্, আ-হা করছো কী!—তুমি?'

'আমি এইমাত্র খেলাম।' আদতে খায়নি দীপালি। বাকি পায়েসটুকু যথাস্থানে রেখে দিল।

'তোমার রান্না মাছের কালিয়া না কী যে বলো,—ডিলিশাস্।'

'এবার যখন আসবেন বানাবো।'

'বাগদাদ হয়ে এসো আগে, তারপর।'

নতমুখে দীপালি বলল, 'তখন বড় অভদ্র হয়ে গেছলাম, আমায় ক্ষমা করবেন।'

'অমন করে বলে না, মা। আমারও মন মেজাজ ভালো যাচ্ছে না।' খালি হাতে দীপালির চিবুক স্পর্শ করে বললেন, তোমাদের দেশে দাদুর কাছে বুঝি নাতনীরা ক্ষমা চায়? না উল্টে আরো নতুন নতুন দুষ্টুমি করে?'

'দাদা বৌদি এখানে। বিপদ শুধু আমার একার? পোর্টসাঈদে আমাদের ইস্কুলে তিনশো ছেলেমেয়ে। ওরা অনাথ। ওদের ছেড়ে আমি কী করে পালাই?'

পায়েসে অতিরিক্ত মনোযোগী হলেন সাহেব। সম্ভবত ভাবছেন, আরো নতুন নতুন দুষ্টুমির প্রসঙ্গটা না তুললেই হ'ত।

দীপালি বলল, 'আমি বাগদাদে পালালেও মিশরী মেয়েরা কেউ. তার বুঝি এখানে পড়ে থাকবে না? এমন ভালোবেসে কে ওদের নিরাপদে সরিয়ে দেবে?'

ফের পায়েস দিল দীপালি। সুবিমলের মতো পায়েস খেতে ভালোবাসেন সাহেব। দীপালি কালকে নিজে হাতে পায়েস নিয়েছিল। এখন একটু লজ্জা-লজ্জা ধরনে বলল, 'একটা জিনিস আমি আমার জীবন থেকে শিখেছি, বলবো?'

সাহেব পরিতুষ্টভাবে মাথা নাড়লেন; যার মানে তোমার পেটে কথা এলে না বলে থাকতে পারো না?

'আমি জানি কারুকে মিষ্টি মুখ করালে সে-মিষ্টতার কথা সে ভোলে না। তেতো খাওয়ান, মনে রাখবে না।'

দীপালি যখন এ-ধরনের অভিজ্ঞতার প্রসঙ্গ তোলে, তারপরের উক্তিটা শোনবার মতো, সম্ভবত সাহেব এ কথাটা জানেন বলেই এবার সুস্মিত হলেন।

'আপনি সব সময় আমাকে দুরন্ত বলেন। কটু কথাও শুনতে হয়। তবে আমার এই উনত্রিশ বছরের ক্ষুদ্র জীবনে যা শিখেছি তাকে আমি অবহেলা করি না,—নিরাপদ জীবনে স্বস্তিতে থাকায় ব্যাপ্তি নেই।'

সদরের কলিংবেলে একবার মৃদু একটি ক্রিং ডাক এসে থেমে গেল।

'আর দিও না,' পায়েসসুদ্ধু দীপালির কব্জিটা সাহেব নিজের মুঠোয় চেপে ধরলেন। 'তুমি একটু আমার সামনে বসে খাও মা।'

'আসছি, এক মিনিট।'

দ্রুতপদে এ-দিকের উঠানে এলো দীপালি। দরজার আগল খুলে এক পাশে সরে দাঁড়াল। 'এতক্ষণে সময় হ'ল?'

আগন্তুকের স্নিগ্ধ সুন্দর চোখ দুটি প্রথম সাক্ষাতেই নজরে পড়তে বাধ্য, গাঢ়রঙের লাইব্রেরী-ফ্রেমে পুরু কাচের চশমা সত্ত্বেও। চৌকাঠ পেরিয়ে আগন্তুক সলজ্জে বললে, 'সুটকেস রাখতে বিমান-আপিস গিয়েছিলাম, ওরা ওজন করতে দেরি করে দিল।' কণ্ঠস্বর ভরাট নরম। স্বাস্থ্যবান ছিপছিপে যুবক। একমাথা ঘন কালো চুল; শামলা-রঙের মুখটা তাইতে ফর্সা দেখায়।

ডাইনিংরুমের পর্দা মেলে ধরল দীপালি, 'এদিকে।'

'আসামাত্র রোজই বুঝি কিছু খেতে হবে?'

'আসুন তো আগে?'

সাহেবের সঙ্গে তাঁর পরিচয় করিয়ে দিল দীপালি। সাহেবের মুখে পায়েস। ঢোক গিলে বললেন, 'ন্যান্সি—আমার সেক্রেটারি ন্যান্সি কোলরিজ বলছিল বটে আপনি দীপার পরম বন্ধু।'

চা ছাঁকতে ছাঁকতে দীপালি বলল, 'ও-রবিবারে বুকিং ছিল। চলেও যাচ্ছিলেন। তারপর অ্যাদ্দিন সীট পান নি।' দীপালি না তাকিয়েও সাহেবের আমোদ-পাওয়া চাহনিটা টের পেল। সত্যিই, সুবিমল আগের রবিবারে প্রায় চলেই গিয়েছিল।

'সীট পাননি? চামচে চেটেপুটে নিলেন সাহেব। প্যান আমেরিকান ইণ্ডিয়ারুটে বেবাক প্লেন রোজ খালি যাচ্ছে।'

'ওঁর বুকিং বি-ও-এ-সি।' পট থেকে চা ঢালতে লাগল দীপালি। চোখ এড়ালো না সুবিমলের কর্ণমূল আরক্তিম হয়ে উঠেছে। আগের রবিবারে চলে যাবার বিদায়ী নমস্কারটা পর্যন্ত সেরে নিয়েছিল।

'দেশে কোথায় থাকেন মিস্টার চ্যাটার্জি?'

'নৈহাটি।'

'দীপালির দিল্লী থেকে কদ্দূর?'

'কলকাতার কাছে।'

'য়ু আর নট এ স্টুডেন্ট আই সাপোজ?' চায়ের পেয়ালা তুলে নেন সাহেব।

"ইস্কুলের সামান্য টীচার।'

'সামান্য?' সাহেব ভুরু বাঁকালেন।

টেবিলক্লথে দীপালি আঙ্গুলের ডগা দিয়ে আঁকিবুকি কাটতে লেগে গেল। ধোঁয়া-ওঠা পেয়ালার সুবিমল চামচে দিয়ে চিনি ঘোলাচ্ছে, খামোকা। চুরুট এগিয়ে দিলেন সাহেব।

'ক্যাণ্ট স্ট্যাণ্ড স্যার,' সুবিমল সপ্রতিভভাবে বলল। 'ইংল্যাণ্ডে গিয়েছিলাম, ফিরতি-পথে পিরামিড দেখতে নেমেছি।'

দীপালি জোগান দিল, 'সামান্য টীচার ছাড়াও আমার অনুমান

ইনি একজন কবি। ব্রিটিশ কাউন্সিলের নিমন্ত্রণে এডিনবরা পোয়েট্স কনফারেন্সে ইনি ডেলিগেট ছিলেন।' মনে মনে হাসল দীপালি।

'শুধু অনুমান? মধ্যে মধ্যে দাদুদেরও বাসনা জাগে কবি হতে,' সাহেব সৌকতুক হাসলেন। 'মিস্টার চ্যাটার্জি, কদ্দিন ইউ. কে'তে ছিলেন?'

'মাস-দেড়েক।'

উৎসাহিত সাহেব বললেন, 'কালকে আপনাকে মোটরবোট রেস দিতে দেখলাম।'

'চালাচ্ছিলেন মিসেস দাসগুপ্ত।'

'একই কথা। আপনিও ছিলেন। এখানে কবে এসেছেন?'

'তা—এই একুশ দিন হল।'

'কবে থেকে আপনাদের বন্ধুত্ব?'

'এখানে আসার পর থেকেই।'

সুবিমলের হয়ে দীপালি জবাব দিল।

'ওঃ—তাই বলো। ন্যান্সি বলছিল তোমরা নাকি বহুকালের বন্ধু।'

এটাই ম্যালকম জনসনের পারিবারিক রূপ! সুবিমলকে সাহেবের মনে ধরেছে। বলিরেখান্বিত মুখমণ্ডলে তামাসার ছোপ দেখে দীপালির ভালো লাগল।

জনসন সাহেব দু'চোখ ভরে দীপালিকে দেখেছেন। যেন নতুন কিছু দেখছেন। দেখছেন অবশ্য চিরপুরাতনকেই। বুঝি-বা হারিয়ে যাওয়া নিজেরই ছেড়ে-আসা তারুণ্যকে দেখছেন চেয়ে চেয়ে।

'সুবিমলবাবু,' জনসন সাহেব চলে যেতেই বসবার ঘরে খুশিতে জলজলে দীপালি বলল, কালকে একটা কথা আপনাকে বলতে

ভুলে গিয়েছিলাম। আপনার হয়ে একটা নিমন্ত্রণ নিয়েছি। দুপুরে সেখানে গল্পটল্প করবো, এই আর কি।—আপত্তি নেই তো?'

সুবিমলের নজর ছিল দৈনিক ইজিপশিয়েন গেজেট পত্রিকায়, হাতে সিগারেট, চোখাচোখি হতে বলল, 'এই কথা?'

সুবিমলকে দেখামাত্র বোঝা যায় যে লোকটা প্রাণবাণ, চঞ্চল। অন্তত প্রথম দিন পরিচয় হওয়ামাত্র দীপালি তারই প্রমাণ পেয়েছিল। কিন্তু তারপর থেকেই কী যে হলো অন্যরকম হয়ে গেছে। তবে চোখের ভাষায় যে কৌতুকপ্রিয়তা ছিল সেটা এখনো আছে। দীপালি বলল, 'তাপসীদের ওখানে নিমন্ত্রণ।'

'তাপসী?'

'এরই মধ্যে ভুলে গেলেন? সেমিরামিস-এ আলাপ করিয়ে দিলাম যাঁর সঙ্গে। তাপসী বৌদি?'

'তাই বলুন।'

সেই কৌতুকভরা চোখ অথচ মুখটা কীরকম যেন এঁটে রাখল। যেন পেটে কোনো কথা এসেছে কিন্তু বার বার তা চেপে যাচ্ছে। দীপালি হাজার চেষ্টা করেও ওকে ওর গণ্ডী থেকে বাইরে টেনে আনতে পারছে না।

খবরকাগজে কী অত দেখে সুবিমল! সাংবাদিক ম্যাক্স স্পেণ্ডারের কাগজপ্রীতি বাতিকাকেও যে হার মানায়।

দীপালির ভুরুর দিকে তাকিয়ে সুবিমল বলল, 'আপনার বৃষ্টি ভালো লাগে?'

'বৃষ্টি!'

'হ্যাঁ। এই ঝম্‌ঝম্ বৃষ্টি পড়েছে, আর সেই বৃষ্টিতে ভিজছি। এরকম ভালো লাগে আপনার?'

উফ্। এর ঘরে বসে থাকার মন নেই। যেন এই সবে পরিচয় হল এইরকম ভাবে কথা বলছে সুবিমল। কাগজে আবহাওয়া দেখে যেন তাই দিয়ে কথার শুরু। মুখটা গম্ভীর।

অথচ ঠোঁটের কোণে তরলতা। এইজন্তেই তো একে ভালো লাগে। আজ যেন অন্যদিনের চেয়ে একটু বেশি আনমনা। চলে যাবে, তাই।

খবরকাগজ ছেড়ে এবার সুবিমল হাতে একটা বই নিল। গৌতমবুদ্ধের জীবনী। বইটা জর্জ ফ্লেকার পড়তে দিয়েছে। দীপালি প্রথম পাতাটাও খোলেনি।

'দেখছি আপনার ঘরে সব গাদা গাদা বই।'

দীপালি চুপ করে রইল। ও জানে এ-বইয়ের প্রসঙ্গ শেষ হলে খবরকাগজে পড়া রাজনীতি নিয়ে দু-চারটে কথা বলবে। তাও আবার ভারতবর্ষের রাজনীতি।

'আচ্ছা, মিস্টার দাশগুপ্ত কতদিন হল গত হয়েছেন ?'

'যাক্ তবু একটা নতুন টপিক পেয়েছেন।' দীপালি হাসল। 'যে ভাবে বইটা দেখছিলেন ভাবলাম বুঝি বলে বসবেন বৌদ্ধযুগে রিলিজন্‌টা ছিল পোলিটিক্স। এটাই আপনার প্রিয় সাবজেক্ট কি না।'

সুবিমলকে রাঙিয়ে দিয়েছে দীপালি। তাঁর বয়স নিশ্চয়ই দীপালির চেয়ে কম। লজ্জা পেলে একেবারে ইস্কুলের ছেলের মতো হয়ে যায়। দীপালিও প্রথমদিন ওকে কলেজের ছাত্র ভেবেছিল। আরো অনেকেই ভেবেছে।

'ন' বছর। এই বছর নয় হবে মারা গেছেন।'

আস্তে আস্তে মনের পর্দায় টুকরো টুকরো ঘটনাবলী কাঁটা বিঁধিয়ে বলে গেল···ইণ্ডিয়ান অ্যায়ার ফোর্সের পাইলট···উড়ছিল পৃথিবীর ছাতের উদ্দেশ্যে গিলগিট উপত্যকায়···পাকিস্তানে অধিকৃত কাশ্মিরী ফাইটার প্লেন দুদিক থেকে ওকে ধাওয়া করল··· পালাবার চেষ্টাও করল না, খতম। ব্যস। একটিমাত্র মানুষের জীবন শেষ। কারো কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি নেই। শুধু যে যাবার সে ফ্যুৎ করে চলে গেল।···তারপর সুদীর্ঘ সচল ন'টা বছর।

ক্ষণকাল দুজনেই নির্বাক।

'আপনার স্বামী ন'বছর হ'ল মারা গেছেন?'

'এতে অবাক হবার কী আছে?'

'কই কখনো বলেননি তো?'

'আপনি জিজ্ঞেস করেছিলেন যে বলবো?'

একটা ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ তোলে না সুবিমল। তৃতীয় কোনো ব্যক্তি সম্পর্কে পর্যন্ত আলোচনা করে না।

'বলেছিলেন আজ মিউজিয়মে যাবেন—'

'ও-হো সত্যিই তো। মিউজিয়মটা দেখানো এখনো বাকি আছে। নিন। চলুন।'

ওদিকের ঘরে গিয়ে দীপালি ওভারকোট পরে এলো। মুখে কোনো রঙের প্রলেপ নেই। শাড়িটাও অন্যদিনের তুলনায় আজ যেমন-তেমন গোছের। পায় ফ্ল্যাট-হিল জুতো। সাজপর্বটা ওর এমনিতেই সংক্ষিপ্ত।

আ-রে! লিফ্ট-টা ক'দিন ধরে বিগড়ে গিয়েছিল, এখন ফের চলতে শুরু করেছে। লিফ্‌টে করে দীপালিরা নিচে নামল।

গ্যারেজ থেকে গাড়ি বের করল। লেটেস্ট মডেলের বিরাট পন্টিয়াক গাড়ি। রঙটা শঙ্খের মতো দুধ-সাদা। বনেটে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান য়ুনোস্কোর পতাকা ফরফর করছে। নম্বরপ্লেটে দু'টি ইংরেজি অক্ষর, সি-ডি।

বাঁয়ের বড়ো রাস্তায় চলল পন্টিয়াক। ফাঁকা চওড়া সড়ক সোজা মিলেছে কায়রোর হৃদ্‌পিণ্ডতে।

আকাশ আলোময় স্বচ্ছনীল। বাঁ-হাতে বাংলোপ্যাটার্নের খোলামেলা বসতবাড়ি। ফ্ল্যাটবাড়ি। বস্তি। গাড়ির জানলা গলিয়ে আসছে হেমন্তের ফুরফুরে হাওয়া।

নদীর দিকে ঢালু হয়ে গেছে ধানক্ষেত। যবশিষের ঢেউ। শিষগুলো সোনার বরন ধরেছে মাত্তর ক'দিনের মধ্যেই। মেঘের

গড়নে নীলের সঙ্গে সবুজ মেশানো ছোলার ক্ষেত। সিনেমার বিজ্ঞাপন।

'আপনি অনেক খবরটবর রাখেন।'

চকচকে নীলের মধ্যে গাড়ি চালিয়ে দিয়ে পাশ ফিরে দীপালি একবার সুবিমলের দিকে তাকিয়ে নিলে। এমন সহজ সুরে সুবিমল কথাটা বলল যেন কত কথাই না রোজ অনবরত বলছে। 'আপনি আমাকে কিছু বলছিলেন?'

'এডিনবরা কবি-সম্মিলনের উল্লেখ করলেন—'

'কখন?'

মনে দীপালির ঠিকই আছে। যে মানুষ তিনটে শব্দের জায়গায় আধখানিতে দায় সারে; যে মানুষ দু-ঘণ্টায়—এমনও বিরল নয়—মাত্র দুটি কথা বলে, তাকে দিয়ে বরাদ্দের বাইরে একটি কথা বলানোর ঝোঁক স্বাভাবিক।

সুবিমল ফের চুপ মেরে গেছে।

কী করেই-বা ও ঠাওরাবে আপিসের কাজকর্মে দীপালিকে দেশবিদেশের সাহিত্য সম্পর্কে একটু-আধটু ওয়াকেবহাল হতে হয়। উপরন্তু য়ুনোস্কোর লণ্ডন বুলেটিনে কমনওয়েল্‌থ পোয়েটস্‌ কনফারেন্সের সচিত্র বিবরণটিও নাকি ওর নজরে পড়ার কথা। আপিসের রুটিন যে।

সুবিমল এখনো নিরুত্তর।

ছুটন্ত একটা মোটবাহী উট সামলাতে গিয়ে ক্লাচ দাবিয়ে জোর পায়ে ব্রেক চাপল দীপালি। আজ ও এই প্রথম ইশারা দিয়েছে, সুবিমল যে একজন কবি তা দীপালির অজানা নয়। কিন্তু ভাবতে গেলে ভালো লাগে না,—সুবিমল পোয়েট্‌স কনফারেন্সে গিয়েছিল তা এই তিন হপ্তায় একটি বারও বলে নি। আবার বলা হল, আমি সামান্য টীচার। টিচারদের বুঝি ঠোঁট টিপে গম্ভীর থাকার চুক্তি! না আমি তোমার নাবালিকা ছাত্রী।

মরুভূমি ছেঁচে বানানো নতুন বস্তি পেরিয়ে এলো পন্টিয়াক। স্টীমার-নৌকো-হাউসবোট-ভরা স্রোতস্বিনী নীল নদের নাইলব্রীজ হুস করে পার হল দীপালি। একেবারে সুমুখেই রোদঝলমল ছ-মোহনা লিবারেশন স্কোয়ার।

দিকে দিকে আট-দশ-বারো-কুড়ি তলা মার্কিনী ছাঁচে আপিস বাড়ি। সেমিরামিস হোটেল। ক্যাবারে। নাইটক্লাব। রেস্তোরাঁ। উঁচুতে আকাশের এক কিনারে এয়ারইণ্ডিয়া ইণ্টারন্যাশনাল। অসম্ভব অনেক উপরে লাইট-ব্লু হাওয়ার ক্যানভাসে প্যান-আমেরিকান; আবার ঝুপ্। একদম ফুটপাথের সমতলে বি-ও-এ-সি।

এদিকে বাগানওয়ালা বিরাট কম্পাউণ্ডে প্রকাণ্ড মিউজিয়ম। সামনে নাইল-কাফে।

সবের মাঝখানে অতিকায় উত্তাল ঝর্ঝর শব্দের একটা ফোয়ারা। অসংখ্য ধারে ঝিরঝির শব্দে জল গড়িয়ে পড়ছে সবুজ লনে।

নাইল-কাফের গোল ঘড়িতে মাত্র ন'টা বেজে পনের মিনিট। সুমুখের তিরিশতলা ছিপছিপে উঁচু অট্টালিকার উনতিরিশ তলায় দীপালির আপিস।

মিউজিয়ম খুলবে সেই সাড়ে দশটায়। এ-তথ্যটা দীপালি সুবিমলকে জানিয়ে দিল। একুশ দিন ধরে গাইডগিরিই তো সমানে করছে।

নাইল-কাফের নিকটে ডেমিট্রিয়স স্ট্রীটে গাড়ি পার্ক করে কাফেতে এলো।

সাড়ে আটটায় আপিস মুখো দীপালি এখানে মাঝে-মধ্যে প্রাতরাশ সারে। সুবিমলের সঙ্গে সাক্ষাতের প্রথম দিন এখানে শেষ এসেছিল, আর আজ।

কেন যে দেখা হল।

একুশ দিনের জীবনটা ভিন্ন স্বাদের। শনি-রবিবার বাদে

আপিসে এসেছে দীপালি সাড়ে আটটায়। দুপুরে আড়াই ঘণ্টা লাঞ্চের ছুটি। নিজে উদ্যোগী হয়ে প্রতিদিন সুবিমলের সঙ্গে কখনো বাসায় কখনো-বা হোটেলে আহারাদির পর কায়রোর যাবতীয় দ্রষ্টব্য বস্তু দেখিয়েছে। ছ'টায় অফিসের পরেও তাই।

ক্রমে সবেতে সুবিমল মন জুড়ে বসল। দীপালি বেশ বুঝতে পারছে ব্যাপারটা কোনো সাময়িক মোহ নয়।

চিরকালের সেই লোকটা আজ চলে যাচ্ছে।

মেন্যু দেখে প্রাতঃরাশের অর্ডার দেবার সময় দীপালি চেপে চেপে দীর্ঘশ্বাস ফেলল। উনতিরিশ বছরের জীবনে একুশটা দিন কি কিছু কম!

সুবিমলও যেন কী কথা ভাবছে। বেশি না বলুক ওর আচারে-ব্যবহারে একটা পুরুষালী অনম্র ব্যক্তিত্ব আছে এটা স্বীকার করতেই হয় দীপালিকে। দীপালি জানে সেই ব্যক্তিত্বই সুবিমলকে ওর কাছে শ্রদ্ধেয় করে তুলেছে। আচার-আচরণে তাই সম্ভ্রম জাগায়। হোক একটু লাজুক প্রকৃতির। তা এমন লাজুক বা কোথায়? সমবয়সী মেয়েদের কাছে গদ গদ ভাব দেখায় না। এই তো ইণ্ডিয়ান এ্যাম্বেসির মিসেস সেন—ডাকসাইটে সুন্দরী। মস্ত ব্যবসাদারের মেয়ে। পার্টিতে সুবিমলের সঙ্গে পরিচয়ের পর মেয়েটা তো অর্ধেক গলেই পড়ল, তার বাড়িতেও একবার গেল সুবিমল। সসম্ভ্রমে বিনম্রভাবে কথা বলল। ব্যস্।

এমন কি একবার একটা রূঢ় কথাও শুনিয়ে দেয়। অন্যায়। অমন রূঢ় কথা মুখে আনা উচিত হয় নি। বলেছিল ও, মিসেস সেনের মতন অনেক দেশ দেখেনি। শুধু বিলেত দেখেই যতটুকু বুঝেছে তাতে ওর হাতে শক্তি থাকলে ভারতীয় চোরাকারবারী-দের শুধুমাত্র সন্দেহের উপর নির্ভর করেই ফাঁসিকাঠে ঝুলিয়ে দিত।

তা ঝোলাক, একবার নয় একশোবার। তা বলে হাটের মাঝে

ঢাক বাজিয়ে সে পাঁচালি মিসেস সেনকে শোনাতে হবে? তার বাবা ব্যবসাদার। ওর বাবা চোরাকারবারী নয়।

সুবিমল ওয়েটারকে বলল, 'দুটো নয়, একটা ব্রেকফাস্ট।'

নাও মজা। উত্তাপের ভাণ করল দীপালি, 'আপনার অজানা নয়, আমি অভদ্র। এক বেলাও একাদশী সয় না।'

'কি যে বলেন। আপনার আবার একাদশী কিসের?' আশ্চর্য, সুবিমল অপূর্ব মিষ্টি একটি সম্পূর্ণ হাসি উপহার দিল। 'অতখানি পায়েস খেলাম।'

'আমার অভ্যাসটা একটু বিদঘুটে। খেতে বসলেই ক্ষিদে পায়।'

'আপনি কম করে খান, সেই জন্যে ক্ষিদে পায়। ওটা বড়োলোকদের—' থেমে গিয়ে আবার স্নিগ্ধভাবে হাসল সুবিমল। সুবিমলের হঠাৎ এরূপ খোলামেলা ভাবের সুযোগটা সদ্ব্যবহার করতে যাবে এমন সময় রেস্তোরাঁর ম্যানেজার এসে দীপালির সঙ্গে আলাপ জুড়ে দিল। ম্যানেজার তার পরিচিত। গ্রীক। স্থানীয় এই গ্রীকরা এ-দেশের বাসিন্দা সেই আলেকজাণ্ডারের যুগ থেকে। ভদ্রলোকের এক নাতনী দীপালির পার্সোনাল স্টেনোগ্রাফার। ভদ্রলোক সাতচল্লিশ বছর এই একই রেস্তোরাঁতে আছেন। কথা না বললে ভালো দেখায় না। কথা মানে দীপালি শুধু হুঁ-হাঁ করে গেল। ভদ্রলোক একনাগাড়ে রাজ্যের খবরাখবর দিলে। এও বলল, রেস্তোরাঁর নাম পাল্টে যাচ্ছে বলে ওর মনটা আজ নাকি খারাপ। ওর মতে খদ্দের কমে যাবে। পঞ্চাশ সাল আগে এই রেস্তোরাঁর নাম ছিল "শাহজাদে।" এখন নয়া ইল্লত। নাম বদলালে সুরৎ বদলে যায়। এইসব যা-তা কতক্ষণ বক বক করে যখন চলে গেল তখন প্রাতঃরাশ দেওয়া হয়েছে। সুবিমল পরিজ খেতে খেতে বলল, 'ভদ্রলোককে দার্শনিক-দার্শনিক লাগছিল।'

'সাত পুরুষ এঁরা দার্শনিক।' মুখ নিচু করে দীপালি চামচে করে পরিজ তুলল।

খানিক বাদে সুবিমল হাসিমুখে প্রশ্ন করল, 'উনি এত রসিয়ে রসিয়ে কী বলছিলেন?'

সুবিমল যেন প্রগলভ হয়ে উঠেছে। মুখ না তুলে দীপালি বললে, 'আপনার কথা বলছিলেন।'

ঝুঁকে পড়ে পর পর দীপালি দু'চামচ পরিজ খেল। বক্তব্যের আঁটঘাঁট বাঁধতে বাঁধতে রুটির স্লাইস ছিঁড়তে লাগল। ভাবখানা —যেন কিছু একটা রসাল প্রসঙ্গ এড়িয়ে যাচ্ছে।

'আমার কথা? আমার আবার কী কথা?'

রয়ে-সয়ে মুখ তুলে দীপালি নিরীহের মতো মুখ করে বলল, 'তেমন কোনো কলঙ্কের ব্যাপার নয়। জিজ্ঞেস করছিলেন, আপনি সাধু-টাধু নাকি। মানে মৌনিবাবা।'

'জবাবে আপনি কী বললেন?' মৃদু মৃদু হাসতে হাসতে কথাটা বলল সুবিমল।

আজ চলে যাবে। বোধকরি তাইতে পুলক জেগেছে। তাই চলে যাবার মুখে খুব কথা ফুটছে।

দীপালি অন্যমনস্ক হয়ে গেল। সুবিমল ওর মন থেকে বহুদূরে হঠাৎ করে সরে গেল—আবার তৎক্ষণাৎ দীপালি মনটাকে হিড়হিড় করে টেনে আনল বর্তমানে। শুনতে পেল সুবিমল জিজ্ঞেস করছে, 'আপনি কিছু ওঁকে বললেন। গ্রীক ভদ্রলোককে?' জবাব না পেয়ে পুনরায় জিজ্ঞেস করল সুবিমল।

'বলার যৎকিঞ্চিৎ যা ছিল তাই বল্লাম। তবে আরবী ভাষায় দুটি-একটি শব্দে অনেক কথা প্রকাশ করা যায়।'

'কী প্রকাশ হল একটি-দুটি শব্দে?'

'প্রকাশ তেমন হতে আর পারল কই। চলে গেলেন যে হঠাৎ।' দীপালি এদিক-ওদিক তাকাল। দেখতে পেল দূরের টেবিলে পেছন ফিরে ম্যাক্স স্পেগুার। ওর সঙ্গে জর্জ ক্লেকার।

মচমচে ভাজা ভেটকিমাছ দিয়ে গেল ওয়েটার।

'তবু উনি কী বললেন ?'

এ সুবিমল একেবারে ভিন্ন মানুষ।

'বললাম, ইনি মৌনিবাবা ঠিক নন। কখনো-সখনো এক-আধখানি কথার স্লাইস-ট্‌্লাইস ছাড়েন বৈকি।'

প্রাণ ঢেলে হেসে ওঠে সুবিমল। দীপালিরও হাসি পেল। হাসিটা কোনোমতে সে চেপে সুবিমলের হাতের আঙুল দেখতে লাগল। বুক শিরশির করে ওঠে।

সুবিমলের খাওয়াটা পরিচ্ছন্ন। খেতে বসে ছুরিকাটা ব্যবহার করে না।

'এত সবও বানিয়ে বানিয়ে বলতে পারলেন ?'

'আপনার আর কী।' হাসি লুকোতে লুকোতে ন্যাপকিনে ঠোঁট মুছল দীপালি। 'আমায় এখানে থাকতে হয়। অতটুকু না বললে আমার যে মান ইজ্জত থাকে না।'

'মান-ইজ্জত ?'

সুবিমলের সঙ্গে দীপালি কেমন সহজ হয়ে গেছে। অথচ এর অস্তিত্ব ক'দিন আগেও জানত না ; এখন মনে হচ্ছে যেন জন্মান্তরের পরিচয়। আত্মীয়হীন সুবিমলের কেউ কোথাও নেই। মা-বাবা অন্যান্য আত্মীয়রা পাকিস্তানের দাঙ্গায় প্রাণ হারিয়েছে। শৈশবে কলকাতায় এসেছিল। এইরকম দু-একটা ব্যক্তিগত পরিচয় দীপালি প্রশ্ন করে জেনে নিয়েছে।

'না বুঝতে চাইলে আমি আর কী করব ?'

'আচ্ছা বিপদ, আমি কি কবি যে কথার জাল বুনবো ?'

দীপালির বানিয়ে কথা বলার শক্তি নেই। একদিন উনতিরিশ তলায় ওর আপিসের জানালা থেকে নিচের ফুটপাথে যা স্বচক্ষে দেখেছিল খুশি খুশি ভাবে তাই বলল, 'এই আরকি ম্যানেজার বলছিলেন, আজ সকালবেলায় আপনাকে সুটকেস-হাতে বি-ও-এ-

সি'র সামনে উনি ঘোরাঘুরি করতে দেখেছিলেন। সুটকেসটা অপনি ওজন করাতে বুকিং-আফিসে নিয়ে গেলেন। ফের তক্ষুণি চিন্তিত মুখে বেরিয়ে এলেন। এইরকম আপনার কয়েকবার আসা-যাওয়া উনি দেখেছেন।'

ম্যাক্স স্পেগুারের সঙ্গে জর্জ ক্লেকার এদিকে আসছে। জর্জ ক্লেকারের উপর রাগ হল দীপালির। রাগ হল কেন না সুবিমলকে দেখামাত্র ও বলেছিল, 'নীল নদের টানে যে একবার পড়েছে জন্মজন্মান্তর তাকে ফিরে আসতে হয়।

ঘাড় হেলিয়ে দীপালি আত্মসচেতনতার সুরে বলল, 'কিচ্ছু না কিচ্ছু না, রাবিশ যতোসব, আমি এমনি ঠাট্টা করছিলাম।'

'হ্যালো দীপা, মর্নিং।—গুডমর্নিং মিস্টার চ্যাটার্জি।' বলতে বলতে ম্যাক স্পেগুার ওদের পাশে এসে বসল।

এরপর ঘড়ির কাটা হুশ করে একঘণ্টা এগিয়ে গেল। মিউজিয়মে খাওয়ার আগে অনভিপ্রেত আবির্ভাব সত্ত্বেও স্পেশাল-করেসপনডেণ্ট ম্যাক্স স্পেগুারকে বিদায় জানাতে এ-ফুটপাথের বি-ও-এ-সিতে আসতে হল। ওরা কয়েক বছরের বন্ধু। দীপালি যখন হেডকোয়াটার্সে ছিল ম্যাক্সও থাকত ও তল্লাটে। ম্যাক্স প্রায়ই কাজে লণ্ডন কায়রো ঘুরে বেড়ায়। সে সোয়া এগারোটায় ফ্লাইটে চলে যাচ্ছে। আজকের গন্তব্যস্থান জানাল না। ম্যাক্সকে তাপসী একদম সইতে পারে না।

বি-ও-এ-সি কোম্পানীর প্যাসেঞ্জার বাসটা এ্যায়ারপোর্টে চলে গেলে দীপালি মনে মনে হেসেছিল,—ক্লেকারের ঘাড়ে কীসব জন্ম-মৃত্যু রহস্যের ভূত চেপেছে; অষ্টপ্রহর এক সমস্যা। যুদ্ধ আর মৃত্যু। এখন জিজ্ঞেস করছিল, 'বুদ্ধদেবের জীবনী' বইটা দীপালি পড়েছে কি না। ওতে নাকি জন্মান্তরবাদ সম্পর্কে কী সব তথ্য আছে। লেখক অত তথ্য কোথায় পেল দীপালি সেটা এক সময় ক্লেকারকে জিজ্ঞেস করবে। ওর চেহারাখানি যা হয়েছে যেন ক্রন্টে

পাঠানো সৈনিকের মতো। যাওয়ার সময় সে আবার পাকা করে নিল, সেমিরামিসের অ্যাপয়েনমেণ্ট মনে আছে তো ?

ফোয়ারার দিকে তাকিয়ে দীপালি বি-ও-এ-সি বুকিং-আপিসটা এক নজর দেখে নিল। এখন আবার ওরা কনফার্ম করল লণ্ডন-বম্বে প্লেন সময় মতো আসছে।

বৈচিত্র্যভরা জাদুঘরটা দীপালিরা ঘুরে ঘুরে দেখছে। মানব-সভ্যতার চিহ্নজাল থরে থরে চতুর্দিকে সাজানো। নিচের তলায় প্রাচীন মূর্তিগুলো দেখে নিয়েছে। ওখানে রবিবাসরীয় দর্শকদের মেছোহাটা। বেসমেন্টেও দীপালিরা গিয়েছে। সেখানে সাবেক কালের রাজা-রানীরা মমিতে অমর হয়ে আছে।

আগেও দীপালি এসব অনেকবার দেখেছে।

এলো ওরা দোতালার পুঁথিঘরে। এখানে কাচের নিচু-নিচু গ্লাশকেসে প্রাচীন প্যাপিরাস—কাগজে সভ্যতার হিসাবনিকেশ। 'আসল লিপিগুলো কেমন দৌড়ানো ব্যাঙের মতো দেখতে। —না ?'

দীপালি যত মনস্থির করে সুবিমলের সামনে কোনোরকম ছেলেমানুষী করবে না, ততই মুখ থেকে ফসকে এসব বেরিয়ে যায়। লেখাগুলো বেঙের মতো দেখতে হোক বা সাপের মতন হোক, তাতে হাসির কী আছে। প্রাতরাশে ছেলেমানুষী ; এখানেও। অবশ্য দীপালি আশাও করে না ওর এই অর্থহীন স্বতঃস্ফূর্তির কেউ জবাব দিক। সুবিমল কোনো রা করবে না সে তো জানা কথা। ও তো আর ম্যাক্স নয় যে বলবে.—হোয়েন উই আর নো লঙার চাইল্ডিশ্ ; উই আর গেটিং ওল্ড।

সুবিমল সুবিমল-ই। খালি চেপে যায় যা মুখে আসে।

জায়গায় জায়গায় সুবিমল বেজায় দেরী করছে। এবার

যে-গ্লাশকেসে ঝুঁকে সুবিমল প্যাপিরাস লিপি দেখছিল তাতে দীপালিও ঝুঁকে দাঁড়াল।

পাঁচ হাজার বছর আগেকার এক পুরোহিতের দিনলিপি—শত্রু ছারখার করেছে সমগ্র দেশটা। অভুক্ত নরনারী। দেশবাসীর পরনে বস্ত্র নেই। চাষী সর্বস্বান্ত। দেশে দুর্ভিক্ষ। সবার মুখে মৃত্যুর ছায়া।

দীপালি বললে, 'বাস্তবিক, যুদ্ধটুদ্ধুর চিন্তাটিন্তা মানুষের মন থেকে উপড়ে ফেলা উচিৎ।'

সুবিমল ম্লানমুখে বলল, 'তা আপনি উপড়ে ফেলুন। তবে এদেশে বাইরের শত্রুরা যা করেছিল আমাদের কংগ্রেসী শাসকরা আজ তাই পরমানন্দে স্বদেশে করে যাচ্ছে। ইতিহাসের কোনো শিক্ষা আমরা নিচ্ছি না।'

জ্ঞানবান হওয়া আর সইবে না। বিনা মন্তব্যে দীপালি তেতালায় এলো। ভেবেছিল বলে,—আপনি অবিশ্যি জানেন রবীন্দ্রনাথ এই জাদুঘর দেখে লিখেছিলেন,—বাইরে মানুষ সাড়ে তিন হাত, ভিতরে সে প্রকাণ্ড।

উপরে এসে সুবিমল প্রসন্নমুখে বলল, 'আপনি আমার এসব কথায় অপ্রসন্ন হন?'

মুখে বললে দীপালি, 'তাই মনে হয় আপনার?' মনে মনে বলল, ভিতরে প্রকাণ্ড হতে পারলে দেখার দৃষ্টিভঙ্গিও পাল্টে যায়।

সুবিমল উত্তর না দিয়ে এমনভাবে মুচকে হাসল যেন দীপালিও একজন ঐ দলের ঝাণ্ডা বয়ে বেড়ানেওয়ালা। তা ভাবুকগে। দীপালির অন্তত জানে দীপালি কী।

এলো ওরা তেতালার প্রাচীন ছবিঘরে। চার হাজার ছবি। গৌতমবুদ্ধের জন্মের আগেকার আঁকা ছবি। দেখলে মনে হয় যেন সত্য কেউ এঁকে এক্জিবিশন করছে। দেশের আত্মীয়স্বজন বন্ধু-বান্ধবকে নিয়ে দীপালি এসব অগুনতিবার দেখেছে। জুন মাসে

এসেছিল কাকা-কাকিমা মণ্টু ওরা। তাদের নিয়েও দীপালি এখানে এসেছিল।

ছবি দেখছে না দীপালি, খালি নজর বুলিয়ে চলে যাচ্ছে। কোথাও এক সেকেণ্ড দাঁড়াতে গেলে তবে আর সন্ধ্যের আগে এখান থেকে বেরোতে হচ্ছে না। মধ্যে মধ্যে কাকার জন্ম দীপালির মন খারাপ হয়ে যায়। ভয়ও করে। মণ্টু রীতিমত বাপের উপর রেগে যায়। বলে বাড়ি ছেড়ে চলে যাবে। লোভ মানুষকে কী না করে দেয়। কোনো প্রয়োজন নেই তবু কাকা বিদেশের এ-ব্যাঙ্কে সে-ব্যাঙ্কে টাকা জমাচ্ছে, বেনামে এখানে-সেখানে জমি কিনছে।

ঘরের মাঝামাঝি একটা ছবিতে এসে দিপালির চোখ থমকে গেল। প্রাচীন এক অভিশপ্ত দেবতার ছবি। ছবির নিচে লেখা রয়েছে,—কিংবদন্তী ঃ এই দেবতা চির অভিশপ্ত। প্রজনন-শক্তি রহিত।

কিংবদন্তী মানে গুজব। গুজবে কান না দিয়ে এবার দীপালি একটু মন দিয়ে ছবিটা দেখতে লাগল। লোহিতাভ রঙের শিরাগুলো ছবিটাকে জীবন্তরূপ দিয়েছে। দীপালির কাকা নয়, এবার চোখের সম্মুখে ডক্টর সুব্রত মিত্র।

সরে গেল দীপালি। সুবিমল ওধারে। দীপালি ওর কাছে এসে দাঁড়াল। বুকটা ধড়াস ধড়াস করছিল।

এখন শান্ত হ'ল। সুবিমলের পাশে পাশে থাকলে মনটা অদ্ভুত ভালো লাগে। চলে যাবে কেন। সেখানে যদি কোনো আকর্ষণ থাকে সে আলাদা ব্যাপার; নইলে মিশরও যা, ভারতবর্ষও তাই। সেখানেও মানুষ বাস করে এখানেও তাই। চেষ্টা করলে এখানে ভালো মাইনের চাকরিও পাওয়া যেতে পারে। তবে দীপালি এখানে আর বড়ো জোর এক বছর থাকবে। তারপর কোথায় বদলি হবে কে জানে।

এবার দীপালিরা আধুনিক ছবিঘরে এলো। আধুনিক মানে পঞ্চাশ-ষাট বছর পেছনের।

দীপালি মনে মনে হাসল। আজকে যা আধুনিক কাল তা' প্রাচীন। আসলে অজানা মাত্রই নতুন।

তিনশোটা আধুনিক ছবি দীপালি তের মিনিটে দেখে নিল। চিরঅভিশপ্ত দেবতার ছবিতে মনটা খালি খালি চলে যাচ্ছে। মন সরিয়ে আনল সুবিমলের পাশে। চলে এলো দীপালি সুবিমলের কাছে। ঈস্—একটি রূপসী মহিলার ছবি দেখা হচ্ছে। কবি-কবি চোখে!

তা' বলে ছবিটা বাস্তবিক দেখার মতো। মেঘলা বেলায় একটি মেয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। আর্টিস্ট একজন ফ্রেঞ্চ ভদ্রমহিলা, গ্রেসী কারেনিনা। মেয়েলি হাতে ছবিটার নাম লিখেছে 'দৈবী'। সুবিমল টের পায়নি দীপালি ওর পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। 'দৈবী'— ফরাসী ভাষায় এমন একটি বাংলা-বাংলা শব্দ থাকতে পারে দীপালি তা' জানত না। তাড়া দিয়ে বলল, 'তপুরা কিন্তু অপেক্ষা করছে।'

লিফ্‌ট দিয়ে নামবার সময় সুবিমল জিজ্ঞেস করল, 'তপু?'

'যার বাড়িতে যাচ্ছি। তাপসী বৌদি। পাকিস্তান এ্যাম্বেসীর ফার্স্ট সেক্রেটারীর স্ত্রী। এবার ভুলবেন না তো?' একটু শ্লেষ ছিঁটিয়ে দিল দীপালি।

বাইরে বেরিয়ে হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। গাড়িতে বসে সুবিমলের চোখ দুটো একটু উদাস-উদাস দেখাচ্ছে। জাদুঘরে ঢুকলে মানুষকে উদাস হতেই হয়। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলে মনে হয় এখানে আসা বিফল নয়, এসব তোমার ব্যক্তিগত ইতিহাস।

ব্যর্থতার উপকরণে ঠাসাঠুসি মিউজিয়ামটা দেখলে দীপালিরও মন উদাস হয়ে যায়।

আর ঐ ম্যাক্স স্পেণ্ডার। ওর মধ্যে প্রতিভা আছে তবু কিচ্ছু করবে না। দীপালির স্বীকার করতে কোনো লজ্জা নেই ম্যাক্সের

প্রতিভাদীপ্ত আনন দেখে ও আকর্ষিত হয়েছিল। প্রতিভাকে কাজে লাগাতে পারল না। নিজের বক্তব্য নয়। অন্যের বক্তব্য রিপোর্ট করে বেড়াচ্ছে।

যুদ্ধটুদ্ধ বাধবে বোধহয়। তাই চলে গেল কোথায় রিপোর্ট করতে। লোকটার অনেক কথা মনে পড়ে—

দীপালি, তুমি পেতেও জানো ছাড়তেও জানো।

ওসব কথা কেন বলছো?

তুমি জয় করতেও পারো, ত্যাগ করতেও পারো।

বাজে কথা। বাজে কথা? আলবৎ বাজে কথা!—বেশ, বুকে হাত দিয়ে বলো তুমি সত্যিকারের চেষ্টা করেছ সুবিমলকে জয় করার জন্যে?

বাস্তবিক তেমন করে আর চেষ্টা করল কই দীপালি। একুশটা দিন কোথাও সূক্ষ্ম একটা বর্ম পরে থেকেছে বোধহয়।

নীলনদতটে ব্রিটিশ এ্যাম্বেসি পেরিয়ে গেল দীপালির পন্টিয়াক। রাস্তায় লোক গিজগিজ করছে। ঠোঁটের কোণে একটু হাসি এনে দীপালি শুধাল, 'তাপস সেন নামের কাউকে চেনেন আপনি?—তাপস সেন?' ভিতরে ভিতরে হাসল। কবি হওয়া ঝকমারি, খালিখালি অন্যমনস্ক।

চলন্ত গাড়িতে সুবিমল নদীতে তাকিয়ে আছে। সোজা পথে ট্রাফিক সামলে দীপালি বলল, 'আমি একজন কবিকে চিনি, নাম তাপস সেন।'

'আচ্ছা একটা কথা—'

ওর ওই ধরন। কথা কানে তুলবে না, আবার নিজের কথার মাঝখানে থমকে যাবে। 'হুঁ, কথাটা বলে ফেলুন।' রাস্তায় সতর্ক দৃষ্টি রাখছিল দীপালি।

'একটা অদ্ভুত কথা মনে পড়ল। "দৈবী" পেইনটিংটার কথা বলছি।'

পথে মিছিল যাচ্ছে কলেজছাত্রীদের। মুখে নানাবিধ স্লোগান। সুয়েজখাল আমাদের। ইংরেজ ভাগো। 'আঠারশো বিরাশি পুনরাবৃত্তি হতে দেব না।' ইত্যাদি ইত্যাদি স্লোগান। পায়ের ক্লাচ ছাড়ল দীপালি, 'অদ্ভুতের অবয়বটা কিরকম?'

মনে হলো ছবির মহিলাটি বাঙালি-বাঙালি। চেহারাটা যেন বৃষ্টিতে ভেজা লাবণ্যের সৌগন্ধে ভরা।'

'তাই অদ্ভুত?'

'আঠারশো একাশিতে আঁকা। বাঙালি-বাঙালি। স্বাস্থ্যের উজ্জ্বলতায় যেন আপনার মুখের আদলে আঁকা মহিলার সুন্দর মুখটি।'

সুবিমলের চোখের দিকে তাকিয়ে দীপালি কুলকুল করে হেসে ফেলল। গাড়ি সামলে হাসতে হাসতে বলল, 'মনে বুঝি কবিতার উপমা এসেছে?' রাস্তার ট্রাফিক থেকে দীপালি চোখ সরাতে পারছে না নতুবা মুখসের পেছনে কী আছে দেখতে চেষ্টা করত।

'আমার মন্তব্যটা যদি অশোভন হয়ে থাকে মাফ করবেন।'

মন্থরগতিতে একটা বাংলোর ফটকে ঢুকল পন্টিয়াক। গেটে নাম-ফলক, অখতারউদ্দিন হক।

দীপালি আসামাত্র খুশির হাসিতে তাপসী যেন ঘরটাকে ঝলমল করে ফেলল। 'সেই পরশু রাস্তায় বিদায় নিলেন আর আজকে চলে যাওয়ার দিন ভদ্রতা দেখাতে এলেন, এ কি আমি ভুলব সুবিমলবাবু?'

'আপনাদের বাড়ি চিনতুম না, তাপসীদেবী।'

'তা বৈ কি। অবশ্য আগে থেকে যাদের চিনতেন তারা স্পেশাল মানুষ।'

তাপসীর চপলতায় দীপালি উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ল। ডিপ্লোম্যাটের স্ত্রী তাপসী মোটামুটি যে চলনসই মিশুকে তাও নয়। যেখানে-সেখানে সবার সঙ্গে পরিচয়ে ওর অরুচি। অথচ আজ ওর মুখচোখ কৌতুকে ফেটে পড়ছে।

দীপালি বলল, 'স্পেশাল-স্টেশাল যা ভাবছো মোটেই তা নয়।'

'বলেছি কি যে উনি তোকে খুঁজে বের করেছেন।'

পরিহাসটা যেন দীপালিই তাপসীর মুখের ডগায় ঠেলে দিয়েছিল। সকালে চুপ করে না থেকে অবস্থাটা পরিষ্কার করে দিলে তখনই গোল চুকে যেত। ঘটনাটা এই :—সেও এক রবিবার। স্টীমারে উঠতে যাচ্ছিল ভিড়ের ঠ্যালাঠেলিতে অচেনা সুবিমলের সঙ্গে দৈবাৎ প্রায় মাথা ঠোকাঠুকি। এক পা পিছিয়ে দীপালির দিকে সলজ্জে তাকিয়ে ছিল সুবিমল ; তারপর মুখেচোখে কেমন যেন থতমত ভাব। বাঙালি আন্দাজ করে যা তখুনি দীপালির মুখে এসেছিল তাই বলেছিল,—ভালো ?

এখন অতি সংক্ষেপে দীপালি প্রথম সাক্ষাতের বিবরণটুকু দিল।

'আরে তাই বল। এ যে দেখছে রীতিমত সেই কী যে বলে শিপ্রানদী পারে। পূর্বজন্মের প্রথম যেন কাকে খুঁজে পাওয়ার ব্যাপার-ট্যাপার।'

'যাক ভালো ভালো। এদিকে তোদের দেরি দেখে আর্জেন্ট কাজে অখতার আপিসে গেছে, এখুনি এলো বলে।'

তাপসী বয়সে দীপালির চেয়ে বছর তিনেক বড়ো। গড়নে ভরন্ত। রেশমী বাদামী মুখখানি নিখুঁত। পরনে বিস্কুটরঙা শাড়ি। সিঁথিতে হাল্কা করে বোলানো সিঁদুর। 'আচ্ছা সুবিমলবাবু, আমরা এখানে রইলাম, এ কিরকম ভদ্রতা ? উঠে কোথায় গেছলেন ?'

'সিগারেট আনতে গিয়েছিলাম।' স্পেশাল মানুষ কথাটার উচ্চারণের আগেই সুবিমল ওঠে দাঁড়িয়েছিল, তারপর দীপালির জবাব দেবার পূর্বক্ষণে চলে গিয়েছিল। তাপসী অপ্রস্তুত হল। এঘরে সিগারেট নেই বলে তখুনি সিগারেটকেস এনে টিপয়ে রেখে পূর্বাপেক্ষা উৎসাহে বললে, 'আপনি কেমনধারা ট্যুরিস্ট। এই এলেন এই চলে যাচ্ছেন ?'

'তুমি গাইড হলে পারতে।'

'তা ঠিক। আমি তো তোর মতন হাঁদা নই? তোর জায়গায় হলে দেখতিস্ গোটা ইজিপ্ট এদ্দিনে চষে ফেলতুম।—সুবিমলবাবু আসুন দেখি এই ঘরে। বাইরের ঘরে আপনাকে পর-পর লাগছে।'

যে মানুষটা আজকে চলে যাবে তার সঙ্গে অন্তরঙ্গতা বাড়াতে অতিমাত্রায় নিজেকে যেন তরল করে ফেলেছে তাপসী। এমনিতে সহজে কারো সঙ্গে ওর হৃদ্যতা হয় না। নইলে ফরেন সার্ভিসের জমজমাট ককটেল পার্টি, ক্লাব, সোসাইটিতে ওর উপাসকমণ্ডলীর ঘাটতি নেই।

ওরা উঠে তাপসীর ঘরে চলে গেল।

'থিবিসে গেলে পারতেন।' দীপালি বসবার-ঘরে বসে তাপসীর উচ্ছ্বাস শুনতে পেল। 'তক্ষশীলা ভুবনেশ্বর মহাবালিপুরম অজন্তা একত্তর করে কল্পনা করুন, তাতে যা হয় অমন অবিশ্বাস্য ওখানকার আকর্ষণ শক্তি।'

সুবিমলের জবাবটা দীপালি শুনতে পেল না। দীপালি থিবিসে যাবার প্রস্তাবটা সুবিমলের কাছে করেছিল। এ্যারোপ্লেনে মাত্র দু'ঘণ্টার পথ, কি তাও নয়। ট্রেনে একটি রাত। স্টীমারেও যাওয়া যেত। যে কোনো শুক্রবার সন্ধ্যায় গিয়ে সোমবার ভোরে ফিরে আসা যেত। কিন্তু গেল না সুবিমল। দীপালি এ-কথা পরশু অশ্বতারকে বলেছিল। তাই শুনে এখন তাপসী বোধহয় ওকে ধরেছে।

'প্রাচীন জায়গা-টায়গা দেখতে ইচ্ছা করে না? এদিকে দীপালি বলছিল আপনি ইতিহাসের ছাত্র ছিলেন।'

'ইচ্ছা কার না করে।' সুবিমলের নরম সংযত কণ্ঠস্বর।

'তবে ইচ্ছাটা বাধল কিসে?'

'ইস্কুল মাস্টারের ইচ্ছার একটা সীমা রেখা আছে।'

'সে কী?'

'১৩০৲ টাকা মাইনের ইস্কুল-টিচারের ইচ্ছার বৃত্তিটা সেই রকমই হওয়া উচিত।'

'এ আপনি কী বলছেন। এখানে আপনি আমাদের বন্ধু, সম্মানীয় অতিথি।' তাপসীর স্বর কুণ্ঠিত শোনাল।

দীপালিরও মস্ত ভুল হয়েছে। সুবিমল অমন মুখ গম্ভীর করেছিল যে তাইতে ওর সাহসে কুলোয়নি। ওর ওখানে থাকবার কথা বলতে। অথচ বেশ বোঝা যায় রাসভারি ভাবটা আবরণ।

'অযথা এমনিতে ওঁর প্রচুর লোকসান করিয়ে দিলুম। প্রতিদিন উনি যা দরাজহাতে খরচ করছেন আর কী বলব!'

দীপালি উঠে রান্নাঘরে চলে গেল। একটা ভুট্টা খুঁজেপেতে বের করে নিজেই সেটা উনুনে সেঁকে নিল। নুন দিয়ে ভুট্টা খেতে খেতে বাড়ির এদিক-ওদিকে ঘুরে বেড়াতে লাগল। চেনা হোক অচেনা হোক একজন লোক চলে যাচ্ছে, এতদিন পাশে পাশে ছিল এখন আর থাকবে না। মন তো আর ইস্পাত দিয়ে গড়া নয় যে নীরেট শক্ত হয়ে থাকবে। বুকের ভিতরটা যেন কেমন হু হু করে উঠছে।

বাড়ির পেছনে উঠোনে এসে নুনটা ফেলে দিয়ে এদিকের ফুল-বাগানে এলো। এ বাড়িতে মাসের মধ্যে দু'চার দিন থাকে দীপালি। এখানে ওর একটা নিজস্ব ঘরও আছে। বাগানে সবুজ রঙের পাথরের একটা ছাতি, তার এদিকে এসে থামে হেলান দিয়ে দীপালি থামের উপর বসল। বৃষ্টি পড়লে এখানে বসতে বেড়াতে ভালো লাগে। এখন মন খারাপ না করে ভালো লাগার কথায় মনটাকে বিচ্ছিন্ন করে নিতে পারলে তবে মনটা ঠিক হয়ে যাবে।

গায়ের কার্ডিগানটা টাইট লাগছে।

সকালের ঝলমলে আলোটা এখন গাঢ় ঘন হয়ে গেছে। আকাশটা পানসে পেয়ারারঙ।

ভুট্টা ফেলে দিল দীপালি।

ইউক্যালিপটাস গাছগুলো ছাই-ছাই হলদে। মুচকুন্দ ফুলগুলো ফ্যাকাসে।

নির্জনে আকাশের মুখোমুখি বসে মনটা ভারাক্রান্ত হয়ে গেল।

দীপালিও কত বদলে গেছে ইদানীং। মনের দেওড়িতে সঠিক প্রবেশাধিকার কারো ছিল না। এখন যে নিজেই টলছে।

কবিতায় কী লেখে সুবিমল। দুর্বোধ্য ওর কবিতা। তাও বাংলায় নয়, ইংরেজিতে। আপন নামটা পর্যন্ত ছাপাবে না। জানিনে বুঝিনে চিনিনে তবু কী যে এক আকর্ষণ!

অবশ্য সুবিমল চলে গেলে হয়তো বুকের তোলপাড় ফের যে-কে-সেই হয়ে যাবে।

দীপালি উঠে তাপসীর ঘরের পেছনে বারান্দায় এলো। এদিকেও আলো-করা ফুলবাগানে। পেছনে নীলনদের ঢেউ।

দীপালি ঘরে এলে।

'দেখলেন আপনি? এমনি ধারা ওর ছন্নছাড়া মন। দিনরাত নিজের মনে নিজে মশগুল।—আয় এদিকে আয়, বোস দেখি।'

সুবিমলের হাতে ঢাকার 'ইত্তেফাক' খবরকাগজ। এখানে এসেও কাগজ।

'কী যা-তা বকরবকর করছো।'

'যা-তা হলো?—দেখলেন সুবিমলবাবু? আচ্ছা যা বলছিলাম শুনুন, থেকে যান আর ক'টা দিন। সবাই মিলে বেশ বেড়াব'খন।'

এখনো পুরনো জের। দীপালি বেয়ারাকে ডাক দিল, 'গফুর, এক গ্লাস জল!'

'থাকবেন বলুন? ব্যবস্থা-ট্যবস্থা সব করি।'

সুবিমল সোজা হয়ে বসল।

'কী বলুন?'

'প্রাত্যহিক পৃথিবীতে কত দেখবার জিনিস। কায়রো কেন এলুম তাই ভেবে পাই না, তাপসীদেবী।'

'এই যে আমাদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হলো এও কিছু নয়? কী যে বুড়োদের মতো কথা বলেন।'

'বুড়ো হবার বাকি কী?' সরল হাসলো সুবিমল।

দীপালির মুখ দিয়ে একটুকরো হাসি ছিটকে গেছে। মুখ-চাপা হাসিতে তাপসীও রাঙিয়ে উঠেছে, 'এমন কচি বয়স আপনার।'

ঝকঝকে সাদা দাঁতে স্মিত হয়ে গেছে সুবিমল, 'কচিই বটে।—তবে আপনার চেয়ে নই।'

'আমি কচি? তেত্রিশ চলছে,' ব্যস্ত হলো তাপসী। আপনি হারলেন। কত আপনার?'

সুবিমলের মুখে রঙসমেত এখনো মৃদুমৃদু হাসি লেগে রয়েছে। চোখে দুষ্টু চঞ্চলতা। হাসিটা এবার যেন হার স্বীকারের।

'আমি আমার বয়স বল্লাম। আর পুরুষ হয়ে আপনি আপনার বয়স লুকোবেন?'

চাপে চড়ে অত্যন্ত খাটো গলায় কী যেন বললে সুবিমল।

'শুনতে পাইনি,' তাপসী খানিক ঝুঁকে বলল।

'সাতাশ।'

দীপালি কুলকুল করে হেসে উঠে জানলার ধারে চলে গেল।

'শাস্তি নিন।' একমুখ উৎফুল্লিত তাপসী।

'থাকা সম্ভব নয় তাপসীদেবী। সামনে ছাত্রদের পরীক্ষা।'

'তপু, বলে রাখলাম উনি কিন্তু রাশভারি কবিমানুষ। আমাদের ক্লাসের যা-তা ফালতু লোক নন।'

দীপালির অনিচ্ছাসত্ত্বেও কথাটা শ্লেষকটু হয়ে গেল। সুবিমলের কানের গোড়ায় রক্ত জমে গেছে। চোয়ালটা যেন ইস্পাতে গড়া। দীপালি একবার ইচ্ছা করলে এখুনি এর যাওয়া বন্ধ করে দিতে পারে। কী ক্ষমতা সুবিমল চলে যায় যদি দীপালি নিষেধ করে?

ইতিমধ্যে তাপসী অবাক হয়ে গেছে, 'সত্যি? সত্যি আপনি কবি?'

তাপসীও যে কবিতা-টবিতা লেখে। ঢাকার ছোটখাট কাগজে। সুবিমল অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে চুপ করে রইল। লোকটার মেজাজ বোঝা ভার।

'দেখলে তপু? দেখলে?—তোমার মতন বিনিপয়সার খেলো কবি উনি নন। দস্তুরমতো ভারিক্কে ইন্টারন্যাশন্যাল। আমেরিকান পাবলিশার্সরা টাকা দিয়ে ওঁর কবিতা কেনে।'

'সত্যি সুবিমলবাবু?'

'তুমি যতোই হেঁদিয়ে মরো তোমার মতন কবির উনি থোড়াই পরোয়া করেন? এই তো পরশু সন্ধ্যায় তোমাকে দেখলেন, চিনলেন, ফের পরমুহূর্তে ভুলে গেলেন। আজকেও কতবার তোমার নাম করলাম। উনি চিনতেই পারছিলেন না। এত বড়ো কবি উনি। বুঝলে?'

'তাই নাকি সুবিমলবাবু?'

'উঁহু। এখন উনি কিছুক্ষণ চুপ থাকবেন। তারপর একসময় হয়তো যা হয় বলবেন। এই যে তুমি এত কথা ওঁকে জিজ্ঞেস করছো পাল্টা উনি কিছু তোমায় জিজ্ঞেস করেছেন? কেমন করে তুমি হলে আমার বৌদি, পাকিস্তানী ডিপ্লোম্যাট হল আমার দাদা।'

তাপসী হাসছে। হাসলে ওকে প্রতিমার মতো সুন্দর দেখায়। কোনো ধর্মকে ও ভালোবাসেনি। কেনো হিন্দুস্থানী বা পাকিস্তানীকে বিয়ে করেনি। কোনো সমাজের সঙ্গে ওর বিবাহ বন্ধন হয়নি। ঢাকায় দুই পুরুষ ধরে ওদের পাশাপাশি বাড়ি। একটি ছেলে আর একটি মেয়ে শিশুবয়স থেকে পরস্পরকে দেখেছে জেনেছে চিনেছে। একসঙ্গে খেলেছে একই আঙ্গিনায়। পড়াশোনা করেছে একই ইস্কুলে। কলেজে গেছে একসঙ্গে একই রাস্তা দিয়ে। ছেলেটা হয়ে গেল কলেজের প্রফেসার। মেয়েটা তখন সেকেণ্ড ইয়ারে। তবু আনুষ্ঠানিক মিলনের দরুন কত দাম ওকে দিতে হয়েছে সমাজের কাছে, জাতির কাছে, দেশের কাছে! করেছে বিয়ে বাল্যবন্ধুকে, সম্পূর্ণ অচেনা অজানা কোনো মন্ত্রপূত হিন্দুকে নয়।

'সত্যি সুবিমলবাবু? আপনি কবি?'

'তাপসীদেবী, আমি বড়োদরের কোনো ইঞ্জিনিয়র নই, না কোনো আই. সি. এস. অফিসার। আমার বাজার-দর মাসিক ১৩০ টাকা।'

দীপালি মুহূর্তে একদম থ বনে গেল। তাপসী ভ্যাবাচ্যাকা খেতে খেতে অপ্রস্তুততায় একবার সুবিমলের হাতের খবরকাগজটার দিকে তাকাল, পরক্ষণে লজ্জায় আরক্তিম হয়ে গেল, 'আপনি দেখছি ঠাট্টাতামাসা বোঝেন না।'

ছি-ছি। দীপালিও সঙ্কোচিত হয়ে পড়ে। সুবিমল এবার মৃদু হেসে হেসে কী যেন বলছে তা দীপালির কানে যাচ্ছে না। লজ্জায় কান ঝাঁঝা গরম। তাপসীও হেসে হেসে সুবিমলকে কী যেন বলছে। অগাধ বিস্ময়ে অপমানে যেন কোণঠাসা হয়ে গেছে। একটি বর্ণও দীপালির কানে প্রবেশ করছে না। তাপসী কী বলছে ওকে? কী বলছে সুবিমল? ঘরের অন্য দু'জনের উপস্থিতি অস্বীকার করে অবিচারের অত্যাচারের অন্তর সমুদ্রে দীপালি নিঃসঙ্গ হয়ে গেল। দীপালি নয়, যেন দীপালির রাগত দেহ থেকে স্নিগ্ধোজ্জ্বল আর একজন দীপালি বেরিয়ে সুবিমলের পাশে বসল—

—তুমি আই-সি-এস অফিসর নও এতেই আমি খুশি। ওদের দু-একজনকে আমি চিনি, যেমন আমার নিজের কাকা। ইঞ্জিনিয়র? তাও চিনি। তার সামান্য ত্রুটিতে আমি কী করেছিলাম শুনবে? গালে চড় বসিয়ে দিয়েছিলাম। তোমাকে যেদিন প্রথম খেয়াঘাটে দেখেছিলাম তুমি তখন মন্ত্রমুগ্ধের মত কী দেখছিলে আমার চোখের দিকে তাকিয়ে? তারপর থমকে গেলে। তখন তোমার ১৩০৲ টাকা মাইনে না ৫০৩০৲ টাকা, আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম? রোজ রোজ, একদিনও বাদ না দিয়ে, কে আমার আপিসে ছ'টার সময় প্রত্যেক দিন এসে অপেক্ষা করেছে?—কখনো তোমাকে বলেছি তুমি সামান্য টীচার? আমার ব্যবহারে কখনো তাই মনে হয়েছে?

আমার বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে তোমাকে মেশানোর প্রচেষ্টায় কোনো কমপ্লেক্স দেখেছো ?

বেশ, তাই ভাবো। দরজা তো কেউ বন্ধ করেনি, স্বচ্ছন্দে তুমি চলে যেতে পারো।

মনের স্রোতে ভেসে গিয়ে ফিরে আসতে হতচেতন দীপালির পাঁচ সেকেণ্ডেরও বেশি সময় নেয়নি, বা তারও কম। এই তো শুনতে পাচ্ছে হাসিমুখে এখন সুবিমল বলছে, 'জানি মিসেস দাশগুপ্তের আচরণে পরিহাসপ্রিয়তা আছে। তবে আমি যা সত্যি তাই বলছি, কবির কোনো প্রতিভা আমার নেই। কাগজে কতক ছড়া কাটলে যদি সেগুলো কবির লক্ষণ হয় তাহলে আমার কিছু বলবার নেই।'

ও-হো! দীপালির বুকের উপর থেকে যেন একখণ্ড পাথর সরে গেল। বেআক্কেলে মন একা সব যা-তা ভাবতে লেগেছিল। বিষম লজ্জিত হয়ে সুবিমলের কথার পিঠে বলল, 'আমি ঠাট্টা করিনি কিন্তু, বলুন "ইণ্ডিয়া ইন বণ্ডেজ' কবিতা সঙ্কলনটা আপনার নয়? ঐ ছিমছাম বইয়ের ধোয়ারঙা মলাটে রয়েছে একটি নাম, তাপস সেন ?'

'তাপস সেন আপনার ছদ্মনাম এ-তথ্যটা আপনাদের পোয়েট্স কনফারেন্সের বুকলেটে ছবিসমেত ছাপানো রয়েছে।' বলে হাসল দীপালি। 'কবি কনফারেন্সে নিমন্ত্রিত হয়ে সাত সমুদ্র পারে যেতে পারেন। কিন্তু লোকে কবি বললে সইবেন না এ কেমন? না আমার অনধিকার চর্চা হলো কবি বলায় ?'

জবাবের সময় না দিয়ে ফের দীপালি বলল, 'কাচা হলুদ আভায়' "বিট্রেড পিপ্‌ল", ওর বাংলা বোধকরি 'প্রবঞ্চিত জনতা', আপনার কাব্যগ্রন্থ নয়? তারপর গিয়ে—'

দীপু, রাখ বাপু—'

'না, উনি বলুন—'

'না উনি কিচ্ছু বলবেন না। দোষ সম্পূর্ণ তোমার। কথা হচ্ছিল ওঁতে আমাতে। যা উনি নন মাঝখানে তাই তুমি ফোড়ং কাটলে।—কিছু মনে করবেন না সুবিমলবাবু, ও ওম্নিই। আপনার সাথে রোজ বুঝি এমনি এমনি সব তর্ক করে? আমাকে ওর পরোয়াই নেই। উঠতে বসতে ঝগড়া—' কি ভেবে তাপসীর মুখে লাল আভা দেখা দিল। ওই বা কোত্থেকে জানবে সুবিমলের সঙ্গে চেনাশোনার সঙ্গে সঙ্গে দীপালি ওর কবিতার বই দুটো ন্যুয়র্ক থেকে আনিয়েছে। নৈরাশ্যময় কবিতা। অসহ্য লাগে কবিতার নামে ওসব খেলো রাজনীতি। নেতাদের প্রবঞ্চনাটাই কেবল দেখছে; কেন দেশে ভালো কিছুই হচ্ছে না? তাছাড়া যদি কবিতা লিখতেই হয়, সৃষ্টির অর্থ কি এ নয় জড়তা হতে মুক্তি পাবার আরাধনা? আবর্জনায় সুষমা খুঁজে বের করা? সমস্ত পৃথিবীটাকে ঘোর অবিশ্বাস? বাঁচে কি মানুষ অবিশ্বাসের দ্বীপে বাস করে?

তবু ভালো লাগে সুবিমলকে। দীপালি নতুনভাবে দেখল তাপস সেনকে তাপসীর মুখের তপ্ত আভাকে। পুলকিতস্বরে বলল, 'আমি কিন্তু যে তিমিরে ছিলাম সেই তিমিরেই রইলাম। কবি হওয়ায় লুকোনোর কী আছে আমি তো বুঝে পাই না। নাই বা পারলেন মনের কথা মনের মতন করে জানাতে। সৃষ্টির হলো কি সৃষ্টিতে যদি না রইল অপূর্ণতা। অপূর্ণতাটাই তো শুনি চার্ম। আমি অবিশ্যি সাবালকদের কথা বলছি—'

'মরি মরি—আমার সাবালক এলেন!'

সুবিমল চুপ মেরে গেছে।

ফুলদানিতে গুচ্ছ গুচ্ছ গোলাপ। বুকস্ট্যাণ্ডে রবীন্দ্রনাথ বার্নাড শ' বা আরো কত মনীষীর বই। দীপালি উঠে গিয়ে জানালায় বসল পা ঝুলিয়ে। 'কই রে গফুর, জল কই?—তপু এবার কিন্তু আমি নাইতে যাবো।'

'এদিকে বসবার জায়গার কি অকুলান হয়েছিল?'

'আমি যদি কবি হতাম সব্বাইকে বলে বেড়াতাম। আর ইংরেজিতে লিখতে পারলে সমস্ত বিশ্ববাসীকে ডেকে ডেকে জানাতাম।'

'আমি কিন্তু সুবিমলবাবুর দলে।'

জলের বদলে আমের শরবৎ আনল গফুর। সকলের জন্য। এক ঢোকে আধ গ্লাশ খেয়ে দীপালি বলল, 'দলে হলেও তুমি যা নও তাই উনি।' সুবিমলকে আবার উস্কে দিতে চাইল। ঠিক-মতো উস্কে দিতে পারলে যেসব কথা অসতর্কে বেরিয়ে যায় সেগুলো মনের গোপনতম চিন্তা, সেগুলো তখন আড়ি পেতে শোনা হয়ে যায়।

'মিসেস দাসগুপ্ত, আপনি কবি কাকে বলেন?'

'যিনি কবিতা লেখেন।'

'তাহলে যিনি গদ্য লেখেন তাকে বলতে হয় লেখক, যেমন হাত-পাওয়ালা শরীর থাকলেই মানুষ?'

'আপিসের ফাইলে আমি গদ্য লিখি। ফাইলে গদ্য লিখি বলে কেউ আমায় লেখিকার সম্মান দেয় না। তবে কাগজে লেখার বাতিক-সাতিক তপুর আছে জানি। তবু আজও কেউ ওকে কোনো কনফারেন্সে নেমতন্ন করল না।'

'ওর সঙ্গে মিছে তর্কে নামবেন না সুবিমলবাবু। আমি স্বীকার করছি আপনি কবি নন, অত্যন্ত গদ্য-গন্ধ মানুষ, স্বপ্নে অবিশ্বাসী।'

এবার যেন সন্ধি করার উদ্দেশ্যে সুবিমল প্রাণভরে হেসে উঠল। হাসতে হাসতে বলল, 'বলছিলেন মিসেস দাশগুপ্তের সঙ্গে আপনার ঝগড়া হয়?'

'কার সঙ্গে? দীপুর সঙ্গে?—কই না তো!—ও হ্যাঁ হ্যাঁ হয় বৈকি। ভীষণ ঝগড়াটে যে। মানে এই মিসেস দাশগুপ্ত। এঁটে ওঠা দায়। যদি ছাখে আমি হেরে যাচ্ছি তাহলে ওকে পায় কে। কোমর বেঁধে আরো বেশি করে কোঁদল করবে। দলে ও ভারি যে। ওদের প্যাঁচ বোঝা ভার।'

সুবিমল হাসতে হাসতে চোখের চশমা খুলে রুমাল দিয়ে মুছছিল, বলল, 'ঝগড়ার বিষয়বস্তু কী?'

চশমাখোলা চোখদুটো আরো বড়ো। তারাদুটো মোলায়েম ভেলভেট। না, ও চোখে কোথাও বিষাদের নামলেশ নেই। ও চোখে সাহারা নেই, আছে আকাশ।

'ঝগড়া বাঁধাতে ওর আবার বিষয়বস্তুর অভাব? সবে একখানি তাজা স্যাম্পল দেখলেন। আপনি কবি নন শুধুই ইনিয়ে-বিনিয়ে ইংরেজীতে ছড়া কাটেন। তা ও মানলে? ও এমন। যা ছ্যাখে তাতে ওর সব নয়। নিজের আনন্দসূত্রের কল্পনায় ও মানুষকে গড়ে নেয়। গড়ে, ফের ভাঙে। এই দেখুন-না, আমি বাঙালী। বাঙালী তো?'

'থাক হয়েছে। সকলে জানে তুমি কী।'

'দেখলেন? এমনি ভাবে ও গায়ে পড়ে ঝগড়া করে। ওর কাছে শুনতে হয় পৃথিবী নাকি আজকাল আয়তনে শুকিয়ে শুকিয়ে ক্রমশ গুটিয়ে যাচ্ছে। এদেশ-ওদেশ এখন এপাড়া-ওপাড়া।'

'কথাটা ঠিক নয়?'

'হ্যাঁ ঠিক বলেই তো বলছি। যাও-না দেখি বনগাঁ থেকে যশোর, অমৃতসর থেকে লাহোর?—ঠিক বলেই তো কথাটা উঠেছে। তারপর শুনুন সুবিমলবাবু, দীপালি বলে, কাউকে নাকি বাঙালী-টাঙালী ছাপ মারা আজকের দিনে অচল। সবাই মানুষ। ব্যস! বলে, স্বাদেশিকতায় উত্তেজিত হবার দিন ফুরিয়েছে। ওতে আসন্ন অশুভ-প্রলয়।'

'প্রলয়টা বকবক করে তুমি ঘটাচ্ছো।'

'দেখলেন?—আবার কিসব উপদেশ দেয় শুনবেন?—ন্যাশনালিটির সর্বাধুনিক সাইন্টিফিক ডেফিনেশন নাকি হিউম্যানিটি। তোমার মধ্যে মানবতা আছে তো প্রবাহমান জীবনে তুমি বাঙালী পাকিস্তানী ইংরেজ কি যা চাই তাই তুমি। নয়তো জগৎপ্রাণের

কাছে তুমি একটি সাইফার। শুধু কতকগুলো হাড়গোড় মাংসপিণ্ড-এর সমষ্টি বিশেষ। দেখুন দিকি ওর তুড়িমারা ঝগড়াটে বুদ্ধি?'

দীপালি তাপসীর মুখটা দেখছে। তাপসী বন্দ্যোপাধ্যায়। কত মিশরীয়দের গ্রীক বৌ, ফরাসী বৌ আছে, কত ভারতীয়দের ইংরেজ জর্মন কত জাতের স্ত্রী। তারা সকলে ইণ্ডিয়ান এ্যাম্বেসিতে সাদরে নিমন্ত্রিত। কিন্তু তপু?

সুবিমল মিটি মিটি হেসে দীপালির দিকে তাকাল।

'আর দেখলেন তো নিজে এদিকে অষ্টপ্রহর ইংরেজীতে খই ফোটাচ্ছে। আপনি ও-ভাষায় কবিতা লিখবেন তাতে মস্করা। কত আর বলবো মিসেস দাশগুপ্তের ছিষ্টিছাড়া যা নয় তাই—'

'আর না বললেও চলবে।'

'সুবিমলবাবু, এটা বেশ হাল্কা সিগারেট। নিন্?—দে না দীপু?'

ওর পক্ষে তাপসী অস্বাভাবিক খই ফোটাচ্ছে। একবার তাকায় সুবিমলের দিকে, একবার দীপালির,—কখনো সামনে ঝুঁকছে, কখনো পেছনে। এতসব সত্ত্বেও ওর অন্তর্লীনতা ওকে স্থীর ধীর কল্যাণময়ী করে রেখেছে। প্রকৃত-স্বভাব বুঝি কেউ লুকোতে পারে না।

'এটা কী সিগারেট। গন্ধটা চমৎকার।'

'আরো চমৎকার লাগবে, অন্য আরেকটা ধরান। এটার ফিল্টার পুড়ছে।'

তাপসী রাঙাগালে পুনরায় শুরু করল, 'ওর এই জগাখিচুড়ি। ওর ব্যবহারে যারা লজ্জা পায় তারা ঠকে যায়। ফিল্টার পড়ুক, কাগজ পুড়ুক, তামাক দগ্ধাক, তাতে পার্থক্যটা কী শুনি? সবেতে ধোঁয়া।—হ্যাঁ যা বলছিলাম—'

'থাক আর বলতে হবে না বাপু।'

তোমার গুণপনা সবাই জানবে না?' দীপালির শাসানি

ভ্রুক্ষেপও করলে না তাপসী। 'কিন্তু এও বলি সুবিমলবাবু, দীপু এমনিতে ব্রিলিয়্যাণ্ট। প্রত্যেকটিবার ফার্স্ট। জানেন? ও বস্টন য়ুনিভার্সিটির এম. এড., কোলোম্বিয়ার পি. এইচ. ডি। কারুকে বলে না অব্দি, এমন অহঙ্কারী।'

নিজের বিদ্যাবত্তার প্রথম ফিরিস্তি শোনামাত্র দীপালি উফ্ করে রেগেমেগে জানলা থেকে ঝুপ্ করে নেমে পড়েছিল। এবার লাল হয়ে বলল, 'কলেজের পাঠ্যপুস্তক মুখস্থ করে সেসব উগরানোয় কী ব্রিলিঅ্যান্সি?'

সুবিমলের মুখেচোখে এখন শিশুসুলভ মজা-পাওয়ার ভাব ফুটে উঠেছে; দীপালি যখন দোরগড়ায় পৌঁছে গেছে তখন সে মন্তব্য করল, 'আপনার ঘরে বেশ দিদি-দিদি সৌরভ।'

দীপালি সুবিমলকে দেখতে লাগল। হল কি কবিমশাইয়ের! "দৈবী" ছবিতে লাবণ্যের সৌগন্ধ, তাপসীতে দিদি-দিদি সৌরভ।

তাপসীও তাক বুঝে কোপ ফেলেছে, 'সেই জন্যেই বলছিলুম, মিসেস দাশগুপ্তের তোয়াক্কা নয় নাই বা করলেন। বকবকানি দিদি-দিদি সৌরভে আরো ক'টা দিন থেকে যান, প্লীজ?'

সম্ভ্রান্ত সাহেবী পোশাকে অখতারউদ্দিন হক বাইরে থেকে ঘরে এসে সুবিমলের পাশে বসল। যেন কতই চেনা। তোমার গলা পাচ্ছিলুম দীপা, নদীর ওপার থেকে।'

'তোমার ইস্ত্রীরির গলা যে এতক্ষণ ঢাকা থেকে শোনা যাচ্ছিল?'

'মিস্টার চ্যাটার্জি, এমন চমৎকার সীজনটা আপনি মাটি করতে চান?—থেকে যান মশাই আর ক'টা দিন।' অখতারের কণ্ঠে অকৃপণ সৌহার্দ্য। সুস্পষ্ট পূর্ববঙ্গীয় টান। দেখে বুঝা যায় সারাদিনে ব্যস্ততার অন্ত নেই। মাঝারি বয়সী; সুবিমলের মতন চওড়া ছাতি। সুবিমলের মতো একমাথা ঘন কালো চুল এর নেই। আছে বিদ্যাসাগরী প্রকাণ্ড টাক। টাকের নিচে শাণিত বুদ্ধিদীপ্ত

মুখ। রঙ টকটকে ফর্সা। দীপালিরা হিন্দু। বাবা ছিলেন ঢাকায় সিভিল সার্জেন। মা মুসলমান। তিনিও ছিলেন ডাক্তার। দুজনের কেউ আজ নেই। মায়ের একমাত্র বোনপো অখতার। দীপালি ওর মা-বাবার একমাত্র সন্তান। 'কী, অমন করে কী দেখছ ?'

'দেখছি তোমার পেস্তারঙের টাই,' একটা কথা মনে পড়ে দীপালির হাসি পেয়ে গেল।

'মিস্টার চ্যাটার্জি, আমার কিন্তু একটা বিষয় খুবই খারাপ লাগছে। আমরা এখানে ছিলুম না। নইলে আপনাকে হোটেলে থাকতে দিই ? আর মশাই—'

'আচ্ছা আমি চান করতে যাই।' বলে দীপালি গোশলখানায় চলে গেল।

দীপালি ভেবেছিল, দুপুরের খাওয়া-দাওয়ার পর বিকেলে ডক্টর মিত্রের ডেরায় সুবিমলকে নিয়ে যাবে। তাপসীরা ছাড়ল না। সহৃদয়তায় তাপসী বিদ্যুৎগতিতে সুবিমলকে বিমুগ্ধ করে দিয়েছে। দীপালির মনে সুবিমলের থেকে যাওয়ার যাও-বা আশ্বাস এসেছিল তাও মিলিয়ে গেছে।

দেখতে দেখতে টুপ করে বিকেল গড়িয়ে এলো। সুবিমলের কথাবার্তায় এখন একটা বিষয়ে দীপালি নিশ্চিন্ত হয়েছে মানুষটা খাঁটি। তবে এ-বিষয়ে তেমন কোনো সন্দেহও ছিল না।

রাজ্যের ছবিওয়ালা সাময়িক পত্রপত্রিকা জড়ো করে দীপালি তাতে অনেকক্ষণ ধরে চোখ বুলাচ্ছে। কান বন্ধ নেই। কানে আসছে নানারকম উটকো আলোচনা। নানাবিধ আটপৌরে প্রশ্নোত্তর।

ছাড়াছাড়িটা অনিবার্য।

দীপালির মন ফের ঠিক হয়ে যাবে। ছুটি নিয়ে ডিসেম্বরে

কাকিমার কাছে যাবে, একেবারে তিন মাস কাটিয়ে আসবে। 'ইত্তেফাক' দৈনিকে কাকার সম্পর্কে একটা খবর পড়ে দীপালি চঞ্চল হয়ে উঠেছিল। সে চঞ্চলতাও থেমে গেছে। কাকা নাকি সরকারি জীপ গাড়ি কনট্রাক্ট নেওয়ার কারসাজিতে সরকারের বেশ কয়েক কোটি টাকা লোকসান করিয়ে দিয়েছে, আর তাতে নাকি স্বয়ং কয়েক লক্ষ টাকা গুছিয়ে নিয়েছে। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী নাকি ব্যাপারটায় ধামা চাপা দিয়ে দিয়েছে। অন্য কারো বিষয়ে হলে দীপালি হয়তো এরকম স্ক্যাণ্ডালে অবিশ্বাস করত।

মন খারাপ হয় কাকিমার দুঃখে। কাকিমা অবিকল মা-র মতো সাদাসিধে। যদি খবরটা সত্যি হয় এবার খুব সম্ভব মণ্টু বাড়ি ছেড়ে চলে যাবে। এখনো বি-এ পাশ করেনি। কোথায় যাবে ও। ওর মামাবাড়ি? যদি আসতে চায় ওকে দীপালি এখানে আনবে।

কিন্তু খবরটা পাকিস্তানে কেন বেরুলো? হিন্দুস্থানে কেন নয়? দিল্লীর স্টেটসম্যান দীপালি নিয়মিত পড়ে। ওরা হয়তো চেপে গেছে। আশ্চর্য মানুষ যাহোক। শুধু টাকা টাকা আর টাকা। অথচ বাবা ছিলেন দেবতুল্য।

খবরটা ভুল হলে দীপালি অত্যন্ত খুশি হত। টাকা ছাড়া অন্য সব দিকে কাকা স্বাভাবিক মানুষ।

ভাগ্যিস্ সুবিমল কাকাকে চেনে না। অনেকক্ষণ কাগজটা ওর হাতে ছিল। চিনলে কী লজ্জার বিষয় হত।

বুধবারের ইত্তেফাক। অর্থাৎ আজকে এসেছে। তার মানে তাপসী এখনো পড়েনি। অথবা পড়েছে।

দুনিয়াময় লোকে জানবে। এসব প্রসঙ্গ এক এ-বাড়িতেই আলোচনা করা যায়। সুবিমল না থাকলে করত।

না, দীপালি এসব এখন ভাবে না। ভাবতে গেলে মাথা গুলিয়ে যায়।

'মশাই, আপনার যুক্তিগুলো সমীচীন বৈকি,' দীপালির কানে অখতারের কথা এলো। 'তবু পাকিস্তান হবার পুরোদস্তুর প্রয়োজন ছিল। প্রশ্নটা ধর্ম নয়, ওটা অর্বাচীন হাবাগোবাদের বোঝানোর জন্যে। আদত কথা হলো, হিন্দুরা কোনোদিনও মুসলমানদের তাদেরই একজন বলে ভাবতে পারেনি।'

'অখতারসাহেব আমিও ঐ প্রসঙ্গে আসছিলাম। আমার ধারণা আমাদের দুটো গভর্নমেন্টকে আবার এক না করা পর্যন্ত যদি কেউ লাভবান হয়ে থাকেন তাঁরা হলেন আমাদের লীডাররা। এই ভাগবাঁটোরায় শুধু তারাই ফুলেফেঁপে উঠেছেন। একে আপনি স্বাধীনতা বলেন? দুটো দেশেরই সমান দুরবস্থা। কার স্বাধীনতা? —সেই কথাই এলো, ইতিহাস—'

'আরে মশাই, আপনি যাকে ইতিহাস বলছেন আমি তাকে বলছি তথ্য। দোষটা বেশিকম কার তাতে সওয়ালের জবাব মেলে না। সংখ্যায় ছিলেন আপনারা ভারি, অর্থে মানী, ধর্মতেও নাকি উদার, এতবছর একদেশে একসঙ্গে থেকেও আমাদেরকে এক করে নেননি কেন যেমন আমাদের অবস্থায় আমেরিকায়, রাশিয়ায় করেছে—'

'উফ্। পরিচয় হলো কি না এর মধ্যে রাজনীতির কচকচানি? যতো সব বস্তাপচা আর্গুমেন্ট।—উঠি তাহলে।'

'বস্তাপচা হলেও প্রবলেমটা পচে যায়নি। বরঞ্চ দিনকে দিন জ্যান্ত হয়ে উঠছে।' অখতার ঠোঁট টিপে হাসল।

'এখানে এসেছি বিশ্বের প্রবলেম সলভ করতে?'

'যাঃ চাট্টি বাজে বকিসনি!' তাপসী চায়ের পেয়ালা পিরিচ সুবিমলের দিকে এগিয়ে দিল। 'প্লেন ছাড়তে সেই ভোর। এ্যায়ারপোর্টের বাস রাত্তির বারোটায়।'

ঘরে বসে থাকলে দীপালির মনের গুমোটভাব কাটবে না। 'আজকে তোমাদের কোনো এনগেজমেন্ট নেই?' এনগেজমেন্ট থাকলে দীপালি এখন বেরিয়ে পড়ে।

'আছে। এ্যাম্বেসিতে। সেটা আটটায়।' ধোঁয়ার রিং উড়িয়ে চোখে-চোখে হাসল অখতার। 'তুমি তো শুনি আজকাল গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়াচ্ছ।'

'গায়ে ফুঁ দিতে পারাও কষ্ট করে শিখতে হয়, অনেক কিছু ছাড়তে হয়। এলিমিনেশন। সুবিমলবাবু যে কবিতা লেখেন,—না বাব্বা বলবো না, আবার উনি বিরক্ত হবেন।' মুখখানি বেচারী-বেচারী রাখল দীপালি।

টেলিফোনের ডাক শুনে অখতার উঠে গেল। হাসিতে ভরে উঠে তাপসী বুকের আঁচল টেনে বলল, 'সুবিমলবাবু, আপনি আমাকে দিদি বলে ডেকেছেন, একটা কথা জিজ্ঞেস করি?'

অখতার এসে সাড়ম্বরে বললে, 'পার্টিকুলার পার্সেন কল্, য়ুনোস্কো এডুকেশন ডিরেক্টর দীপালি দাশগুপ্ত।'

যত বাগড়া আজ!

দীপালি পাশের ঘরে এসে টেলিফোন ধরল। অপরপ্রান্তে জনসনসাহেবের প্রাইভেট সেক্রেটারি ন্যান্সি কোলরিজ।

কথা শেষে এ-ঘরে ফিরে আসতে আসতে শুনল সুবিমল বলছে, 'আপনি জিজ্ঞেস করছেন বলেই বলছি। ছোটোবেলায় কষ্ট অনাহার এসব কাকে বলে জানতে পারিনি। কলকাতায় এসে কায়ক্লেশে কোনো রকমে আই·এ পর্যন্ত পড়েছিলাম। তারপর থেকে উদ্বাস্তু ইস্কুলে মাস্টারি করছি। মাস্টারি করতে করতে এম-এ দিয়েছি।'

দীপালি সোজা আসরে না এসে দোরগোড়ায় দাঁড়িয়েছিল, সুবিমলের মুখটা দেখতে পাচ্ছিল না। পায়ে পায়ে অল্প এগিয়ে এসে জানলার ধারে দাঁড়িয়ে রইল। তাপসী বলল, 'এই যে দীপু এসে গেছে, তাহলে ওর সামনে কথাটা পাড়ি।'

অখতারের পাশে বসে দীপালি বলল, 'কথার রেফারেন্স?'

'রেফারেন্স আবার কী। কেন ওঁর একটা চাকরির ব্যবস্থা এখানে হয় না? য়ুনোস্কোয় আমাদের প্রোজেক্টে দিব্বি এঁকে

নেওয়া যায়। সুবিমলবাবু, আপনার ইতিহাসের ডিগ্রিটা কাজে লাগানোর এই তো সুযোগ।'

'আমার ঐ চাকরিই ভালো। এখন আমার তো কোনো অভাব নেই।'

'আগে আপনি ব্যাপারটা শুনুন?—কী রে দীপা তুই চুপ করে আছিস?'

'আমাকে কেন টানছো?'

'সুবিমলবাবু, আমিই বলি শুনুন। চেষ্টা করলে আমাদের প্রোজেক্টে আপনাকে নেওয়া যায়।'

সুবিমল দুষ্টুমির মুখ করে বলল, 'আপনাদের প্রোজেক্টের একটায় তো আমি ইতিমধ্যে জয়েন করেই ফেলেছি। লেগ্‌-পুলিং প্রোজেক্ট।'

কথাটা শুনে সকলে জোর হেসে ফেলল। হাসতে হাসতে তাপসী বললে, 'সত্যি চাকরিটা আপনি নিলে আমি দলে ভারি হই। শুনলেন না তখন দীপা কিরকম খোঁটা দিল, আমি নাকি আমার মর্জিমাফিক কাজ করি।'

এতক্ষণে অশ্বতারের হাসি কোনোরকমে থেমেছে, 'তোমার প্রোজেক্টটা কী, চাকরিটা কী, মর্জিমাফিক কাজ করা কী এসব আগে বলো, তবে না উনি বিবেচনা করে দেখবেন তোমার আপীল গ্রহণীয় কি না।'

'ও হ্যাঁ, তাই তো এখনো বলা হয় নি। তা তুমি ঠাট্টা করো আর যাই করো—'

'এ-ই সেরেছে। তুমি যে মুখ ভার করলে? কেন আমার দরখাস্তটা বুঝি বাতিল হয়ে গেল? তোমাদের লেগ্‌ পুলিং প্রোজেক্টের তো আমিও একজন মেম্বার!'

'সুবিমলবাবু এসব আবোল-তাবোলে কান দেবেন না, আমি যা বলি শুনুন। ব্যাপারটা হলো, প্রাচীন মিশর আর অতীতের

বাংলাদেশ এই দুইয়ের মধ্যে নাকি একটা রিলেশন আছে। সে-সম্বন্ধে গবেষণা করবার জন্য প্রায় ধরুন সত্তর বছর আগে একজন ফ্রেঞ্চ ভদ্রলোক বেশ একটা মোটারকমের টাকা উইল করে জমা রেখে গেছেন। কলকাতা থেকে তিনি সুয়েজ কানাল কোম্পানীতে চাকরি নিয়ে এসেছিলেন। সেই রীসার্চের কাজ একটু-আধটু আমিও দেখাশোনা করি। কাজের সবে এই সূত্রপাত। আপনি যদি ইচ্ছে করেন তাহলে এই গবেষণায় আমার মতন একজন রীসার্চ এ্যাসিস্ট্যান্ট হতে পারেন। ঠিক যে চাকরি তা নয়। য়ুনোস্কো ফেলোশীপ। উপরন্তু আপনার রীসার্চের রেজাল্টে পি. এইচ. ডি পাওয়া সম্ভব। দীপা তুই কী বলিস?'

বাইরে নামছে সন্ধ্যা।

সাড়া না পেয়ে তাপসী বলল, 'আমার বিশ্বাস, যে কোনো শিক্ষিত বাঙালীর পক্ষে এমন একটা প্রোজেক্টে জয়েন করার সুযোগ পাওয়াটাই গৌরবের বিষয়। বলুন, রাজী? মাইনে তেরশো টাকা। ইনকামট্যাক্স ফ্রী।'

দীপালির অন্তরাত্মা রী রী করে উঠল।—ছি ছি সুবিমল না জানি কী ভাবছে।

সুবিমল কোনোপ্রকার ইতস্তত না করে সরল মুখে বললে, 'আমি রাজি হলেই একশো তিরিশ থেকে সোজা তেরশোয় উলম্ফন সম্ভব?'

'চেষ্টা করা যেতে পারে,' ভরসা পেয়ে তাপসী বলল। 'য়ুনোস্কোর এখানকার চীফ ডিরেক্টর মিস্টার জনসন অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট করেন। রীসার্চটা ওদের এডুকেশন ডিপার্টমেণ্টের আণ্ডারে। ও ডিপার্টমেণ্টের ডিরেক্টর আপনার চেনা-জানা।'

'রীসার্চের কাজ আমি একদম জানি না।'

'দু'দিনে শিখে যাবেন। আমি জানতাম? দীপালি দিন-রাত্তির ঐ সব কর্ম করছে। ঝটপট ও এত সিনিয়র হয়ে গেল কী করে? বিশ্বাস করুন এতে ওর অসাধারণ প্রতিভা।'

'তপুটা কী করছে দেখেছ অখতার?' দীপালি বিরক্ত হয়ে গেছে। 'তুমি তপু এমনভাবে বলছো যেন চাকরিটা তোমার মুঠোয়। এবং উনি দয়া করে নিলেই সবাই কৃতার্থ হই।'

অখতার ইতিমধ্যে আপিসের কী একটা ফাইল তুলে নিয়েছিল, দীপালির দিকে একবার মুখ ফিরিয়ে ফের ফাইল দেখতে লাগল। ভাবখানা, আরে চুপ করে যাও, দেখো না কী হয়।

শ্লেষকণ্ঠে দীপালি শুধোলে, 'তাই না অখতার?'

'বিলক্ষণ।—তবে কি না তোমার আপিস বাংলা-জানা ইতিহাসের এম-এ খুঁজছেন বলে মিস্টার জনসনের চিঠি আমাদের এ্যাম্বেসিতেও এসেছে। তাছাড়া জর্জ ক্লেকারও বলছিল। ও নাকি এ সাব্জেক্ট-এ ইণ্টারেসটেড।'

প্রস্তাবটার যেন এইখানে শেষ এমন সুরে দীপালি বলল, 'সুবিমলবাবু, আপনি নিশ্চিন্ত হোন।'

কিছুক্ষণ কারো মুখে কথা সরল না। এমন উৎসাহী তাপসী সেও চুপ মেরে গেছে। কী যেন ফন্দি আঁটছে। দীপালি বুঝতে পারছে এতে অখতারেরও সায় রয়েছে। কী লজ্জার কথা। সুবিমল না জানি কী ভাবছে। আর যাই হোক দীপালি কিছুতেই সুবিমলকে ওর আপিসে নিতে পারবে না। জনসনসাহেব বললেও না। ঘরের থমথমে ভাবটা কাটানোর অভিপ্রায়ে দীপালি তরল-কণ্ঠে অনাবশ্যক প্রশ্ন করল, 'বলো তপু, এখন শুনি তোমার কাজ-টাজ কেমন চলছে? পীয়েরসাহেবের রীসার্চ-পেপার্সগুলো এসেছে?'

'দীপালি, আমিও বলি শোনো,' তাপসী কঠিন হয়ে গেল। 'এটা তোমার আপিস নয়। সুতরাং আর যাই খুশি করো এ-বাড়িতে তোমার কর্তামী ফলিও না।'

'বাঃ রে, চটছো কেন?'

'না চটবে না? সব তোমার ইচ্ছায় হবে? দিন-দিন তুমি যা হচ্ছো আমার জানতে বাকি?' দম নিয়ে তাপসী অখতারের দিকে

কটমট দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বলল, 'তোমার বোনকে বলে দাও। সব খুলে আমি কাকিমাকে লিখব—তুমি—'

'মশাই আপনি দেখছি বড়ো ডেঞ্জারাস লোক।' নিবানো সিগারেটে টান দিয়ে মিছিমিছি গলা খাকারি দিয়ে অখতার নিরীহতার ভান করল, একে দেখছেন সুয়েজখাল লড়াইয়ে টেকা দায়, তায় আমার ঘরে ঝগড়া বাঁধিয়ে দিয়ে কেটে পড়তে চান?'

তাপসী উঠে গেল।

'দেখলেন মশাই কী করলেন?'

সুবিমলের মুখ কাচুমাচু। নতুন সিগারেট ধরিয়ে অখতার বলল, 'যাই বলুন, আপনার কোনো অ্যামবিশন নেই।'

অখতারের চোখে উচ্চহাসিটা দীপালির চোখ এড়াল না। ওর ইচ্ছে করছে এখুনি উঠে যেতে। সুবিমলও বিব্রত মুখে অখতারকে দেখছে।

'বলছিলাম, আপনার কোনো উচ্চাকাঙ্খা নেই।'

অখতারের গোবেচারী ভাব দেখে দীপালি ভিতরে ভিতরে গুমোট হয়ে গেল। লজ্জিত হল। সুবিমলকে দেখে মনে হচ্ছে যেন মত বদলেছে। মনে মনে দীপালি একটু খুশি হল কি? না হয় নি।

সুবিমল ভালো মুখে বলল, 'অখতার সাহেব, কাকে আপনি অ্যামবিশন বলেন আমি বুঝতে পারলাম না। যদি বলেন অর্থোপার্জনে অ্যামবিশন নেই, স্বীকার করি লক্ষ্মী আমার আরাধ্যদেবী নয়।'

'টাকা, অর্থ না হলে মশাই জীবনে অনেক কাজই অপূর্ণ থেকে যায়। এই যে আসুন, একটা সিগ্রেট ধরান।'

সুবিমল নির্বাক চেয়ে রইল।

'নিন সিগ্রেট ধরান।'

সিগারেট নিল সুবিমল। অখতার ধরিয়ে দিল।

সুবিমল বলল, 'টাকা নইলে কী কাজ অপূর্ণ থাকে ?'

'সব কাজ মশাই, সব কাজ।'

'শেষ পর্যন্ত সেই সব কাজে কী হয় ?' সুবিমলের চোখ দুটো হীরকখণ্ডের মতো উজ্জ্বল হয়ে গেল। 'বলুন অখতার সাহেব,—কী সেই মহামূল্য রত্ন যার জন্য সাত সমুদ্র পারে থেকে দু'হাতে অঞ্জলি ভরে ঘরে টাকা আনতে হবে ?'

নিষ্প্রভ তাপসী আসর ছেড়ে উঠতে গিয়েও বুঝি এখনো হাল ছাড়েনি। দূর থেকে বললে, 'বাঁচতে গেলে নিদেনপক্ষে চলনসই উপার্জন করায় আর যাই হোক অপৌরুষ নেই।'

'আপনাদের এখানে অশেষ স্নেহ দয়ামায়া পেলাম। বহু বছর এসবের আমি মুখ দেখিনি।'

সুবিমলের সোফার পেছনে এসে তাপসী বলল, 'আগে বলুন, মোটামুটি চলনসই উপার্জন করাটা মানুষের কাম্য হওয়া অনুচিত ?'

'কী উদ্দেশ্যে উপার্জন করবো সেটা জানা থাকলে, আমার মনে হয় দিদিভাই, প্রয়োজনীয় উপার্জনের সীমা বেধে নেওয়া যায়।'

তাপসী স্বস্থানে এসে বসল। মা-বাবা চিরকাল বেঁচে থাকেন না। আপনার অবশ্য বড়োই মর্মান্তিক পাস্ট—লাখ লাখ ঘরে এমন তছনচ হয়েছে। ওসব ভেবে আর কী করবেন!'

'ওসব আমি ভাবি না। তছনচ যারা করেছে তারা সবাই আজ মন্ত্রী হয়ে বসে আছে। ভাবতে দেয় কই ?'

'আমি বলছিলাম, প্রয়োজনীয় উপার্জনের সীমায় এখন আপনি পৌঁচেছেন কি ?'

সুবিমল মাথা হেলাল।

এরপর আর কে কী করতে পারে। তাপসীও চুপ।

না জানি কোন ফিকিরে হঠাৎ তাপসী প্রফুল্ল মুখে বলল, হ্যাঁরে দীপা, জানিস, পীয়েরসাহেবের রীসার্চ পেপার্সের ডাঁইয়ে একজন ভদ্রমহিলার নাম ফুটনোটের এদিকে-সেদিকে মেনশন রয়েছে।

দেবযানী চট্টোপাধ্যায়। কেমন বাঙালী, না রে?—তিনিও অ্যানশিয়েণ্ট ইজিপ্ট-বেঙ্গল রিলেশনস্ সম্পর্কে অনেক তথ্য সংগ্রহ করেছেন।'

দীপালি ভুরু কোঁচকাল। রাগ কমেছে? ও জানে তাপসীর এটা স্বভাব, কোনো বিষয়ে তর্কবিতর্কে হেরে গেলে কোন এক জায়গায় ঢিল দেয়। ঢিল দিয়ে অপর পক্ষকে নরম করে আনবার তাল খোঁজে। একটু বাদে ফের পুরোদমে স্বস্থানে আক্রমণ চালায়। এও তাই হবে বা। কাজেই দীপালি কোনো উৎসাহ দেখাল না।

তাপসীর মুখটা আবার গোমড়া হয়ে গেল। 'কোথায় বলে পুঁথিপত্র খুঁজে-পেতে রীতিমত গবেষণাযোগ্য একজন হিস্টোরিক্যাল বাঙালীর নাম বের করলুম, কিছু মন্তব্য করলে না পর্যন্ত!'

'হিস্টোরিক্যাল বাঙালী?'

'বাঙালী গন্ধ যে, ভালো লাগবে কেন।'

'বলোই না শুনি,' ভুরু বাঁকাল দীপালি। হাঁদারামের খালি খালি ঝগড়া।

'জানিস? কবি তরু দত্ত? তিনি যে-যুগে ফ্রান্সে বসে কবিতা লিখতেন এই ইজিপ্টে তখন দেবযানী চ্যাটার্জি প্রাচীন মিশরী ভাষাতত্ত্ব নিয়ে গবেষণা করেছিলেন। প্রাচীন মিশরী ভাষার সঙ্গে প্রাচীন বাংলা ভাষায় নাকি কোথায় সম্বন্ধ একটা আছে।'

'ইণ্টারেস্টিং।'

'সুন্দর চেহারা রে। ডকুমেণ্টে ওর ফটো রয়েছে।'

'কার ফটো?'

'দেবযানীর। একজন ভদ্রলোকের তোলা ছবি। তুলে রায়চৌধুরী না কি যেন।—দেবযানীকে দেখতে খুব সুন্দরী।'

'তোমার চেয়েও?' হাসল দীপালি। যাক অবস্থাটা এখন স্বাভাবিক।

'অনেকটা তোর মতন দেখতে। অবিকল তোর মতন জেদি।—

আর সুবিমলবাবু? আপনাকেও বলি, এদিকে দিদি-দিদি বলে মায়া বাড়াতে কসুর করছেন না, কিন্তু বড়ো বোনের অবাধ্য হতেও আপনি কম নন। আজ নয় নাই গেলেন?'

হুড়মুড় করে নামছে সন্ধ্যা।

দীপালি যা সন্দেহ করেছিল তাই। মনে মনে হাসল। নিঃসন্দেহ এবার তপুটা নতুন বর্ম পরে দ্বিতীয়বার যুদ্ধে নামবে। 'তপু, তোমার ঐ দেবযানী চ্যাটার্জি আর কে ঐ তুলে রায়-চৌধুরী—'

'সে সব হবে'খন—সুবিমলবাবু, আর দিনকয়েক থেকে যান প্লীজ। দেখুন মাত্তর একটা দিন আপনাকে দেখলাম। আপনার থাকতে ইচ্ছে করছে না?'

'সীট দিয়েছেন ওরা।'

অখতার বললে, 'রিজার্ভেশনের ব্যাপারে ঘাবড়াবেন না। সে দায়িত্ব আমার।'

তাপসীর চক্ষুদ্বয় উদগ্রীবতায় চিকচিক করে উঠল। 'আর কথাটি নয়। আমাদের এখানে এক্ষুণি চলে আসুন। যা দীপা এঁর জিনিস-পত্তর নিয়ে আয়।'

স্নেহের ভাঁজে ভাঁজে জোরের মাত্রা বেড়ে গেছে। দীপালি এখন নিশ্চিন্ত। তাপসীর জন্য ব্যথিত হল। সুবিমলের মুখ দেখে বোঝাও গেল না ওর মনে কী হচ্ছে।

'তাহলে যা দীপা নিয়ে আয়?

'বুধবারে ইস্কুলে আমায় হাজির দিতেই হবে।' বিনীতভাবে সুবিমল জানাল কথাটা।

'বলিহারি তোমাদের,' দীপালি তেড়ে উঠল। 'ওঁর ডিউটি নেই?'

অখতার আড়মোড়া ভাঙার ধরনে উঠে বলল, 'তাহলে আর কী করা যায়।'

সুবিমলও লজ্জিত মুখে বলল, 'আপনাদের আমি দেরি করিয়ে দিলুম।'

তাপসীর মুখখানি বিষণ্ণ হয়ে গেছে। হয়তো অনেক আশায় সকালে দীপালিকে বলেছিল, সুবিমল দেশে চলে গেলেও ফিরিয়ে আনবে। সমস্ত ব্যাপারটায় এভাবে জটপাকানোয় দীপালির হাসি পাচ্ছে। তা বলে কিছুতেই এখন আর কিছু এসে যায় না। অখতার বলল, 'বেয়াদপী মাফ করবেন মিস্টার চ্যাটার্জি। লাস্ট মিনিটে যদি যাওয়া না হয়, দিস্ হোম ইজ ইয়োর্স।'

দিকে দিকে জমকালো দোকানের সাইনবোর্ডে ঝলকে ঝলকে আলোর বর্ণস্রোত। পন্টিয়াকগাড়ি রঙবেরঙের আলোর মাঝে আসছিল সোজা, ডাইনে মোড় নিয়ে দীপালি এখন চলতে লাগল ওরবী স্ট্রীটে।

বাসের ভ্যাঁক ভ্যাঁক। ট্রামের ঘটাং ঘটাং। ট্রাকের ঘড় ঘড়। হাজার শব্দ। সকালেও দীপালির মনটা ভরাট ছিল। মনটা এখন খিঁচড়ে গেছে।

আলোয় ভরা রাজপথে পন্টিয়াক সোজা এগিয়ে চলল অঢেল গাড়ির সাথে পাল্লা দিয়ে দিয়ে। স্থবির পথ পেছন পড়ে রইল। দু' ধারে সারি সারি আকাশ-সমান অট্টালিকা।

যুদ্ধ লাগলে এসব থাকবে কোথায়?

দিকে দিকে জীবন। জীবনকে ছিনিয়ে নিতে হয় শত জঞ্জাল থেকে। ছন্দ বুঝি শুধু কবিতাতে?

অন্যদিন যখন দীপালি এখান দিয়ে যায় আলোয় শহরটা দুচোখ ভরে দেখে। দেখে বুঝবার জো নেই সুয়েজখাল নিয়ে অদৃশ্য এতবড় একটা ঝড় বইছে যার ঝাঁপটা কাকে যে কোথায় উপড়ে নিয়ে গিয়ে ফেলবে কেউ জানে না।

তবে বলিহারি দীপালিকেও। কি পরিস্থিতেতে পড়েছে! আ-হা, ও বুঝি নিজে ইচ্ছে করে পড়েছে। ঘটে গেছে ব্যাপারটা। নইলে সে রবিবারে কীই-বা এমন ওর প্রয়োজন ছিল সাত-সকালে খেয়াঘাটে যাবার!

কিছুর মধ্যে কিচ্ছু না হুম্ করে সব ঘটে গিয়ে এখন সামলাও।

তা সামলাবে না তো কি। এই তো সামলে নিয়েওছে।

ক্রমশ ছুঁচলো হয়ে যাওয়া লম্বা লম্বা অট্টালিকাগুলো যেন সহসা থমকে দাঁড়িয়েছে শূন্যতায় বাধা পেয়ে। উপরটা ফাঁকা। বিলাসী মোটরগাড়িগুলো সমতলে চলেছে ছিমছাম নীরব। ছাত থেকে গোটা দৃশ্যটা দেখলে ভয় লাগে।

মোড়ের সিনেমা হাউসে তরতরে টাটকা রঙে উঠছে নামছে, একটি বিজ্ঞাপন,—স্পেলবাউণ্ড। ফুটপাথে খবরকাগজ স্টলের নিকটে ওরবী-স্ট্যাচু। ডক্টর লিউবিকের ক্লিনিক। দীপালির সঙ্গে ওঁর জানাশোনা আছে। মনোবিজ্ঞানী। অবসর সময়ে উনি একটা বিদঘুটে বিষয়ে গবেষণা করেন। মরণকালে মানুষকে কোন্ চিন্তা আষ্টেপিষ্টে ছেয়ে ধরে।

বেঁচে আছি, এখনকার চিন্তা জানবার উপায় নেই, তার আবার মরণকালের চিন্তা।

এই যে চুপ করে রয়েছি সুবিমল জানতে চাইছে আমি কী ভাবছি? জানতে চাইলেই বা আর কে ওকে বলছে!

চতুর্দিকে কিলবিল করছে নরনারী। ওদেরও ভাবনা আছে, চিন্তা আছে, রক্ত আছে, মাংস আছে, ভয় আছে, সাহস আছে—

'আপনি কিন্তু কীরকম বদলে গেছেন।'

'কেন বলুন তো?'

'একেবারে নিঃশব্দ।'

'এই ভিড়ের মধ্যে একটু অন্যমনস্ক হয়েছি কি ব্যস তাহলে বুধবারে আর ইস্কুলে আপনাকে হাজিরা দিতে হবে না।'

সুলেমান পাশা স্ট্রীট হয়ে পন্টিয়াক এসে পৌঁছল সকালবেলার সেই লিবারেশন স্কোয়ারে। আকস্মিকভাবে এখানে সান্ধ্য আলোর ঝলকানি। কত কৌশলে হলদে-নীল-সাদা-সবুজের বিজ্ঞাপনী মোচড়। ওদিকে তুলে স্ট্রীট। তুলে স্ট্রীটের নাম বদলে গেছে হালফিল। ছ'মোহনায় আকুল আলো জড়ানো ঝলমলে ফোয়ারা। নাইল-কাফের ফুটপাথে ব্রেক কষল দীপালি। 'একটু অপেক্ষা করুন, এই এলুম বলে।'

তুলে স্ট্রীটের খানকতক বাড়ি পেরিয়ে দীপালি অনুজ্জ্বল একটা গলিতে হেঁটে এলো। আজ যত দেরিই হোক ডক্টর সুব্রত মিত্রের কাছে একবার যেতেই হবে। বেচারা মানুষ। ওর মতন দুর্ভাগ্য কার। চায়ের নেমন্তন্নয় এই সুবিমলের জন্য যাওয়া হল না। অপর কেউ হলে দীপালি টেলিফোন করে ছোট্ট একটা মার্জনা চেয়ে নিত।

গলির একটা সেকেলে বাড়িতে সিঁড়ি বেয়ে সোজা দোতলায় উঠে এলো দীপালি। ওর জুতোর শব্দ শুনে, অতঃপর ওকে দেখতে পেয়ে, অন্ধকার কলতলা থেকে একটি তরুণী খুশিতে কলকল করে উঠল, 'আ রে! দীপালি দিদি যে।' নিকটে এসে বলল, 'আমি ভেবেছিলুম আজ আর তুমি এলে না, তাহলে ওয়াইদগাঁওয়ে দেখা হত।'

গড়নে সুছাঁদ। যেন রানী জুবেদিয়া প্রাণশক্তির অজস্রতায় এ জন্মে জুবেদা হয়ে জন্মেছে।

'আমি কিন্তু বেশিক্ষণ বসবো না।'

কিশোরি মেয়ের লজ্জারুণ হাসি হাসল কুড়ি বছরের জুবেদা। 'ভদ্দরলোককে এখানে আনলে না কেন?'

'নে নে, কফি-টফি কী আনবি আন্।'

জুবেদা কফি বানাতে গেল। মেয়েটা যেন বাতাসের মতো হাল্কা ফিনফিনে। য়ুনোস্কো স্কলারশীপে ডামাস্কাসে থেকে ডাক্তারি

পড়েছিল। মাস-সাতেক ছিল কায়রো জেনারেল হসপিটালে। এবার পাকা ডাক্তার হয়ে কাল সকালের গাড়িতে চলে যাচ্ছে পোর্টসাঈদের নিকটে ওয়াইদর্গাও গ্রামে। সেখানে য়ুনোস্কোর প্রকাণ্ড হাসপাতাল আছে। সেটা মধ্যপ্রাচ্যের সবচেয়ে নামজাদা হাসপাতাল। আধুনিকতম বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা সেখানে। মেয়েটাকে ভালো লাগে দীপালির। এ-বাড়িতে দীপালির প্রধান আর্কষণ তাঁর দাদু আদিব ইশাক। বয়স প্রায় নব্বুই পঁচানব্বই। কিন্তু এখনও মেহনতি। এর আলমারি ঠাঁসা মান্ধাতা আমলের যা-সব মূল্যবান বইপত্তর আছে তা মিশরে অন্য কোথাও নেই। সেই সব বই দীপালি মধ্যে মধ্যে দেখে। ম্যাক্স স্পেণ্ডারের মতো ইনিও এককালে সাংবাদিক ছিলেন।

কফি-টফি খেয়ে দীপালি বলল, 'এবার উঠি তাহলে ?'

'এই এলে এই যাবে ?'

'একে এই বলে ? আধঘণ্টা হয়েছে।' তা হোক। আরো কিছুক্ষণ বসবে দীপালি। একুশটা দিন তো ওকে দিয়েছে। 'ছুটকু কই রে ?'

'ছুটকু সিনেমায় গেছে।'

জুবেদার ছোটভাই ছুটকু। বাড়ির আর সকলে এখন গ্রামে গেছে। সেখানে এখন ফসল কাটার সময়; দীপালির মনটা ভোঁতা হয়ে রয়েছে। নইলে এতক্ষণ কত গল্প-টল্প করত। আজ শুধু হুঁ-হাঁ ঠিক-আচ্ছা এমনি সব জবাব দিচ্ছে। নিচের তলায় আদিব ইশাক রয়েছেন ; সেখানেও গেল না।

'দীপাদিদি ? তোমার কী হয়েছে ?'

'কিচ্ছু হয়নি তো। কেন রে ?'

'না এমনি জিজ্ঞেস করলাম। তোমার দেওয়া কোট-স্কার্ট পরে এলাম, কই কিছু বললে না তো ?'

ওকে জড়িয়ে ধরে দীপালি ওর গালে চুমু খেল। ওয়াইদ-

গাওয়ে ফের দেখা হবে, বলে তখুনি নিচে নেমে এলো। এদিকের প্রকাণ্ড একটা ঘরে দাদু এখন পড়াশোনা করছেন। দীপালি ওদিকেও গেল না। পুরোনো বাড়িটা ছেড়ে ততোধিক প্রাচীন গলিটা পেরিয়ে তুলে স্ট্রীটে এলো। এদিকে জ্বলজ্বলে সুলেমান পাশা স্ট্রীট। এটাও একশো-দেড়শো বছরের পুরনো। তবু চটকদার আধুনিক। এ-ফুটপাথে সার সার সব ফুলের দোকান। ডক্টর মিত্র একদিন এই বাজারে ফুল কিনে দীপালির গাড়ি বোঝাই করে দিয়েছিল। তারপর ওভারকোটের দু'পকেটে হাত ভরে সোজা ঐ বইয়ের দোকানটায় ঢুকে পড়েছিল।

দীপালি বইয়ের দোকানের ফুটপাথে এলো। ওর হাতদুটো ওভারকোটের দু'পকেটে। বইয়ের দোকানে ঢুকল না। বাইরের শো-কেস দেখতে লাগল। ইংরেজি ফরাসী জর্মন বই। ইণ্ডিয়ান বই নেই। আমেরিকান বই ভর্তি। জর্মনভাষায় ডক্টর লিউবেকের একটা বই রয়েছে। দীপালি ও ভাষা জানে না। ডক্টর। মিত্র জানে।

বাইরে থেকে বই-টই দেখে দীপালি বিপরীত ফুটপাথে আবার এলো। এসে একগুচ্ছ আনিমোন ফুল কিনল। সাদা। জলহীন মেঘের মতো। ফুল কিনে ফুটপাথ দিয়ে লিবারেশন স্কোয়ারের দিকে হাঁটতে লাগল। চোখ ধাঁধিয়ে আরবী ভাষায় কত রকমারি বিজ্ঞাপন সুতীব্র আলোয় জ্বলছে নিবছে ডাইনে বাঁয়ে সামনে, মাথার উপরে। উর্দুভাষীরা এ বিজ্ঞাপন পড়তে পারবে না যদিও হরফ-গুলো উর্দু ও আরবীতে এক। জর্মনভাষায় বাংলা হরফে লেখা বিজ্ঞাপন কোন্ বাঙালি বুঝবে? পড়তে গেলে কষ্ট করে তাকে শিখতে হবে জর্মনভাষাও।

উড়ো-উড়ো এইসব অকেজো কথা ভাবতে ভাবতে দীপালি এলো লিবারেশন স্কোয়ারে। ফোয়ারার জলের তোড়ে গ্রীন গোল্ড কোবাল্ট রঙ।

গাড়িতে সুবিমল মেই। ফিরতে দীপালির বিলম্ব হয়েছে। ইচ্ছে করে দেরি করেছে। সুবিমল বোধহয় সিগারেট কিনতে নেমেছে। দীপালি সাদা আনিমোন গুচ্ছ গাড়িতে রেখে দিল। সুবিমল যখন যাবে তখন দেবে।

এ-ফুটপাথের সিগারেট স্টলে সুবিমল নেই। পল্লবহীন শুকনো খটখটে গাছটার ওদিকের স্টলেও সুবিমল নেই। দিন-সাতেক আগে আর-এক দিন সন্ধ্যায় সুবিমলকে এখানে গাড়িতে বসিয়ে রেখে দীপালি মাত্র কয়েক মিনিটের জন্য আদিব ইশাকের লাইব্রেরিতে গিয়েছিল। ফিরে এসে দেখে সুবিমল নেই। পাঁচ মিনিট সাত মিনিট দশ মিনিট পনের মিনিটকাল ধরে দীপালি অপেক্ষা করে করে যখন হাঁপিয়ে উঠেছিল তখন ওপারে ও-ফুটপাথে বি-ও-এ-সি'র দিকে তাকিয়ে দীপালির মনটা খুশিতে ছটফটিয়ে উঠেছিল। সুবিমল রাস্তা পেরিয়ে নিকটতর হয়ে নমস্কারের ভঙ্গিতে হাতদুটো একত্র করে বলেছিল ঃ

ধন্যবাদ দেবার ভাষা নেই। অনুমতি দিন এবার তাহলে চলি।

চলি ? দীপালির ধমনি শিরায় "চলি" শব্দটা সেঁধিয়ে গেল ; নমস্কারী হাতদুটোর পেছনে ক্রসিঙের রক্ত-লাল সিগন্যাল। তারও পেছনে খটখটে শুকনো ছুঁচলো খেজুরগাছটা ; কিঞ্চিৎ পেছনে সরে দীপালি বলল,—কোথায় যাবেন চলুন পৌঁছে দিই।

বি-ও-এ-সি বুকিং-ক্লার্ক বলল একটা সীট আজ খালি আছে। সুটকেসটা হোটেল থেকে নিয়ে আসি।

সে কি—আজই ?

সীট যখন এত সহজে পেয়ে গেলাম।

এই শুনে দীপালির বুকের স্পন্দন যেন ধুপ্ করে হারিয়ে গেল, —আচ্ছা বেশ, তা ঠিক, হ্যাঁ যাবেনই তো—ব্যস্ত হবেন না, প্লেনের এখনো এন্তার সময় আছে।

কই আর সময়।—বলবার নয় ইজিপ্ট আমার মনে থাকবে।

বাঃ রে, বললাম পিরামিডে যাবো, সেখান থেকে ডক্টর মিত্র। 'না' বলেনি দীপালি। দিনটাকে দীর্ঘায়িত করবার এসব প্রোগ্রাম খালি মনে মনে ছকে রেখেছিল, এখনো বলা হয়নি। ঢোক গিলে আমতা-আমতা করে হাসল,—এখনো তিন তিনটে ঘণ্টা টাইম—বাঃ রে, আমাদের ডিনার বাকি!

—এখন আমাকে অনুমতি দিন, মিসেস দাশগুপ্ত।

শুনে দীপালি হতভম্ব।

দুপুরে সেমিরামিসের খাওয়াটা অত্যধিক হয়ে গিয়েছিল, তারপর গিয়ে বিকেলের অতসব চা-টা—হাসি-হাসি সুবিমল এখনো জোড়হস্ত। সবিস্ময়ে চমকানোর মতো দীপালি অবাক হয়ে দেখছিল, গলা শুকিয়ে গেছে, নমস্কারি একত্রিত হাতদুটো ভয়ে ভয়ে দেখতে লাগল। খেজুরগাছের শুকনো ছুঁচলো আগাটা ওর বুকের উপর ধেয়ে আসছে অকারণে,—সেই কখন চাট্টি খেয়েছেন। এ কী খেয়াল আপনার?

এইবার তাহলে হাসিমুখে বিদায় দিন?

এক্ষুণি? আঁইঢাই করা মনকে আর সামলাতে পারল না দীপালি, তৎক্ষণাৎ এগিয়ে এসে জোড়-হাতদুটোকে খপ্ করে ধরে টেনে নামিয়ে দিল,—কোনোদিনও কেউ কি আপনাকে ধমকায় না? বলে তক্ষুণি হাত ছেড়ে দিয়েছিল দীপালি।—

সেই বি-ও-এ-সি, সেই ছুঁচালো শুকনো খেজুরগাছের ওদিক থেকে আজও এখন তেমনিভাবে আসছে সুবিমল, তেমনি ধীরে সুস্থে, চুলগুলো বাতাসে উড়ছে, তেমনি করে পেছনে গ্রীন গোল্ড কোবাল্ট।

কোবাল্ট গ্রীন গোল্ড উত্তাল জলধারার দিকে এগিয়ে এলো দীপালি। এগিয়ে এসে মাঝরাস্তায় সুবিমলকে বলল, 'চলুন ওদিককার ফুটপাথ দিয়ে যাই।'

দীপালি জবরদস্তি মনটাকে ফাঁকা করে ফেলেছে ভ্যাকুঅ্যাম ফ্ল্যাস্কের মতো। রাস্তা পেরিয়ে এ-ফুটপাথে আসবার সময় শুধু অস্পষ্টভাবে টের পেল ছ'মোহনার কমলারঙ সিগন্যাল রক্তলাল হয়ে গেছে, আর দীপালির সর্বাঙ্গে মাখামাখি হয়ে যাচ্ছে ফোয়ারার আলোকতরঙ্গ রূপালী, সবুজ, সোনালী।

এইভাবে ফাঁকা মনে ফোয়ারার লন পেরিয়ে এলো হোটেল সেমিরামিসে; সুবিমল দু-একবার কী যেন বলল, ভিড়ের হট্টগোলে দীপালির কানে গেল না। রাত্তিরের আহারে বসল, ফাঁকা মনে।

খেতে খেতে সুবিমল জিজ্ঞেস করল, ও যদি আজ থেকে যায় দীপালি কিছু মনে করবে? দীপালি জবাব দিল না; ওর মন যা দেখছে যা শুনছে সেসব গ্রহণ করতে পারছে না। প্রকাণ্ড ডাইনিং-হলে বিলাসী নরনারী। বিদেশী ট্যুরিস্ট। দীপালিরা নিঃশব্দে খাচ্ছে। আবছাভাবে দীপালির মনে পড়ল সুবিমলকে সী-অফ করে এই হোটেলে আবার আসতে হবে। জর্জ ফ্লেকারের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট।

মনটা এবার জেগে উঠতে লাগল। সুবিমলকে একবার আড়চোখে দেখল। না সুবিমল নয়, সুবিমল এখন ওর মন থেকে মুছে যাক।

যাক মুছে।

'ধরুন আজ যদি আমি রিজার্ভেশন ক্যানসেল করি।'

দীপালি জবাব দিল না। ও টের পাচ্ছে ওর মুখ এখন ভাবলেশহীন। ওর মনে হচ্ছে এখন হঠাৎ করে ও টেবিল ছেড়ে উঠেও চলে যেতে পারে। ও বুঝতে পারছে ওর মনে একটা অদ্ভুত ভোঁতা রাগ জমে গেছে, এমন কি ফট্ করে এক থাপ্পড় পর্যন্ত বসিয়ে দিতে পারে সুবিমলের গালে।

দীপালির গা শিউরে উঠল। মনকে দূরে অন্য কোথাও বিক্ষিপ্ত করে দিতে চাইল। এই হোটেল, এই হোটেলে গোড়ায় গোড়ায়

দীপালিও থাকত। তারপর আপিস থেকে ওকে ফ্ল্যাট দিয়েছে। না ফ্ল্যাট নয়। হোটেল সেমিরামিস নয়, এ-সবের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে সুবিমল। দীপালি মনটাকে উপড়ে নিয়ে গেল সুয়েজখালে। যে সুয়েজখাল নিয়ে ঝগড়া সেই সুয়েজখাল খুলেছে রাজা ইজমেইলের সময়। এই হোটেল সেমিরামিসও তখন থেকে প্রসিদ্ধ।

না হোটেল নয়। নাইল-কাফেতে আজকের ডিনার খেলে ঠিক হত; হয়ত ফ্লেকার এখুনি এসে পড়ে ওর দিকে অদ্ভুতভাবে তাকাবে। যেমনভাবে ও আজকাল তাকায়।

দীপালি মনে মনে চলে গেল নাইল-কাফের ডাইনিংরুমে। ও রেস্তোরাঁও সুয়েজখাল খোলার সময়কার। ফ্লেকারের কাছে দীপালি শুনেছিল বাবা আদমকালে এই রেস্তোরাঁর মালিক ছিল ডেমিট্রিয়াস। ডেমিট্রিয়াস এদিকে রেস্তোরাঁ চালাত, আসলে তলায় অন্যদিকে ছিল রাজনৈতিক কর্মী। এদেশের প্রথম বিপ্লবী-নেতা কর্নেল ওরবী-র সে ছিল যাকে বলে জমাট বন্ধু। আমার জমাট বন্ধু কেউ নেই।

না নিজের কথা ভাববে না দীপালি। ওরবী সকলের আগে এদেশে গণতন্ত্র আনবার চেষ্টা করেছিল। ফ্লেকার ওসব ইতিহাসে এক্সপার্ট। বাস্তবিক ওর স্মরণশক্তি হকচকানো গোছের। ওরকম ব্যাদড়া স্মরণশক্তিতে ফ্যাসাদ। ওতে মানুষ আপন স্বকীয়তা খুইয়ে ফেলে; অপরের চিন্তাধারায় মিশে যায়। তা ফ্লেকারের যাই হোক দীপালিও ওর কর্মোপলক্ষে ইতিহাসে পড়েছে কর্নেল ওরবীর বিপ্লবটাকে গ্রেট ব্রিটেন রাতারাতি জাহাজভর্তি সৈন্যসামন্ত এনে একেবারে গুঁড়িয়ে দিয়েছিল। সেপাইগুলো ছিল ইণ্ডিয়ান। তলায় তলায় ব্রিটেন আগে থেকে এখানকার সমস্ত ঘাঁটিগুলোকে আষ্টে-পিষ্টে বেঁধে রেখেছিল। তখন, সেই তখন, এখানে ব্রিটেনের প্রতিনিধি ছিল একজন আই-সি-এস অফিসর। নাম কলভিন।

ইংরেজ। তখন থেকেই ভারতীয় ব্যুরোক্রেসির বদনাম। কলভিন লোকটা ক্লাইভের মতো জমিদার হয়ে গিয়েছিল। কলভিন খুন করিয়ে দেয় ডেমিট্রিয়াসকে। তারপর মিশরে জমে বসল ইংরেজ, নির্বাসিত হলো কর্নেল ওরবী। জর্জ ক্লেকার বলছিল, কলভিন সাহেব নাকি কোনো এক বিদেশিনীর প্রেমে পড়ে শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যা করেছিল। শেষকালে কর্নেল নাসের আনল মিশরে গণতন্ত্র। ঘুরে-ফিরে সেই গ্রেটব্রিটেন ফের মুখিয়ে রয়েছে সুয়েজখালে।

কেন, কেন আমি এই লোকটার উপর রাগছি। আমি নিজে এর সঙ্গে গায়ে পড়ে মিশেছি।

এরও হয়তো ডক্টর মিত্রের মতো কোনো বন্ধুবান্ধব নেই। ডক্টর মিত্র বন্ধুবান্ধব করে না। অসহ্যকেও সহ্য করে; আপন কাজ নিয়ে অষ্টপ্রহর ব্যস্ত। দীপালির আপিসে আর্কিওলিজস্ট। থাকে সাহারায় ক্যারাভানে। দীপালি যখন ক্যারাভানে যায় ভদ্রলোকের চোখেমুখে যেন নতুন জীবন ফুটে ওঠে, যেন বলতে চায়,—তুমি তো জানো না দীপালি, লাবণ্যের সৌগন্ধে, স্বাস্থ্যের উজ্জ্বলতায়, হাসি-মাখা মুখে তুমি যখন আসো আমি যৌবন ফিরে পাই।

আচমকা দীপালি জিজ্ঞেস করল, 'নোয়াখালির দাঙ্গাহাঙ্গামায় আপনার—ঐরকম,—মানে মা-বাবা মারা যাওয়ায় অসহ্য কষ্ট পেয়েছেন?'

'চোখের সামনে মা-বাবা দাদা বৌদিকে খুন করে ফেলছে তা অসহ্য নয়?'

'না বলছিলাম, সেসব অসহ্য ব্যাপার আপনি ভুলতে পারেননি?'

'কেউ ভোলে?'

দীপালি মনের কথা অজিজ্ঞাস্য। অন্যদিক দিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কবে থেকে এইসব স্টিল্-লাইফ কবিতা লিখছেন? যেমন ধরুন আপনার 'স্টিফ্ লভ্ স্প্রিং' বা 'স্তব্ধ বসন্ত'?'

'শুনবেন ?'

দীপালি স্তম্ভিত হয়ে গেল। না। ও কিচ্ছু শুনবে না। অসহ্য অস্বস্তি লাগল দীপালির।

'বারবার আমায় আপনি কবি বলছেন। হাবা বা বিদেশী কারু কারু চক্ষে আমি তাই। কিন্তু আমি তো জানি আমি কবি নই। আমি লিখি ইংরেজিতে। ওতে আমার মস্ত খটকা আছে। মাতৃভাষায় ছাড়া কেউ কখনো প্রাণের স্পন্দন শোনাতে পারে ?'

প্লেট থেকে হাত সরিয়ে সুবিমল বলল, 'দীপালিদেবী, বসন্ত-কালে একদিন হলো কি জানেন, ইস্কুল থেকে বিকেলে বাড়ি এসে একটা ইংরেজী প্রবন্ধ লিখতে বসেছিলাম। সুযোগ পেলে এটা সেটা কাগজে আমি লেখা পাঠাতাম। লিখতাম টাকার প্রয়োজনে। আপনাদের মতো অত বই কিনবার ক্ষমতা নেই। তবে বই কিনবার বাতিক আমার খুব। টিউশনি করে করে পয়সা জমিয়ে সেই পয়সায় বই কিনতাম। আর লেখার উপার্জনের টাকা জমিয়ে জমিয়ে পুজো বড়দিন এইসব ছুটিতে দেশের এদিক-ওদিক দেখে বেড়াতাম। বলতে পারেন এটা আমার জব্বর নেশা। ছুটি, যে কোনো ছুটি হোক আমি বেরিয়ে পড়ি—'

'একমিনিট। হাজার বললেও তো কখনো ড্রিঙ্ক করেন না। আজকে যদি বলি, খাবেন ?'

এলাহি হোটেল। কলকাতায় গ্র্যাণ্ড হোটেল-এর কাছে কোন্ ছার।

সুবিমল একটু ভেবে নিয়ে বলল, বিলেতে এঁর-ওঁর নেমতন্নেও একটু-আধটু যে ড্রিঙ্ক করিনি তা নয়।'

'এখন ?'

সুবিমল অল্পক্ষণ আনমনা থেকে বলল, 'আমি ভেবে রেখেছিলাম আজকের ডিনারের খরচটা আমার।—আমার কাছে যা আছে তাতে ড্রিঙ্কের দাম কুলোবে না।'

'আমি যদি নৈহাটিতে রেস্তোরাঁয় বসে আপনার সঙ্গে চা খেতাম, বিলটা আমি চুকোলে আপনার কী রকম লাগতো ?'

'আত্মাভ-পাওয়ার খাটো গলায় সুবিমল নিঃশ্বাসের সুরে বলল, 'বেশ। আনান।'

'না থাক।' দীপালি আহার্যে মনোনিবেশ করল। ডক্টর মিত্রের একটা স্পেশাল ককটেল আছে। ঝাঁঝালো ককটেল। হুইস্কির সঙ্গে কেনিয়াগ মিশিয়ে তাতে ভারমুথের ড্রপ দিয়ে পাম-ডেটের ককটেল। অসম্ভব গুণী লোক। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ছিল বার্লিন য়ুনিভার্সিতে আর্কিওলজির প্রফেসর। জেনারেল রোমেল ওকে সাহারায় নিয়ে আসেন। অনারারি ব্যাঙ্ক লেফটেন্যাণ্ট কর্নেল। বয়স তখন পঁচিশ। কাজ ছিল সাহারাতেও, বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে আর্কিওলজিক্যাল রীসার্চ। ব্রিটিশ বোমা আর্কিওলজিস্টকে স্পর্শ না করলেও ওর পুরুষাঙ্গ জখম করে দেয় বোমার স্পিল্টার।

সুবিমল হাসি মুখে বলল, 'যদি আপনি খুশি হন তাহলে আপনি যা দেবেন তাই খাবো।'

দীপালি খুশি হতে পারছে না। ও বুঝতে পারছে ওর মুখ এখন রক্তহীন হয়ে গেছে। ও নিজের মনোভাব লুকোতে পারে না। সবাই বলাবলি করে দীপালির মনটা নাকি শিশুর মতো। ডক্টর মিত্র বলে ও নাকি বেদুইনদের মতো স্বচ্ছ। 'থাকগে ওসব খেয়ে কী দরকার। ছুটি-ছাঁটায় আপনি বেড়িয়ে পড়তেন। তারপর ?'

ক্যাকটাসের ডালনা মাখিয়ে মাখনে সেদ্ধ ভুট্টার নান খাচ্ছিল সুবিমল, সরলচিত্তে বলে চলে: 'আপনি শুনে অবাক হবেন, আগ্রায় গিয়ে আমি তাজমহল দেখিনি। দেখেছি ওখানকার লোকদের। পুরীতে গিয়ে আমি দেবদর্শন করি নি, চেয়ে চেয়ে দেখছি ভিখিরেদের। দিল্লীতে গিয়ে আমি কুতুবমিনার বা হুমায়ুনের সমাধি দেখিনি, দেখেছি কংগ্রেসী জননেতা আর মন্ত্রীদের বাড়ি।

আমি কাগজে লিখি তাই, সুযোগ আমার জুটেও যায়। দিল্লীতে আমি বার-চারেক গেছি। আপনি তো প্রায়ই যান?' ওখানকার পরিচয় দীপালি দিতে পারল না। কাকার যা বিলাসী বাড়ি। এমন কি মণ্টুর পর্যন্ত গাড়ি আছে। বাড়িতে দশটা চাকর মালি বাবুর্চি খানসামা—

সুবিমল বলল, 'এসব আপনি জিজ্ঞেস করছেন বলেই বলছি। একবার দিল্লীতে গিয়ে ইস্টিশনে আমার ব্যাগ হারিয়ে ফেলেছিলাম। সে যে কী মুশকিলে পড়েছিলাম কি বলবো। কারোলবাগের একজন বাঙালি ভদ্রলোক ইস্টিশন থেকে আমায় তাঁর বাড়িতে নিয়ে গেলেন। সে আতিথ্য আমি শোধ করতে পারবো না। এমন কি বলায় একটা টিউশনি পর্যন্ত জুটিয়ে দিলেন। একজন বাঙালি সিভিলিয়ানের বাড়ি।'

সুবিমল জল খেল। ওর চোখদুটো দেখলে কেন মায়া লাগে এতদিনে দীপালি বুঝতে পারছে। ডক্টর মিত্রের চোখ সাহারার মতই ছাই-ছাই। এর চোখ আকাশের মত গভীর, আবার চঞ্চলও। ছোটবেলায় বোধহয় খুব দুষ্টু ছিল। পাশবিক অত্যাচার গেছে নোয়াখালিতে। তবু তাদের উপর এর তো রাগ নেই। কংগ্রেসের ভণ্ডামিতে ওর রাগ।

'তারপর? সেই 'অন্ধ-বসন্তের' কথা বলুন।'

'আপনি জিজ্ঞেস করছেন বলেই বলছি, নইলে এসব আমি বলতুম না। তাছাড়া আপনার সঙ্গে আবার দেখা হবে। আসছে ডিসেম্বরে ন্যুয়র্কে পি. ই. এন. কনফারেন্স। সেখানেও আমি ডেলিগেট। ঠিক করেছি যাওয়ার সময় কায়রো হয়ে যাবো।'

'ডিসেম্বরে এখানে আমি থাকবো না।'

'তাহলে ফিরবার সময় আসবো। জানুয়ারিতে।'

"তখন আমি ট্যুরে।' তখন ট্যুরে থাকবে কি না দীপালি এত আগে থেকে কী করে জানবে, তবে ট্যুর ফিক্স করতে কতক্ষণ।

'তাহলে ?'

'তাহলে আর কী। 'স্তব্ধ-বসন্ত' কিরকম বলুন ?'

'ওসব পুরানো কথা বলবার নয়! তবু বলছি আপনাকে। শুনতে আপনার অবশ্য ভালো লাগবে না।'

'আমার ভালো লাগা না-লাগাটা আমারও ওপরেই ছেড়ে দিন।'

সুবিমলের মুখটা অম্লান। দীপালি এই এলাম বলে চলে গিয়ে অত দেরি করে ফিরলেও একবার শুধোলে না কোথায় এত দেরি হল।

লোকটার উপর মায়া হয়। এইরকম মায়া ডক্টর মিত্রের উপরেও হয়। ডক্টর মিত্রের নিমন্ত্রণ কখনো দীপালি উপেক্ষা করে না। দীপালি পার্টি-ফার্টিতে বড়ো একটা যায় না। কিন্তু ডক্টর মিত্র ডাকলে যায়। বন্ধুহীন আত্মীয়হীন। তবু কিরকম নিঃশব্দে ভালোবাসতে পারে। চুপ করে পাশে বসে থাকে। দীপালি একটু পাশে বসে থাকলেই জীবন্ত হয়ে ওঠে ওর জীবন। ব্যস, ঐ টুকুতে ওর জীবন যেন ধন্য। আজ এই প্রথম দীপালি ওর চায়ের আহ্বানে গেল না। কেন যাবে না, যাবে দীপালি। হোক দেরি। দেরিতেই গেল-বা। তবু খুশি হবে। হাসল দীপালি উজ্জ্বল মুখে। ওর একটুকু হাসি যদি কারুকে খুশি করে করুক।

সুবিমলও হাসিমুখে বলল, 'দিল্লীতে সেই টিউশনি করে ফেরার বছরে বসন্তের সেদিন সকাল থেকে আমার মন খারাপ ছিল। দু-তিনমাস ধরে যা লিখছিলাম সম্পাদকরা পত্রপাঠ সে সব ফেরৎ দিচ্ছিল। আমি ইংরেজিতে লিখতাম; কেন না ইংরেজি কাগজের সংখ্যা বাংলার চাইতে একশগুণ বেশি। তাই লেখা ছেপে বেরুনোর চান্সও সেই অনুপাতে সেখানে বেশি। ওরা মজুরিও দ্বিগুণ দেয়। ইস্কুল থেকে এসে বিকেল থেকে লিখতে লেগেছিলাম। সারারাত খাটলাম তবু সেই বিশেষ লেখাটা উৎরালো না। প্রবন্ধ

নয়। একটা ছোট গল্প। এর আগে কখনো আমি গল্প লিখিনি। পরেও না। গল্পটা আসলে আজও লিখতে পারিনি।'

মাছের পেটে মিষ্টি খেজুর ভরে সেই মাছ একমাস বরফে জমিয়ে রেখে তারপর খেজুর সুদ্ধ্ সেই শীতল-মাছ অলিভ রসে ভেজে যে কাটলেট বানিয়েছে তাই খেতে খেতে সুবিমল মিষ্টি করে হাসল, 'গোঁ ধরে গেল, লেখাটা কিছুতেই হচ্ছে না, তখন করলাম কি যা লিখেছিলাম ছিঁড়ে ফেলে সেই বক্তব্যকেই একটা কাগজে পয়েণ্ট বাই পয়েণ্ট টুকে রাখলাম পাছে ওর অ্যারেঞ্জমেণ্ট ভুলে যাই। সেই রাত্তিরে এই পর্যন্ত করে ঘুমিয়ে পড়লাম।'

'নিন্ এইটে খান।'

'এটা কী?'

'সাহারার কাঁকড়া।'

'আরো যেন কিছু দেখছি?'

'ওগুলো ল্যাপ-ল্যাণ্ডের কচ্ছপের ডিম।'

'আর এই চ্যাপ্টা-চ্যাপ্টাগুলো?—বাঃ খেতে তো বেশ।'

'গঙ্গার ইলিশ।'

'তাই? কিরকম স্বাদ বদলে দিয়েছে। মিটার বোধহয় খুব চড়বে?'

দীপালি হেসে ফেলল। 'যদিও বুকটা একেবারে ফাঁকা হয়ে গেছে।

তৃপ্তি করে খেতে খেতে সুবিমল বলতে লাগল, 'পরদিন সকালে উঠে লেখা কাগজটা নিয়ে দেখি আমার পয়েণ্টগুলোয় কেমন একটা স্বচ্ছন্দ গতি এসে গেছে। যেন আপনি থেকে। কী খেয়ালে ঐ পয়েণ্টগুলোকেই ওলটপালট করে কেটে ছিঁড়ে নতুন করে সাজালাম।' সুবিমল নয় যেন ওর কণ্ঠ থেকে অপর কেউ সৃষ্টির আদিম রহস্য উদঘাটন করছিল। ওষ্ঠাধরে হাসিরেখা অথচ চোখদুটি এবার ডক্টর মিত্রের ধরণে বিষাদভরা।

একে দীপালি কখনো দিল্লীতে দেখেছে? কাকার কোনো বন্ধুর বাড়িতে? কি কাকার বাড়িতেই? দীপালি সমস্ত মন সংহত করে স্মরণ করতে চাইল।

মণ্টুকে যে পড়াতো সে ভোরবেলায় আসতো। দীপালি তাকে দেখেনি। সে নাকি সন্ধ্যের সময়েও পড়াত। দেখেছে বলে মনে পড়ে না। 'তাহলে বসন্তের সেই দিনে আপনি প্রথম কবিতা লেখেন, 'স্তব্ধ বসন্ত', তাই না?'

'তারপর বলি শুনুন। টীচার এক্সচেঞ্জ অ্যারেঞ্জমেন্টে তখন আমাদের ইস্কুলে ফোর্ড ফাউণ্ডেশনের একজন আমেরিকান শিক্ষক ইংরেজি থার্ড পেপার পড়াতেন। আমার কাছে তিনি মাঝে মাঝে আসতেন বাংলা শিখতে। সেদিন তাঁকে আমার লেখাটা দেখালাম। পড়ে উনি সেটা পকেটস্থ করলেন। তার পুরো দু'মাস বাদে একদিন উনি আমার হাতে আমেরিকান একখণ্ড সাহিত্য-পত্রিকা দিলেন। তাতে আমার "স্তব্ধ-বসন্ত" অক্ষম রচনাটা ছেপে বেরিয়েছে। বিস্ময়ে আর আনন্দে আমি হতবাক। স্পষ্ট তাতে কবির নাম রয়েছে যে নামে আমি রাজনৈতিক বা ঐজাতীয় প্রবন্ধ লিখতাম। আরো আশ্চর্য আমার জন্য অপেক্ষা করছিল, আমেরিকান কাগজটার সম্পাদক আমার রচনার মূল্যবাবদ পঁচাত্তর ডলার দক্ষিণা পাঠিয়েছেন। ভেবে দেখুন ১৩০ দু'গুণে যা হয় তারও অনেক বেশি। আমার প্রায় তিনমাসের মাইনে। ওটাই নাকি ওদের মিনিমাম্ রেমুনারেশন। আমি হকচকিয়ে গেলাম, একে পান্তা জোটে না তায় পায়েস!'

পুডিং দিয়ে গেছে। উটের দুধে জমানো খেজুর, তাতে কমচার মোরোব্বা।

'তারপর সেই পত্রিকায় এবং আরো অন্যান্য পত্র-পত্রিকায় আমেরিকান ব্রিটিশ অস্ট্রেলিয়ান কানাডিয়ান যেখানে লেগে যায় সেখানেই ক্রমাগত লেখা পাঠিয়ে যেতে লাগলাম। দশটা লিখলে

হয়তোদশটাই ফেরত এলো, তখন সেগুলোই রুট বদলে এদিক-ওদিক আবার পাঠিয়ে দিতাম। এমনিভাবে নামটা ইংরেজি-জগতে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। টপাটপ লেখা ছেপে বেরুতেও লাগল। আপ্রাণ খাটতে লাগলাম। টিউশনি-ফিউশনি ওসব কবে ছেড়ে দিয়েছি। টাইপরাটাই কিনে ফেলেছি। কিনেছি দেশ-বিদেশের গাদাগাদা কবিতার বই। কিন্তু লিখলাম শুধু টাকার জন্যেই। কতবার গেলাম দিল্লী বম্বে মাদ্রাজ। দুটো নয় আমার চারটে বই বেরিয়েছে। ওঁরা বলেন, ওতে নাকি দিশি মাটির গন্ধ আছে; আছে অভুক্ত দেশবাসীর নিশ্বাস। আমি কখনো কবিতা বলে কিছু লিখিনি, দীপালিদেবী। টাকার জন্য লিখেছি বই কেনার তাড়ানায়, দেশ বেড়ানোর পাগলামিতে। আর টাকা আসতেও লাগল দেখুন কেমন আমার 'স্তব্ধ-বসন্তের' কণিকামাত্র আবির্ভাবে!'

'একে 'স্তব্ধ-বসন্ত' কেন বলছেন?'

সুবিমল কফি খেল। সিগারেটের প্যাকেটের শেষ সিগারেটটা নিল, সিগারেট ধরিয়ে টান দিল ধীরে ধীরে। 'নইলে আর নতুন কী বললাম।'

রাস্তায় গাড়ির পাশে এসে থেমে গিয়ে সুবিমল বলল, 'আমার কাছে আর মাত্র এক পাউণ্ড আছে। এটাকা কলকাতায় ট্যাক্সি নৈহাটির রেল টিকিটে লাগবে। এক প্যাকেট সিগ্রেট কিনে দেবেন?'

ডিনারের বিলটা সুবিমলই শেষ পর্যন্ত চুকিয়েছিল। সাত পাউণ্ড। মানে প্রায় একশো টাকা লেগেছে। দীপালি ভাবল যাবার সময় ওকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ডিনারের টাকাটা না হোক কিছুটা দিয়ে দেবে যাতে রাস্তায় অসুবিধে না হয়।

দুজনে ফুটপাথের স্টলে এলো। দীপালি একটিন স্টেট এক্সপ্রেস সিগারেট কিনল। একটা ফ্লেমগ্যাস লাইটার, এভার-ব্রাইট।

কী এক আনন্দে লাইটারটা গ্রহণ করল সুবিমল। 'বেঁচে থাকার শেষ দিন পর্যন্ত এই ফ্লেম লাইটার আমার কাছে থাকবে। কিন্তু আমি আপনাকে কী দিই বলুন তো? আমার কাছে তো পয়সা নেই?'

'গিয়ে আপনার লেটেস্ট বই পাঠিয়ে দেবেন।' দীপালি গাড়ির দরজা খুলে স্টীয়ারিঙে বসে এদিককার দরজাটা খুলে দিল। 'বাইরে কেন, আসুন?'

'ডক্টর মিত্রের ওখানে এখন আর আমি যাবো না।'

'সে কী। উনি বিশেষ করে আপনাকে নেমনতন্ন করেছিলেন।'

'দীপালিদেবী, আপনার সব কথা আমি রাখি, আজকে এই রাত্তিরে আর কোথাও আমি যাবো না। আমায় মাফ্ করবেন।'

'আমি বলছি আপনাকে আসতেই হবে। তাঁকে আমি কথা দিয়েছি আপনাকে নিয়ে আসবো।'

'মাফ করুন।'

'কথা রাখবেন না?'

'মাফ করুন।'

দীপালি গাড়ি থেকে বেরিয়ে এলো। 'আপনাকে নিয়ে আসতে তিনি অনেক করে বলে দিয়েছেন। তিনি আমাকে ভালোবাসেন। তাই আমার সব বন্ধুকে, আমার সমস্ত আত্মীয়-স্বজনকে, এমনকি এই পন্টিয়াককে পর্যন্ত উনি ভালোবাসেন।'

'তবুও আমি ওঁর কাছে যাবো না।'

দীপালি গাড়িতে উঠে বসল। স্টার্ট দিয়ে বলল, 'আপনার বাস ছাড়ার আগেই আমি ফিরে আসবো।—আপনি বি-ও-এ-সিতে থাকবেন তো?'

'থাকবো।—কিন্তু আমি ভেবেছিলাম যাবার আগে আপনার সঙ্গে একটু নীলনদে নৌকোয় করে বেড়াবো।'

ফোয়ারার তরল আলোগুলো সুবিমলের পেছনে সারা রাস্তাটাকে কুয়াশাচ্ছন্নের মতো করে রেখেছে। শুকনো ছুঁচলো খেজুরগাছটার উপর কোবাল্ট গ্রীন গোল্ড। দীপালি বলল, 'জানুয়ারিতে আসবেন।'

বলে দীপালি ক্লাচ ছেড়ে দিল।

ফোয়ারা ছাড়িয়ে নাইলব্রিজের এদিকে এসে দীপালি ব্রেক কষল। একটা দোকান থেকে পার্কার কলমের সেট কিনল। সী-অফ্ করবার সময় সুবিমলকে দেবে।

পন্টিয়াক নাইলব্রিজ পার হয়ে গেল। সকালের সেই রাস্তা। এখন ফাঁকা। চাঁদের আলোয় চকচকে ট্রামলাইন। এখনো পিরামিডে যাচ্ছে ট্রাম। ছাড়া-ছাড়া বাংলো। বস্তি। ধানের ক্ষেত। যবের ক্ষেত। দীপালির ফ্ল্যাটবাড়ি পিছনে সট্ করে চলে গেল।

এলোমেলো হাওয়ায় চাঁদের আলোয় ডুবন্ত পিরামিড।

মরুময় জনহীন রাস্তা। ড্যাশবোর্ডের কেবিনেট খুলে একবার হাত দিয়ে স্পর্শ করে নিল দীপালি। শীতল রিভলভার। এ-পথে বেদুইনরা দস্যু নয়। দস্যু কোটিপতি ধনবানরা। স্মাগ্লার।

শূন্যের মধ্যে পন্টিয়াক প্রচণ্ড জোরে যেন ভেসে চলল নীল-নীল বালিতে। দুধারে বালি। মাঝখানে কুচকুচে কালো সিমেন্টের সড়ক। নিমেষে পেছনে পড়ে রইল মহাপ্রাচীন পিরামিড। পলকে হারিয়ে গেল মিনাহোটেলের আলো।

নিবিড়ঘন জনহীন রাত। সামনে পেছনে ডাইনে বাঁয়ে ধু-ধু সাহারা। দীপালির আর কোন ভাবনা নেই। অশান্ত নীলের মাঝে ঝুলে রয়েছে দপদপে চাঁদ। আকাশের একদিকে একটা নক্ষত্র। ভিতরের সুইচ অফ করে দিল দীপালি। সুবিমল সে রাতেও পাশে বসে ছিল, কাঠ হয়ে।

আচম্বিতে সরে সরে যাচ্ছে লাইটপোস্ট, টেলিফোনের তার।

অনেকখানি চড়াই। বেতারের উঁচু এরিয়েল। টেলিফোনের থাম। ধকধকে জোরাল আলো। সামনেই বড়ো বড়ো ভারি ভারি চাকার উপর চকচকে খয়েরীরঙের লম্বাটে তিনখানা ক্যারাভান। অদূরে বেদুইনদের থাকবার খানকয়েক টেণ্ট।

একটা ক্যারাভানের দোরগোড়ায় এসে ব্রেক কষল। পাশের তাঁবু খাটানো গ্যারেজে আকাশরঙের মারসেডিজ গাড়ি।

একজন ইউরোপীয়ান রমণী ক্যারভানের সিঁড়িতে আগে থেকে অপেক্ষা করছিল, দীপালিকে দেখে অভিবাদন করে বলল, 'ডক্টর মিত্র এতক্ষণ আপনাদের অপেক্ষা করছিলেন, এইমাত্র কোথায় যেন গেলেন।—এখুনি আসবেন। আপনি বস্থন।'

'কাছেই কোথাও গেছেন?' দীপালি উপরে ক্যারভানে এলো।

'ডক্টর জেনকিন্স-এর সঙ্গে জীপে চড়ে গাড়িতে কোথাও গেলেন।'

মিসেস ডক্টর ক্যারোলিন জেনকিন্স এবং স্বামী দুজনেই আর্কিওলজিস্ট। ক্যারোলিনের চোখদুটি বেদুইনদের মতন চঞ্চল। নর্ডিক মহিলা।

দু'খানা ডবল ডেকার বাসের আয়তনে এ ক্যারভানটা। এটা আপিস এবং বসবার ঘর। ক্যারোলিন বোধহয় স্টেটমেণ্ট বানাচ্ছিল। দীপালির আসতে দেরি হয়ে গেছে। ক্যারোলিন কথা বলে কচিৎ। কাজের কথা ছাড়া বাড়তি কথা বলে না।

'উনি বলে গেছেন কখন ফিরবেন?'

'ওঁরা দুজনেই খুব ব্যস্তভাবে চলে গেলেন। দাঁড়ান, মেমোবুক দেখে বলছি।—এই যে—ওঃ—ওঁরা গেছেন ক্যাম্পসাইট নম্বর থ্রী।'

'তাহলে ফিরতে ঘণ্টাখানেক?' দীপালি উঠে পড়ল।

'তা তো বটেই।—উইল য়্যু হ্যাভ এ ড্রিঙ্ক?'

'নো। থ্যাঙ্কস্।'

'উনি এলে কী বলতে হবে?'

'কী আর বলবেন। বলবেন আমি এসেছিলাম। গুডনাইট।'

যতক্ষণ না দীপালি ঢালুটা নামল জেনকিনস দাঁড়িয়ে রইল।

এগারোটা বেজে পাঁচ। এখানে কতক্ষণ ছিল দীপালি? ঘড়িটা ফাস্ট নয় তো?

গাড়ি ঘুরিয়ে অন্যপথ দিয়েও কায়রো যাওয়া যায়, ক্যাম্পসাইট থ্রী-র পথ। তাহলে আরো রাত হয়ে যাবে।

পিরামিড় পৌঁছুতে পৌণে বারোটা বেজে গেল। আরও এগারো মাইল। ঠিক সময় দীপালি পৌঁছে যাবে। বারোটায় টাইম। যাওয়া মাত্র প্যাসেঞ্জার বাস চলে যাবে।

চাঁদ গ্রহ তারারা সব যেন মোমের মতো গলে গলে আলো ছড়াচ্ছে। স্পীড বাড়ালো দীপালি। এক অজানা অ্যাডভেঞ্চার যেন বুকে এসেও ফিরে গেল।

কমিয়ে দিল স্পীড। রেডিওটা খুলে দিল। ওয়েস্টার্ণ মিউজিক। বা-পায়ের জুতোটা খুলে ক্লাচের শীতলতা অনুভব করল। বারোটা বাজতে আর সাত মিনিট। রেডিটা বন্ধ করে দিল।

বারোটা বাজতে চার মিনিট। বারোটা বাজতে তিন মিনিট। অ্যাকসিলেটারে দীপালির নগ্ন পায়ের পাতা জোরে চাপ দিল। চকিতে আন্দোলিত একটা মুহূর্তে গাড়িটা উর্দ্ধশ্বাসে পেরিয়ে গেল ধানের ক্ষেত। এসে গেল নাইল ব্রিজ। রেড সিগন্যাল। লিবারেশন স্কোয়ারে কুয়াশা জমেছে। একটু দূরে ভাল করে দেখা যাচ্ছে না। বাঁধা পেয়ে দীপালি বিরক্ত হল। তিন মিনিট এখানে নষ্ট হল। বারোটা বেজে তিন মিনিটে পন্টিয়াক এসে থামল বি-ও-এ-সি'র ফুটপাথে।

গাড়ি চলে গেছে সুবিমলকে নিয়ে।

নাইল-কাফের গোল ঘড়িতে বারোটা বেজে সাত মিনিট।

নীলনদের দক্ষিণে আস্তে আস্তে যাচ্ছে ভারি একটা স্টীমার।

ফোয়ারার বেগ ক্ষীণ হয়ে এসেছে। পন্টিয়াকের এঞ্জিন স্টার্ট নিল, হু-হু। দীপালির চোখ জ্বালা করছে। গাড়িতে তেল নেই। এখন দীপালি বাড়ি যাবে। গিয়ে একটানা সাতটা অবধি ঘুমোবে।

রিস্টওয়াচে বারোটা আট। শঙ্খশুভ্র ড্যাশবোর্ডের ব্যাক গ্রাউণ্ডে হাতটা ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে।

ও হাতে তাপসীর দেওয়া প্ল্যাটিনামের রিস্টলেট থাকত। সুবিমল আসার পর দীপালি তাও খুলে ফেলেছিল।

বাইরে এখনো শতধারায় কোবাল্ট গ্রীন গোল্ড, যদিও ক্ষীণ।

গাড়িতে তেল ভরতে দীপালি এলো নিকটের হোটেল সেমিরামিস পেট্রোলপাম্পে। পরিচিত ঠাঁইয়ে এসে ভালোও লাগল। পেট্রোল পাম্পের পরিচিত বালকটার গায়ে স্মার্ট ইউনিফর্ম। ছেলেটা দীপালির গাড়িটাকে নরম স্যাময় লেদার দিয়ে ঝকঝকে সাফ করে দিচ্ছে।

'গুড ইভনিং মিসেস দাশগুপ্ত।'

গাড়ির পাশে এসে ব্রিটিশ এ্যাম্বেসির জর্জ ক্লেকার কখন যে দাঁড়িয়েছে দীপালির নজরে পড়েনি, তাকে দেখেই বেশ একটু খুশি-খুশি ভাবে বলল, 'একটু দেরি হয়ে গেল?' ক্লেকারের সঙ্গে দীপালি এখনকার অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট ভুলেই গিয়েছিল।

ভাগ্যিস তেল ভরতে এসেছিল।

লন হয়ে ওরা এলো হোটেলের লাউঞ্জে। জীবনটা অনেক বড়ো। সুবিমলের সঙ্গে একটা দিনের ওঠা-বসা এটা সারাজীবনের সব নয়।

লিফ্‌ট উঠল দুই-তিন-চার তলা। হোটেলে সবে এই সান্ধ্য ভিড় জমেছে। 'আপনার যেন কী একটা জরুরি কথা ছিল?'

'ছিল এবং আছেও।'

সাক্ষাতে ক্লেকারের কথা বলার ধরনটাই এমনি।

সট্ করে লিফ্‌ট উঠল পাঁচতলায়। হেসে দীপালি শুধোল, 'আপনি এখনো স্পেশাল জগতে?'

ক্লেকার জবাব দিল না। ওর চোখের কোলে অনিদ্রার ছাপ। প্রশ্নটা হয়ত বুঝতে পারেনি তাই আবার জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছে, এমন সময় লিফ্‌ট সর সর করে উঠে এসে পড়েছে আকাশের নিচে রুফগার্ডেনে।

ক্লেকার আগে থেকে টেবিল বুক করে রেখেছে। ছাতের নিচু দেওয়াল-লাগা টেবিল। তিল ধারনের স্থান নেই। সান্ধ্যোৎসবে এমন গিজগিজে ভিড়। ক্লেকার মানুষটি অসাধারণ ভদ্র। চতুর ঘোড়সওয়ারও। আফিসের ব্যাপারে হার্ড-নাট্। কট্টর ডিপ্লোম্যাট। আগের সে ফিটফাট ভাবও ইদানীং হারিয়েছে। সেটা বোধহয় হিন্দুধর্মতত্ত্বে মেতে ওঠার দরুন। যদিও বয়স মাত্র সাঁইত্রিশ। ওই জানে কী খেয়ালে বিবেকানন্দ ম্যাক্সমূলার রাধাকৃষ্ণণ এঁদের গুলে খাচ্ছে।

'হ্যালো মাইডিয়ার?'

'হ্যালো?'

আগন্তুক মঁসিয়ে লেমনিয়ে মোটাসোটা মানুষ। ফরাসী রাজদূত। এই হোটেলের পাকা বাসিন্দে! বয়স ষাটের কোঠায়। ইতিমধ্যে শশব্যস্তে ওয়েটার তৃতীয় চেয়ার এনে দিয়েছে। তৃতীয় ব্যক্তির অনুপ্রবেশে ক্লেকার খুশি হয়নি। আপিসের বাইরে ও চেনে ওর ক্লাব, খেলে গল্‌ফ, ঘোড়ায় ছোটে জোর। রাজদূত জিজ্ঞেস করলেন আজ দীপালি এই অবেলায়। তাতে দীপালি হেসে বলল, 'অবেলাটা শুধু আপনাদের মনোপলি?'

গ্লাসে গ্লাসে ড্রিঙ্ক। দীপালি নিয়েছে লেবুজল। কথাবার্তায় দীপালি তেমন উৎসাহ পাচ্ছে না। মঁসিয়ে লেমনিয়ের অভি-

উচ্ছ্বসিত অনর্গল কথা শুনে বোঝা যায় উনি ভাবছেন কিছু, বলছেন অন্য কিছু আর ক্লেকার অভদ্রের মতো চুপ করে গ্লাস শেষ করছে। একসময় যেন থাকতে না পেরে ক্লেকার বলল, 'আপনাকে রীসার্চের অত মেটিরিয়াল পাঠালুম দেখলেন না পর্যন্ত?'

'সকালে আপনাকে বললাম কালকে দেখব।'

'কিসের রীসার্চ দীপালি?'

দীপালির হয়ে ক্লেকার জবাব দিল, 'উনি ইজিপ্ট-ইণ্ডিয়া কাল্‌চারাল রিলেশনস সম্পর্ক রীসার্চ করছেন। কর্নেল ওরবী থেকে কর্নেল নাসের অব্দি। পঁচাত্তর বছর।'

'হ্যাট্‌স গুড। কাজ কদ্দুর এগুলো মাইডিয়ার?'

দীপালি বিরক্ত হল। আপিসের কাজ নিয়ে এখানেও আলোচনা। হাসি মুখে বলল, 'ও কাজ আমি একা করছি না। করছেন আপিসের আরো পাঁচ-ছয় জন রীসার্চার।'

ওর কথা বলার ভঙ্গিতে বা অন্য কিছু মনে করে ফরাসী রাষ্ট্রদূত ফুকরে হেসে উঠলেন। হেসে গ্লাস এগিয়ে ধরে বললেন, 'টু ইয়োর ম্যাগ্নিফিশিয়েণ্ট ফিগার ইয়ং লেডি।' গ্লাশ রেখে ঠাট্টা জুড়লেন। 'এখন তোমাকে দেখাচ্ছে এরাবিয়ান নাইট্‌সের পুরনো পাতার যেন জলজ্বলে সন্থ আঁকা ছবি; সামান্য রঙ-চটা যদিও-বা।'

'ছবি?' দীপালি খুশিগলায় ভুরু উচালো; খুশি হতে পারছে ভেবেও কষ্ট পেল সে। সুবিমল এখন এ্যায়ারপোর্টের কাছাকাছি পৌঁছে গেছে। বলল, 'একটা কথা মনে করিয়ে দিলেন, ইয়োর এক্সেলেন্সি। সকালে মিউজিয়াম গিয়েছিলাম। লাইফ সাইজের একটা অয়েল পেইনটিং দেখলুম। কোন এক ফ্রেঞ্চ আর্টিস্ট প্রেসী কারেনিনার আঁকা। ছবিটার নাম "দৈবী"। ফরাসীতে দৈবী বলে কোনো কথা আছে বলে তো শুনিনি।'

দীপালির প্রশ্নে ক্লেকারের চোখদুটো চক চক করে উঠেছে। গ্লাশের তলানিটুকুও এক নিশ্বাসে গিলে ফেলেছে। হিজ এক্সেলেন্সি

যেন মজা পেয়েছেন এমনধারা মুখ করে ক্লেকারকে দেখছেন। ভারতবর্ষেও ইনি তিন বছর রাষ্ট্রদূত ছিলেন। তার অনেক আগে ছু'বছর কলকাতায় ছিলেন কৌনসুল-জেনারেল। উনি বললেন, 'লাভ্‌লি লেডি, ইজিপ্ট-ইণ্ডিয়া কালচরাল রিলেশন্‌স-এ মাথা ঘামাচ্ছো, অথচ বিসমিল্লায় গলদ? গ্রেদী কারেনিনা, দেবযানী চট্টোপাধ্যায় এঁদের চেন না? দেবী থেকে দৈবী। চার্মিং উম্যান লাইক য়ু।'

ওঁর ঐ এক দোষ। রাষ্ট্রদূতের গুরুগাম্ভীর্য রেস্তোরাঁ হোটেলের ভিড়ের মধ্যেও বজায় রাখতে অক্ষম। দীপালির সঙ্গে অবশ্য ওঁর গোটা পরিবারের সৌহার্দ্য। দীপালিও অবাক—অবাক মুখ দেখে ক্লেকার ওর হয়ে জানাল, 'রীসার্চ উনি এই সবে শুরু করেছেন।'

দীপালি বিরক্তিতে বলল, 'মিস্টার ক্লেকার দেখছি নিজের স্পেশাল ফীল্ড সুয়েজখাল ছেড়ে এখন আমার কাজকর্মের সন্ধান রাখছেন?' বিরক্ত হলেও দীপালির কণ্ঠে বিরক্তভাব প্রকাশ পায় না। এটা ওর স্বভাব তার ও কী করবে।

'আর একটা মহা ভুল করলে দীপালি। ওর আরো স্পেশাল-ফিল্ড আছে। লাইফ আফটার ডেথ্ থিউরি।' রাষ্ট্রদূত প্রশস্ত হাসলেন। 'হালে ওর মস্তকে ঢুকেছে কর্ণেল নাসের-এর দেহধারণ করে কর্ণেল ওরবী তার অচরিতার্থ পোলিটিক্যাল বাসনা পূর্ণ করতে আবার ইজিপ্টে জন্মেছেন। সুতরাং সুয়েজ-ঝগড়া।'

দেবযানী চ্যাটার্জি নামটা আজ প্রথম শুনেছে দীপালি ওর বৌদির কাছে। তা সে এখন বলল।

'অবাক হবে দীপালি, আমি এতসব কাণ্ড জানতুম নাকি?' পাইপ ধরিয়ে উঠে দাঁড়ালেন রাষ্ট্রদূত। 'পোলিটিক্স মাইডিয়ার, পোলিটিক্স।'

ক্লেকার অনুরোধ করল, 'গ্লাশটা খালি করুন।'

দীপালি বলল, 'দেবযানী আর পোলিটিক্স ব্যাপারটা তো বুঝলাম না।'

এরপর ফরাসী রাষ্ট্রদূত গড়গড় করে যা বললেন তার অর্ধেক কথা দীপালি ধরতে পারল না। তাই উনি বললেন, 'রীসার্চ যখন একবার শুরু করেছ আপসে সব নিজেই জেনে যাবে। মোট কথা সুয়েজখালের পোলিটিক্সে পড়ে দৈববশে আমি দেবযানীকে জানলুম, গ্রেসীকে দেখলুম। কর্ণেল ওরবীকে চিনলুম। ডেমিট্রিয়াস, আদিব ইশাক, তুলে চৌধুরী, এরা সব ইতিহাসের মানুষ। মোদ্দা কথা কি জানো, ইতিহাস অনবরত লেখা হতে থাকে। ইতিহাস জানা মানে আসলে নতুন করে পুরাতনকে পাওয়া।—তাই তো সেকালের মানুষ আদিব ইশাককে এতদিন জ্যান্ত দেখলুম। আদিব ইশাক যার লাইব্রেরীতে তুমি একদিন আমায় নিয়ে গিয়েছিলে?'

ক্লেকার এখানে জুড়ে দিল, 'এসব আপনাকে একটু মন দিয়ে শুনতে হবে।'

ফরাসী রাষ্ট্রদূত ক্লেকারের কথায় একটু যেন মজা পেয়ে দীপালিকে বললেন, 'শুনে তুমি আরো ঘুমিয়ে যাবে দীপালি, সুয়েজক্যানেল কোম্পানির অমন যে হর্তাকর্তাবিধাতা শক্ত মানুষ ফার্দিনাণ্ড ছ্য লাসেপ্‌স, তিনি পর্যন্ত দেবযানীর গুণগানে পঞ্চমুখ ছিলেন, যেমন ধরে নাও ম্যাকলম জনসন আজ তোমার বেলায়।—তোমাকে আমিও একটা বই পাঠাবো হয়তো তোমার রীসার্চের কাজে লাগবে।'

'কী বই?'

'ইজিপসিয়েন জার্ণালস্‌। এককালের নামজাদা বেস্টসেলার। খানিকটা আত্ম-জীবনী ধরণে রোজনামচা। লেখক মঁসিয়ে তুলে চৌধুরী।'

ভুরু কুঁচকালো দীপালি।

'মা ফরাসী বাবা বাঙালি, তাই অমন বিদঘুটে নাম।'

ক্লেকার শুকনো গলায় কাশল। এ্যারোপ্লেনের পাইলট ধরনে ফিটফাট মজবুত চেহারার সুপুরুষ। অথচ আজ দেখাচ্ছে বুড়োটে। ক্লেকার বলল, 'এ-বইটাও আপনাকে পাঠিয়ে দিয়েছি।'

গোটা ব্যাপারটা মজার লাগছে।

রাষ্ট্রদূত বললেন, 'দেবযানী, আবদুল কেরিম, আদিব ইশাক, তুলে চৌধুরী, গ্রেসী এরা ছিল সেকালের তোমরা যাকে বলো হরিহর আত্মা। শেষ পর্যন্ত ক্লেকারের দেশের লোকগুলোকে এখান থেকে তাড়ানোর জন্য ওরা লঙ্কাকাণ্ড বাঁধিয়ে বসল।'

সুবিমলের প্লেন আসবে ভোরে।

হিজ এক্সেলেন্সি হাসিমুখে বললেন, 'এখানে বসে কত মেটিরিয়্যালস্ রীসার্চের পেয়ে যাচ্ছো ছাখো। এবার আমাকে একটা খবর দাও শুনি?—য়ুনোস্কো কত খরচ করছে ওদের যাবতীয় রীসার্চ কার্যকলাপে?'

'না দেখে বলতে পারছিনে।'

'আমার কাছে শোনো। শুধু রাশা আর আমেরিকা আজ খালি মিলিটারি রীসার্চে বাৎসরিক খরচ করছে চারশো কোটি পাউণ্ড থেকে পাঁচশো কোটি পাউণ্ডের মাঝামাঝি।—আর, এটম বোমার চাইতেও একশ'গুণ শক্তিশালী অস্ত্র হ'ল গিয়ে তোমার থার্মো-নিউক্লীয়ার বম্ব!'

'এসব জেনে আমার লাভ নেই।'

'সে তো সবাই জানে। তুমি আজকে বুঝছো। তুলে চৌধুরী এসব কথা বুঝেসুঝে সেই কবে লিখে রেখে গেছে। তোমার রীসার্চের খাতিরেই ওকে খুব বেশি করে চেনা উচিত। সেই কবেকার ব্যাপার। তোমার ইণ্ডিয়া সম্পর্কে কী লিখেছিল শুনবে। ইণ্ডিয়ায় যে ব্যুরোক্রেসির সৃষ্টি করল ব্রিটেন সেই ব্যুরোক্রেসি একদিন স্বাধীন ভারতের টুঁটি চেপে ধরবে।'

'বুঝলাম না।'

'দেশের খবরাখবর রাখো না? ওখানে তোমাদের ব্যুরোক্রেইস্‌রা করছেটা কী? তার ফল জানো? ওরা পথ সোজা করে দিচ্ছে একজন নয় দশজন হিটলারের। এখনো বুঝতে পারছো না?'

দীপালি হাসল। এসব বুঝে ওর মাথামুণ্ডু কী লাভ।

'তুমি হাসছো। কিন্তু দেখো, দু'দশ দিনে না হোক দুতিন মাসের মধ্যে পাকিস্তানে ডিক্টেটরশীপ আসতে বাধ্য। সেটা তোমাদের ইণ্ডিয়া-ছাট-ইজ্-ভারতেও না আসে তো কী বলেছি। কেননা ও দুটো দেশের ব্যুরোক্রেসি সৃষ্টি করেছিল ইংরেজ।—আরো উদাহরণ চাও? দেখবে ইংরেজদের ছেড়ে-যাওয়া প্রত্যেকটি দেশে এই ডিক্টেটরশীপ আসবেই আসবে। আর সেটা হবে বর্বর যুগের আবির্ভাব। তখন এই থার্মো-নিউক্লীয়ার কী করবে জানো?'

'এর সঙ্গে মঁসিও তুলে চৌধুরীর কী সম্পর্ক?'

'আরে, সে ছোকরা ডিপ্লোম্যাট ছিল না। ছিল জার্ণালিস্ট। অথচ সে যা সব লিখে গেছে আজকে তা অক্ষরে অক্ষরে ফলে যাচ্ছে এই ইজিপ্টে। তোমাদের দেশেও তাই ঘটবে।'

'ইজিপ্ট সম্বন্ধে উনি কী করে এতো জানলেন?'

"লা ফ্রান্সা" খবর কাগজের করেসপনডেণ্ট ছিল সে এই কায়রোয়। এই হোটেলে যে ঘরে আজকাল ইণ্ডিয়ার মিস্টার অ্যাণ্ড মিসেস সেন থাকেন? সেই ঘরে তুলে চৌধুরী বারোমাস থাকত।'

এতসব বকে চলেছেন রাষ্ট্রদূত কিন্তু ওর মনটা অন্য কোথাও আটকে রয়েছে এটা দীপালি বুঝতে পারছে। মনের গুমোটভাবে কাটানোর জন্যই আলোচনার এইসব সূত্রপাত। হিজ এক্সেলেন্সি মোটামুটি যা বললেন তাতে জানা গেল, তুলের বাবা প্যারিসের সোরবোন বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃতভাষার নামজাদা প্রফেসর ছিলেন। তিনি ভারতের পথে মিশরে কয়েকবার থাকেন। দক্ষিণ-মিশরে প্রাচীন রাজধানী থিবিস-এ গিয়েছিলেন। কারু সাহায্যে না নিয়ে উনি আবিষ্কার করেছিলেন বাঙলাদেশ আর মিশরের প্রাচীন ভাষায় যথেষ্ট মিল আছে। এইসব বলে হিজ এ্যাক্সেলেন্সি প্রশ্ন করলেন, 'তোমার কালচারাল রিলেসান্স-এ এসব ব্যাপার পড়ে না।'

দীপালির হয়ে ক্লেকার বলল, 'সেটা ওঁর অফিসে এই সবে শুরু হল বলে। আলাদা কেস।'

দীপালি অবাক হয়ে যাচ্ছে ক্লেকার কোত্থেকে ওর এত খবর রাখে। বোধহয় প্যাটারসন একে সব বলে দেয়। প্যাটারসন দীপালির আপিসের ডিরেক্টর ইনচার্য। সেও ব্রিটিশ।

হিজ এক্সেলেন্সি বললেন, 'গ্রেসীর মতন আর্টিস্ট একজনের বেশি দু'জন জন্মায় না। ওর ছবির দাম আজ লক্ষ লক্ষ টাকা। তাদের জুড়ি মেলে না। নাইল কাফেতে দেখবে ওর ছবি আছে 'ব্লু-নাইল।' ওটা গ্রেসী দিয়েছিল ডেমিট্রিয়াসকে। আদিম ইশাককেও অনেক ছবি দিয়েছিল। দ্যাখোনি ?'

দীপালি দেখেছে তবে লক্ষ্য করেনি। সেকথা জানাল সে। আরো দু-একটা কথার পর রাষ্ট্রদূত চলে গেলেন। বলে গেলেন এখুনি ফের আসবেন। উনি যাওয়ামাত্র ক্লেকার সোজাসুজি বলল, 'আপনার কোন বন্ধু যদি মানসিক যন্ত্রণা পায়, না বললেও সেটা আপনি বুঝতে পারেন ?'

'আশাকরি আপনার জন্মান্তরবাদের বা এই টেবিলে সুয়েজ-খাল সমস্যা নিয়ে আজকে আবার আমার মাথাটা ঘুলিয়ে দেবেন না।'

'একটা অনুরোধ। একটু সিরিয়াস হোন। আমার কথাটা সিরিয়াস।'

'দুজনে সিরিয়াস হলে রুফগার্ডেন এখুনি খালি হয়ে যাবে। ম্যানেজার এসে সকলের বিল তখন আমাদের হাতে গছাবে।'

ক্লেকারের কপালে যন্ত্রণার রেখা ফুটে উঠতে দেখে ফের দীপালি বলল, 'আপনার যা বলবার বলুন, দেখুন, সেইসব শুনতেই এই রাত্তিরে আমি এসেছি।'

দীপালির দিকে এমনভাবে তাকিয়ে রয়েছে ক্লেকার যেন ও সমস্ত মনপ্রাণে চাইছে দীপালির কোনো পূর্বস্মৃতি জেগে উঠুক।

আপনার কোনো চেনাজানা লোকের মনে যদি কখনো স্মৃতির উল্কাপাত হয় আপনি বুঝতে পারেন?'

হিজ এক্সেলেন্সি এমবেসেডর ফিরে এলেন, সঙ্গে ওর ছোটো-মেয়ে রীনি। রীনি শান্তিনিকেতনে পড়েছে। দীপালির কাছে মধ্যে মধ্যে বাংলায় কথা বলার প্রাকটিস করতে আসে।

'দিদি, এ্যাম্বেসির প্লেনে এখুনি আমি দেশে যাচ্ছি। তুমি যাবে তো?'

বারো-তের বছরে ফুটফুটে মেয়ে। দীপালি ওর গাল টিপে আদর করল। 'এখন তো ছুটি নেই।'

'বাপি বিকেলে মিস্টার জনসনকে ফোন করেছিল। উনি বললেন, চাইলেই তোমার ছুটি।'

ওর গালদুটো টিপে হাসল দীপালি। এক্সেলেন্সি অন্যদিকে তাকিয়ে কাকে যেন দেখছেন। দীপালির গায়ে গা এলিয়ে রীনি বলল, 'চলো না?'

'এখানে আমার কাজ নেই?'

কিন্তু কিন্তু মুখ করে এক্সেলেন্সি বললেন, 'দীপালি, পৃথিবীতে যার একটিমাত্রও ভালোবাসার পাত্র আছে যে কখনো যুদ্ধ চায় না। অবশ্য কথাটা বললাম অবান্তর।'

'জন্ম-জন্ম ঐ একই কথা শুনছি। হিটলারের নাকি ভালোবাসার পাত্রী ছিল। আপনাদেরও ভালোবাসার কিছু কমতি নেই। তবু আলজেরিয়া। ওটা যুদ্ধ নয় তো কি সমানে চালিয়ে যাচ্ছেন?' দীপালি মুখ টিপে হাসল। 'তবে এসব বোধহয় ব্যতিক্রম। তাই না?'

রাষ্ট্রদূত কে জানে কেন হো হো করে প্রাণ খুলে হেসে উঠলেন। 'তুবি বোধহয় ঠিকই বললে। ব্যতিক্রম।' আবার হাসলেন রাষ্ট্রদূত। 'বড়ো বড়ো সব ঘটনা বা দুর্ঘটনা এই ব্যতিক্রমেতেই ঘটে যায়। সেটা কেউ ঘটায় না দীপালি। যেমন ধরো ভালো-

বাসা। ওটাও ব্যতিক্রম। বিয়ে-টিয়ে অথবা দু-দণ্ডের প্রেম ওসব এমনিই হয়ে থেমে যায় সর্দিজ্বরের মতন। বাদে অভ্যাস-এর টান।'

হাতের পাতায় মুখ আড়াল করে দীপালিও হাসতে লাগল। সভ্যতার মুদ্রাদোষ হাসির মুখোসে কথার উপর ধামা চাপা দেওয়া। হাসতে হাসতে ফরাসী রাষ্ট্রদূত চলে গেলেন। রীনি বিদায় নিয়ে গেল। নীলনদ চলে যাচ্ছে। সুবিমল চলে যাওয়ার পর দীপালিও এই প্রথম নিজেকে সম্পূর্ণ হাল্কা অনুভব করল।—দু'দণ্ডের প্রেম সহজে হয়ে যায়। ভালোবাসা ব্যতিক্রম। সেটা ঘটে যায়।

সুবিমল জমে বসে রয়েছে মনের অন্দরমহলে।

'এবার বলুন শুনি কোথায় আপনার স্মৃতির কিরকম উল্কাপাত হচ্ছে।' নিজের দুর্ভাবনাকে সরিয়ে গা ঢেলে বসল দীপালি। 'আফশোস—মিসেস ক্লেকারের যাওয়ার সময় দেখা হলো না।'

'আপনি অবশ্য শুনেছেন ওঁকে আমি ডিভোর্স দিচ্ছি।' ক্লেকার ওর বিশেষ-জগত থেকে এসে স্থির চোখে তাকাল।

দীপালি জানে স্ত্রীর ব্যাপারে ক্লেকারের বড়ো অশান্তি। তাই বলে দীপালি ডিভোর্সের গুজবে কান দেয়নি। বেশির ভাগ মানুষ কোনো না কোনো ব্যাপারে ছলেবলে মনগড়া অশান্তির আগুনে জ্বলে মরে।

ক্লেকারকে আপাদমস্তক দেখে সমবেদনার সুরে দীপালি বললে, 'হতাশাকে প্রশ্রয় দেবেন না। বেঁচে আছেন এই আনন্দে মাতোয়ারা থাকবার চেষ্টা করুন, তাহলে দেখবেন হতাশা কোণঠাসা হয়ে যাবে।'

যেন এসব উপদেশ বাহুল্য এমনিভাবে তাকাল ক্লেকার। 'মিসেস দাশগুপ্ত, রাত্তির হয়েছে। আর আপনাকে বেশিক্ষণ দেরি করাবো না। এখুনি আপিসে আমার কাজ আছে।' অন্তর্দৃষ্টিতে যেন নিজেকে দেখছে ক্লেকার। কণ্ঠস্বর শুনে তাই মনে হয়।

হাতের পিঠে মুখ মুছে বলল, 'আমার বক্তব্যে এবং আপনার প্রতিক্রিয়ার উপর আমার জীবন নির্ভর করছে এ-কথাটা গোড়াতে আপনাকে বলে রাখলাম। জানি না ভিতর থেকে কে আমায় ঠেলে তুলে দিচ্ছে—'

ক্লেকার বক্তব্যটা সম্পূর্ণ করলো না। বেশ ভেবেচিন্তে শুরু করেছে। মিশরে যাদের সাথে দীপালির সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিচয় ক্লেকার তাদের একজন। এমন অবস্থায় সব মানুষের যেমন হয় এর সঙ্গেও আচার-আচরণ তেমনি সৌজন্যের। তার বেশিও নয়, কমনও নয়।

শান্ত স্থির স্বরে ক্লেকার বলল, 'আমি আপনাকে শ্রদ্ধা করি। আমার একান্ত অনুরোধ আমাকে পাগল ঠাওরাবেন না। আচ্ছা, আপনি আমাকে বিশ্বাস করেন?'

'জরুরি কী বলতে চান সেটাই বলুন।'

'এক কথায় বলতে পারবো না। এইজন্যেই আপনাকে ডক্যুমেণ্টস্‌গুলো পাঠিয়েছিলাম।'

'ডক্যুমেণ্টস্‌-এর কথা থাক্‌।' লোকটা গৌরচন্দ্রিকায় খালি সময় নষ্ট করছে।

'আপনি জানেন এদেশে এই আমার প্রথম পোস্টিং। কখনো আমি ইণ্ডিয়ায় যাইনি। এখন আমার লাইফ দুঃসাহসিক চিন্তাগ্রস্থ হয়ে উঠেছে।

'এতে ভাবনার কী। এ তো সুখের বিষয়। পৃথিবীর সম্পদ সেইসব মানুষ যারা দুঃসাহসী। বাদবাকিরা কেবল সেন্সাস স্ট্যাটিকটিকসের নিরস সংখ্যা।'

একটা অনুভূতি জাগছে। মিসেস দাশগুপ্ত, ব্যাপার হয়েছে কি,—অনুভূতিটা হল, উনবিংশ শতাব্দির ১৮৮২-র জনকয়েক মানুষকে শুতে-বসতে অহরহ আমি জীবন্ত দেখতে পাই। আপনি পুরোপুরি হিন্দু নন। সম্ভবত আমার বক্তব্য যথাযথ উপলব্ধি করতে অসুবিধে হবে।'

ক্লেকার এমনিধারা একটা প্রসঙ্গ আর-একদিন তুলেছিল।—আমি পুরোপুরি হিন্দু নই, হিন্দু হলে তুমি সাহেব জর্জ ক্লেকার? কী আর বলবে, দীপালি চুপ করে রইল।

লম্বা ধরনের ইজিপশিয়ান সিগারেট বের করে ধরাল ক্লেকার। আঙুল দুটো থরথর করে কাঁপছে। এবার কাঁপুনি থেমে গেল। সিগারেটে আলতো একটা টান দিয়ে মুখ মুছে বলল, 'যদিও যুক্তি দিয়ে বুঝাতে পারবো না, আমার স্থির বিশ্বাস ইজিপ্ট আর ইণ্ডিয়ার সে-যুগের অনেককে ব্যক্তিগতভাবে আমি চিনি। এই ধরুন যেমন কোনো কোনো মানুষ পূর্বজন্মের সবাইকে চিনতে পারে তেমনি। হাসবেন না। আগে আমার বক্তব্য শুনুন।—নাসের-এর পার্টিতে গেলে পুরোনো কর্নেল ওরবীকে আমি স্বশরীরে চোখের সামনে জ্যান্ত দেখি। আপনার মিস্টার সুবিমল চ্যাটার্জিকেও দেখে মনে হয়েছে এই সেমিরামিস হোটেলে ওঁকে পূর্বজন্মে দেখেছি। প্রায় ধরুন সত্তর বছর আগে।' থেমে গেল ক্লেকার।

দীপালি অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে হাসি চাপল।—অতি উর্বর মস্তিষ্কে কত যে কী জন্মায়।

চিন্তিত সুগম্ভীর ক্লেকার আঙুল দিয়ে টেবিলে বার-দুই ধীরে ধীরে ট্যাপ্ করে যেন আপন বক্তব্যটা নতুন করে গুছিয়ে নিল। শব্দ বেছে বেছে প্রয়োগ করার খাটো গলায় বলল, 'জন্মান্তরবাদে আপনার আস্থা নেই। আমার আছে। এ-আস্থা ছিল আপনাদের পূর্বকালের মুনিঋষিদের। তফাতটা এইখানে। বারংবার আমার জন্ম হয় ভাগ্যদোষে বলতে পারেন, শাপ কুড়োনোর জন্যে, অন্তত আমার ভাগ্যটা তাই বলে। এ থেকে আমি মুক্তি পেতে চাই। আমার সাক্ষী রইলেন আপনি।'

ক্লেকার যেন কোনো মন্তব্যের আশায় চুপ করেছে। সুরেন্দ্র-খালের থকথকে কাদায় মস্তিষ্ক থুবড়োতে আর বাকি নেই। ক্ষণকাল পরে আবার বলল, 'এক জন্মে আমি ইণ্ডিয়ায় ছিলুম জানেন?

তখন আমার নাম ছিল কলভিন। ক্রমে যুক্তপ্রদেশের আমি গভর্নর হয়েছিলাম। মসিয়েঁ তুলে চৌধুরী আমার বন্ধু। আমরা দু'জনে এক ক্লাশে অক্সফোর্ডে পড়েছি। মাই ওয়াইফ লাভ্‌ড হিম।'

অনেক কষ্টে দীপালি হাসি চাপল। আর ওই বা ক্লেকারের কিসের সাক্ষী। দীপালি জিজ্ঞেস করল, 'তা এখন আপনার এ-জন্মে কষ্টটা কোন্‌খানে?'

'তুলে চৌধুরী ইজিপ্টে বদ্‌লি হয়ে আসে। ওর জন্মটন্ম ইস্কুল সব প্যারিসে। আপনাদের কবি তরু দত্তকে সে খুব ভালো করে চিনত। আরো অনেক মেয়েকে চিনত। এখানে এসে ও দেবযানীকে ভালোবাসে। তখন নিয়তি আমাকেও এখানে আনল। আমি ছিলাম এখানে ব্রিটিশ এজেন্ট। আমার ষড়যন্ত্রে এখানে যুদ্ধ বাধলো। সে যুদ্ধে তুলে চৌধুরী মারা গেল। আপনাকে আমি এসব বানিয়ে বানিয়ে বলছি না। সব আমার মনে আছে। আপনি আমাকে লক্ষ্ণৌ আগ্রার রাস্তাঘাটের পরিচয় জিজ্ঞেস করুন, এ জন্মে তো ওমুখো হইনি, তবু গড়গড় করে বলে দেব।'

ওর কণ্ঠস্বরে দীপালির গা শিরশির করে উঠল। 'কিন্তু এখন আপনার প্রবলেমটা কী বলছিলেন যেন দুঃসাহসিক চিন্তা-টিন্তা?'

'আই ফেল্‌ ইন লাভ উইথ দেবযানী।'

'নট ব্যাড।'

'দেবযানীকে ভালোবাসার কথা বলবার সাহস আমার ছিল না।' ক্লেকারের চোখে সম্মোহিত দৃষ্টি।

'ভেরি ইণ্টারেস্টিং।' আচ্ছা গেরো।

'আপনার বিচারে আমার মাথাটা বিগড়েছে?' ক্লেকার এবার বিঁধোনো-চোখে তাকাল। 'আপনি অবিশ্বাস করেছিলেন বম্বেতে যাওয়ার লণ্ডন-প্লেন আসবে না।'

স্পষ্টত বোঝা যায় ক্লেকার এখন মাত্রাতিরিক্ত নেশাটেশা করেছে। এই তো খানিক আগেও গিলল।

'সব শুনলাম। এখন তবে আসি ?'

'যদি বলি দেবযানি আবার ইহজন্মে ইজিপ্টে এসেছে, আর আমি এখনো ওকে ভালোবাসি ? ভালবাসতে বাধ্য হয়েছি। আপনি কিছু মাইণ্ড করবেন ?' ক্লেকার মুখ ফিরিয়ে নিল নদীর দিকে। কপালের শিরা ফুলে উঠেছে। সেই শিরার উপর দরদর করে ঘাম ছুটছে।

অস্বোয়াস্তিতে দীপালির কোমরটা ভারি হয়ে গেল। ভদ্রতা বিসর্জন দিয়ে ওকে বলতেই হলো, 'বাড়ি যাবার দেরি হচ্ছে। —এবার গুডনাইট মিস্টার ক্লেকার।'

যেন হাল ছেড়ে ক্লেকারও মন্ত্রমুগ্ধের মতো উঠে পড়ল। জোছনায় ওর মুখের চামড়া পুরোনো অয়েল পেইনটিঙের মতন চিড় খাওয়া দেখাচ্ছে। ওর মাথায় কোনো ব্যামো ঢুকেছে। গমনোদ্যত হয়েও দীপালি নিজেকে প্রবোধ দিল, হাজার হলেও বন্ধু মানুষ। আমার সঙ্গে কখনো বিন্দুমাত্র অশোভন আচরণ করেনি। বরঞ্চ অযাচিত বন্ধুত্বে মুগ্ধ করেছে। 'মিস্টার জর্জ ক্লেকার, আমি বলি কি, বরং কয়েকদিনের ছুটি নিয়ে কোথাও বেড়িয়ে-টেড়িয়ে আসুন।' হোটেলের বাইরে এসে দীপালি সবে গাড়িতে স্টার্ট দিয়েছে অমনি একটি ভিখিরি খোঁড়া মেয়ে এসে হাত বাড়িয়ে ভিক্ষে চাইল। মেয়েটা শীতে কাঁপছে। ওরই বয়সী মেয়ে। মুখটা শুকনো। পয়সার জন্য ব্যাগ খুলতে গিয়ে দীপালির হাতে মসৃণ কী একটা ঠেকল। খুচরো যা ছিল দিয়ে দিল মেয়েটাকে। সে সঙ্গে পার্কার সেটটাও।

মেয়েটা কলমের কেস হাতে নিয়ে ভয়ে কাঠ। এক চুলও নড়ল না। পন্টিয়াক হুশ্ করে ছেড়ে গেল। রাগে কাঁপছে দীপালি।

ফের কী মনে করে দীপালি গাড়ি ফেরাল। বি-ও-এ-সি'তে এসে জিজ্ঞেস করল, লণ্ডন-বম্বে প্লেন ঠিক সময়ে আসছে তো ?

হ্যাঁ আসছে।

দীপালিকে কেমন যেন অসহায় দেখালো। মুহূর্তের আলোকে

যেন সে উপলব্ধি করল ডক্টর সুব্রত মিত্রের সঙ্গে সুবিমলের তুলনা করাটা ভয়ঙ্কর ভুল। দু'জনের মধ্যে কোথাও এক তিল মিল নেই,' চলায় বলায় চেহারায় হাসিতে এমন কি চাহনিতে। খট করে আচমকা স্টার্ট দিয়ে ক্লাচ দাবিয়ে গাড়ি ফেরাল দীপালি। এইখানেই আজ সব শেষ হওয়া অসম্ভব। পন্টিয়াকের ঘড়িতে রাত্তির একটা বেজে তিন মিনিট। প্লেন আসতে এখনো সাড়ে চার ঘণ্টা বাকি। দূর পাল্লায় দীপালির মনের সব গর্ব কে যেন ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে। রাস্তায় কোনো হেঁয়ালি নেই। ঝর্ঝর সে আলোছায়া নেই—। আরে! সেই ভিখিরিটা! দীপালি খ্যাঁচ করে ব্রেক কষল। গাড়িটাকে এদিকে এনে মেয়েটার পাশে এসে গাড়ি থেকে নেমে পড়ল, তুলে স্ট্রীটের এ-মোড়ে। মেয়েটাকে একটা নোট দিল এক পাইণ্ডের। মেয়েটা ভ্যাবাচ্যাকা খেল। ওর চোখ দুটো ক্লান্ত, গাল তোবড়ানো, মাথার কেশগুচ্ছ রুক্ষ। গায়ে মাত্র ছেঁড়া-খোঁড়া একটা সেমিজ। রুগ্ন কাঁধ দেখা যায়। 'আমার জিনিসটা ফেরত দাও দেখি, দাম দেব।'

মেয়েটা ফ্যাল্‌ফ্যাল্ চেয়ে রইল।

'কী শুনছো না? দাও? আরো দু'পাউণ্ড দেবো।'

বিনাবাক্যে মেয়েটা শেমিজের বুক থেকে কলমের বাক্সটা বের করে দীপালিকে দিয়ে দিল। আঙুলগুলো লম্বাটে সরু সরু। দিয়ে এক ছুটে মেয়েটা পালিয়ে গেল তুলে স্ট্রীটের অন্ধকারে।

খোঁড়া মেয়েটার এমন দৌড়ানো দেখে দীপালি অবাক!

মেয়েটা হয়ত দীপালিকে পাগল ভাবল। সবাই অমন ভাবে। আমি সাচ্চা। পরিচিত গণ্ডীর কিঞ্চিৎ বাইরে বেরুলে অমনি তুমি পাগল, ছাগল এইসব। দীপালি গাড়িতে এসে বসল। গাড়ির মোড় ঘোরাল মন্থর গতিতে। সুবিমলের নাম করে কেনা কলমটা ফেরত পেয়ে মনটা প্রফুল্ল হয়ে গেল দেখতে দেখতে। নীলনদ ছুটছে আনন্দে, যাচ্ছে অনিবার্য সাগরসঙ্গমে।

নিঃশব্দে কখন জর্জ ফ্লেকারের কালো তেলতেল প্যাকার্ডগাড়ি দীপালির পাশে পাশে চলেতে লেগেছে, ফাঁকা রাস্তায়। থামল দীপালি। অল্প বিরক্তিতে বলল, 'মিস্টার ফ্লেকার ফের কালকে দেখা হবে, কেমন?'

ডার্করঙের প্যাকার্ডগাড়িটা দেখতে ভূতের মতন ফিনফিনে লম্বা। বালিকা বয়সে দীপালি ভূতকে ভয় করত। রাত্রিতে মাকে ছাড়া শুতে পারত না। 'মাত্র এক মিনিট।'

আচ্ছা মুশকিল। এরকম অশুভ বাধা পড়লে শুভ কাজে যাওয়া যায়?

তবু গাড়িতে স্টার্ট দিল। বলল, 'যা বলবার চলতে চলতে বলুন।' বলে তখুনি এঞ্জিন থামিয়ে দিল। ভাবল এখন যাবে না। এ-লোকটা চলে গেলে তবে যাবে।

ফ্লেকার জিজ্ঞেস করল, 'মিস্টার চ্যাটার্জিকে সী-অফ্ করতে যাচ্ছেন?'

লোকটার চাহনিতে সম্মোহনীশক্তি। কোথায় যাচ্ছি না যাচ্ছি তাতেও বাগড়া দিচ্ছে। যাকগে এখন যাবে না দীপালি। বলল, 'বাড়ি যাচ্ছি।' অশুভ ছায়ার পাল্লায় পড়ে কোনো শুভ কর্ম হয় না। একটু ঘুমিয়ে নিয়ে তাজা হয়ে ভোরে উঠে এ্যায়ারপোর্টে যাবে। পাশে-পাশে চলেছে কালো তেল-তেলে প্যাকার্ড, প্রায় গাড়ি ঘেঁষে। কম্পিতকণ্ঠে ফ্লেকার বলল, 'বিশ্বাস করুন কোনো কুমতলব আমার নেই। আমি লোফার নই।'

দীপালি ঝট্ করে ব্রেক কষল। 'প্লিজ অমন করে বলবেন না। আমি আপনাকে কখনো তা ভাবিনি।'

'কাইণ্ডলি আমাকে অপ্রকৃতস্থ ঠাওরাবেন না।' ফ্লেকারের কণ্ঠে যেন কোনো নিপীড়িত আত্মার কান্না। 'একটিবার আমায় গুছিয়ে কথা বলতে দিন।'

'বলুন।'

এবার যেন আত্মপ্রত্যয়ে ক্লেকার বলল, 'ঐ যে নাইল কাফে দেখছেন, ওখানে দেবযানী চ্যাটার্জি, তুলে চৌধুরী, গ্রেসি কারেনিনা ওঁরাও আপনার মতন ওখানে যাতায়াত করত।—আদিব, ডেমিট্রিয়াস, প্রফেসর পীয়ের উগো, এঁরা সব অন্তরঙ্গ বন্ধু। আমি তফাত থেকে ওদের দেখতাম। ওরা ধরে নিয়েছিল আমি ইজিপ্টের শত্রু। ইণ্ডিয়ারও। শত্রু আমি কারো ছিলাম না। আমি আমার দেশের শুধু কর্মচারি ছিলাম। যেমন এখনো আছি, তখনো তেমনি।'

দীপালি কী আর করে চুপ করে শুনে যেতে লাগল।—স্বপ্নে পাওয়া মানুষ !

'আপনিই ভেবে দেখুন, অফিসিয়েলি আমি যা করি তাতে আমার ব্যক্তিগত কী স্বার্থ। বলুন, ফের যদি এখানে যুদ্ধ লাগে, আপনি আমাকে দুষবেন ?'

দীপালি চুপ করে রইল।

'প্লীজ—' ক্লেকারের গলাটা এবার একটু ভেঙ্গে গেল। দীপালি গাড়িতে স্টার্ট দিয়েছে। ক্লেকার সঙ্গে সঙ্গে চলছে।

'প্লীজ, শুনুন, হিন্দুধর্মের মূল বিশ্বাস হলো জন্মান্তর। ওটাকে বাদ দিলে হিন্দুধর্মের ভিত্তি চুরমার। এতে এতটুকু মিথ্যে নেই। ভেবে ভেবে তবে আমি সব বলছি।—আরেকটু ধীরে চালান। আজ আমি মাত্র কয়েকটি মিনিট চাইছি, দিতে পারবেন না ?—আসুন নাইল-কাফেতে—গাড়ি থামান—'

'সত্যি করে কম কথায় বলুন দেখি আপনার কী হয়েছে ? জন্মান্তর নয় বুঝলুম। অলৌকিতায় আপনার বিশ্বাসটাও বুঝলাম। কিন্তু আপনার সমস্যার মাথামুণ্ডু কিছুই আমার মগজে ঢুগছে না।'

ক্লেকারের দুর্দশা যে এতদূত গড়িয়েছে দীপালি তা কল্পনাও করতে পারেনি। যুদ্ধের টেনশান ওর স্নায়ুগুলোকে বিগড়ে দিয়েছে। আপিসে সুয়েজখালের যতসব কুকর্ম করে এখন

পস্তাচ্ছে। বিবেকদংশন। ব্যাধিটা বিবেকের। হায়রে, কী দশা হয়ে গেছে। এই তো সেদিনও সম্পূর্ণ সুস্থ সবল উজ্জ্বল এক নিরভিমান সুপুরুষ ছিল।

দীপালির বেদম মমতা হলো। চলতি গাড়ি থেকে বলল, 'এখন আপনি বাড়ি যান, এই রাতে আর আফিসে যাবেন না। কালকে লাঞ্চের সময় বরং আমার বাসায় আসুন। প্লীজ ডু কাম্। আমার একজন জানাশোনা ডাক্তার আছেন, সাইকাট্রিস্ট। তাঁকেও আসতে বলবো।—আমি কথা দিচ্ছি, আপনার যদি কোনো অসুখ হয়ে থাকে আমাকে বন্ধুর মতো পাশে পাশে পাবেন।'

'আমার কোনো অসুখবিসুখ নেই।—আমি যা বলতে চাই দু-এক মিনিটে বলছি।' ক্লেকার ঢোক গিলল।

'আচ্ছা ঠিক আছে, আমি শুনছি বলুন?'

'কথাটা হলো কী, আমার এই দুর্নিবার বিপদে আপনার স্মরণাপন্ন হচ্ছি। আমার কথায় আপনি কাইণ্ডলি অপমানিত হবেন না।' ক্লেকার মরিয়া হয়ে গেল, 'আপনার কি কোনো স্মৃতি নেই?'

'আর কতবার আপনাকে বলবো, আপনার তামাসার মাথামুণ্ডু আমার বোধশক্তির বাইরে?' দীপালি রাগতে পারল না। এই ক্লেকার ওর ভালো ছাড়া একবিন্দু মন্দ কখনো করেনি। 'স্পষ্ট করে বলুন কী বলবেন।'

পাশে পাশে ড্রাইভ করতে করতে ক্লেকার বলতে লাগল, 'আপনি স্বীকার করেন, ম্যাটার, অর্থাৎ কিনা বস্তুর কোনো মৃত্যু নেই? গুঁড়িয়ে ধুয়ে মুছে ফেললেও অন্য আকারে ওর ফের জন্ম হয়?'

ক্লেকারের কথাটাকে নেড়েচেড়ে দীপালি দেখতে লাগল। কথাটার খেই ধরে ধরে দুই আর দুই-এ চার করামাত্র বিস্ময়ে হতভম্ব। মুখে দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল আর-একটু হলে,—আপনার

দর্শন—দর্শনবাদ দিয়ে সোজাসুজি আমি যা দেখছি তা খুবসম্ভব এই, আমাকে মিসেস ক্লেকারের পরিত্যক্ত স্থানে দেখতে চান। তাই না? কিন্তু ক্লেকারের উদ্‌ভ্রান্ত ম্রিয়মান মুখের দিকে তাকিয়ে কথাটা গলায় শুকিয়ে গেল। বদলে বেশ সহজভাবে জিজ্ঞেস করল, 'আমাকে শুধু একটা কথা জানান মিস্টার ক্লেকার, আমি সত্যিই কি নিজে আপনার সমস্যার কোথাও জড়িয়ে আছি?'

পন্টিয়াকের একেবারে গা ঘেঁষে চলতে চলতে ক্লেকার নিচুগলায় বলল, 'এ জন্মে আপনিই সেই দেবযানী চ্যাটার্জি।'

দীপালি স্টীয়ারিং সোজা রাখল। বাঁদিকে গেল একটা উটগাড়ি।

'মিসেস দাশগুপ্ত, আমার সাধ্য নেই আপনার মতো মহিলাকে কোনো অবাঞ্ছিত প্রস্তাব করি। তবে আমাকে একবার খালি বলুন, আমি শুধু একা একাই পূর্বজন্মস্মৃতিতে স্পেলবাউণ্ড, না মিস্টার চ্যাটার্জি সম্পর্কে আপনিও মোহগ্রস্থ? উনিই আগের জন্মে ছিলেন তুলে চৌধুরী। আরো হাজারটা দেশ ছেড়ে এই বিপদের সময় উনি এই দেশে কেন এসেছেন এটা নিশ্চয়ই আপনি বুঝতে পারছেন? ট্রাজেডি কী শুনবেন? আমরা সবাই আগের জন্মের পুনরাবৃত্তি করে ফেলছি। আমরা সেইজন্যেই নতুন করে ভাববার শক্তি হারিয়ে ফেলেছি। এতে খালি ব্যক্তিগত আমার ক্ষতি হলে আমি চুপ করে যেতাম। সারা পৃথিবীর বিপর্যয়। শুধু ইজিপ্ট নয়, আমার গভর্নমেণ্ট যদি ভুল করে যুদ্ধ লাগিয়ে দেয় এবার সব ধ্বংস হবে। যুদ্ধ লাগলেই রাশা নেমে পড়বে। আশা করি আপনি বুঝতে পারছেন, এতে আমাদের এই পৃথিবী আর থাকবে না! এখানকার বৃটিশ পলিসি আমি দেখছি, এ্যাম্বেসেডর নয়—'

সুবিমলের নামে দীপালি একবার ক্লেকারের দিকে বিমূঢ় ভাবে তাকিয়েছিল, ওর কথার শেষ না শুনে গিয়ার পাল্টে পন্টিয়াক

যেন নিজে থেকে হুট করে স্পীড বাড়িয়ে তখুনি হুশ্ করে ছাড়িয়ে গেল রাক্ষসের মতো কালো গাড়িটাকে, যেন মহাবিচিত্র এক অভিজ্ঞতাকে অতিক্রম করে! দীপালি একবার পিছন ফিরেও চাইল না। মাথার রক্ত চন্‌চন্ করে ওঠছে। কে যেন ওকে সৃষ্টির ছকের বাইরে ছুড়ে ফেলে দিয়েছে! পন্টিয়াক ছুটছে তো ছুটছেই, রাস্তাটা কাঁপছে তো কাঁপছেই, গাড়ির স্পীড কোথায় কে জানে। ওরই মধ্যে কখন যেন দীপালির মন সুস্থির হল খানিকটা। একই দিনে দুটো কেমন বিচিত্র অভিজ্ঞতা।

প্রবাহমান বিরাট একটি সম্পূর্ণ দিনের শেষে একাকিনী দীপালি ঘরে ফিরে এলো।

এসেই স্নানের ঘর।

উষ্ণ জল। সর্বাঙ্গে ঝিরঝির জলধারা।

জীবনটা গোলমেলে একটা হাসির ব্যাপার। হাসিটা দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে। ঘটনা যা তা ঘটে যায়। হাসিকান্না তার মানে নিয়ে। এই তো সুবিমল চলে যাচ্ছিল; গেছেও এগিয়ে। কিন্তু যেতে কি পারবে?

দীপালি মনকে স্তব্ধ করল।

স্তব্ধতা। শীতলতা। নীরবতা। এ্যায়ার ইণ্ডিয়া ইণ্টার ন্যাশনাল এ্যারোপ্লেন। সমস্ত স্নায়ুজুড়ে আকাশ। বম্বে। দিল্লী। পালাম এ্যায়ারপোর্ট। ঔরঙ্গজেব রোড।

দীপা মা, আর কত ঘুমুবে?

উঁহু।

উঁহু কীরে? ওঠ, অমন ঘুমোয় না।

উঁহু।

ওঠ ওঠ! মণ্টুর মাস্টার পর্যন্ত ওকে পড়িয়ে চলে গেল। সাড়ে আটটা। নে ওঠ!

স্তব্ধতা। গুমোট। জলধারা।

দীপা, তুই কী রে!

সুশোভনকে দেখতে শুনতে ভালো। অমন ছেলে হাজারে একটি মেলে। এতবড়ো ইঞ্জিনিয়র—তোর কাকারও ইচ্ছে—

আমি তো মেশিন নই কাকিমা।

তবে তুই একবারটি মুখ ফুটে বলবি তো?

তুমি ভেবো না সব ঠিক হয়ে যাবে।

কী ঠিক হবে?

এই আমি বেশ আছি।

বাজে বকিসনে।

দুবার বিয়ে হয়?

দূর পাগ্‌লি। বাইরে থেকে কোথায় কী হবে তা না, ইয়ে হয়ে যাচ্ছিস?

সেই জন্যেই বলছি সব ঠিক হয়ে যাবে।

ঠিক কী হবে শুনি?

আমি ভালোবাসি মেঘ···চলিষ্ণু মেঘ···ঐ উঁচুতে···ঐ উঁচুতে···

পাগ্‌লি কোথাকার!

আমি ভালোবাসি আশ্চর্য মেঘদল!

ঝরঝর জলধারা দীপালির মাথায় পিঠে খালি গায়ে। তারপর খুলে ফেলল শাড়ি সায়া, সব। আদুর গায়ে গরম জলের বাথটবে নেমে ডুবিয়ে রাখল গরম হয়ে যাওয়া কান। চোখ বুজে শুয়ে কোমরটা তলিয়ে দিল বাথটবের গড়ানে অবতলে। পা মেলে তলার দিকে টান টান।

নেয়ে এসে বিছানায় শুয়ে শুয়ে ধোঁয়া-ওঠা ওভালটিন খেতে লাগল। ডায়াল করল ক্যারাভানে। রিসিভারের ক্রর্‌র্—ক্রর্‌র্—ক্রর্‌র্‌র্—। জানলার আড়ালে আদিগন্ত জ্যোছনা।

'মিত্র স্পিকিং।'

'কাজ করছিলেন? কখন ফিরলেন?'

'তুমি চলে যাওয়ার ঘণ্টাখানেক পরে।—তোমাদের বারো পাউণ্ডের বাজেটে এসব কাজ হয়?'

দশহাজার বছর আগে মানুষের খুলির মধ্যে কী বস্তু ছিল তাই ডক্টর মিত্র সাহারার ক্যাম্পসাইট নম্বর থ্রিতে দেখতে গিয়েছিল। মাথার খুলিগুলো মুগুরের আঘাতে ভাঙ্গা। এর জন্য দীপালিরা বাজেট করেছে দৈনিক বারো পাউণ্ড। 'তা আমি কী করবো। আমাদের ঐ টাকা স্যাংশন্।'

'তাহলে ঐ স্যাংশনের গায়ে এটাও লাল কালি দিয়ে লিখে দিও, কাজটা শেষ হতে বারো হাজার বছর লাগবে।'

হাই চেপে হাসল দীপালি।

'তোমরা বারো পাউণ্ড দিয়ে খালাস। আজকের দিনে মানুষের মাথা গুঁড়োনোর জন্য পৃথিবীর শিল্পপতিরা কত টাকা স্যাংশন করছে জানো? দিনে,—চব্বিশঘণ্টায়, বারো কোটি পাউণ্ড। একশো কুড়ি মিলিয়ন পাউণ্ড প্রত্যেক দিন খরচ হচ্ছে—'

'ওসব শুনিয়ে ভয় পাওয়াতে চান?'

'টেলিফোন আমি করিনি। সুবিমলবাবু চলে গেলেন?'

'তাই তো দেখছি। হি ইজ জেলাস অব য়ু।'

'ও অন্ধ নয়। ম্যাক্স স্পেণ্ডারের ছায়া না মাড়াতে দেওয়া উচিত ছিল।'

স্তব্ধতার ডুবানো রাত। দীপালি হাই চাপল। ওভালটিনের পেয়ালাটা সরিয়ে দিল। 'আপনার তো ইতিহাসের বেসাতি। একটা খবর চাই। সুয়েজখালের গোড়ার দিকের সংবাদ-টংবাদ রাখেন?'

'অতো আধুনিক সংবাদ আমার ফাইলে থাকে না। পাঁচ-দশ হাজার বছর আগেকার মানুষকে আমি দেখতে চাই, দীপালি।'

ডক্টর মিত্রের কণ্ঠের নির্লিপ্ততা দীপালির ভালো লাগল।

অন্ধকারে উপুড় হয়ে শুয়ে বিছানার নিচের দিকে খানিকটা নেমে গিয়ে এমোড় ওমড় ঘর-ভর্তি তুলে দিল জানলার পর্দা।

'আপনি তো এ তল্লাটে কয়েক যুগ রয়েছেন। "ইজিপশিয়েন জোর্নলস" নামের ফরাসি কোনো বই-টই নজরে পড়েছে? লেখক একজন বাঙালি। তুলে চৌধুরী। কবি তরু দত্তের সমসাময়িক।'

'ইতিহাস থেকে সোজা নামলে ব্যক্তিগত জার্নাল-এ?'

'আপিসের কাজ।'

'খুবই জরুরি কাজ?'

'না তেমন আর জরুরি কী' দীপালি নরম করে হাসল।

'দেবযানী চট্টোপাধ্যায়, গ্রেসি কারেনিনা, ওদের কিছু আউটলাইন চাই। আপিস গিয়ে অবিশ্যি পেয়ে যাবো।'

'ও বই আমি পড়েছি। আউটলাইনে ও বইয়ের কাউকে তেমন চেনা যাবে না। তবে মঁসিয়ে তুলে চৌধুরীর প্রোফাইলটা লেখকের অজান্তে সরল কয়েকটি সরু মোটা প্রায় অদৃশ্য রেখায় গড়ে উঠেছে।'

'সরু মোটা অদৃশ্য রেখা? ইনভিসিবল রাইটিং?'

'শুধু চোখ দিয়ে পড়ে বইটার মর্ম মনে বসে না।'

'আরেকটু বলুন? ভদ্রলোক দেবযানী সম্বন্ধে কী লিখেছেন?'

'নিজে বইটা পড়ে দেখো।'

'তবু একটু শুনি?'

'ভদ্রলোক ছিলেন সাংবাদিক। মিশরে এসে দেবযানীর সঙ্গে পরিচয় হলো। উনি নীরবভাষিণী ছিলেন। অর্থাৎ কি না বোবা। ভদ্রলোকের অমনি সব ওলট-পালট। বলতে পারো দুঃসাহসী বেপরোয়া মানুষ। আমি সাংসারিক সার্থকতার দিক দিয়ে বলছি না। ওসব ছেড়ে ভাববেন বাংলাদেশে গিয়ে ইস্কুল-মাস্টারি করবেন। অথবা সমস্ত জীবনটা ছিল ওঁর হাতের মুঠোয়। আমরা অন্ধের

মতো জীবনকে হাতড়ে বেড়াই; তুলে চৌধুরীর বেলায় জীবন যেন নিজে হতে নানা রূপ ধরে ওঁকে খুঁজে বেড়াত। দীপালি, কখনো কখনো পুরুষের জীবনে এমন নারীর আবির্ভাব হয় যে নারী পুরুষের অন্তরাত্মাকেও আলোকিত করে দেয়।'

'তারপর?'

'এ বইটাতে "তারপর" বলে কিছু নেই। লেখক বলে না তার সব কথা; পাঠককে ভাবতে শেখায়। ভেবে ভেবে পাঠক নিজেই হয়ে ওঠে কিছু। সাবালক বুদ্ধির পাঠক।'

'লেখার স্টাইলটা কী রকম?'

'বলতে পারো অতি আশ্চর্য দূরদৃষ্টি পূর্ণ। কবি যেমন কবিতা লিখবার সময় তার কল্পনাটাকে চোখের সামনে ঝরঝরে শরীরী হয়ে ফুটে উঠতে দেখতে পায়, তেমনি ভাবে তুলে চৌধুরীও সম্ভবত কোনো কোনো বিষয় সুস্পষ্ট দেখতে পেত। এইটে ফুটিয়ে তোমার জন্য যে স্টাইল যেখানে যেমন প্রয়োজন সেই স্টাইলে বইটা লেখা।

বিপুল একটা টেবিলের উপর সুপ্রাচীন কালের ভাঙ্গা হাড়ি-কুড়ি, প্রাচীন নৌকোর ছবি, মানুষের কঙ্কাল। দূরের ক্যারাভানটাকে দীপালি কল্পনাচক্ষে দেখতে পাচ্ছে। নিশুতি রাত। দীপালির ঘুম পাচ্ছে।

'তারপর?'

'বললাম? "তারপর" ব'লে এতে কিছু নেই।'

'যদি মনে থাকে একটা প্যারাগ্রাফ বলুন।'

'শতখানেক প্যারাগ্রাফ মনে আছে। তার কোন্‌টা বলবো?'

'আমি কী করে বলব? আপনার ইচ্ছামত বলুন।'

'আচ্ছা শোনো। একজায়গায় উনি লিখেছেন, যতটুকু স্মরণে আছে ততটুকু বলছি,—মন্দিরের পাথর ভগবানে আমার আস্থা

নেই। হে তর্কাতীত বায়বিক ঈশ্বর, আমি যেন সহস্র জন্ম লাভ করি শুধু যাকে এ জন্মে ভালোবাসি তাকে যুগে যুগে দেখবো আর অনাদিকাল ধরে পাবো বলে।'

কণ্ঠস্বর থেমে গেলেও দীপালি কান পেতে রইল।

'ঘুমিয়ে পড়লে ?'

'গুডনাইট ডক্টর মিত্র।'

'শোনো, কালকে সকালে ওদিকে একবার আসছি আমি।'

'আসবেন।– আচ্ছা শুনুন ? ফিনিক্সের কপালে জ্বলজ্বলে ঐ তারাটা জুপিটার ?'

'বিশাখা।'

'গুডনাইট।'

টেলিফোন ছেড়ে ফের ডায়াল করল, জিরো জিরো। 'অপারেটর, ঠিক সাড়ে চারটেয় আমায় জাগিয়ে দেবেন প্লীজ।— ফোর থার্টি।'

'ঘড়িতে যদি এলার্ম না বাজে, তাই এই আগাম ব্যবস্থা।

আস্তে আস্তে বালিশে কপাল ঘষল দীপালি। শোয়ামাত্র ও ঘুমিয়ে পড়ল।

ভোর হবো-হবো। দীপালি এ্যায়ারপোর্টে এসে দেখল সর্বত্র মিলিটারি, লোকে থৈ থৈ।

দীপালির যেন দম দম আটকে আসছে। ড্রাইভার এসে বললে, লড়াই লেগে গেছে।

শোনামাত্র বুকটা ধড়াস করে উঠল। গলা শুকিয়ে কাঠ।

'অল প্যাসেঞ্জারর্স এটেনশন্। প্যাসেঞ্জার্স এটেনশন্…' লাউঞ্জে মাইকে কথা ভেসে এল।

নিজের কানকে দীপালি যেন বিশ্বাস করতে পারছে না।

'প্যাসেঞ্জার্স এটেশন্—মিশরকে হামলা করেছে দুশমন ইজরায়েল—মিশরকে আক্রমণ করেছে ইজরায়েল—মিশরকে—'

হুলুস্থূল—কোলাহল—বিপদসঙ্কেত—

'এভ্রিবডি এটেনশন্—এভ্রিবডি—'

আগ্রহে দীপালির কান খাড়া করে রইল। চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। মাইকে ঘোষণা করছে : বম্বে-কলকাতা-সিড্নি প্যাসেঞ্জারদের বি-ও-এ-সি টিটি অপিসে ফেরত নিয়ে গেছে। ফ্লাইট ক্যানসেল হয়ে গেছে।

গাড়ি ফেরত চলল। চলন্ত গাড়িতে গা এলিয়ে দিয়ে সামনে পা এগিয়ে এখন চোখ বুজল,—শরীরের ক্লান্তি নয়, অনেকখানি পথ ব'লে। বিনা চেষ্টায় সুবিমলের যাওয়া বন্ধ হয়ে গেল। ভাবল, এরকম খুশি হওয়াটা চূড়ান্ত স্বার্থপরতা। দীপালি বুঝি ভিতরে ভিতরে এমনিই স্বার্থপর। দীপালি ওর স্বার্থপরতার কথা ভেবে লজ্জা পেল।

দীপালি খুশি হয়েছে। ইচ্ছে করে হয়নি! —তা সে যা হোক গে, এ আর এমন কি মহাযুদ্ধ। ইজরায়েল, পুঁচকে ইজরায়েল কী করবে। এ-লড়াই বর্ডারের ছোটখাট ব্যাপার। বর্ডারে খুচ্খাচ্। ব্যস্।

ইংল্যাণ্ড ফ্রান্স আক্রমণ করত তবে বুঝতাম লড়াই। এ আর এমন কী। সুয়েজখাল নিয়ে নেওয়ায় বৃটিশ গভর্নমেণ্ট আর ফ্রান্স-এর বিজনেস মহলের আঁতে লেগেছে। ওরা যখন চুপ তখন এ-লড়াই দুদিনের মামলা।

ক্লেকার অমনি ওমনি ভয় পাইয়ে দিয়েছিল। বলে কিনা পৃথিবী ধ্বংস হবে। যত নষ্টের গোড়া চিরকাল এই ইংরেজ। চারিদিকে সর্বনাশ করে বেড়াচ্ছে। তা না বলে-কয়ে অমন হুট্ করে সুয়েজ খাল ন্যাশনালাইজ করেও অবশ্য নাসের বুদ্ধির পরিচয় দেয়নি।

এখুনি সুবিমলকে নিয়ে বাড়ি যাবো। প্রথমেই ওর কিছু সার্ট'ফার্ট' কিনতে হবে। আমার ঘরটায় ও থাকবে, পাশের ঘরে আমি—আজ শনিবার হলে বেশ হতো, শনিবার কি রবিবার কি কোনো ছুটি—

'মেমসাব, বি-ও-এ-সি!'

ডি-ল্যুক্স প্যাসেঞ্জার বাসটা দাঁড়িয়ে রয়েছে, খালি। দীপালি বি-ও-এ সি ওয়েটিংহলে এলো।

কাউন্টারের অফিসারটা বলল সব প্যাসেঞ্জাররা এখন যে-যার আস্তানায় চলে গেছে। ইণ্ডিয়ান প্যাসেঞ্জাররা? তারাও গেছে।

সুবিমল নিশ্চয়ই এখন ফ্ল্যাটে গেছে। টাকাকড়ি নেই আর যাবে কোথায়!

বাড়িতে ফিরে এসে গাড়িবারান্দায় দীপালি দেখল অখতারের ক্রাইস্লার গাড়ি।

আজকে পাথরগুলা এসেছে। গ্রানাইট লালচে লালচে দানাওয়ালা পাথর। দীপালির একটু-আধটু মূর্তি-গড়ার সখ আছে। তার পাথর।

দীপালি উপরে এসে দেখল সুবিমল আসেনি, শুধু তাপসী। মুখের হাসিটা মুখেই শুকিয়ে গেল।

'কি রে ও কোথায়?'

'এসো দেখি ওর আগের হোটেলে।'

'বল্ কোন্ হোটেল, ফোন করি—'

'টেলিফোন নয়, চলো এমনিই যাই।'

নাইলব্রিজে এসে তাপসী জিজ্ঞেস করল, 'কোন্ হোটেল?'

'হোটেল দি প্রিন্স!'

'সেটা কোন্ দিকে?' তাপসীর হাতে গাড়ি, তাই ও জিজ্ঞেস করল।

দীপালি বলল, 'অল অজহার।'

ও একটু দমে গেছে।

ডেমিট্রিয়াস স্ট্রীট হয়ে, সুলেমান পাশা স্ট্রীট দিয়ে তাপসী চলল অপেরা স্কোয়ারে। সোয়া সাতটা বেজেছে। রাস্তায় রাস্তায় খবরকাগজওয়ালা ছুটোছুটি করে বেঁকে হেঁকে বেড়াচ্ছে, 'অল্ অখবার—অল্ গুমরিহা।' চেল্লাচ্ছে, 'হামলা—হামলা—শয়তান ইজরাইল—হমলা—অখবার—অলগুমরিহা হামলা!'

সুবিমলের হাতে পয়সা নেই।

অপেরা স্কোয়ারের টেলিগ্রাফ আপিসের পাশ দিয়ে এলো ওরা অল্ অজহার স্ট্রীটে। রাস্তাটা দিল্লীর জামা মসজিদ এলাকার মতো।

হামলা!—হামলা!—হামলা! শোরগোল চৌদিকে। খবরকাগজ হকাররা ছুটোছুটি করছে যেন হামলাটা ওদের পেছনে পেছনে তেড়ে আসছে। পুরোনো এ-রাস্তাটা নোংরার অশেষ। 'তোর রকমসকম কাল আমি কিচ্ছু বুঝলুম না।'

এ রাস্তাটা আট-নশো বছর পুরোনো রাস্তা। চায়ের স্টলে বুড়ো ছোকরা সব আড্ডা দিতে বসে গেছে।

'ওর কাছে টাকা-কড়ি নেই।'

'হয়েছে হয়েছে, এবার কেন্‌দিকে যাবো বল্।'

'ডাইনে, খানখালিলি বাজারে।'

'এতো সব চিনিসও তুই।' দাঁত চেপে রাগল তাপসীটা।

'অল্ অজহার য়ুভির্সিটির সামনে।'

তাপসী মন্থরগতিতে ড্রাইভ করে অল্ অজহার মসজিদের পশ্চিমে এলো। দু'কদম পেছনে খানখালিলি বাজার। উত্তরদিকে চটা-ওঠা মান্ধাতা আমলের একটা কোঠাবাড়ির পাঁচতলায় প্রকাণ্ড সাইনবোর্ড, হোতেল দ্য প্রিন্স।

আধো-অন্ধকার স্যাঁতসেঁতে সিঁড়ি বেয়ে তাপসীরা পাঁচতলার হোটেলে এলো। তাপসী আগে, পিছুপিছু দীপালি। দোহারা মানুষ, তাপসী পরিশ্রমে হাঁপায়।

হাঁপানোই সার। সুবিমল এখনো এসে পৌঁছোয়নি। তাপসী হোটেলের ম্যানেজারকে নিজের নাম-ঠিকানা লিখে দিয়ে বলল, সুবিমল আসামাত্র যেন টেলিফোন করেন।

দীপালি দমে গেছে। এখন সুবিমল কোথায় উঠেছে কে জানে। এদিকে সাড়ে আটটায় আপিসে যতো জরুরি কাজ আজ। তপসীর বেশ মজা, বাড়িতে বসে আপিস করে।

হামলা! হামলা! শয়তান এজরাইলের হামলা! অল্-অখবার! —অল্ অখবার!

তাপসী ওরিয়েন্টাল ইন্সটিটিউটে বাংলার ক্লাস নেয়। ওরা প্রথম প্রথম মিসেস সেনকে নিতে চেয়েছিল। মিসেস নিল না, তাই তাপসী।

'একটু জোরে চালাও!'

শহরের সব মানুষ রাস্তায় ভেঙ্গে পড়েছে। সর্বদিকে জটলা। ফুটপাথের চায়ের স্টলগুলোয় ভিড়। খবরকাগজের স্পেশাল এডিশন বেরিয়েছে। অন্যদিন হলে দীপালি এখুনি কাগজটা কিনে দেখত। 'তোমাদের ওখানে যায়নি?'

গাড়ি থামিয়ে দুধের দোকান থেকে টেলিফোন করতে গিয়ে তাপসী নতুন করে আবিষ্কার করল ও কপর্দকহীন।

দুজনেই ব্যাগ আনতে ভুলে গেছে। দুধওয়ালা ওদের আঁচ করে তক্ষুণি সবিনয়ে টেলিফোনের রিসিভারটা তাপসীকে দিল।

'ওখানে সুবিমল নেই। তোর ফ্ল্যাটে করবো?'

'দুধওয়ালা কিছু মনে করবে। থাকগে চলো।'

খাটালের পাশ দিয়ে, সবজিবাগানের কিনার দিয়ে, মাদরাসা হয়ে তাপসী চলল।

আহা রে, সুবিমল সকাল থেকে ঘুরছে আর আমি বাড়িতে নেই। 'রোখো রোখো আমি দেখছি, তুমি মোটে স্পীড দিতে পারো না।'

'থাক্ খুব হয়েছে। এমন স্পীড দিলি ছিটকে বেরিয়ে গেল।' তাপসীর এখনকার উদ্বেগহীন মুখখানা দেখে মনে হল ব্যাপারটা দিব্বি উপভোগ করছে।

রোদালো লিবারেশন স্কোয়ার পেরিয়ে সেমিরামিস হোটেল, নাইলব্রিজ। পুলের নিচে খেয়াঘাটে প্রথমদিন সুবিমলের সঙ্গে দেখা হয়েছিল।

নদীর এপারে বৃটিশ এ্যাম্বেসি। ক্লেকার জানত যুদ্ধ হবে। ম্যাক্স-ও। কাজেই ও কাগজে রিপোর্ট করতে ইজরাঈল ফ্রন্টে গেছে।

'এদ্দিন একসঙ্গে ঘুরলি, এ্যারোড্রোম থেকে ওরই উচিত ছিল তোকে টেলিফোন করা।'

দীপালি নিরুত্তর রইল। কানে বাতাস লাগছে জোরে। ভুট্টার ক্ষেত থেকে মিষ্টি মিষ্টি গন্ধ ভেসে আসছে। লম্বা লম্বা ঠ্যাং ফেলে যাচ্ছে একটা উট।

'কালকে তোমার ব্যবহারে ও বোধহয় অপমানিত হয়েছে। সুবিমলকে চাকরি দেবার কথা কইছি।'

দীপালি চুপ করে রইল।

'ভেবো না তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি। এও বলছি না তোমার বিবেচনা নেই। ও আমাদের ককটেল জগতের বাইরে। যদি ঘর বাঁধবার ইচ্ছে থাকে বুঝেসুঝে কাছে টেনো।'

দীপালি গভীর দৃষ্টিতে তাপসীকে দেখল। তাপসীর মুখে রাঙা রোদ পড়ে ওর অন্তরের আভা যেন ফুটে বেরোচ্ছে। গোল্ডেন ব্রাউন কার্ডিগান পরে এমনিতে ওকে বয়সের চেয়ে বড়ো দেখায়। আখতারের স্ত্রী হওয়ার জন্য ওকে অনেক কিছু ছাড়তে হয়েছে। এই প্রোগ্রেসিভ দিনেও হিন্দুর পক্ষে অহিন্দু, বিশেষ করে মুসলমানকে বিয়ে করা যে কী তা তাপসীই জানে। অথচ পুরুষ-হিন্দু মুসলমান মেয়ে বিয়ে করলে পাড়াময় ঢি ঢি পড়ে যায় না। এ

তথ্য দীপালির রক্তে। কেন ওর মা মুসলমান ছিল না? কেউ সে জন্য ওর বাবাকে ঘেন্না করে দূরে রাখেনি। এ-বিষয়ে পুরুষরা বরং কিঞ্চিৎ উদার।

'দীপালি, আমার ভুল হতে পারে। তোমাদের মেলামেশা, বিশেষ করে তোমার, হয়তো সব উপরি-উপরি। হবে-বা ও তোমায় ভুল বুঝেছে। আমি বলছিনে তুমি অবুঝ। তবু সমানে দেখছি তো তোমার রঙবেরঙে খেয়াল। দুষছি না। ভালোমন্দ বিচার করা আমারও আসে না।'

'কী বলছো?'

'বলছি, ওর সঙ্গে মেলামেশাটা মন নয়, আত্মার সঙ্গে পরামর্শ নিয়ে কোরো। নইলে আমি তোমার বিরুদ্ধে।'

কেউ দীপালির স্বরূপটা দেখতে পায় না। সবাই ওকে এই রকম ভাবে।

দীপালির মুখ লাল হল। বৌদির পাশ ঘেঁষে দীপালি সরে বসল। চোখ মুদল। শরীরের উত্তাপ দিয়ে বোঝানো যায় বোধহয় অনেককিছু। দীপালি চেপে চেপে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। কোথায় যেন কার গানে শুনেছে,—অনেককে চেনা, কাউকে না চেনা। একজনকে চেনা সবাইকে চেনা।

সামনে মিলিটারি ট্রাক। ব্রেক কষে, ব্রেক ছেড়ে, গিয়ার পাল্টে তাপসী বলল, 'অন্য দিকটাও আমি ভেবে দেখেছি, মুখে বা কবিতায় ও হয়তো আধুনিক। তবে ওর সমাজ আলাদা। হবে-বা সেকেলে গোঁড়া হিন্দু। কিংবা,—অন্য কমপ্লেক্স থাকাটাও এমন কিছু অস্বাভাবিক নয়।—এখানেও অবশ্য আমার ভুল হতে পারে।'

ড্যাশবোর্ডের নিচে দীপালি আলগোছে পা ছড়িয়ে দিল। সুবিমল ফ্ল্যাটে অপেক্ষা করছে। সুবিমলের বসা, ঠোঁট নড়া অস্বস্তি ভাব সব দীপালি এখন স্পষ্ট করে দেখতে পাচ্ছে।

উৎফুল্ল অধৈর্যে বাড়িতে এসে দেখল সুবিমল আসেনি।

নারগিসের মা জানাল, পোর্টসাঈদ থেকে জনসনসাহেব ফোন করেছিলেন। আসা মাত্রই ফোন করতে বলেছেন। জরুরি।

দীপালি ডায়াল করল।

'গুডমর্নিং স্যার।'

'গুডমর্নিং দীপালি। কালকে সন্ধ্যায় তোমায় পাইনি। গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থায় প্যাটারসনকে ছুটি দিতে বাধ্য হয়েছি। ফ্রেঞ্চ এ্যাম্বেসির প্লেনে কাল রাত্তিরে ও লণ্ডনে চলে গেছে।'

'কই শুক্রবার উনি তো কিছু বলেন নি?—রবিবারেও না।'

'ওর নিজের কোন প্ল্যান ছিল না। স্ত্রীর সঙ্গে যেতে হল। এনিওয়ে, আপিসের চার্জ আজ থেকে তোমার।'

এক মুহূর্ত ভেবে দীপালি বলল, 'আপাতত মিস্টার রোমুলোকে চার্জ দিলে হয় না? মনে হয় কাজ উনি ভালোই করবেন।'

'সিনিয়র তুমি। সময় মতো এখন দায়িত্ব এড়াবে?'

'একটু অসুবিধে আছে, মাত্তর কয়েকটা দিন একটু...?'

'তোমার কবির খবর কী? আটকে পড়েছে?'

দীপালি মুচকি হাসল।

'তা হলে ঠিক রইল চার্জে এখন তুমি।'

'স্যর, আমায় কয়েকটা দিন একটু সময় দিন।'

'কী ব্যাপার কী?—হ্যালো?'

'না, মানে এত বড়ো আপিসের ভার নিয়ে আপাতত সামলাতে পারবো কি না ভাবছিলাম। মিস্টার রোমুলোকে আমি হেলপ-টেলপ যা করবার করবো'খন।' আসল কথাটা ও প্রকাশ করতে চাইল না। সুবিমলের জন্যই ও চার্জ নিতে পারবে না।

'হিয়ার মি দীপা, আমি যা বুঝি। কেরিয়ার গুছোনোর জন্য কাজ করা আর তোমার মতন নিজের করে প্রাণ ঢেলে কাজ করা এ দুটোয় আসমান-জমিন তফাৎ।'

'মিস্টার রোমুলোর ক্ষেত্রে কথাটা বোধহয় খাটে না স্যার।' দীপালি বিনীত ভাবে জানায়। ক'টা দিন আমায় মাপ করুন।'

'এনি ট্রাবল—হ্যালো?'

'ডাজ্ নট হি লাভ য়ু?—আই থট্ হি ডাজ্।—যাই হোক, স্যালি পুরুষকে ঠিক চেনে। আর শোনো, লড়াই-ঝগড়া—এ সব সিরিয়াসলি নিও না। আমি ভেবেছিলাম আক্রমণ করবে ইল্যাণ্ড-ফ্রান্স।—এটা তেমন কিছু নয়। জাস্ট বর্ডার ফাইট।'

'আমারও তাই অনুমান।'

'এনি ওয়ে দীপা, রোমুলোকে অর্ডার দিচ্ছি। আর, ওদিকে যাই করো ডোণ্ট বি রেকলেস্।'

দীপালির বুক অনেকখানি হাল্কা হয়ে গেল। তাপসী কোথায় ছিল এসে একমুখ খুশিতে বলল, 'হ্যাঁরে এটা বেড়ে হয়েছে।'

'কী?'

'মাথাটা।'

দীপালি শনি-রবিবারে ভাস্কর্য শেখে। একজন ইতালিয়ান ভাস্কর শেখায়। হলঘরের ওদিকে নদীমুখো দীপালির স্টুডিও।

বলল, 'ওটা এখনো শেষ হয়নি।'

একুশদিন স্টুডিওর মুখ দেখেনি দীপালি।

'হয়নি কী! বেশ হয়েছে। একজিবিশনে পাঠিয়ে দে। মোটা টাকা পাবি।'

'উঁহু! জনসনসাহেবকে দেবো।'

'তা দিস্।—ওকে বলেছিস?'

'কী, কাকে?'

'সুবিমলকে, যে তুই এইসব বানাস?'

'বৌদি!' দীপালি কুলকুল করে হেসে ফেলল। 'এইসব হাতের কাজ দেখলে তবেই বাছাধনের মাথাটা ঘুরে যাবে!'

তাপসীও সুন্দর করে হাসল। 'আমি আর্ট সত্যিই বুঝি না, তবে এটা আমার সমস্ত বুক দিয়ে জানি দীপু, যে-আর্টিস্ট তাকে স্বয়ং ভগবানও শ্রদ্ধা করে।'

দীপালি নাইতে গেল।

স্নান সেরে এসে দেখল প্রাতরাশ সাজিয়ে তাপসী বসে আছে।

'তোর রাজকুমার-হোটেলে ফোন করলুম।'

'রাজকুমার হোটেলে?'

'হোতেল দ্য প্রিন্স।—রাজকুমার এখনো ফেরেনি।'

'অত ভেবো না।'

'তোর কি মনে হয় কোথাও উঠেছে?'

'সেমিরামিস আলবৎ নয়।' হাসতে পারল দীপালি।

'আহা মরে যাই।'

'যেমন দিদি হয়েছ এখন সামলাও।'

'অ্যাতো?'

'তপু, বাড়ি গিয়ে কিন্তু কিচ্ছু বোলো না।'

'আমাকে উপদেশ দিস না।'

'ওর হাতে মাত্র একটা পাউণ্ড আছে।'

'নিজে ভাবচো? সে বেলা?—এই, ও খুব লাজুক, না-রে?'

'দেখলাম তোমার কাছে লজ্জা-টজ্জার বালাই নেই।'

'তোর একুশ দিনের টুকিটাকি আমার একদিনের সুরভি।'

মুখচাপা হাসিতে এবং দীপালির চঞ্চলতায় হাত থেকে মেঝেতে পড়ে কফির পেয়ালা ভেঙে গেল।

যাক্ এতক্ষণে তবু একটা কাজের মত কাজ হল।

আপিসে এসে দীপালির বুকটা যা আঁকুপাঁকু করছিল! লাঞ্চের সময় বাড়িতে না গিয়ে সেমিরামিসের ব্যালকনিতে বসে যা হয় কিছু মুখে গুঁজবার চেষ্টা করছিল, এমন সময় খেয়াঘাটের দিকে

তাকিয়ে দৈবাৎ ওর মনে পড়ে গিয়েছিল কায়রোয় কোনো বিদেশী যাত্রী আসার সঙ্গে সঙ্গে তার পাসপোর্ট পুলিশ-স্টেশনের খাতায় রেজিস্ট্রী হয়। তখুনি দীপালি আপিসে এসে পুলিশ ইন্সপেক্টার-জেনারেলকে টেলিফোন করল। এই মাত্র তিনি জানালেন, থানায় থানায় উনি খোঁজ নিয়ে সুবিমলের ঠিকানা দেবেন।

সকাল থেকে দীপালির মনটা যে কী ভীষণ রকম ছটফট করছে, এক ঈশ্বরই জানেন। সুবিমলের কাছে পয়সা নেই। কী খাচ্ছে কী করছে, এই অবস্থায় দীপালি সেমিরামিসে কী করে খায়।

আপিসে এখনো লাঞ্চের বিরাম চলছে। পুলিশের বড় কর্তার আশ্বাস পেয়ে দীপালি এখন পাল্লা খোলা প্রকাণ্ড জানলার পাশে এসে দাঁড়াল। এই উনত্রিশ তলা থেকে নিচের ছ'মোহনায় লিবারেশন স্কোয়ারটা অদ্ভুত দেখায়। এখান থেকে খেয়াঘাটটাও দেখা যায়। প্রথম দিন সুবিমলের সঙ্গে মাথা ঠোকাঠুকি হবার পর ওরা দু'জনে কেমন বেমানান চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল কয়েকটি মুহূর্ত।

একুশদিন দীপালি ভাববার অবসরটুকু পর্যন্ত পায়নি। ধরে রাখতে চাইছিল খালি বর্তমান মুহূর্তটিকে।

আজ খেতে বসে মিসেস সেনকে ভালো লাগেনি। তুমি সরকারি অফিসারের স্ত্রী; খাচ্ছো সরকারি পয়সায়, স্টাইল করছো সরকারি বদান্যতায়, অথচ সরকারের পিণ্ডি চটকাচ্ছো কথায় কথায়। এটুকু বোঝো না, কারু কাজে খুঁৎ ধরা সবচেয়ে সোজা কর্ম।

শুনি, তুমি—হ্যাঁ তুমি মিসেস সেন, কর্মটা কী করছো? সেজে-গুজে পার্টি-ককটেলে পরী হয়ে বেড়ানো ছাড়া কী কাজ তোমার? কেন বাংলা ক্লাশটা নিতে পারতে না? মিশরী সরকার নেহেরুর উপর খুশি, তাইতে না তোমাকে এ-কাজ দিয়েছিল!

যাকগে এসব ভাবা অবান্তর।

তা রাগ করো কেন? আমার দুঃখে অত খুশি কেন? সুবিমল

তোমার জালে জড়িয়ে পড়েনি সেই হিংসায়? আবার বলা হল কি না,—সুবিমলবাবু কোথায় উঠেছেন।—উঁ, যত হেংলাপনা!

নিচের দিকটা সত্যিই এই উঁচু থেকে বিচিত্র দেখায়। দীপালি শান্ত হলো। উঁচু থেকে সব কিছু এই এমন অদ্ভুত দেখাচ্ছে তো? নিচে সমান্তরালে স্বাভাবিক দেখাবে। আকাশটাও এখানে দমফাটা বিরাট; লাঞ্চের সময় ঐ পথে রোজ সুবিমল আসতো। সেমিরামিসে খেয়ে-দেয়ে তারপর দুজনে নগর দর্শনে বেরুতো। হাতে খরচের পয়সা নেই, তাই চলে যাচ্ছিল সুবিমল। দীপালি এই বুঝতে পারছে। মিসেস সেনদের জ্বালায় ওকে নিজের বাড়িতে আনাতে পারেনি। অবশ্য দীপালি লোকনিন্দার পরোয়া করেও না। তাপসীরা থাকলে এসব ঝামেলা হতোই না। যত ঝামেলার মূল তপুটা। কেন, নতুন কাজ করছো, এখুনি স্বামীর সঙ্গে ট্যুরে যাবার কী দরকার ছিল?

সুবিমল এখন কী করছে, কী ভাবছে কে জানে।

দীপালি কাজে এসে বসল। এসব ভাবলে মন ব্যাকুল হয়।

ঘন নীল-সবুজ নরম কার্পেটে ঢাকা ছোট্ট একটি ঘরে একটিমাত্র সেক্রেটারিয়েট টেবিল। টেবিলের একদিকে সাদা সবুজ করমচা রঙের তিনটে টেলিফোন, অন্যদিকে ইণ্টার-কম। এ পাশের র‍্যাকে বড়ো মাপের একটা গ্রুপ ফটোগ্রাফ। বাচ্চা-শিশুদের ছবি। গায়ে ইস্কুল-পোশাক। পোর্ট সাঈদে এদের ইস্কুল ইনস্‌পেকশনে যাবে বলে দীপালি এ-ছবিটা এখন এখানে রেখেছে। স্কুলটা য়ুনোস্কোর। মধ্যপ্রাচ্যের অনাথ ছেলে-মেয়েদের সংগ্রহ করে করে এই ইস্কুলে ভর্তি করা হয়। ওদের থাকা-খাওয়া সব খরচ য়ুনোস্কোর।

ফটোর পেছনে দেওয়াল-ঘেঁষা রেডিও। টেলিভিশন। শীত-তাপনিয়ন্ত্রিত ঘরে দেওয়ালঘড়ির টিক্‌টিক্ শব্দ ছাড়া অন্য কোনো শব্দ নেই।

লাঞ্চের বিরাম আড়াই ঘণ্টা। মাত্র তিরিশ মিনিট কাটল। দীপালির মনটা ফের চঞ্চল হয়ে উঠছে।

বেরিয়ে এলো বাইরের করিডরে। এরকম চঞ্চলতায় কাজ কী করে করবে।

লাঞ্চের সময়। আপিস এখন যাকে বলে নিঝুম। করিডরের ছুদিকে সারি সারি আপিস ঘর, কনফারেন্স-হল, টেলিপ্রিণ্টার-রুম, পি-বি-এক্স। চাপরাসি বেয়ারা আর্দালিদেরও এখন ছুটি। তবে পালা করে কারু কারু এখন ডিউটি।

'এই যে মিসেস দাশগুপ্ত, এখনো লাঞ্চে বেরুননি ?'

'হ্যাঁ হয়ে এসেছি। আপনি এত দেরিতে যাচ্ছেন ?'

'দেরী হয়ে গেল। শুনেছেন ? ইজরাইল অনেকখানি এগিয়ে এসেছে, ইজিপশিয়েন ফোর্সেস ক্রমশ পিছিয়ে যাচ্ছে ?'

ছু'টি একটি আরো বার্তালাপের পর মিস্টার রোমুলো চলে গেলেন। ভদ্রলোক জাপানী ক্রিশ্চান। দীপালি জানে ওর আমেরিকান স্ত্রী এখন নিচে অপেক্ষা করছে। ছু'জনে এখন একসঙ্গে বাড়িতে যাবে। একসঙ্গে খাবে। ফের আসবে। স্ত্রী কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর।

নিজের কামরায় এসে দীপালি ডিক্টাফোনে খানকতক চিঠি ডিক্টেশন দিল। অতঃপর সামনে রাখা কনফারেন্স মিনিটস্-এ নীল পেন্সিল বুলোতে বুলোতে লম্বা একটা নোট ডিক্টেশন দিল।

লাঞ্চের অবসরে দীপালিকে কেউ টেলিফোন করে না। করলে পি-বি-এক্সের অপারেটর কানেকশান দেবে না। অপারেটারকে টেলিফোনে দীপালি জানিয়ে দিল, সে আপিসে রয়েছে। কেউ ফোন করলে যেন ডেকে দেয়।

একটা নোটসীটে লিখল,—রীসার্চ অফিসর নম্বর ওয়ান। আর্জেণ্ট। বৃটিশ এ্যাম্বেসির ফার্স্ট সেক্রেটারি মিস্টার জর্জ ক্লেকার "ইজিপশিয়েন জোর্নালস" নামের যে বইটা পাঠিয়েছেন

তা থেকে গ্রেসী কারেনিনা এবং দেবযানী চ্যাটার্জি সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য তথ্য বাছাই করে আমাকে সংক্ষেপে জানাবেন।—রীসার্চ অফিসার নম্বর টু। আর্জেণ্ট। অন্যান্য সমস্ত ডকুমেণ্ট চেক করে এবং ন্যাশন্যাল আর্কাইভ্স-এ খোঁজখবর নিয়ে উক্ত মহিলাদ্বয় সম্বন্ধে আমাকে ইতিমধ্যে একটা রিপোর্ট দিন। স্টপ্। পি-এ। সেমিরামিস হোটেল কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে খোঁজ নিন, মঁসিয়ে তুলে চৌধুরী উক্ত হোটেলে সুয়েজখালযুগের কোন্ বছর থেকে কোন্ বছর পর্যন্ত ছিলেন। আর ইতিমধ্যে সুয়েজ-ক্যানেল ন্যাশনালাইজেশন বোর্ডের কাছ থেকে জেনে নিন দেবযানী চ্যাটার্জি ওদের কোম্পানিতে কবে থেকে কোন্ তারিখ অবধি কাজ করেছেন, এবং কোন্ পোস্টে ছিলেন : আর্জেণ্ট।

এরপর দীপালি অন্যান্য রুটিন কাজে ডুবে গেল।

কখন যে পাঁচটা বেজে গেছে টেরও পায়নি। এতক্ষণে পুলিশ আই জি দপ্তরে টেলিফোন করে জানল ওরা এখনো সব থানার রিপোর্ট পায়নি।

ফের দীপালি কাজে মনোনিবেশ করল।

ছ'টা বেজে গেল। আপিসে ছাড়ার সময় হলো, এখনো সুবিমলের পাত্তা নেই।

রীসার্চ অফিসর নম্বর-ওয়ান যা নোট দিয়েছে তাতে দেবযানী আর গ্রেসীর বিষয়ে দীপালির উৎসাহ বেড়ে গেছে। বইটা আনিয়ে নিয়ে দীপালি বাড়িতে এলো।

সাতটায় খোদ আই জি পুলিশ সুবিমলের ঠিকানা জানালেন, সিটাডেল অঞ্চলে ছোটো বোর্ডিংগোছের পেনসন, সুবিমল সেখানে উঠেছে। সেখানে টেলিফোন নেই।

অনতিবিলম্বে দীপালি সে ঠিকানায় এলো। এসে শুনল সুবিমল বেড়াতে গেছে।

আশ্চর্য লোক বাবা!

একটু বাদে ফের আসবে ম্যানেজারকে এই কথা জানিয়ে দীপালি খুপচিমতন বোর্ডিং থেকে পথে বেরিয়ে এলো। পথঘাট অন্ধকার। আজ আলো জ্বলেনি। যুদ্ধ। অন্ধকারে চলল পন্টিয়াক। সিটাডেলের আকাশ-ছোঁয়া মিনারগুলো কীরকম একলা-একলা দেখাচ্ছে। হায় রে, ফ্লেকার আর আগের মতই নেই। ক্লাবে এই মানুষটি দীপালির সঙ্গে ঘোড়ায় রেস দিত। দীপালিকে বুল্‌স-আই হিট্ করতে কে শিখিয়েছিল ? সে এই ফ্লেকার।

একটা তাগড়া ঘোড়া দীপালিকে একদিন পিঠ থেকে ফেলে দিয়েছিল ; দূর থেকে তাই দেখে ঘোড়া ছুটিয়ে এসে ফ্লেকার ওকে তুলে ধরেছিল। স্বাস্থ্যবান সেই ফ্লেকারের আজ ব্রেন খারাপ হয়ে গেছে। মাথা খারাপ হলে মানুষের বাকি রইল কী। কালকে রাতে দীপালির ব্যবহারটা কদর্য হয়ে গেছে। অবশ্য পরে একদিন সব বুঝিয়ে মিটমাট করে নেবে। দীপালির বুঝি ভয়ডর নেই ? ইতিহাসের কোথাকার কে দেবযানী তাকে নিয়ে যত পাগলামী।

দীপালির একদিনের ঘটনা মনে পড়ল। ফ্লেকার ককটেল নিয়ন্ত্রণ দিয়েছিল। ইণ্ডিয়ান এ্যাম্বেসির মিস্টার সেন সস্ত্রীক এসেছিলেন। একসময় সুবিমলকে ফ্লেকার জিজ্ঞেস করেছিল,—হিন্দুধর্মে বিশ্বাস করেন ? সুবিমলের দিকে তখন মিসেস সেন তাকিয়ে ছিল তাই ও আঁটোভাবে জবাব দিয়েছিল,—আমি হিন্দু, এর বেশি কিছু জানি না। তাতে ফ্লেকার প্রশ্ন করেছিল,—জন্মান্তরে বিশ্বাস করেন ? এবার সুবিমল মুচকে হেসেছিল—স্যার, স্বর্গের সঙ্গে আমার কোনো স্বর্গীয় দেনাপাওনা নেই।

আর তোখড় মেয়ে এই মিসেস সেনও। দীপালিরা একদিন রাত্তিরে সেমিরামিসে খেতে বসেছে, বসে দেখে স্বামী-স্ত্রী ওরাও ডাইনিংরুমে। এসে কীরকম গপ্প জুড়ে দিলে। বলে বসল কি না সুবিমলকে চেনা-চেনা লাগছে। সুবিমল আর কী বলবে, স্বভাবমতো চুপ করে ছিল। তখন মিসেস সেন নিজের ধনী

পিতৃকুলের যাবতীয় ধনমানের পরিচয় দিয়ে বলল ওর জন্ম কলম্বোয়। ওর বাবা সেখানে চায়ের ব্যবসাসংক্রান্ত কাজে গিয়েছিল, বছরখানেক সেখানে ছিল। সেখানেই ও জন্মায়। এতক্ষণে সুবিমল একটু মুচকি হেসে বলেছিল, লঙ্কাদ্বীপে ও মাত্র একজনকে চেনে। তাতে মিসেস সেন খুশি হয়েছিল। তখন সুবিমল হাসিমুখে বলেছিল, ও চেনে লঙ্কার আদি রাজা রাবণকে। এই শুনে মিসেস সেনের আহ্লাদে আহ্লাদে কী হাসি। সুবিমল বলেছিল, আগে শুনুন কিভাবে চিনলাম, তারপর হাসবেন। গোটা রামায়ণে যত চরিত্র আছে আমার সবচেয়ে প্রিয় চরিত্র রাজা রাবণ।

কেন? কেন? মিসেস সেন স্তম্ভিত।

এইজন্যে যে, ওঁর মতো এনার্জেটিক ক্যারেক্টার রামায়ণে দ্বিতীয় আর নেই।

কেন, রাম?

রামের এনার্জি ব'লে কোন বস্তু ছিল কি না কবি বাল্মিকি সেটা দেখাননি। রাবণের দশটা মাথা, কুড়িটা হাত; ঐরকম এনার্জির এখন আমাদের প্রয়োজন।

অপরদের সঙ্গেই সুবিমলের যতো মজার মজার কথা। এতে দীপালির মনে কম দুঃখ?

ডক্টর মিত্র আজ সকালে অফিসের কাজে এসেছিল। দীপালি বলতে বাধ্য হল সুবিমলের যাওয়া হয়নি।

সুবিমল এনার্জির কথাটা ওভাবে কেন বলেছিল? ওর উৎসাহের অভাব কোথায়? চলে এমন লম্বা পায়ে গট গট করে যেন বিশ্বের কাউকে পরোয়া করে না। যেন নদীর উপর দিয়ে খালি পায়ে হেঁটে যাবে, আর তাই দেখে নদীও ওকে পথ করে দেবে। চলার এমন ভাব ওর। তবু ভিতরের চঞ্চলতা প্রকাশ করে না। ফেটে পড়তে চায়, অক্ষমতায় পারে না। একজন মানুষ দশজন হয়ে

দেশের মানচিত্র পাল্টাতে চায় এ-কথা ওর কবিতাতেও আছে। একদিন ডক্টর মিত্রকে বলছিল, আমাদের দেশটাকে লুটেরাদের হাত থেকে মুক্ত করতে পারলে ভারত-পাকিস্তান ফের এক হবে।

বিনাকর্মে এদিক-ওদিক ঘোরাঘুরি করে আবার দীপালি এলো নোংরা গলির বোর্ডিংহাউসে। কোত্থেকে যে এমন সব হোটেল খুঁজে বেরও করতে পারে সুবিমল!

ম্যানেজার জানাল মঁসিয়ে চ্যাটার্জি এখনো বেড়িয়ে ফেরেনি। দীপালি অপেক্ষা করল ন'টা অবধি। ম্যানেজার দু-তিনবার গ্লাসে করে বিনাদুধের চা খাইয়েছে। দীপালি কখনো পুরো এক কাপ চা খায় না! এখানে তিন গ্লাস খেয়েছে। দীপালির মুখে চোস্ত আরবী শুনে কৃতজ্ঞতায় যেন গলে গেল ম্যানেজার। এমন কি বন্ধুত্বে নাম-ঠিকানা দেওয়া-নেওয়া পর্যন্ত হল। বললে নেহেরুর মতন মানুষ হয় না; বললে নাসের নেহেরু দিল-দোস্ত, মিশরী-হিন্দী ভাই-ভাই। বললে, শয়তান ইংরেজ জালিম, পাকিস্তান বেঈমান, আমেরিকা খারাপ। এইসব বাতচিতের পর দীপালির খাতিরে কোপ্তা বিরিয়ানি এলো। দীপালি তাও খেল। তখনো সুবিমল বেড়িয়ে ফেরেনি। দশটা বাজতে অন্ধকার গলির হোটেল থেকে দীপালি গাত্রোত্থান করল। যাবার সময় অনুরোধ করল, সুবিমল যেন ঘুণাক্ষরেও ওর এখানে আসার খবর টের না পায়, এবং দীপালি কালকে ফের আসবে।

আলোকহীন রাস্তা। দোকানগুলোর বিজলিবাতিতে কালো কাগজ জড়িয়ে দিয়েছে। কালো রঙ দীপালি দু'চক্ষে দেখতে পারে না।

পার্কে, ময়দানে, রাস্তার মোড়ে মানুষের জটলা। হেডলাইট-নিবানো পন্টিয়াক চলতে লাগল। নিষ্প্রদীপ শেরিফ পাশা স্ট্রীট হয়ে

ময়দানে এলো-ফলাকি হয়ে ; এলো মসীলিপ্ত লিবারেশন স্কোয়ারে। ফোয়ারার সে অফুরন্ত তোড় স্তব্ধ হয়ে গেছে। শুকনো সুঁচালো সেই খেজুরগাছটা কেউ উপড়ে কেন ফেলে না ?

নাইলব্রীজ…নীলনদ…খেয়াঘাট। একুশটা দিন এমন সময় নিত্য সুবিমলের পাশে পাশে থাকত। ওকে হোটেলে পৌঁছে দিয়ে তবে দীপালি বাড়িতে ফিরত। আপিসের কাজে ছাড়া দীপালি সঙ্গে ড্রাইভারকে বড়ো একটা নেয় না। দীপালি মনের মাঝে বুনতে লাগল সুবিমলের সঙ্গে দেখা মাত্র কী বলবে।

সুবিমলের সঙ্গে দেখা হল না, তাতে খামোকা দীপালী মন খারাপ করেনি। ফের যে দেখা হবে তার আশাও কাল ফুরিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ছ্যাখো, কী থেকে কী হল। রাজনীতির মারপ্যাঁচে রাষ্ট্রেরই পরিবর্তন হয় না, সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ মানুষের জীবনেও অনেক পরিবর্তন আসে।

সারা রাত ধরে দীপালি "ইজিপশিয়েন জোর্নলাস" বইটা পড়ছিল বলে আজ ঘুম ভাঙ্গতে দেরি হয়ে গেছে। সকালে উঠে বি. বি. সির খবর শুনে চিন্তিত হল দীপালি। ইজরাইল সেনা-বাহিনী মিশরের ভিতরে পঁচাত্তর মাইল ঢুকে পড়েছে। ও ভেবেছিল বর্ডার কনফ্লিকট। শীগগীরই থেমে যাবে। বলাকওয়া নেই একটা স্বাধীন দেশের ভিতরে ঢুকে পড়া! আর দ্রুতগতিতে পঁচাত্তর মাইল ঢুকে পড়া চাট্টিখানি কথা নয়!

চা খেতে খেতে বিছানায় বসে দীপালি খবরের কাগজ পড়ল। সিকিউরিটি কাউন্সিলে আমেরিকা প্রস্তাব করেছে, পত্রপাঠ ইজরাইল নিজ সীমান্তে ফিরে যাক; অপর কোনো রাষ্ট্র যেন এ যুদ্ধে হস্তক্ষেপ না করে। এই তো প্রস্তাব। এতে কারুকে হেয় করা হল না; যে আক্রমণ করেছে সে যথাস্থানে ফিরে যাক। অপর রাষ্ট্রদের হস্তক্ষেপের পরিণাম বিশ্বযুদ্ধ। অপর রাষ্ট্র বলতে ঈশারাটা

অবশ্য রাশিয়ার দিকে। আমেরিকার যে উদ্ভট রাশাফোবিয়া! দেখতে পাচ্ছে না, ইঙ্গ-ফ্রান্স কী কাণ্ড বাধাচ্ছে।

দীপালি নারগিসের মাকে ডেকে বলল, 'হাসানকে বলো আজ বেশি করে দুধ কিনে আনতে। আর ভালো দেখে চার কিলো খেজুর।'

খবরকাগজের আরেকটু এগুতে খটকা লাগল দীপালির। বৃটেন এবং ফ্রান্সের ইউ. এন. প্রতিনিধিরা আমেরিকার প্রস্তাবের বিরুদ্ধে সবিনয়ে জানিয়েছে, কই ইজরাইল আক্রমণ করেছে বলে তো ওরা এমন কিছু শোনে নি!

বেড়ে গোলমেলে কাণ্ড! একপক্ষ বলছে যুদ্ধ লেগে গেছে, আর সেই যুদ্ধের তাপ দীপালি পাচ্ছে, আর অন্য পক্ষ বলছে যুদ্ধের খবরটা দৃষ্টিভ্রম, ইল্যুশন! বাঃ রে আব্দার।

দীপালির ব্যক্তিগত হাঙ্গামাটা এখনো মিটল না, এও একটা যুদ্ধ দু'জনেতে। একদিকে সুবিমল কিছু ভেবে আমাকে ভুল বুঝছে, অন্যদিকে আমি কিছু ভাবছি। মন খোলসা করে মীমাংসায় বসলে মিটমাট হতে কতক্ষণ।

সুবিমলের কাছে টাকা-পয়সা নেই। দীপালি ভেবেছিল সকালে ওর হোটেলে হামলা করবে, তা না সাতসকালে অপিসের জরুরি মীটিং, জনসনসাহেব হেলিকপ্টারে পৌঁছে গেছেন।

সুতরাং দীপালিকেও তাড়াতাড়ি আপিসে আসতে হল। মীটিঙের পর অন্যান্য ডিরেক্টরদের সঙ্গে মধ্যাহ্নভোজনে বসে শুনল, আমেরিকার প্রস্তাব সরাসরি অগ্রাহ্য করে ইঙ্গ-ফরাসী প্যারাসৈন্য মিশরের উপকূলের দিকে ধেয়ে আসছে। শুধু এই নয় মিশর এবং ইজরাইলকে আল্টিমেটাম দিয়েছে ওরা যেন অবিলম্বে লড়াই থামিয়ে সুয়েজখাল থেকে যে যার দশ মাইল করে দূরে দূরে সরে যায়। অন্যথা বৃটেন-ফ্রান্স সুয়েজখালের তিনটে বন্দর—পোর্টসাঈদ, সুয়েজ, আর ইজমাইল সোজাসুজি দখল করে নেবে!

এ যে শান্তির ঘটকালী করতে এসে মিশরকে জবাই করা।

এত সহজে পেসিমিস্ট হতে নেই। মানুষ শেষ পর্যন্ত সামলে যায়।—জনসনসাহেব বলছিলেন।

জনসনসাহেব পোর্টসাঈদে চলে যাবার পর আপিসের কাজ থেকে ঘণ্টা দুই দীপালি মাথা তুলতে পারেনি। এমন সময় ওর সেক্রেটারি জানালো যে, কে একজন মৌসা কাদের হাতেম ওকে বার কয়েক টেলিফোনে খুঁজেছে।

'মৌসা কাদের হাতেম ?—কে ?'

'উনি বলছেন কোন এক হোটেলের ম্যানেজার। ওখানে টেলিফোন নেই।'

ও হো। দীপালির মনে পড়ে গেল।

'উনি বলেছেন আপনি নাকি ওঁর হোটেলে যাবেন।'

'ঠিক আছে।'

এখন দীপালির বিস্তর কাজ। নইলে এখুনি সুবিমলের হোটেলে যেত। আপিস-ফেরত যাবে।

এদিকে ইউ, এন, ন্যুয়র্ক হেডকোয়ার্টার্স দীপালিদের আপিসে টেলিপ্রিণ্টারে জানিয়েছে, বৃটেন ফ্রান্সের ব্যবহারে আমেরিকা চটে গেছে। তারপর খবর এলো, লণ্ডন-প্যারিস ঘোষণা করেছে সুয়েজ খালকে "রক্ষা করার জন্য" ইঙ্গ-ফরাসী নৌবাহিনী রওনা হয়ে গেছে।

দীপালী স্তম্ভিত।

দেখতে না-দেখতে সাইরেন বেজে উঠল। ঝাঁক ঝাঁক বম্বার এ্যরোপ্লেন আকাশ ছেয়ে ফেলল।

অবাক হয়ে যাচ্ছে দীপালি। আবার কীরকম একটা এড্‌ভেঞ্চার-স্পৃহা ওকে উৎকুণ্ঠিতও হতে দিচ্ছে না।

কাজ করতে যেন আরাম পাচ্ছে। এমন সময় ম্যানেজার হাতেমের টেলিফোন। হুড় হুড় করে মৌসা কাদের বললেন,

মিস্টার চ্যাটার্জি আজই এ-হোটেল ছেড়ে অন্য হোটেলে চলে গেছেন। দীপালির খাতিরে ম্যানেজার সুবিমলের নতুন ঠিকানা সংগ্রহ করেছেন। মঁসিয়ে চ্যাটার্জি এখন পেনসন ইবনবতুতায়। তবে একটা খারাপ খবর আছে।

'কেন কী হয়েছে?'

'ওনার নয়া হোটেলটা বহুৎ ছোটো। হয়েছে কি জানেন, শুনলাম চ্যাটার্জিসাহেব ওনার ওভারকোট বিক্রী করে রাহাখরচ আগাম দিয়েছেন।'

সুবিমলের সঙ্গে দীপালির সম্পর্কটা বোধহয় ম্যানেজার আঁচ করেছে। দীপালি মনে মনে খুশি হয়ে বলল, 'হাতেমসাহেব, টেলিফোন করে বড়ো উপকার করলেন। ওভারকোট উনি কোথায় বিক্রী করেছেন আপনি জানেন?'

'আমাদের এই গলিরই এক দোকানে। দোকানদার আমার জানাশোনা লোক।'

'ওঃ—আচ্ছা বেশ। আমি লোক পাঠাচ্ছি মেহেরবানি করে কোটটা আপনি ছাড়িয়ে নিন্। -অবশ্য দেখবেন চ্যাটার্জিসাব যেন ঘুণাক্ষরেও এসব জানতে না পারেন।'

'তা আর বলতে?--আমি আগেই বলে রেখেছি ওভারকোট যেন বেহাত না হয়।'

চারটে নাগাদ আবার সাইরেন। ফাইল টেবিলে এলো, গেলো।

পাঁচটা। মুখ তুলে নজরে পড়ল হ্যাঙারে ঝোলানো সুবিমলের ওভারকোট। চাপরাশি কখন এনে রেখে গেছে। দীপালির মনটা মুচড়ে উঠল।

বাইরে গুর্গুর্গুর্ প্রচণ্ড আওয়াজ। বম্বার। রেডিওতে বি. বি. সি. স্পেশাল বুলেটিন: ভারতসরকারএ্যাংলো-ফ্রেঞ্চ আর্ল্টিমেটামের প্রধানমন্ত্রী এ্যান্থনি ইডেনকে মিথ্যেবাদী বলেছে।...দীপালির মন কাজে বসছে না...এন. বি. সি. সংবাদদাতা আমেরিকা থেকে

খবর দিচ্ছে, ইডেনের ব্যবহারে প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ার মর্মাহত। দীপালি আপিসের পর সুবিমলের হোটেলে যাবে।... তোমার পালিয়ে বেড়ানোর প্রয়োজন কী...বিদেশে তুমি একা রয়েছো, অর্থবানরাও আজকাল ফরেন এক্সচেঞ্জ পায় না; বিদেশে তোমার হাতে অজস্র টাকা নেই। বিপদে-আপদে উপকারে না লাগলে বন্ধুবান্ধব কী জন্যে?

দূর ছাই এখন ওসব ভাবনা নয়। থার্ড সেক্রেটারি—ইণ্টারকম সুইচ খুলল দীপালি—'হেডকোয়ার্টার্স ন্যুয়র্কে একটা কেব্‌ল পাঠান দেখি—এসটিমেটস্‌ ফর দি কনস্ট্রাকশন অব দি সেকেণ্ড স্কুল হস্টেল বিল্ডিং এ্যাট পোর্টসাঈদ··বি. পি. এন নম্বার সেভেন সিক্স ফাইভ...'

সাড়ে পাঁচটায় জনসনসাহেব পোর্টসাঈদ থেকে রিং দিলেন, 'তোমার কবির খবর কী? ন্যাসি জিজ্ঞেস করছে।'—'ভালো, ওদিকে সল কেমন বুঝছেন?'—'বলা যায় না। নির্ভর করছে সিকিরিটি কাউন্সিলের মেরুদণ্ডের তাক্‌দে। এই তো শুনলাম সাইপ্রাস রেডিও থেকে ভয়েস অব বৃটেন বলছে,—মিশরী ভাইরা' দেশোদ্রোহী নাসেরকে তাড়াও, অন্যথা মৃত্যু সুনিশ্চিত। এসব পাগলামি দীপা, পাগলামি।'

মিশর যখন আল্টিমেটাম অগ্রাহ্য করল তখনো দীপালি আপিসের কাজে ব্যস্ত। 'মিস্টার ব্রাইট্‌ন্, দেবযানী চ্যাটার্জি আর গ্রেসী কারেনিনার সম্পর্কে ইনটারিম রিপোর্টের কদ্দূর?'—এখনো হয়নি, মাদাম। কালকে দিতে পারবো। বোধহয় বিকেলে।' 'কেন সকালটা কী দোষ করল?'—'কাগজপত্র বিস্তর। বাছাই ছাঁটাই করতে টাইম লাগছে।'

ছ'টায় আপিস ছাড়ার সময় দীপালি জানলার পাশে এসে দাঁড়াল। রাস্তায় যদি সুবিমলকে দেখা যায়। আগে সুবিমল এমন সময় নিত্য আসতো। উপর থেকে দেখে দীপালি

নিচে নেমে যেত। শুধু লাঞ্চের আগে সুবিমল উপরে এসে এই ঘরে একটু বসত। দীপালির কাজ শেষ হলে একসঙ্গে দু'জনে বেরুত।

দীপালির মনে আশা জাগল, এখন হয়তো আসবে। হোটেল বদলেছে একটু সস্তার জন্য। আগের হোটেলে থাকা, খাওয়া-দাওয়া বাবদ দৈনিক আধ পাউণ্ড লাগত। পয়সা ফুরিয়ে গেছে। এখানে খরচ আরো কম। বন্ধুত্ব কী জন্যে? আমার বিপদে তুমি দেখবে, তোমার বিপদে আমি আছি। তাছাড়া দেখাদেখির কী? ভালোবাসা মানে তো মনের, অন্তরের ব্যাপার। দেওয়া নয়।

জানালা তো নয় যেন দিল্লীর কুতুবমিনার। ছ'মোহনায় সার সার চলেছে ঘড়ঘড় করে মিলিটারি ট্যাঙ্ক। ফোয়ারটা স্তব্ধ। নাইল-কাফের গোলঘড়িতে ছ'টা পাঁচ। এ্যায়ার ইণ্ডিয়া আপিসে তালা ঝুলছে। ইণ্ডিয়ান কন্সুলেট বন্ধ। পথে অবিশ্রাম জনস্রোত। ওরা এখনো জানে না ওদের ভবিষ্যৎ। হয়তো ফ্লেকার জানতো। নাসেরের সঙ্গে আল্টিমেটামের কথাবার্তা হয়তো ফ্লেকারের হয়েছে। এখন ঘটনার প্যাটার্ন আপনি হতে খুলে যাচ্ছে। একদিন কি দু'দিনের রহস্য। পরে সবই জানা যায়। সব রহস্যই এমনি।

না, এখনো সুবিমল এলো না।

আকাশটা বসন্তকালের রেশমি নীল। একটা-দুটো উড়োজাহাজ উড়ছে আততায়ীর ধরনে। নিচে গিস্‌গিস করছে লোক। জনতায় সুবিমল নেই। জনতার মানুষও নয়। স্পষ্ট করে ও আলাদা। তুলে চৌধুরী যেমন ওর বইয়ে আলাদা দেখায় তেমনি করে সুবিমল আলাদা। তুলে চৌধুরী ছিল চঞ্চল হাসিখুশি। মুখচোখ দেখে বোঝা যায়, সুবিমলও তেমনি হাসিখুশি মানুষ। যখন অন্যদের সঙ্গে কথা বলে তখন কেমন স্মার্ট।

চোখের পাতায় সুবিমলকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে দীপালি। ফ্লেকারের সঙ্গে আলাপ করছিল কেমন উদ্দীপ্তমুখে। স্যান্দির সঙ্গে

কথা বলছিল তখন কেমন ঝকঝকে স্মার্ট। তাপসীর ঘরে কেমন উজ্জ্বল, নির্লোভ। ওর ঝকঝকে মুখে শান্ত স্বভাবের ছাপ ফুটিয়ে রাখে আমার সঙ্গে কথা কইবার সময়।

রাস্তায় যাচ্ছে অনেক ট্যাঙ্ক।

একদিক থেকে দেখতে গেলে সমস্ত ব্যাপারটা হাস্যকর। যেমন বিভ্রান্ত জর্জ ক্লেকার, তেমনি ওর প্রধান-মন্ত্রী ইডেন।

না এখানে এখন আর সুবিমল নিজে থেকে আসবে না। দীপালি অফিস ছাড়ল।

বৃটিশ এ্যাম্বেসির পাশ দিয়ে যেতে যেতে দেখল এ্যাম্বেসির ফটকে বন্দুকধারী প্রহরী। নীলনদে অগুনতি হাউসবোট। বেশ শীত করছে। পায়ে ঠাণ্ডা লাগছে।

পার্লামেণ্ট স্ট্রীটে মোড় নিল পন্টিয়াক। পেনসন ইবনবতুতায় সুবিমলকে মনের চোখে দীপালি এখুনি দেখতে পাচ্ছে। থেকে থেকে অনবরত এই সাইরেনের বেগতিকে সুবিমল কোথাও বেরুয়নি। হয় তো শুয়ে শুয়ে বই পড়ছে।

মুবের পাশা স্ট্রীট ছাড়িয়ে আবাদিন প্রাসাদের চৌমাথা হয়ে দীপালি এলো মৈদানে সইদজেনাব। আকাশ ফুঁড়ে সিটাডেলের ছুঁচলো ছুঁচলো মিনার। পেছনে সাহারার ধূসর মরুপ্রান্ত। দীপালি সমুদ্র দেখেছে অনেক; হিমালয় দেখেছে; অনলস একাগ্রচিত্তের কর্মী ডক্টর মিত্রকে দেখেছে। দীপালি জানে, সমুদ্র পাহাড় আর সাধক, এই ত্রয়ীর অগাধ ক্ষমতা। উপলব্ধি করা সাধারণ মানুষের পক্ষে অসাধ্য।

ডক্টর মিত্র ইম্‌পোটেণ্ট। তাতে সে নিজে আহত। কারু ক্ষতি তো করেন নি কখনো।

দীপালি এলো ইবনবতুতায়। একেবারে ঘিঞ্জি গলির মধ্যে। গাড়ি রেখে এসেছে দূরে।

সুবিমল নেই এখন।

ফিরে দীপালি গাড়িতে এসে বসল। সন্ধ্যা পৌণে সাতটা। রাস্তায় অথই ভিড়। হট্টগোল। আকাশ ফাটিয়ে মাঝে মাঝে বাজছে সতর্ক হয়ে যাবার সাইরেন।

ছোটো ছোটো কাফেগুলোয় গড়গড়া মুখে তরুণ বৃদ্ধ যুবক। কারু কারু মুখের রেখায় চিন্তা, কেউ-বা নিশ্চিন্ত। ভেবে মানুষ আসলে কিছুই করতে পারে না। সুতরাং এক-এক সময় ভাবনাকে ভুলে থাকা হয় তো বুদ্ধিমানের লক্ষণ।

ইবনবতুতা থেকে দীপালি বাড়িতে এসে দেখল অখতার এসেছে। মুখে পাইপ। 'কতক্ষণ এসেছ?'

'বেশ কিছুক্ষণ। এত দেরি করলে?'

'এই একটু এদিকে কাজ ছিল। তোমাদের ওখানে সুবিমল গিয়েছিল?'

'তোমাদের বলিহারি। ছোকরার খোঁজে তপু আমাকে এখানে পাঠাল।'

'পা নামাও দেখি? ওটা পাদান নয়, কফি টেবিল।'

গলার আঁটো নেকটাই ঢিলে করতে করতে অখতার উঠে দাঁড়াল। 'কী ব্যাপার। ছোকরা এভাবে হারিয়ে গেল?'

'হারায়নি।'

'ওঃ তাই বলো—আচ্ছা—।' অখতার আবার আগের মতন কফি টেবিলে পা তুলে বসল। 'শ্রীমতীর তাহলে অভিসারে যাওয়া হয়েছিল।'

দীপালি নারগিসের মাকে ডেকে বলল, 'তোমার জামাইয়ের এখানে চাকরি হয়ে গেছে। আসছে ১৫ই থেকে চাকরি। ওর কাছে চিঠি গেছে।'

স্নিগ্ধতায় ভরা এক মুখ হাসি নিয়ে নারগিসের মা সংবাদটা শুনল। যেন ও জানে দীপালি যা বলে তা করে ছাড়ে।

অখতার বলল, 'তপুর লেটেস্ট হুকুম, তোমাকে এখুনি ধরে নিয়ে যেতে হবে। প্রয়োজন হলে বেঁধেও।'

'কেন, আজ তোমার কোন পার্টি-ফার্টি নেই? তোমাদের পাকিস্তানী পার্টি মানেই তো কোথাও খিচুড়ি পাকিয়ে তুলছো।'

'আজ আমার ছুটি। নাও ওঠো দেখি, চলো।'

'আমার একটু কাজ আছে।'

'তপুর হুকুম দ্বিতীয়বার শোনাচ্ছি। টু আওয়ার হোম। এবং ওখান থেকে কালকে আপিস করবে।'

'বললাম আমার কাজ—'

'কাজ-ফাজের নাথিং ডুয়িং।' অখতার পা নামিয়ে বসল। 'আজ বড্ড হয়রানি গেছে দীপা। বার বার এরা এখানে তাগাদা দিচ্ছে অ্যাল্টিমেটামের রিঅ্যাক্শন জানাতে, অথচ আমাদের করাচি মুখে তালাচাবি দিয়ে গ্যাঁট হয়ে বসে আছে।' উঠল অখতার। 'এসো চলো।'

'বললাম না কাজ আছে।'

'দূতকে কটূক্তি?'

একসঙ্গে ভয়ঙ্করভাবে বম্বারের গুর্গুর্গুর্গুর্, সঙ্গে সঙ্গে সাইরেনের গোঁঙানী। অখতার উঠে ব্যালকনিতে এলো। দীপালিও। সন্ধ্যানীল আকাশে বম্বারগুলো সাহারার দিকে যাচ্ছে। অনেকক্ষণ, যেন একযুগ ওদিকে চেয়ে থেকে দীপালি বলল, 'ঠিক বুঝতে পারছি না, ওরাও পাগলামি করবে? ইংল্যাণ্ড ফ্রান্স?'

দূরে কোন চেনা কণ্ঠে হাসির মতন অল ক্লীয়ার সাইরেন।

'দাদা তুমি আগে এসব জানতে?'

'দূর দূর, তল্পিবাহকদের কেউ কিছু বলে?—আসল খবরটা সবাই চেপে যায়।' অখতার ব্যালকনির ডেকচেয়ারে বসল। 'যাই হোক, কোনো একটা স্ট্রং বস্তু আনো দেখি, বেশ স্ট্রং।'

'এই এখুনি তোমার মুখে পাঁচমিশেলি গন্ধ পাচ্ছিলাম।'

দীপালি দুটো গ্লাস হাতে ব্যালকনিতে এসে নিঃশব্দে অখতারের পাশে বসল।

অখতার লম্বা চুমুকে গ্লাসটা খালি করে আবার ভেতর থেকে ভরে নিয়ে এলো। আরাম করে বসল। তারপর রেলিঙে পায়ের জুতো গলিয়ে বসল, 'আমি তো ভাবি এই যুদ্ধটা লাগুক হিন্দুস্থান পাকিস্তানে, তাহলে বছর ঘুরতে ঘুরতে দুটো দেশের জোচ্চোরদের দেশপ্রেমের মুখোস খুলে যাবে। তখন তুমি দেখবে কী হয়।'

'মাত্রাটা বেশি হয়েছে।'

'রেখে দাও তোমার মাত্রা। ঢাল নেই তলোয়ার নেই সর্দার হয়ে বসে আছে যত সব লোফার। দেখবে মুখোস খোলামাত্র অরাজকতার মধ্যে জনতা ওদের ছিঁড়ে খাবে। অভুক্ত, নেংটি কুকুরের মতো জনতা—'

'চুপ্, বাজে বকে না।'

'নির্লজ্জ লীডারগুলোর—'

'যাতে আমাদের একরত্তি হাত নেই সে-বিষয়ে ঘরে বসে আমাদের আলোচনা করাটাও তে বাবুয়ানির নির্লজ্জতা।'

'বাড়িতে এসব আলোচনা চলবে না। ছোটো বোনের কাছেও আমি অচল। শুধু ককটেলে বসে বসে পোলিটিক্যাল লীডার্সদের দালালি আর হিন্দুস্থানের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করবো? চমৎকার জীবন।'

'ককটেল থেকে সোজা বুঝি আসছো?'

একটুক্ষণ গোঁজ হয়ে থেকে তারপর অখতার বদলানো গলায় বলল, 'আই নেভার গেট ড্রাঙ্ক য়ু নো। তোমার এখানে বসে ভাবছিলাম কী, শুনবে? ভাবছিলাম আজ পর্যন্ত যে ক'জন সিনিয়র ডিপ্লোম্যাট দেখলাম তাদের সকলের চাইতে ব্রিলিঅ্যাণ্ট আর স্মার্ট হল গিয়ে জর্জ ক্লেকার। ওর আর্গুমেণ্টগুলো দুধারা ছুরির মত তীক্ষ্ণ। দেখেছো এই সর্বনাশা টেনশন্ কী করে

দিয়েছে ? হয় ওর প্রাইম মিনিস্টার ওর মাথা গুলিয়ে দিয়েছে, নয় ক্লেকারের রিপোর্ট প্রাইম মিনিস্টার ইডেনকে উন্মাদ করে দিয়েছে। শেষটাই বোধহয় ঠিক। ওদের এমবেসেডার উচ্চাঙ্গের একটি হাঁদারাম, জাস্ট সাইফার। এই অ্যাটমবোমার যুগে আল্টিমেটাম, রিফ্যুসাল—এসব ভাবতে মাথা বিগড়ে যায় না ?'

'আমি যা বুঝি, খুব সম্ভব ওরা মানুষের ভালো চায়। ভালো করারই সদিচ্ছা, অথচ দশবিশরকমের প্যাঁচে পড়ে হয়ে ওঠে উল্টোটা। তখন শিব গড়তে বাঁদর।'

'সেইজন্যেই তো আমি বলি, লাগুক একবার দেশে গৃহযুদ্ধ। তাহলে যারা পর্দার পেছনে বসে পুতুলদের নাচায় সেই ফেরেব্বাজ-দেব একবার দেখে নেওয়া যাবে—'

'ব্যস্ ব্যস্ আর নয়, এসব কথা থাক দাদা।'

অখতার পুনরায় গ্লাস ভরে আনল, ডবল। 'আমাদের লেটেস্ট অ্যাটাকের স্ট্র্যাটেজি শুনবে ?'

'না আমি শুনবো না।'

'তা কেন শুনবে, নেহেরুর চ্যালা যে।'

'ঐ নেহেরু আছেন বলেই আমাদের তবু সুনাম।'

'সুনামটা রইল কোথায় ? যুদ্ধের ভয়ে পালিয়ে গেল না তোমাদের এখানকার এ্যাম্বেসেডার ? প্রত্যেক ক্রাইসিস থেকে ওরা পালিয়ে যায় না ?'

'পালিয়ে যায় না। যায় কাজে। পালানোর কথাটা তোমাদের প্রোপাগ্যাণ্ডা।'

সন্ধ্যা নয় যেন অনেক রাত। অথচ মাত্র পৌণে আটটা। অখতার বিষণ্ণভাবে বললে, 'এই নির্লজ্জতা। কোথায় মুখ লুকোবো ? কাকেই-বা বলবো,—এই তুমি নির্লজ্জ ? কোনো বিশ্বযুদ্ধে যত লোক মরেনি তার চাইতেও বহুগুণ লোক আমরা বৃথা খুন করেছি দেশ পার্টিশনের সঙ্গে সঙ্গে। মা বোনেদের রেপ করেছি। গান্ধীর

দেশে, সি আর দাসের দেশে, বিবেকানন্দের দেশে নেতা এখন কে? না যত সব ভুঁইফোড়ের দল।'

'একটু চুপ করো তো!'

'ওরকম করলে আর আসবো না।'

'বাঙালের রাগ ষোলোআনা।' হেসে ফেলল দীপালি। 'চড়া কথা, শক্ত কথায় কোনো কাজ হয়?'

অখতার গুম হয়ে বসে রইল। কপালে আঙ্গুল ঘষতে লাগল, যেন আঙ্গুল দিয়ে ঘসে ঘসে দুটো দেশের সীমারেখা মুছে ফেলে আবার নতুন করে মানচিত্র বানাতে চায়।

এই অখতার নেহেরু বলতে একদিন পাগল ছিল। এখন নেহেরুকে দু'চক্ষে দেখতে পারে না। ওর শোবার ঘরে সুভাষ বোসের ছবি, রবীন্দ্রনাথের ছবি, বিবেকানন্দের ছবি, আবদুল গফ্‌ফারের ছবি। ও বলে ওর পাকিস্তানের সব মন্ত্রীগুলো লুচ্চা জোচ্চোর খুনে।

'মনে পড়ে দীপা? আমরা ভাইবোন মিলে লুকিয়ে লুকিয়ে বোঁদলেয়ার পড়তুম?—তখন ছিলুম অবুঝ। পরে ওসব বুঝলাম। পরশু রাত থেকে খালি-খালি সেই কবিতাটা মনে পড়ছে,—"তোমার দেশ?—জানি না কোন্ দ্রাঘিমায় তার অবস্থান।"

দীপালি অস্পষ্টভাবে শুনল, "ইজিপশিয়েন জার্নালস"-এর পাতা উড়িয়ে উড়িয়ে নীলনদ থেকে যেন তুলে চৌধুরীর কথা ভেসে আসছে,—সব দেশ আমার, যেখানে আমি থাকি সেটাই আমার দেশ।

সমস্ত শরীর দিয়ে ফুরফুর করে হেসে দীপালি অখতারের হাঁটুতে কপাল রাখল। 'তারপর?—আমি ভালোবাসি মেঘ··· চলিষ্ণু মেঘ···উঁচুতে···ঐ উঁচুতে···আমি ভালোবাসি আশ্চর্য মেঘদল!' মুখ তুলে হাসতে হাসতে বলল, 'আমার হাতের টিপ দেখবে? বুলস্-আই শট্?' বলে দীপালি উঠে দাঁড়াল। অখতারের

হাত থেকে গ্লাশটা নিয়ে সজোরে ছুঁড়ে ফেলে দিল রাস্তার ঠিক ডাস্টবিনের ভিতরে; অন্য গ্লাশটাও প্রথমটিকে অনুসরণ করল বেগে। 'চলো, এসো। আমার কোনো কাজ নেই। সত্যি কোনো কাজ নেই, দাদা।'

দীপালি চটপট আপিসের পোর্টফোলিও গুছিয়ে নিয়ে দুটো-একটা কাপড়জামা একটা এ্যাটাসি-কেসে ভরে বলল, 'সিটাডেল হয়ে চলো, কেমন?'

'সে যে ঘুর হবে।'

'তা একটু হোক।'

ঘুরতি পথে সুবিমল যেখানে থাকে সে রাস্তার মোড়ে এসে দীপালি গাড়ি রাখতে বলল।

নেমে গলির অন্ধকারে গেল।

তখুনি ফিরেও এলো। 'চলো।'

গাড়ি চলল সিটাডেলের লাগা সাহারার কিনার দিয়ে। 'মুখটা যে বড়ো ভার মনে হচ্ছে', ঠোঁট টিপে হাসছে অখতার।

'সাহেবের খোঁজে গেছলুম।'

'সে তো জানি। তাই বলে মুখটা অমন করতে হবে? ছোকরা এমন পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে কেন?'

'অমন ছোকরা-ছোকরা বলবে না।'

'বলবো হাজারবার। যে কাঠমোল্লা আমার বৌকে অনর্থক ক্ষেপিয়ে দেয়, বোনকে মিছি মিছি ভাবায় তাকে পুজো করবো?'

'আচ্ছা দাদা—?'

'কিছু বলতে হবে না সব জানি। কিন্তু এদিকে শুনি ডক্টর মিত্র তোমাকে অর্ঘ্য দিচ্ছেন?'

'দোষটা কার?'

'ষাট্-ষাট্। দোষ তোমার কেন, দোষ আমার।'

'ঠাট্টা করছো?'

'আর জার্নালিস্ট মশাই ম্যাক্সস্পেণ্ডার? ও তো মন্দিরের ছাড়পত্র পেয়ে গেছে।'

দীপালির মুখে ক্ষণকাল কোনো জবাব জোগাল না। তারপর আনতমুখে বললে, 'ম্যাক্স সম্বন্ধে তুমি কতখানি শুনেছ আমি জানিনে।'

'যতখানি তুমি জানিয়েছো।'

'কখনো বলেছি ওকে ভালোবাসি?'

অখতার গাড়ির গতি বাড়িয়ে দিল।

'হ্যাঁ, দীপালির ওকে ভালো লাগে। ভালোলাগা লুকোবে কোন্ দুঃখে। আফটার অল সঙ্গীর প্রয়োজন কার না হয়। দীপালি অতখানি অতিমানব নয়। রাস্তাটা অন্ধকার, তবু দীপালি টের পেল অখতার মুচকে মুচকে হাসছে। 'তুমি যাই ভাবো না কেন আমার প্রাণ এত খেলো নয় যে যেখানে-সেখানে বিলিয়ে দেব।'

'মাসিমা বেঁচে থাকলে তোমার এই ভালো না বেসে ভালো-লাগা বরদাস্ত করত?'

'আমি বুঝি এখনো নাবালিকা?'

'ষাট্ ষাট্।'

প্রলোভনে না পড়া পর্যন্ত যৌনশুচিতার বড়াই শুধু হামবাগ্‌রাই করে। এই অতিসত্য কথাটা অখতার ভাবল কি না কে জানে।

'লেকিন দীপা আমার জিজ্ঞাস্য, এ ছোকরা এভাবে মিছিমিছি পালিয়ে বেড়াচ্ছে কেন?'

'বার বার মানা করছি না ছোকরা বলবে না?'

'হুঁ। তবে কী বলবো শুনি?'

অখতারের পা মাড়িয়ে দিয়ে দীপালি এ্যাকসিলেটারে চাপ দিল জোরে।

'এই অ্যাক্‌সিডেণ্ট হবে, কী হচ্ছে?'

'হোক অ্যাক্সিডেন্ট! অ্যাক্সিডেন্টকে ভয়?' দীপালির খুব ইচ্ছে হচ্ছে দুষ্টুমি করতে, সেই বালিকা-বয়সে যেমন করত।

পরের দিন সকালে তাপসী চায়ের পেয়ালা হাতে দীপালিকে ডাকল—

'নে ওঠ রে!'

'একটু পরে।' দীপালি বাসি বিছানায় উপুর হয়ে শুয়ে রইল।

'সাড়ে সাতটা বেজে গেছে কিন্তু।'

'বাজুকগে।'

'আপিস নেই?'

গায়ের লেপটা সড়াৎ করে ফেলে দিয়ে দীপালি ধড়মড়িয়ে উঠে বসল। নিল চা। উপরি উপরি দু-তিনটে চুমুক দিয়ে পায়ে স্লীপার পরল। মাথার খোলা চুলে গিঁট বাঁধল! ফের বিছানায় আসনপিঁড়ি করে বসে চা খেতে লাগল। তাপসীও সবে উঠেছে। ওর গায়ে পুজো পুজো গন্ধ। এই গন্ধটা দীপালির ভালো লাগে।

'কী রকম জামা তোর রে—এই বুঝি শোবার জামায় লেটেস্ট ফ্যাশন? বুকের বোতাম-টোতাম কিছুই নেই দেখছি।'

'চায়ে যে তুমি কী দাও বেশ স্বাদ লাগে। বাব্বা সারা রাত যা কাণ্ড!'

সারা রাত্তির কেউই ঠিকমতো ঘুমোতে পারেনি। রাত্তিরভর যেন এটমবোমা ফেলার মহড়া গেছে। সদর রাস্তায় ভারি ভারি ট্যাঙ্ক চলাচলের বিরামহীন ঘড়ঘড়ানি, আকাশে সর্বক্ষণ সাইরেনের গোঁঙামি। আর এখন সব থমথমে নিঝুম। সাড়ে ছ'টায় আল্টিমেটামের নির্ধারিত সময় উতরে গেছে। বাইরের বুক কাঁপানো শোরগোলের মধ্যে ভিতরে শান্ত হয়ে দীপালি তুলে চৌধুরীর জার্নালস পড়ে শেষ করেছে। ঝরঝরে চলন্ত ভাষায় এমন বই পড়তে পড়তে তুলে দেবযানী প্রেসী আদিব কলভিন সকলে থেকে

থেকে জীবন্ত হয়ে উঠছিল ; ওরা সকলেই যেন দীপালির পাশে বসে কথা বলছিল। হ্যাঁ, বই বটে একখানি। পড়ে আরাম। বলে না বেশি, মনের মধ্যে সেঁধিয়ে দেয় ভাবনা। ওদের চলন-বলন হাসি সব এখনো দীপালির চোখের পাতায় ভাসছে। বইটা পড়বার সময় অক্ষর ফুঁড়ে ফুঁড়ে যেন বেরুচ্ছিল ওদের কণ্ঠস্বর চাউনি ভাবভঙ্গি ইশারা, এমন কি দেহগন্ধ পর্যন্ত। আর কলভিন লোকটার জন্যে সত্যি বলতে কী দীপালির মমতা লাগল। ওর অতৃপ্ত আত্মা যদি জর্জ ফ্লেকারকে ভর করে থাকে তাহলে ওর কষ্ট নিশ্চয়ই। আর বলতেই হয় আশ্চর্য মনোবল ছিল দেবযানীর। জমিদারঘরের কমবয়েসী শিক্ষিতা স্ত্রী। বুড়ো স্বামীর চিতায় সকলে মিলে ওকে সতী করছিল, তার আগে মেয়েটা পালিয়ে গিয়ে বিলেত যাবার জাহাজে উঠেছিল। জাহাজে একটা গোড়া সেপাই ওকে এডেন বন্দরে নামিয়ে নিয়ে আরব এক শেইখের কাছে নগদ দামে বিক্রি করে দেয়। তারপর এ দেশ, সে মুলুক। পাশবিক অত্যাচারে জর্জরিত সেই দেবযানী বোবা হয়ে গেল। শিক্ষিতা মার্জিতা বাঙালি বোবা মেয়েটাকে কায়রোর হাটবাজারে দেখল তুলে চৌধুরী। এখন যেমন ভাবে বকরি ছাগল বিক্রী করে, তেমনি করে তখন এ-মুল্লুকে ক্রীতদাসবিক্রি করত স্লেভ মার্কেটে। সেই মেয়েকে তুলে চৌধুরী ভালোবাসল, পুনর্জীবিত করল। আর সেই মেয়ে আজ ইতিহাসের পাতায় উঠে গেছে। ওর অন্তরঙ্গ বন্ধু গ্রেসীও এক মধুর চরিত্র। সকলে মিলে ওরা ছিল এই মিশরে।

এই সব ভাবতে ভাবতে দীপালি নেয়ে-টেয়ে আপিসের জন্য তৈরী হয়ে প্রাতঃরাশে এলো। অখতার এতক্ষণ ওর এ্যাম্বেসির লোকেদের সঙ্গে কী সব ফাইলটাইল দেখছিল। সেও এসে বসল। আকাশে আবার শুরু হয়েছে সাইরেনের গোঙানি খট্ খট্ খট্ খট্ এ্যান্টি-এ্যায়ারক্রাফ্‌ট গানের আওয়াজ। বাইরের বাগান থেকে

ঘরময় ভেসে আসছে অখতারের নিজ হাতে লাগানো নাগকেশর ফুলের সুগন্ধ।

তাপসী জিজ্ঞেস করল, 'ওরা সব মুখ গোমড়া করে কী অতো বলছিল?'

কিচ্ছু না। যতো সব মাথা খারাপ ব্যাপার।'

দীপালি রুটির স্লাইসে মাখন মাখাতে মাখাতে হাসল, দেবযানী ভালোবাসতো এই নাগকেশর ফুল।

অখতার চা খেতে খেতে বললে, 'যুদ্ধটুদ্ধ বড়ো করে লাগলে আমরা হাইড্রোজেন বোমায় খতম নাও হয়ে যেতে পারি। তবে চারদিকের দৃশ্য দেখে সুইসাইড করাটা অসম্ভব নয়।'

'আর যাই করি, সুইসাইড প্যাক্টে আমি নেইকো।' দীপালি রুটি স্লাইস এগিয়ে দিল। 'আই লাভ এভরি মিনিট অব মাই লাইফ।'

'সুইসাইড প্যাক্টে তুমি না থাকলেও তোমার প্রিয় বন্ধু ইতি মধ্যেই সুইসাইড করতে গিয়েছিল।'

দীপালির হৃদ্‌পিণ্ড একদম স্তব্ধ হয়ে গেল ; তাপসীর হাত থেকে চায়ের পেয়ালা পড়ে গিয়ে মুখের আকৃতি বদলে গেল ; অখতার তাড়াতাড়ি বলল, 'তোমরা যে কী, আমি সুবিমলের কথা বলছি? জর্জ ক্লেকার—জর্জ কালকে রাত্তিরে সুইসাইড করতে গিয়েছিল। ডাক্তার বলছে ও উন্মাদ হয়ে গেছে।'

দীপালির বুকটা এখনো টনটন করছে। নিশ্বাস নিতে কষ্ট হল। অখতার হাসতে হাসতে উঠে এসে পেছন থেকে দীপালির দুগালে হাত রেখে আদর করল, 'পাগলী কোথাকার, সেই আমাদের আগের মতন পাগলি রোশনাই।'

এই মাত্র আচমকা দীপালির জগতটা অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল। এখন সামলে নিয়ে টের পেল ক্লেকার পাগল হয়ে গেল ; তাতে ওর বুকে ধাক্কাধাক্কি লাগল না। এতে ওরা আশ্চর্য হল। এমনিতে

একটা অচেনা পাখির গায়ে আঁচড় লাগলেও কষ্ট পায়। ফ্লেকার বন্ধু মানুষ। স্নায়ুপীড়ন সামলাতে পারল না? সেদিনকার রাত্রির ইতিবৃত্তটা দীপালি চেপে গেছে; ভেবেছিল পরের ঝঞ্ঝাট সাত কান না করা উচিত। আর এতো দেরিতে এখন ওসব কোথা থেকে শুরু করবে দীপালি। থাক এখন। দীপালি কফিতে চুমুক দিয়ে দম নিয়ে ম্লান হাসল।

তাপসীর মুখ লাল। পাগ্‌লি ও নয় অখতার! পাগল তুমি। ফ্লেকার তোমারও বন্ধু কম ছিল না। খবরটা অমন ভাবে দিতে হয়?'

অপরাধীর স্বরে অখতার বললে, এই গোলামেরই বা মাথার কোন ঠিক আছে! কাল বিকেল থেকে ফ্লেকারের ঐ অবস্থা। সেই থেকে চুপ করে থেকে আমিও দম ফেটে মরছিলুম।'

'যাক আর ঝগড়া নয়,' দীপালি জজসাহেবের মতন মীমাংসা করে দিল। মমির মতন চোখ বুঁজে বসে ওদেরও হাসাতে চেষ্টা করল। এটা ওর ছোটো বেলাকার ট্রিক। তারপর ফের হাসি মুখে রুটিতে মাখন লাগাতে লাগাতে বলল, 'ফ্লেকারের মস্তিষ্ক বিগড়েছিল তা আমি আগে থেকেই জানতাম।'

'এসব ছেড়ে এবার বলো দেখি সুবিমলের ব্যাপার কী? তোমার ব্যাপার নয় বুঝলাম। কিন্তু ক্যাবলাটার মতলবখানা কী?'

'তা আমি কী করে জানবো?'

'তাহলে প্রথমকর্ম, ওকে ধরে আনা যাক। কী বলো? সাহস নেই ছোকরার। ক্যাবলা কোথাকার!'

আঙ্গুলে লেগে যাওয়া মাখন চাটতে চাটতে দীপালির ওষ্ঠাধরে হাসি খেলে গেল। বলল, 'তোমার মতন ডানপিটে প্রেমিক-সাহস সকলের নাও থাকতে পারে। তাই বলে তারা ক্যাবলা? হুঁ?'

'তুমিও কিছু ডানপেটা কম ছিলে না। বলিনে বলে। বলে দেব ?'

'আহা, বলতে যেন কিছু বাকি রেখেছ!'

জানো তপু, ও কী ভীষণ ডেপো মেয়ে? তখন আমরা ঢাকায়। ও থাকে দিল্লিতে কাকিমার কাছে। আমি কি জানি ওর অতসব ব্যাপার, দিল্লিতে বেড়াতে গেছি। দেখি দীপু গায়েব, গেছে জয়পুর। কী ব্যাপার। না কলেজের এক সর্দার প্রফেসরের এক মুঠো দাঁড়ি গোঁফ ছিঁড়ে নিয়ে দে পিঠ্‌টান!'

তাপসী বললে, 'যতসব পুরোনো কাসুন্দি।'

তাহলে ব্র্যাণ্ড নিউ একটা ছাড়ি ?—বলবো দীপু ?'

দীপালি সাড়া দিল না। ওর মনে হল দেবযানীও বোধহয় দস্যি মেয়ে ছিল, নইলে অতবড় দেশ থাকতে সোজা বিলেতে কেন পাড়ি দিয়েছিল ?

'ও চুপ থাক্, তুমি শোনো তপু। ও পালিয়ে গিয়েছিল একবার ওর আর্ট-টীচার—যে ভদ্রলোক ওকে পেইনটিং শেখাত তার সঙ্গে।'

'কদ্দূর পালিয়েছিল ?' মিটি মিটি হাসল তাপসী।

'নয়া দিল্লি রেলস্টেশন অব্দি।—শেষ অবধি উজবুক ছেলেটা একা একা পালাল।—কী জন্যে জান ? এ—হেঁ—!'

দীপালি থপাস্ করে একতাল মাখন মাখানো রুটির স্লাইস অখতারের মুখে ছুঁড়ে দিয়ে খিল খিল করে হাসছে। ঘটনাটা মিথ্যে নয়।

স্কেকারের দুরবস্থা ভুলবার প্রয়াসে হাসি ঠাট্টায় প্রাতরাশের পর দীপালিকে ওর আপিসে পৌঁছে দিয়ে অখতার গেল ওর এ্যাম্বেসিতে, তাপসী ওর বাংলা শেখানোর ক্লাসে। ওরা বলে গেল বিকেলে সুবিমলকে নিয়ে দীপালি যেন ওদের বাড়ি যায়।

মিশরে য়ুনোস্কোর নানাবিধ প্রোজেক্ট। য়ুনোস্কো-চালিত কয়েকটি ইস্কুল-কলেজও এখানে আছে। পোর্টসাঈদে আছে একটি রেসি-

ডেনশিয়েল ইস্কুল। যে-সব ছেলে-মেয়েদের কেউ কোথাও নেই তাদের জন্য সেই-ইস্কুলটা। এটা দীপালির বড়ো প্রিয় প্রতিষ্ঠান। ওর রীসার্চের কাজের পর এই ইস্কুলসংক্রান্ত বিষয়ে দীপালি কয়েকটি চিঠিপত্র টেলিগ্রাম ডিক্টেশন দিয়ে যখন রেডিও খুলল তখন বৃটিশ অধিকৃত সাইপ্রাস দ্বীপ থেকে আরবী ভাষায় ঘোষণা করছিল,—কায়রোবাসী, যারা এ্যায়ারপোর্টের ধারে-পাশে থাকো, বা যারা সিটাডেল অঞ্চলে থাকো তারা দূরে সরে যাও নতুবা কমবক্ত নাসের-এর পাপকর্ম বাবদ তোমাদের মৃত্যু অনিবার্য।

সিটাডেল অঞ্চলে থাকে সুবিমল।

যুদ্ধ ঘোষণা না করে যুদ্ধ? অবাক হলো দীপালি। গ্রুপ ফটোটা দেখতে লাগল। অনাথ ছেলে-মেয়েদের ফটো। এদিকে জানলার বাইরে থেকে আওয়াজ আসছে, লেফ্‌ট রাইট, লেফ্‌ট রাইট, রাইট লেই্‌ট। পদাতিক সৈন্য। দূরে কোথাও বোমার উলম্ফনের আওয়াজ। অদূরে খট্‌ খট্‌ খট্‌...

গোটা বিশ্ব ধিক্কার দিচ্ছে তবু বৃটেন আর ফ্রান্সের হুঁশ নেই।

পোর্টসাঈদ রেসিডেনসিয়েল ইস্কুল-ইন্‌সপেকশন হবে তার ব্যবস্থা-ট্যাবস্থা যখন হলো তখন প্রায় লাঞ্চ টাইম। সেই সময় ন্যাশন্যাল আরকাইভস্‌ থেকে জানতে চাইল, রীসার্চ সম্পর্কে দীপালিরা যে সব রেকর্ড চেয়ে পাঠিয়েছে সেগুলোর আসল পাঠান সম্ভব নয়, নকল পাঠাবে?

রীসার্চের এদের তেমন ট্রেনিং নেই। দীপালি বলল, 'নথিপত্র আপনাদের সম্পত্তি। আমাদের শুধু কপি হলেই চলবে।—আর শুনুন? আপনাদের রেকর্ডে ম্যাদময়জেল দেবযানীর লেখা কিছু প্রবন্ধ আছে। মিশরী এবং ভারতীয় নারীদের সম্পর্কে তুলনামূলক আলোচনা।'

'আপনি কোন্‌ ইনডেক্স দেখে বলছেন?'

'আপনাদের ইনডেক্স।' দীপালির হাসি পেল। এ যে ছাগল

দিয়ে ধান মাড়ানো। এ কথাটা অথতারের ফেবারিট। ও বলে কি পাকিস্তান কি হিন্দুস্থান সরকারি দপ্তরে সর্বত্র ছুঁচোর কেত্তন।

'ঠিক আছে মাদাম।'

'আমি দুজন লোক পাঠাচ্ছি তাঁরাই কপি করে নেবেন। আর ঐ সঙ্গে মঁসিয়ে তুলে চৌধুরীর রচনাগুলোরও কপি পাঠিয়ে দেবেন।'

দুপুরের খেতে যাবার আগে দীপালি ওরবী মৈদানে এলো। এখানে আপিসের কিছু কাজ সেরে যাবে সুবিমলের ওখানে।

রাস্তায় ঠেলাঠেলি ভিড়। অনবরত গোঁ গোঁ গোঁঙাচ্ছে সাইরেন। অযথা কোথাও অস্বাভাবিক উত্তেজনা নেই। সবই যেন গা-সওয়া ব্যাপার। ভবিতব্যের জন্য তৈরি হয়ে নিয়েছে। সড়কের মোড়ে মোড় রেডিওর লাউড-স্পীকার সেঁটে দিয়েছে। বেচারা ফ্রেকার টেনশন সামলাতে পারল না, তবে ও ফের স্বাভাবিক হয়ে যাবে।

পথে আপিসের কাজ সারতে মিনিট কয়েক লাগল। তারপর দীপালি যে ট্যাক্সিতে এসেছিল সে ট্যাক্সিটাকে ডক্টর লিউবেকের ক্লিনিকের ফুটপাথে দাঁড় করিয়ে পথ পার হয়ে ওরবী-স্ট্যাচুতে এলো। বুকস্টলে। এটা সেটা ম্যাগাজিন নিয়ে খুলে খুলে দেখতে লাগল। আমেরিকান টাইম লাইফ নিয়ে নিচুমুখে হ্যাণ্ডব্যাগ থেকে দাম বের করে দিল। মুখ তুলে খুচরো ফেরত নেবার সময় বুকটা সুখে ছলাৎ করে উঠল। মাত্র দশ-পনের গজ দূরে স্ট্যাচুর ছায়ায় দাঁড়িয়ে দৈনিক ইজিপশিয়েন গেজেটের পাতা উল্টোচ্ছে সুবিমল। কেমন যেন মনে হল সুবিমলকে। দেখে চোখ ফিরিয়ে নিয়েছে। প্রথনে ধাঁধাঁ লাগল; সুবিমলের মুখটা কামানো নয়; তাইতে ওকে আগের চাইতে বেশি সুশ্রী দেখাচ্ছে; বুঝি আরো খানিক ঢ্যাঙ্গা হয়ে গেছে। এইটুকু ভেবেছে কি না ভেবেছ নিজের অজান্তে দীপালি আধাআধি এগিয়ে গিয়েছিল, তৎক্ষণাৎ থেমে গিয়ে ভাবল

সুবিমল এগিয়ে আসবে। এই ভেবে সুবিমলের কাগজে ফিরিয়ে নেওয়া চোখের দিকে তাকিয়ে থাকল। ফালি ফালি রোদ্দুর পড়ছে সুবিমলের না-কামানো গালে। গুর্‌গুর্‌গুর্‌ শব্দ করে আকাশে ঘুরপাক খেতে খেতে দু-দুটো বম্বার গেল একেবারে নিচু দিয়ে যেন বাড়িগুলোর ছাত ছুঁয়ে।

'এই যে, আপনি এখানে?'

'তুমি এই দেখলে?' দীপালি কাছে এলো।

সুবিমল যেন কেমন কাঠ হয়ে গেল। কানের গোড়া লাল। অবাক হলো, না কাঠ হলো কে জানে। দীপালি বলল, 'চলো যাই।'

'কোথায়?'

'কানে যাচ্ছে না কী বলছি?'

'ভাবছি কার কথা শুনবো, আকাশে সাইরেন। ফুটপাথেও।' সুবিমল ধীরেসুস্থে কাগজটাক ভাঁজ করে স্টলের স্ট্যাণ্ডে রেখে দিল। রেখে বলল, 'যুদ্ধটা হুড়ুম করে এসে গেল। না?' ওর মুখে মৃদু হাসিটা আবছা ধরণের।

'ওসব কথার বিস্তর সময় আছে। চলো তোমার জিনিস-পত্তর নিয়ে আসি—এসো।'

'আমি যেখানে আছি ভালোই আছি।'

'রাস্তায় দাঁড়িয়ে শুধু ঝগড়া করবে?'

আমি তো ঝগড়া করছি না।'

'এখাতে নয়, ঐ মোড়ে গিয়ে আমরা ঝগড়া করি, ঐ ফুটপাথে।' উজ্জ্বল হাসল দীপালি।

দীপালি ভেবেছিল সুবিমলকে নিয়ে এখন বেগ পেতে হবে। তা নয় ও দীপালির সঙ্গে সঙ্গে এলো। মোম্বাসা সিনেমার ধারে দীপালির ট্যাক্সি। ট্রাম-বাস চলাচল কখন বন্ধ হয়ে গেছে। রাস্তায় আসতে আসতে দীপালি বলল, 'এখনো আমি খাইনি। আর

জানো তো, খিদে পেলে আমি কথা কইতে পারি না। খেয়ে-দেয়ে কোমর বেঁধে কোঁদল করবো?'

'সেই কখন আমার খাওয়া-দাওয়া হয়ে গেছে।'

দীপালি খিল খিল করে সমস্ত দেহ-মনে হেসে ফেলল; হাসতে হাসতে স্থান কাল ভুলে দু'হাতে সুবিমলের একটা কনুই চেপে ধরল, 'তুমি কিচ্ছু বোঝো না। কিচ্ছু বোঝো না।' পলকে সাইরেনের গোঙানি, জনতার ছুটোছুটি, সুবিমল এই ছিল এই নেই।

দীপালির মুখের হাসি শুকিয়ে গেল মুখে, শরীরটা গেল নিবে।

কাজের অফুরন্ত চাপে দেখতে দেখতে বিকেল ছ'টা পেরিয়ে গেল। দীপালি মাথা তুলবার অবসর পায়নি। আকাশে বাতাসে বাজছে যুদ্ধের দামামা।

সুবিমল তখন হাত ছাড়িয়ে অমনভাব ছিটকে চলে যাবার পর দুপুরে দীপালির খাওয়া হয়নি। প্রথম ধাক্কায় মনটা পুড়ে গিয়েছিল। মনে হয়েছিল সুবিমল ইচ্ছে করেই অমন ভাবে চলে গেছে। নিজের উচ্ছ্বাসের আতিশয্যে দীপালি নিজেই তখন লজ্জিত। ছ'টা নাগাদ নিত্যকার মতন জানালায় কনুই ভর দিয়ে দাঁড়াল। সুবিমল এখন আসবেই আসবে। আজকে দীপালি সন্ধ্যের সময় ফ্রী নয়, তবু সুবিমল এলে যেখানে কাজ সেখান যাবে না। আসবেই আসবে সুবিমল। সাইরেনের ভয়ে ভীত মানুষের ভিড়েও ছিটকে গেছে, এখন আসবে।

এই উঁচু থেকে তাকালে যেন বিশ্বসংসারটা চোখের উপর দুলে ওঠে। বোধহয় এই দুলে ওঠার মাদকতায় দীপালি এখানে নিত্য দাঁড়ায়।

সোয়া ছ'টা। সুবিমল খুব ভালো করে জানে ছ'টার পর দীপালি আফিসে থাকে না, কোনো দিনও না।

দীপালি টেবিলে এলো। এই সপ্তাহে। পোর্টসাঈদ টুর। হ্যাঁ, ওর এখন বাইরে চলে যাওয়া নিতান্তই দরকার। স্বাভাবিক সময় হলে এখনও ও ছুটি নিয়ে চলে যেত।

ফের জানালায় এলো দীপালি।।

আরক্তিম পশ্চিম দিগন্ত। নীলনদে চিকচিক করছে অস্তগামী সূর্যের ইন্দ্রজাল। পাখিরা বাসায় ফিরে আসছে। ফোয়ারাটা স্তব্ধ।

শুকনো, ছুঁচলো খেজুরগাছে একটিও পাখি নেই।

হাওয়ায় উড়ছে ইস্তেহার। বিজ্ঞাপনের কুচোকুচো টুকরো।

আপিস বাড়িটা খাড়া তর তর উঠেছে আকাশের নীলনীল মাঝখানে। এ রাস্তাটা প্রাচীন আমলের। সুলেমান পাশা স্ট্রীটও হালের নয়। দেবযানীর সময়কার।

অন্ধকার হয়ে আসা ঝমঝমে জনাকীর্ণ ছ'মোহনায় কতরকমের ছবি।

জীবনের পটেও কত ছবি।

শান্ত আকাশের চিত্রপটেও অবিরাম ঘুরছে মুছছে ছবি আর ছবি। নিচে জনতা চলেছে ছায়া ছায়া।

দীপালির কেমন যেন বুকটা শুকিয়ে যাচ্ছে। গলা বুজে যাচ্ছে। আগে এখানে দাঁড়ালে কত মজার কথা মনে পড়ত। খালি পেটে শরীরটাও আজ ম্যাজ ম্যাজ করছে। এক বেলা না খেলে গা গুলোয়।

নাইল-কাফের ঘড়িতে সাতটা বেজেছে।

দীপালি আদিব ইশাকের বাড়ি যাবে। এতক্ষণ এখানে সুবিমলের জন্য অপেক্ষা করছিল। না, সকালেও ভেবেছিল সুবিমল না হলে জীবনটা আর চলবে না। এই তো দিব্বি চলে যাচ্ছে। সুবিমল ছাড়াও দীপালির হাজারটা কাজ আছে।

তাছাড়া সে প্রশ্নও এখন আর নেই।

আদিব ইশাক ছিলেন দেবযানীদের বন্ধু, তুলে চৌধুরী নাইল-কাফেতে বসে একটু একটু করে লিখেছে ওর বই। এই নাইল কাফেতে এসেছেন স্বামী বিবেকানন্দ, নেতাজী সুভাষ বোস, আরো কত নামী নামী ভারতীয় কে জানে।

তু'জন কোথাকার মানুষ কোথায় এসে পড়েছিল এই কায়রোতে। তারপর মিশর গেল বৃটিশের কবলে। কলভিন ছিল যত অশান্তির মূল।

মনটা খিচড়ে গেছে। কে যেন হৃদ্‌পিণ্ডটা শুকিয়ে চিপসে করে দিয়েছ। তুপুরবেলায় দীপালি নিজেকে অপমানিত ভেবেছিল। প্রবঞ্চিত ভেবেছিল। তুইয়ের কোনো ভাবই এখন নেই। ফুল হয় না শুকনো গাছে।

কোথাকার তুটো মানুষ নিয়তির ফেরে কোন্ দূর বিদেশে ফের এসেও পড়েছিল; ফের সেই যুদ্ধও বেঁধে গেল। তবে এ যাত্রা নিষ্ফলা।

অপরিহার্য কেউ নয়। হ্যাঁ, ভালোবেসেছিল দীপালি প্রাণ ভরে।

কী স্বার্থপর দীপালি!

হ্যাঁ, নিশ্চয়ই স্বার্থপর। স্বার্থপর কে নয়। প্রাণভরে ও সত্যিই ভালোবেসেছিল।—প্রাণ দিয়ে? প্রাণটাকে উজাড় করে ঢেলে দিয়ে ভালোবাসা।

কেউ যখন বলে, আমি তোমায় প্রাণ দিয়ে ভালোবাসি তার মর্ম সে বোঝে?

মৌসা কাদের হাতেম আজ বিকেলে যখন সুবিমলের বিক্রি-করে-দেওয়া রিস্টওয়াচটা আপিসে এসে দীপালিকে দিয়ে গেল, কই দীপালির প্রাণ তো কাঁদেনি?

তবে কি রেখে-ঢেকে ভালোবাসা? সমস্ত কিছু বিলিয়ে দিয়ে আপন সত্তাকে উৎসর্গ করে ভালোবাসায় এক হতে চাওয়া নয়?

না, দীপালি এ সব ভাববে না। এসব কারু ভাববার বিষয় নয়।

আপিস থেকে দীপালি তুলে স্ট্রীটে জুবেদার বাড়িতে এলো। জুবেদা গেছে পোর্ট সাঈদ এলাকায় ওয়াইদগাঁও য়ুনোস্কো হসপিট্যাল। দীপালি ওর দাদু আদিব ইশাকের লাইব্রেরিতে এলো।

মাথার চুলগুলো জনসনসাহেবের মতন অত সাদা নয়। সাদায় ব্রাউনে মেশানো। গঠনটা এখনো মজবুত। চোখে পুরু কাচের চশমা। কথা খুব কম বলেন।

'বোসো, বোসো,—আরে কে আছিস, চা আন।' চশমা পরলেন আদিব ইশাক।

'দাদু, এতবার এখানে আমি আসি, কই কখনো তো বলেননি আপনি তুলে চৌধুরীর বন্ধু?'

'আরেকটু জোরে বলো, মা।—চেয়ারটা বরং একটু এগিয়ে আনো।'

সরে এসে দীপালি জিজ্ঞেস করল, 'তুলে চৌধুরী দেবযানী এঁদের সঙ্গে আপনার বুঝি খুব দোস্তানা ছিল?'

'দোস্তানা কী বলছো? আমরা এক সঙ্গে উঠতাম বসতাম। শয়তান ইংরেজ সব খতম করে দিল।—আবার ছাখো ফের এসেছে।'

'কই এসব কথা তো কখনো আমায় বলেননি?'

'খোদা হাফিজ! বলিনি?—আরেকটু কাছে এসো। ব্যস—হ্যাঁ ঠিক আছে, ঐ ছাখো দেওয়ালের ঐ পেইন্টিং। তোমার মতন শাড়ি পরা দেবযানী,—ঐ ছাখো গ্রেসী—আর ঐ যে ঐ? ও হলো গিয়ে তুলে চৌধুরী।'

তুলে স্ট্রীটে আদিব ইশাকের লাইব্রেরীতে বসে সেকালের কাহিনী শুনতে শুনতে দীপালি আবিষ্টপ্রায় হয়ে গিয়েছিল। অবশ্য ওর পক্ষে এতে নতুনত্ব নেই; যে কোনো সিরিয়াস বিষয়ে গবেষণা-কালে দীপালি বিষয়বস্তুতে অতি দ্রুত একাত্ম হয়ে যায়। সবাই জানে এটা ওর স্বভাবে এসে দাঁড়িয়েছে, আর একমাত্র এইকারণেই

ও ইস্কুলের নিচু ক্লাস থেকে পরীক্ষায় পর পর প্রথম হয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে ; আপিসেও একই ব্যাপার, তিন-তিনটে পরীক্ষায় দশ-বিশজনকে পেছনে ফেলে ও এগিয়ে এসেছে। তবেই না আজ ও সিনিয়র ডিরেক্টর। আর এত্ত অল্প বয়সে।

এ সবই ঠিক, কিন্তু সুলেমান পাশা স্ট্রীট হয়ে তাপসীদের বাড়িতে আজকে থাকবার উদ্দেশ্যে যেতে যেতে ওর প্রাণে ব্যথা বাজল মনে হল আদিব ইশাকের ওখানে ওর আবিষ্টতা অন্য ধরণের ছিল। বুকে ব্যথাটা পাচ্ছিল সেখানে। ব্যথাটা হুবহু সেই রকমের যেমন অনেক দিন পরে বিবাহিতা নারীর হয়, বইয়ের ভাঁজে লুকিয়ে-রাখা কিশোরসুলভ কোনো ভুলে যাওয়া প্রেমপত্র পড়ে।

দীপালির বুকটা শূন্যতায় হু-হু করতে লাগল। নইলে এই চলতি পথে ও ওর গবেষণার বিষয় ভাবত। কত নতুন তথ্য পেল, অথচ মগজে যেন কেউ ছিপি এঁটে দিয়েছে।

আচ্ছা ধরে নেওয়া যাক, দীপালি বিশ্ববিখ্যাত জর্মন মনোবিজ্ঞানী ডক্টর লিউবিকের ক্লিনিকে গেল। গিয়ে তাঁকে ওর এই বিশ্রী সন্দেহটা খুলে বলল। তাহলে দিব্বি গোল চুকে যায়।

কিন্তু,—কী করেই বা শ্রুতিকটু বিতিকিচ্ছিরি এই সন্দেহটা ডাক্তারের কাছে প্রকাশ করবে ? ও তো আর আমেরিকার মেয়ে নয় যে চোখকান বুজে ফট করে মনোবিজ্ঞানীকে ওর এই জঘন্য কথা বলতে পারবে।

কিন্তু কেন ? যা বিশ্বের কেউ পারে তা দীপালি কেন পারবে না ? দীপালি মানুষ নয় ?

দীপালি গাড়ি ঘোরালো। বৃটিশ এ্যামবেসির রাস্তা দিয়ে তাপসীর বাড়ি যাবে।

ফিরে লিবারেশন স্কোয়ারে এসে দেখল বৃটিশ এ্যাম্বেসি পথে রাশিয়ান ট্যাঙ্কে ট্যাঙ্কে ছেয়ে গেছে। ও পথ বন্ধ। দীপালি একটা দোকান থেকে টেলিফোনে তাপসীকে দু-তরফা বাধা পাওয়ার

কথা বুঝিয়ে বলে বাড়িতে চলে এল। নার্গিসের মা ফ্ল্যাটের দরজা-জানলার শার্সিতে গাঢ় নীল কাগজের আবরণ লাগিয়েছে। যাতে বাইরে থেকে ভেতরের আলো দেখা না যায়। ওর বুদ্ধি আছে, দীপালি কালোরঙ সইতে পারে না।

গা-টা ধুয়ে দীপালি রেডিওর লেটেস্ট খবর শুনল। ইউনাইটেড নেশনস্-এর সেক্রেটারি-জেনারেল ডাগ হামারশোলড্ ঈঙ্গ-ফরাসীর পাগলামিতে বিরক্ত হয়ে এখুনি চাকরিতে ইস্তফা দেবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন; ইউ. এন-এ, তর্কবিতর্কের মধ্যে অমন যে মাথা ঠাণ্ডা ফরাসী প্রতিনিধি তিনিও অজ্ঞান হয়ে মেঝেতে পড়ে গেছেন; ওদিকে লণ্ডনে ক্রমাগত জনতার চাপে পড়ে ইডেন সাহেবও গদি থেকে পড়োপড়ো অবস্থা; বৃটেন এবং ফ্রান্সের বিপক্ষে জওহরলাল নেহেরু তীব্রভাষায় কটূক্তি করেছেন; পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী এখনো বৃটেনের ধামা ধরে রয়েছেন।

উৎপীড়িত যুদ্ধ স্নায়ু বিকারের তাড়নায় চারিদিকে যা-তা অসম্ভব কাণ্ড ঘটছে। দীপালি খেতে বসছে এমন সময় খবর পেল সিটাডেল অঞ্চলে নাকি সত্যিই বম্বিং শুরু হয়ে গেছে!

তক্ষুণি দীপালি সিটাডেল থানায় টেলিফোন করল। থানাদার বলল, খবরটা ভুল।

এ. আর. পি কণ্ট্রোলরুমে টেলিফোন করে দীপালি থানাদারের কথা কনফার্ম করে নিল।

গুজবের দায়ে টেকা মুশকিল!

খেয়ে উঠে তবু দীপালি ওর ড্রাইভারকে পাঠাল। দেখে আসুক সিটাডেলে বম্বিংটম্বিং কিছু হয়েছে কিনা।

এবার রীসার্চের নথিপত্র নিয়ে ওর আপিসঘরে এসে বসল।

দেখতে দেখতে রাত দুটো। ড্রাইভার ফেরেনি। বারকয়েক ঘরবার করে শেষটায় দীপালি ব্যালকনিতে এসে দাঁড়াল।

ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে থেকে দীপালির মনে হল ও নিজে নয়

অন্য কেউ দাঁড়িয়ে রয়েছে। অন্য কেউ আগেকার দীপালি, আর অতীতের সেই দীপালি বর্তমান দীপালিতে মিলেমিশে একাকার হয়ে যাচ্ছে।

সত্যি তেমন হলে বেশ হয়।

দীপালি ঘরে এসে সিটাডেল থানায় ফের টেলিফোন করল, এ. আর. পি. হেডকোয়ারটার্স।

সিটাডেল অক্ষত, দু'জায়গা থেকে একই উত্তর।

এবার শোবারঘরে এসে দীপালি লেপমুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ল।

জেগে উঠল সাইরেনের বীভৎস আওয়াজ শুনে। বাতি জ্বালিয়ে দেখল সকাল ছ'টা। রোজরোজ প্রতিটি দিন ওর কাছে যেমন নতুনভাবে আসে যেন এই শুরু হলো জীবন, নিয়মচ্যুত দিনে আজও তেমনি খুশিখুশি মনে জেগে শুয়ে রইল চোখ খুলে।

উঠে দেখল গাড়ি এখনো ফেরেনি। সোয়া সাতটায় ড্রাইভার এলো উদ্‌ভ্রান্তের মতো।

'কী, কী হয়েছে?'

'সিটাডেলে বোমা পড়েনি।'

'তবে?'

'আমার দাদা আর নেই।'

ড্রাইভারের বড়ো ভাই রেডিও স্টেশনে নোকরি করত। সেখানে বম্বিং হয়েছে।

এই তো যুদ্ধ!

নিজের গায়ে আঁচ না লাগলে তাপ লাগে না। কেমন যেন দীপালির মনে হল আজ যেন একটা আঘাত পাবার জন্য ও ভিতরে ভিতরে প্রস্তুত।

দীপালি কী বলে শোফারকে সান্ত্বনা দেবে জানে না। ও যখন রাত্তিরে ঘুমিয়েছিল তখন কায়রো আলেকজান্দ্রিয়া সুয়েজ

পোর্টসাঈদ এইসব শহরে আকাশ থেকে নেমেছে ঝাঁকঝাঁক মৃত্যু!

দীপালি আপিসে এসে সমস্ত মন দিয়ে কাজে লেগে গেছে। এই দুর্যোগে আজ আবার ডক্টর মিত্রের ক্যারাভানে ডিনার। ডক্টর মিত্রের দৈনিক প্রোগ্রামে কোনো ব্যতিক্রম কখনো ঘটে না, কি ঝড় কি বৃষ্টি। কাজ দিয়ে যেন পৃথিবী আবিষ্কার করতে চায়।

ডক্টর মিত্রের নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান দীপালি কখনো করে না। সুব্রত মিত্রের কেউ কোথাও নেই যে। না, কথাটা তেমন নয়। দীপালি ওর বন্ধু।

সকালের দিকে এক সময় টেলিফোনের ডাক শুনে দীপালি রিসিভার তুলল, 'এডুকেশন ডিরেক্টর, য়ুনোস্কো বলছি।'

'গুডমর্নিং মাদাম। আমি অল্-গুম্‌রিহ অখবারের ম্যানেজিং ডিরেক্টর বলছি।—কর্নেল ওরবী আমলের যা সব রেকর্ড আমাদের এখানে আছে সে সব আপনাদের কাজে লাগবে কি না বুঝতে পারছি না।'

'কী কী আছে বলুন।'

'মঁসিয়ো তুলে চৌধুরীর সময় আমাদের কাগজ ছেপে বেরুতো না। তবে প্যারিসে "লা-ফ্রান্সা" অখবারের তখনকার প্রায় সব ফাইল আমাদের কিতাবঘরে মজুদ। তাতে ওদের করেসপনডেণ্ট মঁসিয়ে চৌধুরীর সব ডেসপ্যাচ আছে দেখলাম। এই অখবারে ম্যাদময়জেল দেবযানী, গ্রেসী, ওঁদের প্রবন্ধও লেখা আছে। পাঠাবো আপনাকে?'

ধন্যবাদ জানিয়ে দীপালি টেলিফোন রেখে দিল। কাজ এখন শুরু হয়ে গেছে। এ রীসার্চ পুরোদমে চলতে থাকবে। আদিব

ইশাক কালকে তুলে চৌধুরীর লেখা আরেকটা বই দিয়েছেন। পার্সোনাল মেময়র্স— ব্যক্তিগত স্মৃতি। আগে দীপালি জেনেছিল তুলে চৌধুরী ১৮৮২-র যুদ্ধে মারা গেছে। আর এই বই প্রকাশনার তারিখ ১লা নভেম্বর, ১৮৮৯। তুলে চৌধুরী যুদ্ধে মারা যাবার খবরটা জর্জক্লেকার ভুল দিয়েছিল। ও ভেবেছিল তুলে যুদ্ধে মারা গেছে। আসলে ঐ যুদ্ধের শেষে ডান হয়ে, কেনিয়া হয়ে মোম্বাসা থেকে তুলে ভারতবর্ষে চলে যায়। সঙ্গে ছিল দেবযানী।

আপিসে আজ কাজের খুব চাপ। কাল থেকে মিস্টার রোমূলো আপিসের ইন্-চার্জ হয়ে গেছে। তবে সে জরুরি সব বিষয়ে দীপালির পরামর্শ নিচ্ছে। এতে দীপালির নিজ কর্মের ক্ষতি।

কর্মরত দীপালির মনের উপর ভাসতে থাকল, তুলে চৌধুরীর যুগটা ছিল কর্মীদের যুগ। ক্রাউডের নয়। ইতিহাসের সে সময়টাকে ক্রাউডে ঘেরাও করে ফেলেনি। জনতা নয়, তখন প্রাধান্য ছিল ব্যক্তিত্বের। ওদিকে ভারতবর্ষে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র। এদিকে টলস্টয়, শোপেনহাওয়ার, ভ্যান গখ।

বেলা একটা পর্যন্ত দীপালি মাথা তুলতে পারল না। একটু বাদে তাড়াতাড়িতে য়ুনোস্কো কাফটেরিয়াতে কুইক-লাঞ্চ সেরে এলো।

ইতিমধ্যে ডক্টর মিত্র ফোন করেছিল ডিনারে যেন সুবিমলকে নিয়ে যায়। দীপালি বলে দিয়েছে একা যাবে।

আপিসে কত রকম-বেরকমের যে ফাইল তার অন্ত নেই। তার মধ্যে আবার রুটিন কাজের ঝামেলা তো রয়েছেই!

মিস্টার রোমূলো দীপালির ঘরে কাজ নিয়ে এলো, গেল। রুটিন কাজের সময় দীপালি রেডিওর খবরও শুনে নিচ্ছে। ইউ-নাইটেড নেশন্স-এর ডিবেট রীলে দীপালি খানিকটা শুনল। ইতি-মধ্যে বৃটিশ পার্লামেন্টে তুমুল হট্টগোল বেধে গেছে, তারও রীলে

আসছে বি. বি. সি'তে। মিস্টার ইডেনের পদত্যাগের দাবী উঠেছে। কথা কাটাকাটির মধ্যে ফাঁস হয়ে গেছে ইংল্যাণ্ড আর ফ্রান্সের ষড়যন্ত্রের পরিণামে নাকি যুদ্ধটা লেগেছে।

বাইরে সাইরেন বাজছে গোঁ-ওঁ-ওঁ-ওঁ। কোথায় দূরে বাজছে এ্যান্টি এ্যায়ারক্রাফ্ট গানের ক্যাট্-ক্যাট্-ক্যাট্-ক্যাট্...

ছ'টার সময় দীপালি নিচে রাস্তায় নামল। সুবিমলের জন্যে আপিসের পর আজ অপেক্ষা করল না। মৌসা কাদের হাতেম আজও এসেছিল। সুবিমল একজোড়া নতুন স্যুট কবাড়িওলার কাছে বিক্রি করে গেছে। সেই কবাড়িওলা মৌসা কাদেরকে না বলে সেটা নিয়ে ইতিমধ্যে বাণিজ্য করে ফেলেছে। এখন মৌসা কাদের তলে তলে খোঁজ নিয়ে জেনেছে এই স্যুট বিক্রির টাকাটা সুবিমল নাকি য়ুনিভার্সিটি ছাত্রদের যুদ্ধ ফণ্ডে চাঁদা দিয়েছে। হোটেলে এসে "হিন্দি-ভাই"-এর কাছে ছাত্ররা চাঁদা চেয়েছিল, তাতে সুবিমল কোটপ্যাণ্ট বিক্রি করে যে দু'পাউণ্ড পেয়েছে; সেই টাকা দিয়ে দিয়েছে। মৌসা কাদের এই সব বলে গেল।

কোনোদিন সুযোগ পেলে দীপালি মৌসা কাদের-এর প্রীতির ঋণশোধ করবে। এদেশের বেশির ভাগ লোক এইরকম সাদাসিধে। পরের উপকার করতে এগিয়ে আসে, অন্যের কষ্টটাও মনের চোখে ধরে ফেলে।

আপিস-ফেরতা দীপালি এখন যাচ্ছে সিটাডেল অঞ্চলে। সুবিমলের খোঁজে নয়। তুলে চৌধুরীর শেষের বইটায় পড়েছে মধ্যে-মধ্যে সিটাডেল-এর একটা গলিতে দেবযানীর সঙ্গে গিয়ে ওরা ফুলুরি খেত। তেলে-ভাজা ফুলুরি। দীপালি সেই দোকানটা দেখবে এখনো আছে কি না। তাই দেখে তবে যাবে ডক্টর মিত্রের ক্যারাভানে।

সত্যি, তুলে চৌধুরীর যুগটা ছিল ব্যক্তিত্বের। বাঙলাদেশের শেষ ব্যক্তি ছিলেন নেতাজী। এই তো সেদিন অখতার বলছিল

শানওয়াজের মুখে ও শুনেছে, সুভাষ বোস তখন বর্মায়। প্লেনে কোথায় যেন রওনা হচ্ছিলেন ; শানওয়াজকে একটা ব্যক্তিগত থলি দিয়েছিলেন। দিয়ে বলেছিলেন সেটা যেন সযত্নে রাখা হয়। ওতে ওঁর সব সম্পত্তি। প্লেন চলে গেলে শানওয়াজ টের পেল থলিটা হাল্কা। নেতাজির কাপড়চোপড়েরও তেমন প্রয়োজন নেই? শানওয়াজ বাগটা খুলে দেখল, ইয়া খোদা হাফিজ। তেমন কিছু নেই। খালি একটি গীতা, আর রুদ্রাক্ষমালা! মুসলমান শা-নওয়াজের মাথা নত হয়ে গেল।

নীলনদের কিনার কিনার ব্রিটিশ এ্যাম্বেসির ধার দিয়ে চলল পন্টিয়াক। ক্লেকার উন্মাদ হয়ে গেল ; ইডেনের অবস্থাও তথৈবচ। ভুলের সময় এমনি খারাপ হয়েছিল কলভিনের অবস্থা।

সিটাডেল।

গাড়ি থেকে নেমে দীপালি আলিবাবা নামের ফুলুরির দোকানটা কয়েকজনের কাছে উল্লেখ করল। কিন্তু কেউ সঠিক চিনল না।

এমনিভাবে জিজ্ঞেস করতে করতে গোলাপীরঙের দাড়িওয়ালা এক বৃদ্ধ দোকানটার হদিশ দিলেন। আলিবাবা নয়, এখন তার নাম গুলফরাজ। সেখানে এখন ফুলুরি নয়, শুধু মাছ-ভাজা বিক্রি হয়।

খোঁজ পেয়ে দীপালি সেখানে এলো। গলিটা সুবিমলের হোটেলের গা-লাগা গলি। একবারটি যাবে নাকি ওখানে?

না যাবে না। দীপালির আত্মসম্মান নেই?

একটা নোংরা গলির মধ্যে দীপালি গুলফরাজ আবিষ্কার করল। গলিতে দোকানের সামনে যেমন উপচানো ভিড় তেমনি ওর লণ্ঠন-জ্বালা ভিতরেও। খদ্দেররা রাস্তায় দাঁড়িয়ে ঠোঙা হাতে মচমচে মাছ ভাজা খাচ্ছে। দীপালিরও প্রবল ইচ্ছা করল লাইনে দাঁড়িয়ে পড়ে। কিন্তু ভিড় বলে দোকানটা দেখতে লাগল—আ-রে!

'এই যে দীপালিদেবী, আপনি এখানে?'

উজ্জ্বলমুখে সুবিমল! পরনে সেই প্রথমদিনকার কাঁচা আমলকি রঙের স্যুট। সুবিমল দোকানের ভেতরে ছিল। দীপালি অবাক হয়ে দেখতে লাগল। সুবিমল হেসে হেসে বলছে, ওর সঙ্গে সবে এদেশীয় একজন লেখকের পরিচয় হয়েছে। তিনি ইংরেজি জানেন। কলেজে বটানি পড়ান। তাঁকে সুবিমল গুলওয়াজে ভাজামাছ খাওয়াতে এনেছে।এখানকার ভাজা পোনামাছ বিখ্যাত। দাম দু-আনা একপ্লেট। সঙ্গে দুটো কানকো-ভাজা ফ্রী দেয়। 'আসবেন ভেতরে? জায়গা আছে।'

'এখন আমি নেমনতন্নে যাচ্ছি।'

'এই গলিতে?'

'না, সড়কে।'

'তাহলে এখানে?'

'এমনি, একটা কাজে এসেছিলাম।'

'কাজ হয়েছে?'

দীপালি মাথা হেলাল।

সুবিমল গাড়ি পর্যন্ত এসে বলল, 'কালকে আপনার আপিসের ওদিকে একবার আমি আসতে পারি।'

'কখন?'

'ছ'টায়। পাঁচটায় ও অঞ্চলে এই প্রফেসরের বাড়িতে আমার চায়ের নেমনতন্ন।'

চট করে দীপালির স্তিমিত ভাবটা কেটে গিয়ে মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। 'এখন একবারটি তোমার ঘরে আসতে পারবে? এক মিনিট?'

'দাঁড়ান, ভদ্রলোককে বলে আসি।'

সুবিমলের আসার আগেই দীপালি পাশের গলিতে ইবন্‌বতুতা হোটেলের দোরগড়ায় পৌঁছে গেছে। ও এলে সুবিমলের আগে আগে ওর ঘরে ঢুকে পড়ল। 'কালকে তুমি তপুদের ওখানে রাত্তিরে

খাবে।—আর আমার তো দিনমানে এক মিনিটও ফুরসত নেই, তাই বলছি পরশু ভোরবেলায় আমার ওখানে তোমার স্রেফ এক কাপ চায়ের নেমনতন্ন রইল।'

এই বলে হকচকিত সুবিমলের সুটকেসটা এক হাতে তুলে নিয়ে তাড়াতাড়ি দীপালি গাড়ির স্টীয়ারিঙে এসে বসল। স্টার্ট দিয়ে গিয়ার পাল্টে বেরিয়ে গেল সোজা।

ছাড়িয়ে এলো সিটাডেল দুর্গ। বাঁদিকে নীলনদ। এসে গেল লিবারেশন স্কোয়ার। ক্যাবারে বার নাইট ক্লাব সব রোজকার মতো খোলা। নাইল ব্রিজের এপারে বড়ো বড়ো মোটরগাড়ি বিছানাপত্তর বোঝাই করে চলে যাচ্ছে গ্রামের নিরাপত্তায়। বাঁদিকে সাহারা, ডানদিকে নীলনদ। চার তারিখে পোর্টসাঈদ টূর। মানে তশুর্ যেতে হবে পোর্ট্সাঈদ। বাজছে গোঁ-ওঁ-ওঁ-ওঁ সাইরেন। রাস্তাটা মিলিটারিরা ব্লক করে দিয়েছে। গাড়ি ব্যাক করে অন্য ব্রিজ দিয়ে ঘুরে এসে দীপালি ঝাঁ করে বেরিয়ে এলো সাহারায়।

চলল সোজা রেস দিয়ে। ঐ যে ঐ তো পিরামিড।

ঝড়ের বেগে ছুটল পন্টিয়াক। আকাশে ঝুলে রয়েছে প্রকাণ্ড একটা সোনালি থালা। থালাটা সামনে দীপালির সঙ্গে সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলেছে। নিরন্ধ্র নিস্তব্ধতায় মোটরের এঞ্জিন নয় যেন বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সব সুখ তারা পেয়ে এক সঙ্গে এক করে ক্রমাগত বেজে চলেছে আকাশ বাতাসে। গাড়ির স্পীড আর দীপালির হৃদ্‌পিণ্ডের গতি এক হয়ে গেছে। ঘূর্ণির মতো বাতাসে ওর মনে হচ্ছে ওর গায়ের চামড়া বুঝি ওকে ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছে।

যেখানে এসে ইলেকট্রিকের আলো দেখবে ভেবেছিল নেই সেখানে কোনো আলো। বদলে রয়েছে আগুনের পাক খাওয়া ধোঁয়ার কুণ্ডলি গপ্‌ গপ্‌।—এ কী হলো ?

মিলিটারি লোকে লোকারণ্য, ফায়ার ব্রিগেড।

রেস দিল দীপালি ষাট সত্তর আশি। এসে যা দেখল তাতে ওর ব্রেনের মধ্যে পটাং করে কী যেন ছিঁড়ে গেল।

ক্যারাভানের মকুরদের তাঁবুগুলো পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। বেদুঈনদের ক্যাম্পে দাউ দাউ আগুন জ্বলছে। চারিদিকে মৃত্যুর ছবি। কেউ বেঁচে আছে, কেউ মরে গেছে। কারো মাথা নেই, কবন্ধ। কারো ধড় নেই, খালি মাথা। ক্যারাভান তিনটি জ্বলছে, মরুভূমিতে। সমুখের বালিতে মুখ থুবড়ে পড়ে রয়েছে ক্যারোলীন, কোমর থেকে স্কার্টসুদ্ধ পা দুটো নেই। নাক চোখ নেই। একদিকে ডক্টর সুব্রত মিত্রের থেঁতলানো মাথা, জ্বলন্ত দেহ। পাশেই জেনকিন্‌স সাহেবের দ্বিখণ্ডিত অর্ধদগ্ধ মাংসপিণ্ড। বাতাসে গোঁ গোঁ গোঁঙানি ; ফায়ার ব্রিগেডের ঘড়ঘড়ানি।

সুবিমল আপিসে এখুনি আসবে।

আজ সকাল থেকে দীপালি সারাটা দিন অবিচ্ছিন্ন ভাবে নিজেকে কাজের ভিতর ব্যস্ত করে রেখেছিল। এখন বিকেল ; বাড়ি যাবার সময় হলো।

কালকের সে দৃশ্য দীপালি বেঁচে থাকতে ভুলবে ? রাত্রিতে ঘুমুতে পারেনি ; থেকে থেকে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে উঠেছে। বার দুই-তিন স্নান করে শান্ত হবার চেষ্টা করেছে। তারপর সকাল থেকে সমানে কাজে ডুবে থাকতে চেয়েছে। ওর আপিস দশটা-পাঁচটা হাজিরা দিয়ে খালাস হবার আপিস নয়। নানাবিধ দায়িত্বপূর্ণ কাজ ওর ওপর। মিস্টার রোমূলো শুধু নামেই আপিসের অধিকর্তা ; আসলে কাজের বেলায় দেখা যাচ্ছে যেখানে সিদ্ধান্ত নেবার প্রয়োজন জনসন সাহেবের আদেশে দীপালির নির্দেশেই মিস্টার রোমূলো চালিত হচ্ছে। অন্য দিন হলে দীপালি নিজস্কন্ধে অন্যের কাজ চাপাত না। কিন্তু এখন সে উপায় নেই। অন্তত আজকে ছিল না।

যেমন আসোয়ান বাঁধের ফাইলটা দেখা যাক। এতে দীপালি আজ মিস্টার রোমূলোকে সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে সাহায্য করেছে।

দক্ষিণে নীলনদের উপর আসোয়ান ড্যাম বাঁধা হচ্ছে। বাখরা-নঙ্গল ড্যামের মতন। এই ড্যাম বাঁধতে বসে দেখা গেল, সমূহ বিপদ। কী, না আবু সিম্বেল নামের একটা জায়গা যেখানে নীলনদের বেগ প্রচণ্ড, সেখানে নদীর উপকূলে পুরোনো কালের কতকগুলি মহাশ্চর্য ভাস্কর্যের নমুনা আছে। সেই সব মূর্তি, এই বাঁধ বাঁধলে, জলের তোড়ে চিরকালের জন্য তলিয়ে যাবে। মিশর সরকারের ইচ্ছা অতীতের এই ভাস্কর্য কোনোরকমে রক্ষা পাক। সংস্কারবশে এদেশীয় জনসাধাণের বিশ্বাস ঐ মূর্তিগুলো ডুবে গেলে দেশের নাকি অনিবার্য বিপদ। এমন নাকি আগেও হয়েছে। অথচ লক্ষকোটি মণ ওজনের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মূর্তিগুলিকে নদীগর্ভ থেকে রক্ষা করতে গেলে যে পরিমাণ টেকনিক্যাল জ্ঞান এবং বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন তা মিশরের নেই। ওরা য়ুনোস্কোর সাহায্য চায়। ওদের বক্তব্য, এই বিপুল ভাস্কর্য শুধু মিশরের ঐতিহ্যের বাহক নয়, সমগ্র বিশ্বের। রোমূলো ওর ফাইনাল রিপোর্টে মিশরী সংস্কারকে হেয় করতে চাইছিল। সকালে সেই রিপোর্ট দীপালিকে দেখিয়েছিল তাতে ও বলেছিল, অফিসিয়েলি য়ুনোস্কো কারো সংস্কারে হস্তক্ষেপ করবে না। ইউনাইটেড নেশন্‌স প্রতিষ্ঠানের পাকা-পাকি নির্দেশ তাই। তাতে রোমূলো বলেছিল, এটা শুধু কুসংস্কার নয়, অন্ধবিশ্বাস। কতগুলো মূর্তি ডুবলে একটা দেশ যদি গোল্লায় যায় এই বিজ্ঞানের যুগে তাকে কে সাপোর্ট করবে? জবাবে দীপালি বলেছিল, প্রকৃতির রহস্য আমরা কতটুকু বুঝি? বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের একটি কণামাত্র অংশ এই পৃথিবী। এর দশদিকে যত মহাবিস্ময় ছেয়ে রয়েছে তার কোনো কূলকিনারা আমরা পেয়েছি? না, যতটুকু বুঝি তাও-বা বুঝিয়ে বলার ভাষা আমাদের আছে? এই

যুক্তির উত্তরে মিস্টার রোমূলো বলেছিল,—যুনোস্কোর কারবার ফ্যাক্টস নিয়ে। যার যুক্তি নেই, তাকে কী করে কাজে লাগানো সম্ভব? অন্য সময় হলে দীপালি বিনা তর্কে ওর নিজস্ব মতামত লিখে দিয়ে খালাস হয়ে যেত। কিন্তু আজকে ও যেন মিস্টার রোমূলোকে শক্ত হাতে চালিত করতে চাইছিল। নিজস্ব যুক্তি না দিয়ে তুলে চৌধুরীর লেখা বইয়ে-পড়া যুক্তিটা এগিয়ে দিয়েছিল,—আমাদের অজ্ঞানতা পাতাল-ছোঁয়া, এটা তো স্বীকার করবেন মিস্টার রোমূলো? মানবেন তো এটা একটা ফ্যাক্ট? এই ফ্যাক্টের উপর ভিত্তি করে মিশরীদের পাঁচ হাজার বছরের সংস্কার বলুন, পুঞ্জিত জ্ঞান বলুন, তাকে চট করে উড়িয়ে দিতে পারি কি? আর ব্যাপারটা, সোজাসুজি, হ্যাঁ কিম্বা না-র মাঝ বরাবর অন্য জবাবও থাকা সম্ভব।

জানলার পাশে দাঁড়িয়ে জনাকীর্ণ ছ'মোহনায় তাকিয়ে দীপালির এই শেষের কথাটা নতুন করে মনে পড়ল। খোলা রয়েছে রেডিওটা।

সারাদিন কর্মব্যস্ততার পর দীপালির মন এখন শান্ত। শোক নিয়ে মাতামাতি করলে শোক পেয়ে বসে। ওসব মন থেকে যত শীগ্‌গীর সম্ভব মুছে ফেলাই উচিত।

ছ'মোহনার কোনো সাইনবোর্ডে আলো নেই। সব আলো গিলে ফেলেছে যুদ্ধটা। এত তাড়াতাড়ি অবশ্য আলো জ্বলার সময়ও নয়।

ছ'টা বাজল।

আকাশে উড়ছে টিয়ে পাখি। পায়রা। ডানা মেলে বাজপাখি। এ্যারোপ্লেন। নদীতে জোয়ার এসেছে। খেয়ানৌকাগুলো ঢেউয়ের ধাক্কায় দুলছে। যুগ যুগ ধরে সমানে দুলছে এই নদীটা।

নাইল কাফের গোলঘড়িতে ছ'টা পাঁচ। দিশি-বিদেশী কত মানুষ কাফেতে যাচ্ছে। রাস্তায় মেয়েদের মিছিল। ফোয়ারাটা

স্তব্ধ। সুবিমলকে সঙ্গে করে দীপালি নিয়ে যাবে বলে তাপসী ওর অপেক্ষায় বসে আছে। রাস্তায় যাচ্ছে হাঁ-করা কামান। সার সার ট্যাঙ্ক। দীপালির তেষ্টা পাচ্ছে। রেডিওতে বিশেষ ঘোষণা,—সিকিউরিটি কাউন্সিল বিপুল ভোটাধিক্যে আজ প্রস্তাব গ্রহণ করেছে, এই মুহূর্তে যুদ্ধ থেমে যাক।

আচম্বিতে দীপালি ভীষণ হকচকিয়ে গেল, সব পাখিগুলো আকাশে ডানা মেলে যে যেখানে উড়ছিল সেখানেই স্তব্ধ হয়ে গেছে ছবির মতন; যেখানকার এ্যারাপ্লেন সেখানে শূন্যে নিশ্চল। কোথাও টুঁ শব্দটি নেই; মেয়েদের মিছিলটায় যে মেয়ে যেমন চলছিল থমকে গিয়ে তেমনই নিশ্চল, নদীর ঢেউগুলো নৌকোসমেত উঁচুতে ঠেলে উঠে চমকে রয়েছে উঁচুতেই। চলন্ত একটি মুহূর্ত যেন জমাট হয়ে গেছে ভাস্কর্যের মতো। দীপালির গলা শুকিয়ে কাঠ, এ সব কী দেখছে—চোখ বুজল। চোখ রগড়ে চোখ খুলল। মাথা ঝাঁকিয়ে নিজেকে সজাগ করল।—অবাক কাণ্ড, পাখিগুলো ডেকে ডেকে ফের উড়তে লেগেছে, ট্রাম-বাস মোটরগাড়ি কোথাও কিচ্ছু নেই। তার জায়গায় শতসূর্যের আলোয় চলেছে টমটম ব্রুহাম ল্যাণ্ডোলেট, এই সব ঘোড়াগাড়ি—আরে! মানুষগুলোর পোষাক-আশাকে তুলে চৌধুরীর বর্ণনায় যেমন অবিকল তেমনি। নাইল-কাফের জমজমাট নাম শাহাজাদা! দীপালি মজা পেল! দম নিল, দম ছাড়ল। দাঁড়ানোর ভঙ্গি বদলাল, জানলায় ঝুঁকে দাঁড়াল। পেছনে সরলো। হাসতে হাসতে সামনে এলো। কনুইয়ে ভর দিয়ে দাঁড়াল। আরো মজা পেয়ে সোজা হ'ল,—নীলনদে জাহাজ চলছে পাল তোলা। দীপালি খুশিতে মনে মনে হাত তালি দিল। উট চলেছে লম্বা পায়ে। দৌড়ুচ্ছে ঘোড়সওয়ার। এদিক-ওদিক চলেছে ব্যস্ত মানুষ। তুলে চৌধুরীর ডায়েরীতে লেখা অক্ষরে অক্ষরে হুবহু সেই সব, সুলেমান পাশা স্ট্রীটে ফেজটুপি মাথায় লোকারণ্য। বোরখা-পরা মহিলারা।

ছুটন্ত ঘোড়াগাড়ি। সন্ধেবেলার উজ্জ্বলতা জনস্রোতের এদিকে ঝকঝকে একটা ল্যাণ্ডোলেটগাড়ি শাহাজাদে রেস্তোরাঁয় এসে থামল। দুটি মেয়ে একটি পুরুষ—পুরুষের চেহারা স্বচ্ছ সুন্দর ছাঁচের—গ্রেসী, তুলে, দেবযানী। হ্যাঁ, দীপালী ওদের ঠিক চিনেছে—দেবযানী প্রাণোচ্ছল হাসিমুখে চেয়ে রয়েছে তুলের দিকে। চোখে যেন ঝরনার খুশি। ল্যাণ্ডোলেট থেকে নেমে তুলে সিগারেট কিনল। দেবযানী দীপালির দিকে তাকিয়ে একঝলক হাসল।—এ সব কী দেখছে? দীপালি বুক ভরে দম নিল। দম নেওয়ামাত্র—আরে! আরে!—রাস্তাঘাট সবই আবার আগের মতন। গুরগুরগুর শব্দ করে চলেছে বোমারু, আকাশের কিনারে যাচ্ছে আগের সেই পাখির ঝাঁক, সেই সব প্রতিদিনকার দৃশ্য, নাইল-কাফের গোলঘড়িতে ছ'টা বেজে পাঁচ মিনিট, সময় নড়েনি এক চুল! যেন কোনো মায়াশক্তিতে ঘেরাও হয়ে দীপালি এই সব দেখল, কিংবা গর হয়ে যাওয়া মস্তিষ্কে তুলে চৌধুরীর প্রতিফলন! জানলার পাশ থেকে দীপালি একচুল নড়েনি পর্যন্ত—ঐ তো আসছে সুবিমল! নাইল-কাফের ফুটপাথ দিয়ে আসছে; ঠোঁটে সিগারেট।

আপিস ছেড়ে তক্ষুণি দীপালি তরতরিয়ে নামতে লাগল আঠাশ তলায়, সাতাশ তলায়, পঁচিশ তলায়, চব্বিশ তেইশ বাইশ একুশ কুড়ি—তরতর করে নেম এলো দশ নয় আট—চার তিন দুই এক, গায়ের শিরাগুলো খুশিতে শিরশির করে উঠল, গ্রাউণ্ডফ্লোরে—'শুনেছেন, যুদ্ধ থেমে যাচ্ছে?' দীপালির একটা হাতে হাত গলিয়ে দিল হাসিখুশি সুবিমল।

গুর্‌গুর্‌গুর্‌গুর্‌ আওয়াজে কাঁপছে সারা আকাশটা। কালো মেঘদল যেন ছুটে পেছিয়ে যাচ্ছে এমনি খড়খড় শব্দ করে চলেছে সারবন্দী মিলিটারি ট্যাঙ্ক।

ওদের পাশ কাটিয়ে রাত প্রায় এগারোটায় ওরা তাপসীদের

বাড়ি থেকে ফ্ল্যাটে ফিরল। লিফট্ দিয়ে উঠবার সময় সুবিমল বলল,'আপনার খুব সাহস কিন্তু। যেমন ভাবতাম তেমনি।'

'সাহসের কী দেখলে?'

'ডিসটার্ব হন না।'

ডিসটার্ব হয় না আবার দীপালি! বাইরে থেকে কী করে বুঝবে অন্যে!

কোথাও মেঘ ছিল না অথচ রাস্তায় কী সুন্দর দু-এক ফোঁটা বৃষ্টি পড়ল।

নারগিসের মা সুবিমলের থাকার ব্যবস্থা করে রেখেছে গেস্ট রুমে। দীপালি সে ব্যবস্থা পাল্টে নিজে স্থানান্তরিত হল। সুবিমল থাকবে ওর ঘরে। ওকে ঘরটা দেখিয়ে দিয়ে হাতমুখ ধুয়ে বাইরের পোশাক ছেড়ে বসবার ঘরে এলো। এসে দেখে সুবিমল ধুতিপাঞ্জাবি পরে আরামে বসে ধূমপান করছে। এই তো আরো দশজনের মতো দিব্বি সহজ ভাব।

'হোটেল থেকে তো এলাম। এদিকে আপনি চলে যাচ্ছেন পোর্টসাঈদ।'

পোর্টসাঈদে দীপালির তিন দিনের ট্যুর প্রোগ্রাম! বলল, 'আমি গেলেই-বা।' কালকে দীপালির ছুটি। পরশু পোর্টসাঈদ।

কে জানে কেন সুবিমল প্রাণ খুলে হেসে ফেলল। রাস্তায় যখন ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি পড়ছিল, তখন বলেছিল গাড়ি থামান। গাড়ি থামানোর পর বলেছিল, নামুন।—কেন? না রাস্তায় নেমে বৃষ্টিতে দীপালি ভিজবে, আর তাই দেখবে সুবিমল।

আব্দার বটে। নামেনি দীপালি। এতোদিন কোথায় ছিলে, যতো খুশি আহ্লাদ আজকে দেখানো হচ্ছে।

কিন্তু দীপালি কেন মনে মনে ইচ্ছে করে গুটিয়ে গেল না? ও নিজেও তো দিব্বি সহজ। এখন শতহস্তে সুবিমলকে অন্তত কয়েকদিন দূরে রাখা কি ওর উচিত ছিল না?

যদি কয়েকদিন দীপালি না বাঁচে ?

তুলো চৌধুরীর বইয়ে কোথাও মৃত্যু শব্দটার উচ্চারণ পর্যন্ত নেই। না, দীপালি মরবে না। একটা যুদ্ধ নয়, দশটা যুদ্ধ লাগলেও কেউ মরবে না।

ওরা তাপসীদের বাড়ি থেকে খেয়ে-দেয়ে এসেছে। দীপালির এখন কাজ আছে। কিন্তু সে কাজ আজ না করলেও আপিসের রীসার্চ বন্ধ থাকবে না।

সুবিমল হাসিমুখে বলল, 'আমি বুঝতে পারছি না যা হচ্ছে তা স্বপ্ন না সত্যি।'

মনে মনে দীপালি রেগে গেল। রাগল নিজের উপর। মনে হল বিকেল থেকে ও যেন ভেতরে ভেতরে দুজন দীপালি ; একজন উঠছে বসছে কাজ করছে, দ্বিতীয় নিঃশব্দ দীপালির নির্দেশে। আর সেই নিঃশব্দ দিপালি তুলো চৌধুরীর বই থেকে জ্যান্ত হয়ে উঠে এসে ভর করেছে ওর মধ্যে। 'আচ্ছা সুবিমল, প্রথম দিন খেয়াঘাটে তুমি যখন আমায় দেখলে, আমার মনে হল তুমি খুব অবাক হয়েছিল। ঠিক বললাম ?'

'অবাক হচ্ছি সর্বক্ষণ। ওভাবে আপনি ঘুরছেন কেন। বসুন !'

দীপালি এতক্ষণ বসেনি। ঘরের এটাসেটা কেমন যেন হাতড়াচ্ছিল। সে না বসে বলল, 'কালকে যেখানে বসে, তোমার হোটেলের গলিটার দোকানে ভাজামাছ খাচ্ছিলে ও দোকানটা তোমাকে কে চেনাল ?'

সুবিমল হাসিমুখে দীপালিকে দেখতে লাগল। 'আপনি বসুন ?'

দীপালি অস্বাভাবিক শান্ত হয়ে গেল। ভেতরের অন্য দীপালির নির্দেশ মানল না।

'বসবেন না ?'

'তুমি জন্মান্তর বিশ্বাস করো ?'

সুবিমল মৃদুমৃদু হেসে বলল, 'এই নিয়ে তিনবার জিজ্ঞেস করলেন।'

তা বটে, জন্মান্তরে বিশ্বাস করে না। 'এ দেশে তুমি কী মনে করে এসেছিলে?'

সুবিমল আগের মতন হাসি মুখে বলল, 'আপনি ওরকম অস্থির-ভাবে ঘুরতে থাকলে, কোন্‌দিকে তাকিয়ে কার কথার জবাব দেবো?'

না, এসব প্রশ্ন নয়। এক্ষুণি অন্য দীপালিটা এই দীপালিকে হারিয়ে দিচ্ছিল।

এবার দীপালিও হাসিমুখে বসল। তখুনি উঠে পড়ল। আমি শুতে যাচ্ছি, কিছু মনে কোরো না। আমার ঘুম পাচ্ছে।'

আর একপলকও না অপেক্ষা করে দীপালি শুতে চলে এলো।

দীপালি বাতি নিবিয়ে দিয়ে চোখ বুজল। বাড়ির অতিথির উপস্থিতি ভুলে যেতে চাইল।—প্রকৃতির রহস্য আমরা কতটুকু বুঝি? এ তো আপনি জানেন মিস্টার রোমুলো, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের একটি কণামাত্র এই পৃথিবী। এর দশদিকে যত মহাবিস্ময় ছেয়ে রয়েছে—

না এসব দীপালি ভাববে না।

ভাববে না ভেবেও দীপালি আর-এক দিনের কথা ভাবতে লাগল। মা-বাবার সঙ্গে বেড়াতে গিয়েছিল দক্ষিণ-ভারতে কোডাইকানাল না কি একটা হিল্‌-স্টেশনে। সেখানে ছিল দিনের বেলায় আকাশ দেখবার টেলিস্কোপ। দিনের বেলায় আকাশে গ্রহ-নক্ষত্র কিছুই নেই। অথচ সেই টেলিস্কোপে মহা দূরদূরান্তরের সব নক্ষত্র স্পষ্ট করে দেখেছিল দীপালি সেই দিনমানে।

ছোটোবেলায় সেদিন দুপুরে হোটেলে ফিরে চুপ করে শুয়েছিল। তখন ওর বয়স নয় কি দশ।

—কী রে দীপু, এত তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়লি? মা জিজ্ঞেস করল।

বাপি বলল,—তোমার এ মেয়ে চোখ খুলে যা একটুখানি দেখে আসে পরে তাও চোখ বুজে বড়ো করে সবটা দেখে নেয়।

বালিকা দীপালি খিলখিল করে হেসে উঠে খাট থেকে নেমে জিজ্ঞেস করছিল,—বাপি, তুমি কী করে বুঝলে?

—আগে বল্ তুই চোখ বুজে কী দেখছিলি?—যা খাটে শো, শুয়ে চোখ বুজে মন দিয়ে বল।

—শোবো কেন বাপি। এম্নি সব মনে আছে।—দেখছিলাম, আমি শূন্যে আকাশে ভেসে ভেসে কোথায় যেন চলেছি অন্ধকারে। তারাগুলোও ভাসছিল, দূরে। তারপর দেখলাম—

দীপালি বিছানা ছেড়ে উঠল। দরজা খুলে বারান্দা হয়ে করিডর পেরিয়ে এলো ও স্টুডিওয়।

কতদিন এ-ঘরের ছায়া মাড়ায়নি। পাথরওয়ালা গ্র্যানাইট পাথর দিয়ে গেছে।

বসবার ঘরের মতো বড়োসড়ো ঘর স্টুডিও। এদিকে জানলার বাইরে পিরামিড। ওদিকে নীলনদ। সমস্ত ঘরটায় নীল ডিসটেম্পার। নিজহাতে রঙ-করা ঘরের এদিকে-ওদিকে পাথরের মূর্তি। কোনোটাও দীপালির মনের মতন হয়নি। দীপালি এসব পারে না। ভালো লাগে তাই শনি-রবিবারে বসে। মা বানাতো মাটির মূর্তি।

স্টুডিও থেকে শুতে আসবার সময় দীপালি দেখল সুবিমলের ঘরে আলো জ্বলছে। যাওয়ার সময় আলো ছিল না। এখন বোধহয় উঠে সুবিমল বই-টই দেখছে।—দরজায় টোকা দেবো?

দীপালি সুবিমলের দোরগোড়ায় এসে দাঁড়াল। দরজায় দু হাতের পাতা রাখল। বোধহয় ভেতর থেকে খোলা।

চলে এলো। এসে শুয়ে পড়ল।

ভোরেরও আগে সাইরেনের গোঙালি শুনে দীপালি উঠে পড়েছিল, স্নানটান সেরে সুবিমলের ঘরে চা আনল।

'সুপ্রভাত।' সুবিমল উঠে বসে হাত থেকে সানন্দে চায়ের পেয়ালা নিল।

চা হাতে দীপালি চেয়ারে বসল। ও ভেবেছিল সুবিমল ঘুমিয়ে আছে। আজ দীপালির ছুটি। কালকে পোর্টসাঈদ।

সুবিমলও খাট থেকে নেমে বসল। ভোরলোয় ওর মুখটা কচিকচি দেখায়। নরম।

'আমার জন্যে আপনার খাটুনি বাড়ল।'

লোকটা এখনো পর-পর ভাবছে।

'রোজই এত ভোরো ওঠেন?'

চায়ে চুমুক দিতে দিতে দীপালি মাথা নাড়ল। ওর দিকে তাকিয়ে রয়েছে সুবিমল। দীপালির পিঠময় ভিজে চুল। খালি পায়ে এঘরে এসেছে। তা থাকুকগে। রোজকার অভ্যেস যে।

সুবিমল বোধহয় জানলার পর্দাটর্দা খুলে শুয়েছিল। ক'দিন দাঁড়ি কামায় না কে জানে। মুখটা সত্যিই বেশ সুন্দর। সারা মুখে চোখ দুটো সবচেয়ে ভালো। দীপালির বাঁ-হাতটা শক্ত হয়ে গেল। যেন স্টুডিওয় এসেছে।

বালিশের পাশ থেকে সিগারেট এনে সুবিমল ধরাল। ধরিয়ে চায়ে চুমুক দিল। 'দীপালিদেবী, আমি বুঝতে পারছি না এসব স্বপ্ন না সত্যি?'

কই, এখন আর ওর আড়ষ্টতার লেশ নেই। যেন এই ঘরে চিরকালটা সুবিমল থেকে এসেছে। এটাই ওর বাসা।

'জানেন, বড়ো হয়ে, এই আমি প্রথম জানলাম, কারু কাছে আমরাও একটা বিশেষ দাম আছে। আমার জন্যেও কেউ ভাবে।'

তাই এ-হোটেল থেকে ও-হোটেলে পালিয়ে বেড়ানোর ধুম! সুবিমলের রিস্টওয়াচটা এখন দিলে কেমন হয়?

'কথাটা অবশ্য কোনো দীর্ঘশ্বাস নয়। আমি নিজেও কখনো কারুর জন্য কিছু করি নি।' সুবিমল অবাকের মতন বড়ো বড়ো

চোখ করে দীপালিকে দেখছে। ওর কথা বলার তাকানোর চলা-বসার ভঙ্গি কালকের সঙ্গে থেকে সম্পূর্ণ বদলে গেছে।

'বলেছি তো আপনাকে, টাকার প্রয়োজনে আমি লিখতাম গদ্য। আপ্রাণ গদ্য লিখতে লিখতে কারো ইশারায় আমার লেখায় নাকি ছন্দ এলো।' সুবিমল ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে বসেছে।

'দীপালিদেবী, সেই ছন্দ আমাকে উড়িয়ে নিয়ে গেল বিলেতে।' সুবিমল দীপালির কানের দিকে তাকাচ্ছে। দীপালির কান খালি। দীপালি দুল-টুল পরে না। 'না সেখানে তো আমার ছন্দের মিল নেই। তখন উড়িয়ে দিলে কেউ আমায় আকাশে। তারপর ঝুপ্ করে মাঝপথে নামিয়ে দিল নীলনদের দেশে।'

দীপালির নগ্ন পায়ের দিকে তাকিয়ে সুবিমল অভিভূত হওয়ার স্বরে বলল, 'ভাবছি স্বপ্ন না সত্যি?—সেদিন পৌঁছেই খেয়া-ঘাটে তোমাকে দেখে মনে হল,—এই তো সে!'

চিন্ চিন্ করে দীপালির মন প্রাণ দেহশরীর সব এক হয়ে গেল। নারীর জীবনে প্রথম চুম্বনে যেমন হয়।

হাসতে পারল না দীপালি।

হাসতে না পেরে আপিসঘরে এলো। টেবিলে রীসার্চের স্তূপীকৃত ফাইল।

কী যে হল, দু'হাতের পাতায় দীপালি মুখ ঢাকল।

বুকের ভেতর এতটুকুও ধড়ফড় করল না। মনের মধ্যে উঁকি দিচ্ছে, হয়তো ক্লেকারের দশায় ও শেষ পর্যন্ত পাগল হয়ে যেতে পারে।

দু'গাল বেয়ে দীপালির চোখের জল গড়িয়ে পড়ল মুখে।

ব্রেকফাস্টের পর দীপালিকে ওভারকোট পরতে দেখে সুবিমল বলল, 'তপুদি যে বলেছিলেন আসবেন?'

'আমিও এই ঘণ্টাখানেকের মধ্যে এলুম বলে।

দীপালি এলো সেই ক্লিনিকে যার প্রধান ডাক্তার এইচ লিউবেক। সাইকাট্রিস্ট। জাতিতে জর্মন। স্ত্রীও ডাক্তার। দীপালি সকালে এ্যাপয়েন্টমেন্ট করে এখন এসেছে। একবার যদি কারু কেস হাতে নেন তার চূড়ান্ত না দেখে ইনি ছাড়েন না।

ওয়েটিং চেম্বারে অপেক্ষা করতে করতে দীপালি যখন বিরক্ত হয়ে উঠে চলে যাবার জন্য উপক্রম করল তখন ভেতর থেকে ডাক পড়ল।

ডাক্তারের বয়স সত্তরের ওপরে। গোলগাল বনেদি চেহারা। ভুরু দুটে ধপধপে সাদা। দশবছর আগে এদেশে সস্ত্রীক বেড়াতে এসে জায়গাটা ভালো লেগে যাওয়ায় দেশের পাট চুকিয়ে এখানে পাকাপাকিভাবে থেকে গেছেন। দীপালি ঘরে এসে বসামাত্র উনি বললেন, 'আমি এমনিই বলছি, দিব্বি আপনি বহাল তবিয়তে রয়েছেন।'

'তা রয়েছি। না, মানে, আমি সুস্থ নই।'

'আমি বলছি, আপনার কিচ্ছু হয়নি। আপনার চোখমুখ চেহারা সবেতে মনের স্বাস্থ্য যেন ফেটে পড়ছে।'

ডাক্তারের দিকে চেয়ে থেকে দীপালি আস্তে আস্তে উচ্চারণ করল, 'আমি পাগল হয়ে যাচ্ছি।'

'রীল্যাক্স মিসেস দাশগুপ্ত, রীল্যাক্স।'

'রীল্যাক্স হতে পাচ্ছিনে।'

'এ-লাইনে আমি কমবেশি পঞ্চাশ বছর। ওয়েটিং চেম্বারে কেউ আসামাত্র আমি সকলের চলা-বসার ভাবভঙ্গি তন্নতন্ন করে দেখতে পারি।—এই দেখুন রিফ্লেক্টর।—আমি বলছি আপনি অ্যাবসোল্যুটলি নর্মাল। পরীক্ষা নিষ্প্রয়োজন। খামোকা এতগুলো টাকা বরবরাদ করবেন?'

'আমি আপনার রুগী। সাহায্য চাই।'

ডাক্তার টেবিলের ওপাশ থেকে উঠে দাঁড়ালেন। লম্বায় দীপালির চেয়ে ইঞ্চিখানেক খাটো। কলিংবেল্ টিপলেন। 'পরীক্ষার কানো প্রয়োজন নেই, আমি ফের বলছি।'

'না ডাক্তার। প্রয়োজন না হলে আমি আসতুম না। আপনাকে টেলিফোন করার আগে আসবো কি-না আমি অন্তত একশোবার ভেবেছি।'

নার্স একগ্লাস জলের মতন কী এনে দীপালিকে দিল। ডাক্তার বললেন, 'ওটা এক চুমুকে খেয়ে নিন্।

খেল দীপালি। মিষ্টিমিষ্টি।

'আমার দৃঢ় বিশ্বাস আজকে এখুনি আমার প্রথম অবসারভেশনের প্রমাণ আমি পেয়ে যাবো। যদি না পাই তাহলে অবশ্য আলাদা কথা।—আসুন এই ঘরে।'

ডাক্তার দীপালিকে পাশের চেম্বারে নিয়ে এলেন। ঘরে সূর্যের আলো নেই। ইলেকট্রিকের দুধালো আলো। কোথাও বাল্ভ দেখা যাচ্ছে না। ঘরটা শীততাপ নিয়ন্ত্রিত।

'এই খাটে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ুন। জুতো খুলে ফেলুন।—

—বালিশ ঘাড়ের নিচে রাখুন।'

ঘরটা আকাশের মতন নীল হয়ে গেল।

'চোখ বুজুন।—এক মিনিট, এক মিনিট—লাগলো?'

ডাক্তার দীপালির বাহুতে প্যাক করে কিসের যেন ইনজেকশন করেছেন। দীপালি মাথা নেড়ে জানাল, লাগেনি।

'মনে কোনো প্রকার ভাবনা আনবেন না। মনে করুন আপনি রাত্তিরে একা একা আপনার ঘরে শুয়ে রয়েছেন। মনটা খালি করতে পারলে তাই করুন।—এবার চোখ খুলুন।'

ঘরটা গাঢ় নীল।

'আপনার নাম, আপনার মা-বাবার নাম পেশা, আপনার স্বামীর নাম, আপনার জন্মস্থান, কোথায় কোন্ দেশে লেখাপড়া করেছেন,

আপনার হবি, এখন ক্লাবে কী কী বিষয়ে আপনার ঝোঁক, আপনার কী কী খেতে ভালো লাগে, এই সব কোথাও না থেমে চট করে বলুন দেখি ?'

একে একে বলল দীপালি।

'এবার না থেমে এক নাগাড়ে অনর্গল বলে যান, কেন আপনি নিজেকে অসুস্থ মনে করছেন। গোড়া থেকে বলুন, কোথাও থামবেন না। কিচ্ছু লুকোবেন না।'

অনর্গল কথা বলতে বলতে দীপালির ঘুম পেল। ঘুমে ঢলে পড়ল। কতক্ষণ ঘুমিয়েছিল জানে না, তবে তখনো কী সব বলে যাচ্ছে। এখন অস্পষ্টভাবে বুঝতে পারল কী বলছে, 'হ্যাঁ আমার মনে হচ্ছে জর্জ ফ্লেকার বোধহয় ভুল বকেনি। কালকে আমি যেন নিজের চোখে দেখলাম দেবযানী আমার দিকে তাকিয়ে হাসল। তারপর তুলে চৌধুরীর মতো দু-একটা কথা সুবিমলও বলল—আমার শুনতে ভালোও লাগল—আমি নিজে জন্মান্তরের কিচ্ছু বুঝি না—অথচ সুবিমলকে জিজ্ঞেস করলাম—শেষবার সে কোনো জবাব দিল না—'

'এবার উঠে বসুন।'

উঠে বসে দীপালি জিজ্ঞেস করল, 'আমি অপ্রকৃতস্থ ?'

চেম্বারে এসে ডাক্তার লিউবেক বললেন, 'আপনি সম্পূর্ণরূপে সুস্থ। যে মানুষ জিজ্ঞেস করে,—ডাক্তার আমি পাগল হয়ে যাচ্ছি ? পাগল হবার সম্ভাবনা তার একদম নেই।—একেবারেই না।'

'পূর্বজন্ম ?'

'মিসেস দাশগুপ্ত, ও ব্যাপারটা কিচ্ছু না। আপনার মন থেকে সরে গেল বলে।'

'ব্যাপারটা কী ? আমার বুকটা কীরকম করছে।'

'মনটাকে রীল্যাক্স রাখুন। আমি বলছি এসব আপনি ভুলে যাবেন।'

'তবু আমার জানতে ইচ্ছে করছে। এরকম চিন্তা মনে এলো কেন?'

ডাক্তার এতক্ষণে হাসলেন। 'আপনি কোনোদিনও পাগল হবেন না এটা আমি দশ পাউণ্ডের স্ট্যাম্পে লিখে সই করে দিতে পারি। তবে জন্মান্তর ব্যাপারটা ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে আর যেই দিক আমি দিই না।—এ-বিষয়ে আজকাল আমেরিকায় ইংল্যাণ্ডে জার্মানিতে এমনকি রাশিয়াতেও অনবরত রীসার্চ চলছে। আমেরিকান একজন বিজ্ঞানী তো বেশ কয়েক শত কেস সংগ্রহ করে ফেলেছেন। সেইসব কেসের মানুষরা তাদের পূর্বজন্মের যে সব ঘটনা বা পিতামাতা স্বামীস্ত্রীর যা যা বর্ণনা দিয়েছে সন্ধান নিয়ে দেখা গেছে তাদের কথা বর্ণে বর্ণে সত্যি। ওদের কেউ হয়তো পাঁচ-ছয় বছরের বালক-বালিকা, কেউ কুড়ি বছরের যুবক-যুবতী, এইরকম সব। কমপক্ষে বিশটা কেস আমি নিজে তদন্ত করে দেখেছি।'

'তাহলে মিস্টার ফ্লেকার পাগল হয়ে গেলেন?'

'তার কারণ আপনি যা অনুমান করেছেন তাই।'

'তাহলে?'

'তাহলে কিচ্ছু না। ব্যাপারটা আপনার মনে বেশিদিন থাকবে না। ব্রেনের এ-এক রহস্য। আপনা থেকে এসেছে আপনি চলে যাবে। হয়তো আপনার কোনো সূক্ষ্ম নার্ভে লেগেছে, তা থেকে ছিটকে জন্মান্তরের এইসব কথা বেরিয়ে আসছে।'

'আপনি বলছেন আমার কিচ্ছু হয়নি?'

দীপালি ম্লান হাসল।

'আশ্চর্য ছেলেমানুষ আপনি!—বলুন এবার, পোর্টসাঈদ থেকে কবে ফিরছেন? এই লাইনে আমি পঞ্চাশ বছর। আমি বলছি আপনি সুস্থ মানুষ।'

'দিন তিনেক পরে। কিন্তু আপনি কী করে জানলেন আমি পোর্টসাঈদ যাচ্ছি?'

'চার ঘণ্টা আপনাকে দিয়ে অনর্গল বকবক করালুম কী জন্যে শুনি? আপনার নাড়িনক্ষত্র এখন আমার নখদর্পণে।'

গাড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দিচ্ছেন ডক্টর লিউবেক।

রাস্তায় বেরিয়ে ছুটন্ত মিলিটারি ট্রাক্, সেপাইদের আনাগোনা, ট্যাঙ্কের ঘড়ঘড়ানি, কিছুরই পরোয়া নেই দীপালির। মনের আনন্দে যেন বাতাসে ভেসে ভেসে চলেছে।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যে আসছি বলে এই এলে?

আর নিজে যে পালিয়ে বেড়াচ্ছিলে?

তপুদি অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে করে চলে গেলেন।

তাই নাকি?—এখনো নাওনি? মৌনিবাবা থেকে এবার সাধুবাবা হবার বাসনা?

দীপালির অন্তরে যে কী আনন্দ সুবিমল তার কী জানবে। অথচ কালকে যেতেই হবে পোর্টসাঈদ।

ভাবছি দাঁড়িগোঁফ রাখবো, তপুদি আমার দলে।

ওর ঐ দোষ। দল ভাঙ্গানী। কিছু বলছিল?

বলছিল কাল থেকে আমি ও-বাড়িতে থাকব।

তোমার কী মজা এ-বাড়ি, ও-বাড়ি। আমার সঙ্গে পোর্টসাঈদ যাবে?

ঐটেই বাকি। তুমি যাবে আপিসের কাজে। আমি চলি ল্যাঙবোট?

—অমন কেন বলো?—চলো এক্ষুণি রেজিস্ট্রির নোটিশ দিয়ে আসি।—ছ্যাখো মশাই, তোমার ঘরে অন্য কেউ নেই-টেই তো?

—তা আবার নেই।

তোমার চেয়ে বয়সে আমি বড়ো। ·সুতরাং আমিই বাধ্য হয়ে হেড অব দি ফ্যামিলি—এবং—না ওটি এখন হচ্ছে না। একটা পবিত্র দিন-টিন ছাখা চাই—সেই তিথিতে।

কষে দীপালি ব্রেক চাপল। গাড়িবারান্দায় গাড়ি রেখে লিফ্‌ট

ধরে এক মিনিটে উপরে এলো, 'এই যে নার্গিসের মা, পায়েস বানানো আজ আর হল না। সুবিমল খেয়েছে?'

'—সেই ন'টা থেকে বসে আছি। না বলে-কয়ে কোথায় গেছ্‌লি?'

'হ্যালো!'

'হ্যালো কি রে? নেশাটেশা করছিস?'

'হুঁ।'

'আ মরি, আদিখ্যেতা?—কোথায় গিয়েছিলি?

'কেশ শিল্পালয়ে।'

'কেশ শিল্পালয়?'

তাপসীর একটা হাত টেনে নিয়ে দীপালি সেই হাতটা নিজের মাথায় চেপে ধরে রাখল।

'হেয়ার ড্রেসার!' তাপসী কলকল করে হেসে ফেলল। 'তোর কাণ্ড দেখে মরে যাই। এদিকে হয়েছে কী জানিস? এখানে আমরা পিকনিক লাগিয়ে দিয়েছি। ইনক্লুডিং তোর পায়েস।'

ওভারকোট খুলতে খুলতে দীপালি শুধোলো, 'কেউ টেলিফোন করেছিল?'

'পোর্টসাঈদ থেকে জনসনসাহেব করেছিলেন। তোর সেক্রেটারি করেছিল। তোদের হেলিকপ্টার যে হ্যাঙারে ছিল সেই হ্যাঙারসুদ্ধু এ্যারোড্রোম বম্বড্‌। তোর সীট কালকের সকালের ট্রেনে বুক করা হয়েছে।'

'জনসনসাহেব কী বললেন?'

'দেবযানী চ্যাটার্জির বাংলোর ব্যাপারে খোঁজ নিতে বলেছিলি? তোদের ইস্কুল হস্টেলটা প্রেসী আর দেবযানীর বাংলো দুটো ভেঙে তৈরী হয়েছে।'

'বাঃ,' দীপালি মজা পেল। 'সুবিমল কই।'

'অথতার ধরে নিয়ে গেছে গাত্র শিল্পালয়ে।'

'এইরকম কিছু একটা ঘটবে রাস্তায় আমি ভাবছিলাম।'

'তোর যে এখন ভাববারই সময়।—যুদ্ধটা এখন থামলে বাঁচি। লেটেস্ট কাণ্ডকারখানা কাকিমাকে সব লিখতে হবে তো।'

তাপসী রান্নাঘরে যাচ্ছিল, দীপালি ডাকল, 'যাচ্ছো কোথায়, শোনো। আমি একটা ভাবনায় পড়েছি।'

'দীপা এবং ভাবনা,' ফিরে এলো তাপসী। 'এ-দুটো বিষয় একসঙ্গে ভাবা যায় না।

'একটা কথা আছে।'

'নে নে তুই দশটা কথা বল বাপু, অমন গম্ভীর হোস-নে।'

'বলছিলাম কি ওর একটা কম্প্লেক্স আছে। সিগ্রেট এটা-ওটা কিনতে তো খরচ-টরচ-আছে—'

'ছাখো বাপু, এই বিদেশে আমার দশটা-বিশটা আত্মীয় নেই। তোমাদের এ্যাম্বেসির কেউ আমার সঙ্গে কথা পর্যন্ত কয় না, যেন পাকিস্তানী অস্পৃশ্য, ঘৃণ্য। এগিয়ে গেলে মুখ ফিরে চলে যায়। তবু সুবিমলকে পেলাম—'

'আগে আমার কথাটা পুরো শোনোই না?'

'আগে আমার কথাটা বলি, মিস্টার সেন আগে যে নেড়ি কুকুরের মতন তোমার এখানে নিত্যি বেলা-অবেলায় ধর্না দিয়ে পড়ে থাকত এখন আমায় দেখলে চিনতে পারে না।'

'এতে তোমার ক্ষতিটা কী হচ্ছে শুনি? ওদের ঘৃণাটা তুমি পাকিস্তানী বলে নয়, হিন্দু হয়ে তুমি পাকিস্তানীর স্ত্রী বলে।'

'মিসেস চোপরা, মিসেস কলহান, মিসেস সেন ওরা যে ইজিপশিয়েন কর্নেল-মেজর-কাপ্তেনদের পিছনে ছোঁকছোঁক করে বেড়াচ্ছে—সে বেলায়?'

'বৌদি আজ যে হঠাৎ এমন রেগে গেলে?'

'না রাগবে না আবার!'

'হয়েছে কী?'

'যাঃ যাঃ হাত ছাড়। কিচ্ছু হয়নি। মিসেস সেন এমনিতে দেখলে আমায় চিনতে পারত না, অথচ আজকে এখানে আসার পথে সেমিরামিসে গেছি কেক আনতে, দেখা হবামাত্র গায়ে পড়ে গদগদ হয়ে কী বলল শুনবি?' তোর তো আবার ওদের সঙ্গে যতো পীরিত। বললে ক্লেকার আর তুই নাকি গত রোববার মাঝ রাত্তিরে মদ খেয়ে লিবারেশন স্কোয়ারে হুল্লোড় করছিলি?'

'তা বললেই বা?' মনে মনে দীপালি হাসল। এই মিসেস সেনকে ক্লেকার ক্লাবে পাত্তা দিত না।

'—এই যে দাদা, দেখি দেখি—'

'চাটুজ্জেমশাই দোকানের মাঝখানে রেগে কাঁই। কিছু কিনতে দিলেন না। সোজা ফের পালিয়ে যাচ্ছিলেন—'

'কী যে বলেন।'

'পালাচ্ছিলেন না? যাক বাঁচলুম। নইলে দীপুকে মুখ দেখাতে পারতাম না। তারপর আমার গৃহিণী নিজে হাতে পায়েস বানাচ্ছে, তারই বা কী গতি হতো কে জানে।'

'দাদার পছন্দ নেই, ড্রেসিংগাউনটার রঙ দেখতে কি বিচ্ছিরি।'

'বিচ্ছিরি কি সুচ্ছিরি আমি কি জানি। উনি একবার এসব চেয়েও দেখলেন না। খালি একটা বই কিনলেন পামস্ট্রি না কিসের—'

'কী যে বলেন।'

'তুমি সুবিমল ওর কথায় কান দিও না, ও এমনি যা-তা বলে,' সুস্মিতা তাপসী সুবিমলের পাশে এসে দাঁড়াল। 'আমি কিন্তু তোমার দিদিভাই, দিদিকে "আপনি" বলতে নেই।'

সুবিমল হেঁট হয়ে তাপসীর পায়ে হাত দিল। মাথা তুলতে সময় নিল।

'বেশ বেশ, সীনটা বেশ জমেছে।—এই সেরেছে—দীপাটা যে টাইয়ের বাণ্ডিল নিয়ে পালাল।'

'নারগিসের মা, তুমি অমন করে ভেবো না। তোমার মেয়ে-জামাইকে আমি সঙ্গে করে নিয়ে আসবো'খন।'

'বুঝতে পারছি না চিঠি দিচ্ছে না কেন।'

'দিয়েছে হয়তো, পাবে।'

দীপালি এই সবে গা ধুয়েছে। এখন জামাকাপড় পরছে। তাপসী বাড়ি গেল সন্ধেনাগাদ। সঙ্গে সুবিমলও গেছে। নতুন যে বন্ধু হয়েছে বটানির প্রফেসর তার সঙ্গে দেখা করে তবে ফিরবে। অথতার গেছে দুপুরে।

সকাল থেকে সাইরেন বাজেনি। তার মানে যুদ্ধ থেমে গেল। আর যাই হোক মিশরীরা মনের জোরের যে পরিচয় দিল এমন সঙ্কটে না পড়লে সেটা বোঝা যেত না। যুদ্ধ লাগবার আগে কী-হবে কী-হবে কতই না ভয়ভীতি। এখন? আসলে কথাটায় পদার্থ আছে, অচেনা অজানাকে দূর থেকেই ভয়। এলে আর ভয় নেই।

'এই শাড়িটা বিবিসাব? এটা তোমায় মানায় না।'

বদলে এক মিনিটে দীপালি লাইট-ব্লু শাড়ি পরে নিল। সোনালী বুটিদার পাড়। ব্রাউন শাড়ি পরে গা-টা কিরকম করে উঠেছিল। ম্যাক্স ওটা বোম্বে থেকে এনেছিল। ও শাড়ি পরলে আজ বিবেককে অপমান করা হয়।

আর এইভাবে ছেড়ে ফেলায় একদিনের একটা ভালো-লাগাকে কী করা হয়?

ওসব সেন্টিমেন্টের ব্যাপার। মনের ত্রিসীমানাতেও দীপালি ওসব প্রসঙ্গ আনবে না। 'নারগিসের মা, বেয়ারাকে বলো ট্যাক্সি নিয়ে যাক ফুলের দোকানে। আমি দোকানে টেলিফোন করে দিচ্ছি।'

'আমি যাই—?'

'না বেয়ারা যাক।'

'তাহলে আমি বাজার থেকে ধূপ নিয়ে আসি, ধূপ?'

দীপালির দু'চোখ ফেটে জল এসে গেল।

ঝলমলে সোনালি রোদভরা রাস্তায় চলেছে পন্টিয়াক। গাড়ি ধীরে ধীরে চালালেও চার ঘণ্টার ভিতর পোর্ট সাঈদ পৌঁছে যাবে। পথের দুধারে দিগন্তরাল প্রসারিত শাক-সব্জির ক্ষেত। পেরিয়ে যাচ্ছে একটার পর একটা গ্রাম পুকুর মসজিদ। শহরে যুদ্ধের হিড়িকে বুঝবার জো ছিল না যে এটা সোনা-ঝরা হেমন্তকাল।

শেষ পর্যন্ত দীপালি ট্রেন ধরেনি। সঙ্গে সুবিমলও এসেছে। তাই পন্টিয়াক। সুবিমল নিজের ইচ্ছায় এসেছে। তাপসীদের বাড়িতে খেয়েদেয়ে বেলা একটা নাগাদ ওরা বেরিয়েছে।

ফুরফুরে হাওয়ায় ভরাট রাস্তাটা সোজা পুবে গেছে— সুয়েজখালে।

যবের ক্ষেত শুরু হয়েছে। কতবার দীপালি এই রাস্তায় গেছে, তবে এই প্রথম ও নিজে ড্রাইভ করছে।

'গ্রামগুলো বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন।'

'চুপ করে চেয়ে ছাখো।'

প্রথম যখন দীপালি ডামাস্কাস থেকে এ-অঞ্চলে বেড়াতে এসেছিল তখন এখানেও ছিল চালাঘর, নেংটিপরা হাড্ডিসার মানুষ। এই ক'বছরে ভোজবাজি হয়ে গেছে।

ওঃ কালকে যা ভোজবাজি হল। সুবিমল একদম ছেলেমানুষ। বটানির প্রফেসরের বাড়ি থেকে রাত দশটায় ফিরেছিল। এসে বলল, হয়তো কায়রো য়ুনিভার্সিটিতে ইংরেজি

পড়ানোর একটা চাকরি পেয়ে যাবে। একজন মুরুব্বী পেয়েছে।

ব্যস, তারপর ওর কতরকম ব্যাপার। সেসব ভাবলে হাসতে হাসতে যেন দম আটকে যাবে। বলে কিনা চাকরি পেলেও প্রথম মওকায় ও দেশে চলে যাবে।

এখন কেমন ভালোমানুষ সেজে বসে আছে।

'কিন্তু আবার বলে রাখলাম তোমার এ-দেশে থাকবার লোক আমি নই।'

'কে ধরে রেখেছে।'

'যে ধরে রেখেছে তাকে সুদ্ধু নিয়ে যাবো।'

'ঈস্।'

কালকে রাত্তিরে সত্যিই ভয়ের ব্যাপার ঘটেছিল। তখন প্রায় বারোটা। দীপালি একা-একা শুয়েছিল। অমনি—

প্রচণ্ড শব্দের তাণ্ডবে কান যেন ফেটে গেল। দীপালি লেপ খুলে চট করে উঠে বসল। সাইরেন বাজছে। ছুটছে ক্যাট্ক্যাট্ক্যাট্ এন্টিএয়ারক্রাফ্ট গান্। ছুটন্ত বম্বারের গুর্গুর্-গুর্গুর্। বিছানা থেকে নেমে জানলার পর্দা সরিয়ে দীপালি নীলকাগজ ঢাকা শার্সি খুলে বাইরে তাকালো। গুর্গুর্গুর্গুর্ ক্যাট্ক্যাট্ক্যাট্···ঢালাও চাঁদের আলোতে ভাসছে পিরামিড, সাহারা, নীলনদ। অনন্তকালের চরাচর বুঝি সব এবার ধ্বংস হল। দীপালি ঢকঢক করে জল খেল। বিস্ফোরণে কাঁপছে পৃথিবী। ক্যাট্ক্যাট্ক্যাট্। দীপালি ঘরের কবাটের ছিটকিনি খুলল ; খুলে সেই কবাটে পিঠে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁপতে লাগল। একটুক্ষণ পরে সংযত হয়ে ত্রস্তপদে বেরিয়ে এলো বাইরে। ঢাকা বারান্দা হয়ে বসবার ঘর পেরিয়ে ব্যালকনিতে এলো। রেলিঙ ধরে দাঁড়াল। কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে জিজ্ঞেস করল, 'কী ভাবছো?'

—আগে বলো তুমি কী করে জানলে আমি এখানে?

—জানিনে। মনে হলো তুমি এখানে রয়েছ।—এবার বলো কী ভাবছিলে?

—তোমাকে পাহারা দিচ্ছিলাম।

এসব কাল রাত্তিরের কথা।

এখন ইস্কুলের উঠোন থেকে নেমে এক পাল মুর্গি রাস্তায় আসছিল, গাড়ি দেখে কোঁকর-কোঁ কোঁকর-কোঁ করে পালিয়ে গেল।

দীপালি রেল-ক্রসিং পাস করল।

এবার কাঁচা হলুদ রঙের আঙুর ক্ষেত। উল্টোপথে যাচ্ছে সেপাই-ভর্তি রেলগাড়ি। খোলা খোলা ওয়াগনে আসছে যুদ্ধের ট্যাঙ্ক। ওসব আসছে ফ্রণ্ট থেকে। যুদ্ধ থামল।

সুবিমল সিগারেট খাচ্ছে আর বই পড়ছে। বইটা দীপালিকে দেওয়া ম্যাক্স স্পেণ্ডারের বই "বিট্রেয়াল ইন ইণ্ডিয়া।" সুবিমল বেছে বেছে সব বইও বের করে। দীপালি পড়েওনি। দীপালি যদি দিল্লিতে বদলি হয় বেশ মজা হয়।

এলো একটা খেজুর গাছে-ছায়া গ্রাম। পুকুরে কলসি করে জল ভরছে মেয়েরা। বোরখা নেই। যত বোরখা শহরে। শহরে যে মানুষের আকৃতিতে জানোয়ারও থাকে।

কলাগাছের পাশ দিয়ে ঝুপ্ করে আবার সিধে রাস্তা। উটের কাফেলা চলেছে লম্বা লম্বা পায়ে।

শঙ্খশুভ্র পন্টিয়াক পেরিয়ে গেল গ্রাম। এলো আর একটা পরিচ্ছন্ন পাড়াগাঁ। হুশ্ করে এলো ফাঁকা খোলা চওড়া রাস্তা। রাস্তার ওধারে সার বানানোর কারখানা। দীপালি দিল্লিতে বদলির চেষ্টা করবে।

'আচ্ছা, সেই নুরী পাশা-টাশারা সব গেল কোথায়? কাগজে নামটাম আর ওদের দেখি না।'

'আমি গাড়ি চালিয়ে মরছি, আর তোমার যত বকর-বকর!'

'আমাকে শিখিয়ে দিও আমিও চালাবো। মধ্যে মধ্যে স্টাইল করে য়ুনিভার্সিটিতে যেতে তো হবে।'

'প্রফেসর বন্ধুকে জোটালে কোত্থেকে?'

ভাগ্যবানদের সব জুটে যায়, আপ্‌সে।—ঐ ত্থাখো ন্যাজকাটা কুকুর।'

দীপালির ঘুম পাচ্ছে। 'গাড়ি চালানো শিখবে এক্ষুনি?'

'আগে দাঁড়াও চাকরিটা হোক।'

যাকে নিয়ে এত ভাবনা এখন সেই মানুষ দীপালির কত নিকটে, কত অন্তরঙ্গ, এর চেয়েও অন্তরঙ্গ হওয়া যায়?

যায়।

'সোস্যালিস্টিক প্যাটার্ন। মানুষ চাই না। চাই মানুষের প্যাটার্ন।—তুমিও ঐ দলের?'

'ছিঃ ছিঃ তোমার সবেতেই ব্যঙ্গ।—কী হল?'

'তোমার ঠোঁটের প্যাটার্ন দেখছি।'

'কেন কী।'

'উফ্‌ বললে না বললে ছিঃ ছিঃ।'

ঘাসের বাণ্ডিল মাথায় করে নিয়ে যাচ্ছে রোগাটে একটি মেয়ে। পিছুপিছু যাচ্ছে ছিঁচকাঁদুনে নাদুসনুদুস একটি শিশু। বাপ বোধহয় যুদ্ধে গেছে। 'বাস্কেটে কোকাকোলা আছে দাও দেখি?'

পেছনের সীটে এক ঝুড়ি কোকাকোলা। সুবিমল তাই থেকে একটা বোতল দিল। দীপালি বাঁ-হাতে কোকাকোলা নিয়ে খেতে খেতে চলল; যাচ্ছে তো মাত্র দশ মাইলের গতিতে।

কোকাকোলা খেয়ে খালি বোতলটা দীপালি টিপ করে একটা টুকরির মধ্যে ছুঁড়ে ফেলল। টুকুরিটা ছিল এক চাই খড়ের গাদার উপর। 'দেখল কেমন টিপ?'

'তাই তো দেখলাম। সেই জন্মেই না ঘায়েল।'

এ আর কি টিপ। ইচ্ছে করলে দীপালি এখন কত পুরোনো

পুরোনো মোক্ষম মোক্ষম স্থানে টিপ করতে পারে। 'আচ্ছা সুবিমল, এই একটা কথা বলছি আর কি।—দেখা হওয়া মাত্র এই অজানা দেশে আমার সঙ্গে তোমার কিরকম একটা হল তো? এ কী করে সম্ভব?'

'তা বুঝি এখনো জানো না?'

'তুমি বললে কখন?'

'পূরবী পড়েছ? রবীন্দ্রনাথের?'

মুখের নম্রতা দিয়ে দীপালি সায় দিল।

'জানো ও বই উৎসর্গ করেছেন কবি কাকে?'

ঠোঁটের রেখায় দীপালি হাসল।

'তাহলেই বোঝ। ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো হল গিয়ে রবীন্দ্রনাথের বিজয়া।'

'বুঝলাম না।'

'সাতসমুদ্র পেরিয়ে রবীন্দ্রনাথ পেরু দেশে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ মাঝপথে নেমে পড়লেন বুনেস আইরাসে। নেমে পড়তেই হল—'

'তুমি বড়ো অবান্তর কথা কও।'

'এমন একটা খাসা কাহিনী বলছিলাম—'

'ছ্যাখো রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে যা-তা বলতে নেই।'

'বেশ তাহলে চুপ।' সুবিমল সিগারেট ধরালো। দীপালি ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোকে নিজ চক্ষে দেখেছে। আশ্চর্য লাবণ্যময়ী মহিলা, এই বয়সেও। পূরবীতেও জন্মান্তর-টন্মান্তর ওসব আছে। 'সুবিমল,—আচ্ছা, সোজাসুজিই আমি সব বলছি। কেমন?—সত্যি করে বলো শুনি আমাকে দেখে, এই আমার সঙ্গে এইরকম ঘন হয়ে মিশে, কারু মুখ তোমার মনে পড়ে?'

দীপালির দিকে অল্প ঘুরে বসে সুবিমল দুষ্টুমির চোখ করে বললে, 'আমার ইংরেজী কাব্য পড়ে নৈহাটির বস্তির মেয়েরা দলে-

দলে মাথা ঘুরে পড়ে যেত ? তাদের দু-দশজনের মুখ কি আর না মনে পড়ে!' সুবিমল দীর্ঘশ্বাস ফেলে সিধে হয়ে বসল।

'ঠাট্টা নয়। আমি তাই বললাম ?—আর কারু মুখ ?'

'মুখ ?—হ্যাঁ। কলকাতার ময়দানে মেঘলা দিনে সবুজ ঘাসের উপর দিয়ে নীল নীল শাড়ি আমার চোখের সুমুখে কত গেছে, তাদের কারু কারু মুখও অবশ্য কখনো-সখনো মনে পড়ে।'

'তুমি যতো বাজে বকতে পারো', অস্থির হয়ে উঠল দীপালি। অথচ পরিহাসের সুরে বলল, 'অনেক দিন আগে রবীন্দ্রনাথের কবিতা সবে যখন ছেপে বেরুতে লাগল সেই তখনকার কথা। তখন তোমার সেই আগের জন্মে খুব সম্ভব তুমি এদেশে এসেছিলে! আর তোমার ভাষায় "বসন্তের এক সন্ধ্যায়" খেয়াঘাটে নৌকোয় উঠতে গিয়ে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল একটি মেয়ের সঙ্গে—আমাকে দেখে তার মুখ মনে পড়েছিল ?'

এই কথা শুনে সুবিমল সামান্যতম অবাক হওয়া দূরে থাক ওর মুখটা আরও কোমল হয়ে গেল ; সদ্য-জাগা মুখে চুমো পেলে যেমন হয় তেমনি।

'তাহলে আমার কথা কানে গেছে ?'

'গাড়িটা থামিয়ে আসনপিঁড়ি করে বোসো, যেমন কালকে রাত্তিরে একবার বসেছিলে ?'

'আগে বলো মনে পড়ে কি না ?'

'পড়ে।' সুবিমল মিষ্টি করে হাসল। মুখ ফিরিয়ে সিগারেট ধরাল। ঘাড়টা দেখে মনে হয় একদম তুলে চৌধুরীর ঘাড়।

'এদিকে তাকাও ?'

তাকাল সুবিমল। সোসালিস্টিক প্যাটার্ন' কথাটা উচ্চারণ করবার সময় যেরকম দুষ্টুমির মুখ করেছিল সেইরকম মুখ করে বললে, 'তুমি আমাকে বলো কবি। তোমার কল্পনার দৌড় স্বয়ং রবীন্দ্রনাথকেও হার মানায়।'

সোজা পথে তাকিয়ে দীপালি বারো মাইলের স্পীড করল। সুবিমল এখন অন্য কিছু ভাবছে। সব বলবে একদিন না একদিন। ভালোবাসার এই মজা। এই জন্যেই তো সবার হৃদয়ে হুট করে প্রেম জন্মায় না। একবার জন্মালে সেটা বোধহয় চলতে থাকে জন্মান্তর। সে মিলন না ঘটা পর্যন্ত মানুষ প্রেমক্ষেত্রে অতৃপ্ত।

কমলালেবুর ক্ষেতের পাশ দিয়ে চলতে লাগল পন্টিয়াক। খড়কুটোর চালাঘর। তুলে চৌধুরী দামি কথা বলেছিল,—দারিদ্র্য, ক্ষুধা, এদের একমাত্র মারণাস্ত্র এডুকেশন, শিক্ষা।

একগাদা খড়ের ধারে দীপালি ব্রেক কষল। 'নাবো, নেবু নিই।'

এক চুবড়ি কমলালেবু দিলে আধাবয়সী একজন চাষী বউ। মুখে-চোখে স্বাস্থ্য। স্বামী গেছে যুদ্ধে। না, কমলালেবুর ও দাম নেবে না। বললে,—কী-বা আর দাম।

'ঠিক বলছো ? আমাকে দেখে কাউকে মনে পড়ে না ?' দীপালি হাই চাপল। উপরি উপরি কয়েকটা রাত্তির ঠিকমতো ঘুম হয়নি। কালকে ঘুমের প্রশ্নই ছিল না।

সুবিমলের ঘাড়ে মাথা রেখে দীপালি গাড়ির রেডিও খুলে দিল। বন্ধ করে দিল রেডিও। সুবিমলের হাত থেকে বইটা কেড়ে নিয়ে বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিল। 'আমি যা বলছি কানে যাচ্ছে না ?'

জানো আমি হেঁটে চলে যেতে পারি ?

সুবিমলের মুখের দিকে তাকাল দীপালি।

ওকে হাসতে দেখে বলল, 'তুমি এমনভাবে বললে যে আমি ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম।'

'গাড়ি থামাও, বইটা নিয়ে আসি।'

'ওসব বায়াস্‌ড বই পড়ে না।'

'বায়াস্‌ড কিসে ?'

'এক তরফা।'

'অন্য তরফটা কী শুনি ?'

'থামো। তুমি একটি বড়বড়িয়া। —কারো কথা মনে পড়ে কি না বললে না, আর যতো বাজে তর্ক!' সুবিমলের একটা হাত দীপালি নিজের কোলের উপর টেনে নিল।

'এক কথা তুমি বারে বারে জিজ্ঞেস করছ। আমি বলেছি মনে পড়ে না ?—পড়ে, পড়ে মনে।'

সুবিমল ইয়ার্কি করছে। দীপালি ফের ওর কাঁধে মাথা রাখল। 'তোমার ঘুম পাচ্ছে না ?'

'একজনের পাচ্ছে। যার বাজার দর মাত্র ১৩০৲ টাকা।'

'ভাগ্যিস মনে করিয়ে দিলে।' ঝট্ করে দীপালি সোজা হয়ে বসল। 'ঠিক এই বিচ্ছিরি কথাটা চলে যাবার দিন তপুর বাড়িতে বলেছিলে!'

'বলেছিলাম ?'

'বলোনি ?—এখন নয় বললে, মানে বুঝলাম। কিন্তু উফ্ তখন যে কী রাগ ধরেছিল কী বলবো—মাসিক ১৩০৲ টাকা ?—ঈস্! আর কবিতা-টবিতায় দিব্বি যে হরদম ডলার পাউণ্ড মারছো ওগুলো ফালতু ?'

দীপালির কাঁধে হাত গলিয়ে সুবিমল ওর ঠোঁটে আঙুল বুলিয়ে দিল। 'আজকে তোমার কত পাশে বসে রয়েছি।'

'নয় তখন কবি বলে একটু ঠাট্টা করেছিলাম। তায় সব্বার সামনে অমনভাবে খোঁটা দিলে, সে কথা আমি ভুলবো ?'

'সবাই আবার কে। আমার তপুদির সামনে আমি বলেছি। —ওঁকে আমি আরো অনেক কথা বলেছি।'

'কী বলেছ ?'

এবার সুবিমল হেসে ফেলল। 'একবার উফ্ করো ?'

'উঁ। আব্দার!'

'তপুদিকে কালকে বলেছি, একদিন কোনো এক জন্মে

এই ১৩০ টাকার প্রসঙ্গ উঠেছিল বৈকি। তোমার মনে পড়ে ?'

এক পলক সুবিমলের দিকে তাকিয়ে এবার দীপালিও মিটি মিটি হাসতে লাগল।

'আমার সে জন্মে তুমি ছিলে দিল্লিতে।'

শুনে দীপালি মনে মনে হাসতে লাগল। গ্রামের এই পথে তুলে চৌধুরীর সঙ্গে দেবযানীও বেড়াত তার ব্রুহাম গাড়ি করে। দু-ঘোড়ার গাড়ি। তখন না ছিল গ্রামের ছিরি না ছাঁদ। তুলে চৌধুরী লিখেছে, যে-দেশে কর্নেল ওরবীর মতন পুরুষ জন্মায় সে-দেশের মানুষ চিরটা কাল কলের পুতুল হয়ে থাকে না।

কত দিনের পর আবার সেই পরিচিত পথ।

পন্টিয়াক থামল রেলক্রসিঙে এসে।

আহত সেপাই ভর্তি ট্রেন কায়রো যাচ্ছে। এরা ফিরছে সেনাই উপদ্বীপ থেকে। ডাইনে মাঠ ভর্তি যব। বাঁয়ে একজন বুড়ো মানুষ লাঙল চষছে। এদিকে রাখা রয়েছে ট্র্যাক্টর। এক বুড়ি চালুনিতে কী যেন ছাঁকছে। ওদিকে আখের ক্ষেত। হাওয়ায় উড়ছে পেঁজা পেঁজা তুলো।

ট্রেন চলে গেলে রেল-ক্রসিঙের ফটক খুলে গেল। 'তোমার মুখ দেখে আমি বুঝতে পারছি, কিন্তু ভেবে তুমি মনে মনে হাসছো।'

'১৯৫৩-র পুজোর সময় তুমি কোথায় ছিলে, দীপু ?'

'দিল্লিতে। কেন ?'

'তখন আমিও দিল্লিতে।'

ও—মা তাই নাকি ?—সত্যি ?

'কী মজা !'

'মজাটা কী ?'

'তখন ত্থাখা হলে এদ্দিন বৃথা যেত না।'

'গেল যে বৃথা।'

'তুমি যে কী—তখন কেন এবারকার মতো দেখা করলে না?'

'করেছিলাম। তুমি পাত্তা দাওনি।'

দীপালি হেসে কুটিপাটি। রেডিও খুলল; বন্ধ করল। হাসি থামছে না। গাড়ির পাশ দিয়ে পেছনে চলে যাচ্ছে টলমল স্বচ্ছ জলের খাল। এ-খাল দেবযানীর সময়েও ছিল। দীপালি হেসে খুন।

'হুঁ' এখন তো হাসবেই। তোমার কাকার বাড়িতে পুরো এক মাস আমি সকাল-সন্ধ্যা দু'বেলা টিউশনি করেছিলাম। ১৩০ টাকায়।'

'অ্যাঁ?—মণ্টুকে পড়াতে?'

'তাই তো জানি। আর তখন তুমি মিস্টার সুশোভন দাশগুপ্ত, বিলেত-ফেরত মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়রের সঙ্গে বেড়াতে যেতে, আমাকে ফেলে রেখে।'

'অ্যাঁ? তুমি তখন দিল্লীতে?' দুঃসহ উত্তেজনায় দীপালি গাড়ির এঞ্জিন বন্ধ করে দিয়ে ব্রেক চাপল। 'বলো কী? কই, তোমাকে দেখেছি বলে তো মনে পড়ে না?'

মনে পড়ে না বললে এখন আমি শুনবো কেন। মণ্টু একদিন আমায় এক গামলা পায়েস এনে খাওয়াল। বললে, দিদি বানিয়েছে।'

দীপালি অবাক হয়ে সুবিমলকে দেখতে লাগল।

'সেই পায়েস খাওয়া আমায় ডুবিয়েছিল। পায়েসে ডুবানো এখনো সমানে চলছে।'

দীপালি হতবাক। মনের চোখে তাকিয়ে আবছা ভাবে বলল, 'কই, তোমাকে দেখেছি বলে তো মনে পড়ে না?'

'কাল থেকে কতো বার বললে, আগে তুমি আমায় কোথাও দেখেছ।'

'কী যে বলো!—ও মা। তোমাকে দেখেছি আমি? আর চিনবো না? সে কী—'

'একদিন ফাঁকা ফাঁকা নির্জন রাস্তাটা পেরিয়ে, জামগাছের তলা দিয়ে তোমাদের বাংলোয় আমি টিউশনি করতে ঢুকছি; তখন মিস্টার সুশোভন দাশগুপ্তের সঙ্গে তুমি বেরুচ্ছ। আমি শুনতে পেলাম মিস্টার দাশগুপ্ত তোমায় বললেন,—উজবুক এই ছোকরাকে তোমরা রেখেছ? একে ১৩০ টাকা মাইনে দাও?'

'অ্যাঁ?' দীপালির ব্রহ্মতালুতে যেন চোট লাগল।

'লজ্জায় ঘৃণায় তখন আমি কষ্ট পেয়েছিলাম। তার আগেও আমি তোমাকে কতবার দেখেছি। তোমাদের বাংলোর সবুজ ঘাসের উপর ফিকে নীল শাড়ি পরে সন্ধেবেলায় তুমি বেড়াতে; কখনো চুপটি করে একা একা বসে থাকতে। একদিন বৃষ্টি পড়ছিল। একা একা দাঁড়িয়ে তুমি বৃষ্টির জলে ভিজছিলে।'

দীপালির সাড়া নেই।

'এদিকে তুমি এত চঞ্চল, তখন দেখাচ্ছিল তোমার মনটা যেন কোথাও সমাহিত।—তারপর শরত গেল, গেল হেমন্ত। সেই বসন্তে আমার কলমে প্রথম ছন্দ।'

খালের কিনারে হাল্কা হাওয়ায় গাড়িটা থেমে রইল। এক ঝাঁক শাদা শাদা বলাকা দূর থেকে এসে পাশ দিয়ে স্বপ্নের আল্পনা আঁকার মতো করে উড়ে চলে গেল দূরে।

মিনিট খানেক অবসভাবে বসে থাকার পর দীপালির শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক হল। 'কফি খাবে সুবিমল?'

'যাক, তবু পায়েস বলনি।' সুবিমল মিষ্টি চোখে হাসছে।

'কফির ফ্লাস্কটা তুমি নাও, আমি এই চুবড়িটা নিচ্ছি।' যেন স্বপ্নে কথা বলছে দীপালি। 'এসো ঐ ওপারে গিয়ে একটু বসি।'

সুবিমল দুষ্টুমির মুখে কাঁধে ঝোলাল ফ্লাস্ক। হাতে নিল বেতের পিকনিক বাস্কেট। ওতে স্যাণ্ডউইচ-ট্যাণ্ডউইচ কী-সব আছে।

খালের কিনারে কিনারে এগিয়ে দীপালিরা সরু একটা পুল

পার হল। চাষী মেয়েরা মশক ভরে ভরে জল তুলছে। মাটির রঙ এখানে ঘাসের রঙ। মেঠোপথে খেজুরগাছের গা ঘেঁষে যাচ্ছে একটা গোরুর গাড়ি। 'এসো আলের এই দিকটায় বসি।'

আলোর পাশে এসে দীপালি বললে, 'চলো যাই ঐ খড়ের গাদায়।'

দীপালি হাসিমুখে কোমরে কাপড় জড়িয়ে থপাস্ করে খড়ের ওপর শুয়ে পড়ল। শুয়ে হাসতে হাসতে পটাং করে পায়ের জুতো খুলে ফেলে দিল। দিয়ে যেন মস্ত এক তামাসার ব্যাপার এইভাবে হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করল, 'তারপর কী হলো সুবি ?'

কী হলো তা শুনতে শুনতে হাই চাপতে চাপতে দীপালি ঘুমিয়ে পড়ল।

জেগে দেখে সুবিমল পেয়ালায় কফি ঢালছে। 'বলিনি ? তুমি আস্ত একটা বোকা ছেলে ?' অসমাপ্ত সেই আগের হাসির হিল্লোলে দীপালি উঠে বসল। 'বলিনি তুমি কিচ্ছু বোঝো না ?—বলিনি তুমি ছেলেমানুষ ?'

সুবিমল ওকে কফি দিল।

'তারপর মিস্টার সুশোভন দাসগুপ্তের কী হলো ?'

'কী আবার হবে, দাও দেখি কফি।' কফি নিয়ে দীপালি ফের শুয়ে পড়ল। এক ঘণ্টা ঘুমিয়ে গা ঝরঝরে হয়ে গেছে। সুবিমলের দিল্লিকাব্য শুনে ওর মাথাটা কী রকম ভনভনিয়ে উঠছিল। শুয়ে শুয়ে কফি খেতে খেতে বললে, 'খুব হয়েছে। ওঠো এবার চলো—ওয়ান টু থ্রি এই যে!' দীপালি টক করে উঠে পড়ল।

'তাড়া কিসের ?'

'পৌণে পাঁচটা বাজে। জনসনসাহেব চটে যাবেন। তারপর গিয়ে আজ রবিবার, ওঁর ক্লাব-ডে।'

'আজকে শনিবার।'

'শনিবার? শনিবার কিসের?'

'শনিবার বার-বেলায় বেরিয়েছিলাম বলে আজ শনিবার।'

পায়ে জুতো গলাতে গলাতে দীপালি হাসল। 'গেল রবিবারে তুমি কিভাবে পিঠ্‌টান দিয়েছিলে আমি ভুলবো?'

'পিঠ্‌টান দিয়েছিলাম মানে?'

'দাওনি পিঠ্‌টান? ওরবী স্কোয়ারে সেই দুপুরে যখন আমি তোমার হাত চেপে ধরলাম? অমনি তুমি হাত ছাড়িয়ে পালালে?'

'পালালাম মানে?—ভয় পাওয়া মানুষের ভিড়টা প্রকাণ্ড ঢেউয়ের মতন ধাক্কা দিয়ে ঠেলেঠুলে বলে কোথায় আমাকে গলির মধ্যে নিয়ে গিয়ে ফেলে দিল, আর বলছ কি না আমি পালালাম?'

'সত্যি পালাওনি?' দীপালির বুকটা দ্বিগুণ সুখে কুলকুল করে উঠল।

'হ্যাঁ পালিয়েছিলাম। বেশ করেছি পালিয়েছি। বলে হাজার লোকের পায়ের তলায় থেঁতলে যেতে যেতে কিভাবে বেঁচে গেছি আমিই জানি—'

'ও-মা তাই নাকি?'

'তাই নাকি মানে? তুমি দেখলে না?'

'ছিঃ ছিঃ। এদিকে আমি যা-তা কিসব আজেবাজে ভাবছিলাম।—আচ্ছা তা সে যাই হোক। ব'লে সেই থেকে আমি দিন গুনছিলাম। রবি-রবি আজ আটদিন। শনি বললেই হলো? আজ রবিবার।'

'রবিবার?'

রবিবার।—সোমবার, আঙুলের কর গুনতে লেগে গেল দীপালি, 'মঙ্গলবার, বুধবার, বেস্পতিবার গেল, শুক্কুরবার—'

'ব্যাস, ব্যাস, আজ শনিবার।'

'ও-মা, সত্যিই তো।' দীপালির আঙুলে আর গুনবার জায়গা নেই। 'একটা দিন আমার হিসেব থেকে গুলিয়ে গেছে।' দীপালি ফের সুবিমলের পাশে বসল। বসে আন্দাজ করল এই ভুলটা হয়েছে সাহারায় বম্বিং দেখার পর থেকে।—কী বিভ্রম। 'আচ্ছা সে যাই হোক, ওঠো। জনসনসাহেব ভাবছে।—ওয়ান টু থ্রি।' দীপালি টক করে উঠে পড়ল স্কিপিং করার গতিকে।

'আমি আরেকটু কফি খাবো।'

'খেয়োখন' রাস্তায়।'

'না, আমি এইখানে বসে খাবো। আর তুমিও খাবে।' দীপালির হাত টেনে ধরে সুবিমল ওকে বসিয়ে দিল।

'আমার হয়ে বকুনিটাও তাহলে তুমিই খেয়ে নিও।'

'স্তব্ধ-বসন্ত কবিতাটা শুনবে?'

'তোমার ক্যাবলামির আর কিচ্ছু আমি শুনতে চাই নে।—এ কি, সব পেস্ট্রি পড়ে রয়েছে। এগুলি কে খাবে স্বপ্নাদিষ্ট কবি মশাই?'

'হায়-রে, কোথায় আমার প্রথম কবিতা, আর কোথায় চটচটে পেস্ট্রি। এই অবনতি তোমার?'

'ওসব দিদিভাই দিয়েছে। আর এগুলো নারগিসের মা। তুমি না খাও আমি খাচ্ছি।' দীপালি খেজুরগুড়ের একমুঠো মুড়কি মুখে পুরল। সুবিমলের পায়েস খাওয়ার ইতিবৃত্তিটা মনে পড়ে যাওয়ায় মুখময় মুড়কিসুদ্ধু খিলখিল করে হেসে, শুয়ে পড়ে গড়াগড়ি। সুবিমল ওকে জাপটে ধরে মুখ বন্ধ করে দিল। হাসি থামার পর জিজ্ঞেস করল, 'শেষ পর্যন্ত তোমার মিস্টার সুশোভন দাসগুপ্তের কী হবে?'

'কী আবার হবে।'

'কিছু হতেই হয়।'

'কী আবার হবে, হয়েছে আরো বড়ো ইঞ্জিনিয়ার। সরকারি

চাকুরি করছে। শুনি কলকাতায় মস্ত বড়ো ফ্ল্যাটবাড়ি বানিয়ে ভাড়া খাটাচ্ছে। ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স করছে। দশজনের সঙ্গে কমপিটিশন করে কোনোরকমে টিকে আছে।'

'কমপিটিশনে তোমার কাছে হেরে গেল ?'

'ওঠো ওঠো!' এবার ধমক দিলে দীপালি। তখুনি আবেগভরা গলায় বলল, 'তুমি ছোটো হয়ো না, সোনা।'

পুনরায় ছুটল গাড়ি। হুস করে দুটো-তিনটে গ্রাম চলে গেল পেছনে। গুনগুন করছে টেলিফোনের তার। তারে তারে সার সার হলদে-সবুজ টিয়েপাখি, আর ময়না।

'অতো জোরে নয়।'

'দেখো'খন সাহেবটা কীরকম চটে যাবে। এখনো আধঘণ্টার মামলা।'

গ্রাম মাঠ ধানের ক্ষেত। একটা শকুনি টলতে টলতে উড়ে যাচ্ছে আকাশে। 'ঐ যে ঐ দ্যাখো পোর্টসাঈদের লাইটহাউস। আর মোটে পাঁচ মাইল।'

'পোর্টফোলিওটা খুলে সবুজ ফাইলটা বের করো দেখি।'

'গাড়ি তুফান মেল, এর মধ্যে ফাইল ?'

'ফাইলের ওপরের পাতায় ট্যুর প্রোগ্রাম আছে। দ্যাখো তো আজকে সত্যিই শনিবার কি না।'

'দেখছি তোমার মাথায় ছিট আছে।'

সুবিমল ফাইল বের করল। শনিবার শব্দটায় লালকালি দিয়ে ঘেরাও করা দাগটা দেখে সেটা দীপালিকে দেখাল। দেখিয়ে ফাইলটা পোর্টফোলিওতে রাখবার সময় সবিস্ময়ে জিজ্ঞেস করল, 'রিভলবার কেন ?'

'এই-এই রেখে দাও।'

'এটা কেন ?'

'এমনি যদি দরকার হয়।'

সন্ধের আবছায়ায় লাইটহাউসে আলো নেই। 'ঐ ছাখো সুয়েজখাল।'

সাঁ করে এসে ছিমছাম প্রকাণ্ড গাড়িটা আস্তে আস্তে চলতে লাগল খালের পাশ দিয়ে। খালের মাঝামাঝি আধ-ডুবন্ত জাহাজ। লক-গেটের পেছনে সুয়েজখাল কোম্পানীর বিশাল আপিস-বাড়ি। ঐ আপিসে দেবযানী কাজ করত। জমজমাট বড় রাস্তার ছ'কিনারে সিনেমা রেস্তোরাঁ নাইট-ক্লাব। লোকারণ্যের ওদিকে গাঢ় নীল ভূমধ্যসাগর। সমুদ্রের গভীর থেকে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে সুয়েজখাল নির্মাতা ফার্দিনান্দ ছ্য লাসেপস-এর অতিকায় ব্রোঞ্জমূর্তি। মূর্তিটার একটা বাহু ইউরোপের দিকে প্রসারিত, যেন ডেকে ডেকে সবাইকে বলছে,—এসো এসো, এইদিকে ইণ্ডিয়া। গাড়ি থেকে নেমে দীপালিরা রেলিঙ ধরে স্ট্যাচুর তলায় এসে দাঁড়াল।—এই খাল নিয়ে যত যুদ্ধ।

হোটেলে দীপালি চটপট তৈরি হয়ে নিয়ে হস্টেলে এলো। সঙ্গে এনেছে তিন-তিনটে ট্রাকভর্তি ছবিওলা বই, ক্রিকেট, ভলিবল, ফুটবল—খেলার যাবতীয় সরঞ্জাম, রঙ তুলি কাগজ, আর রকম বেরকম মেকানিক্যাল খেলনা। ওর কার্যসূচী অনুসারে এ-সবের যোগাড়যন্ত্র দীপালি ট্যুর প্রোগ্রাম স্থির হবার সঙ্গে সঙ্গে করে রেখেছিল। এগুলো পয়সা খরচ করে কিনতে হয় না। ডেনমার্ক ফ্রান্স জার্মানি সুইৎজারল্যাণ্ড এইসব দেশের জনকল্যাণ সমিতিরা স্বেচ্ছায় নিয়মিত দীপালির আপিসে পাঠায়। এই আইডিয়াটা অবশ্য দীপালির নিজস্ব। ওর মাথায় এই ধরণের কত আইডিয়া গিজগিজ করছে। ইস্কুলের নিজস্ব বাস সাতটা। প্রত্যেকটি দীপালি বিনে পয়সায় আনিয়েছে জর্মন ইতালিয়ন মোটর ম্যান্নুফ্যাকচারিং

কোম্পানিদের কাছ থেকে। ভারতীয় কোম্পানিকে লিখেছিল, চিঠির তারা জবাব পর্যন্ত দেয়নি।

সুবৃহৎ একটি প্রাঙ্গণে য়ুনোস্কো 'স্কুল-হস্টেল'। ঝকঝকে তকতকে ছবির মতো দেখতে। কম বেশি তিনশ' অনাথ ছেলেমেয়ের এখানে বাস। অপেক্ষাকৃত বয়স্ক ছেলেরা সামনের দিকে, কুচোকাচা ছেলে এবং মেয়েরা বাগানের পেছনে খালের ওদিকে ব্যারাক-গোছের দোতালা বাড়িতে থাকে। প্রশস্ত কম্পাউণ্ডের মাঝখানে আগে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দুটো পুরনো বাংলো ছিল। সেই বাংলো দুটোকে এদিক-ওদিক অদল-বদল করে মস্ত একটা হলঘর বানানো হয়েছে, আর আটটা খাবার ঘর। হস্টেল-প্রাঙ্গণের উত্তর-দক্ষিণে চীফ ওয়ার্ডেন, অ্যাসিসটেণ্ট ওয়ার্ডেন, এবং মহিলা-কর্মচারীদের কোয়াটার্স। ইস্কুল-বাড়িটা শহরতলিতে, মাইল পাঁচেক দূরে। প্রিন্সিপাল এবং সহকারী শিক্ষকদের থাকার ব্যবস্থা সেদিকে। তবে এসবের প্রধান দায়িত্ব প্রিন্সিপ্যালের।

য়ুনোস্কো ইস্কুল এবং হস্টেলে মিশরী শিক্ষাবিভাগের আইন-কানুন অচল। এই প্রতিষ্ঠানের আইন আন্তর্জাতিক। ঠিক যেমন দীপালিদের আপিসের কিংবা অন্যান্য বৈদেশিক দূতাবাসে ব্যবস্থা; এখানেও তেমনি।

দীপালিরা আসামাত্র হাসি-খুশিতে গোটা ছাত্রনিবাসে যেন আনন্দমেলা বসে গেল। অন্যান্য মহিলা কর্মচারীদের সঙ্গে ছুটোছুটি করে এ্যাসিটেণ্ট ওয়ার্ডেন মিসেস ফতেন হামানও সকলকে উপহার বিলালেন। এর দাদামশায়ের বাবা সুয়েজখাল কোম্পানিতে চাকরি করতেন। তিনি ছিলেন বাঙালি; কী যেন এক মিস্টার রায়। ভদ্রমহিলার বয়স বত্রিশ, লম্বা রোগা মুখের মিষ্টতা সর্বাঙ্গে যেন উপচে পড়ছে।

ন-দশ ক্লাসের ছাত্রছাত্রীরা হলঘরের পেছনে দাঁড়িয়ে; সামনের দিকে কচিকাচারা যে-যার যেমন মর্জি বসে দাঁড়িয়ে,—এমন কি

গড়িয়েও। এরই মধ্যে কেউ ব্যাঞ্জো বাজাতে লেগেছে, কেউ হারমনি। ছ-সাত বছরের কচি একটি মেয়ে দীপালির কোলে উঠে বসেছে, সে এখন নামতে চাইছে না। অথচ আরেকটি শিশু ওকে ঠেলেঠুলে দীপালির বুকের পাশে চলে এসেছে। এদের জীবনের এই শুরু। প্রত্যেকের নাম ধরে ধরে দীপালি পাশে বসিয়ে আদর করেছে।

হলঘরে সতরঞ্চি বিছিয়ে এদের সঙ্গে বসে দীপালি আর জনসনসাহেব রাতের খাওয়া-দাওয়া সারল। এতে যে কী আনন্দ তা দীপালিই জানে। সুবিমলকে এখানে আনলে যে কি আনন্দই না হ'ত।

অবশেষে যখন বাচ্চারা যে যার ডরমিটারিতে চলে গেল তখন এক ফাঁকে মিসেস হামাম তাঁর স্বাভাবিক সুন্দর মুখটাকে আরো মিষ্টি করে বললেন, 'এই দেখুন মিসেস দাশগুপ্ত, এই হলঘরের দেওয়ালটা মেরামতের সময় এগুলো পেয়েছি। আপনার রীসার্চের কাজে লাগবে।

মরক্কো লেদারে মলাট দেওয়া পুরোনো একটা বই। চন্দনকাঠের একটা গয়নার বাক্সয় পুরানো একতাড়া চিঠি। ময়লা হয়ে যাওয়া সাদাচামড়া-বাঁধাই একটি খাতা।

দীপালি দেখল বইটা বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ। কালের যাত্রায় প্রায় মুছে-আসা একটা চিঠির তলায় নাম দেখে বুঝল এসব দেবযানীকে লেখা তুলে চৌধুরীর চিঠি। সে থাকত কায়রোয়; দেবযানী এই বাড়িতে। হস্টেলের এই পুরানো বাংলোটুটো ছিল দেবযানী আর গ্রেসীর।

অজস্র ধন্যবাদ দিয়ে এগুলো দীপালি ওর সেক্রেটারিকে দিল। সে আজকের সকালের ট্রেনে এসেছে।

সব দেখাশোনার শেষে যখন দীপালি বাইরে এলো, জনসনসাহেব কী খেয়ালে প্রস্তাব করলেন হেঁটে হোটেলে ফিরবেন। হোটেল

খাল বরাবর মিনিট পনের পথ। দীপালির আপিসের বড়োরা সকলে একই হোটেলের বাসিন্দা।

শহরের রাজপথ নিষ্প্রদীপ। এ সময় এ-রাস্তা আলোয় আলোময় থাকত। সমুদ্রতটে এখন ঋতুপরিবর্তনের সময়। দীপালির গায়ে শুধু হাল্কা বাদামি একটা কার্ডিগান।

খালের ধারে কবেকার আপিসবাড়ি। আজও নতুন।

'দীপালি, তোমাকে কনসাল্ট না করে আমি কিন্তু একটা অ্যানাউন্সমেণ্ট প্রেসে পাঠিয়েছি।'

'আবুসিম্বেল-এর ব্যাপারে? ওতে আমি নেই।'

'ওসব পাথর দীপা; পাথরের স্ট্যাচু। আমার এনাউন্সমেণ্ট এনগেজমেণ্ট অব দীপালি অ্যাণ্ড সুবিমল।'

খালের মাঝ-বরাবর যাচ্ছে পাইলট লঞ্চ। এদিকে ভারি সুন্দর দেখতে একটা গির্জা।

দীপালির খুব ইচ্ছে করছে বুড়োর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে, যেমন ও করত ওর বাবাকে।

ফুটপাথে হাঁটতে হাঁটতে জনসনসাহেব দীপালির একটা হাত নিজের মুঠোয় নিলেন। 'তোমাদের দেশের একটা প্রথা আমার খুব ভালো লাগে। ছেলেমেয়েরা বড়ো হয়ে গেলে আলাদা হয়ে যায় না—। পর হয়ে যায় না। বৃদ্ধ মা-বাপকে কাছে রাখে।'

বুড়োর চার ছেলে এক মেয়ে। চার ছেলের চার সংসার। মেয়েরও সংসার আছে। ছেলেরা সকলে উচ্চপদস্থ কর্মচারী। দীপালি বুড়োর সব জানে। মনটা এমন নরম হয়ে গেল যে ওর মুখ থেকে কথা সরল না।

খালের মাঝ-বরাবর ডুবে রয়েছে খানকতক জাহাজ। উপরের ডেক আর মাস্তুল দেখা যাচ্ছে। দীপালি পোর্টসাঈদে পৌঁছেই ওর বানানো মুখটা জনসনসাহেবকে দিয়েছে। জনসনসাহেবের হাতটা গরম। দীপালি ওঁর গরম হাতের উত্তাপ অনুভব করল সারা গায়ে।

লোকে বুঝতে চায় না জগতে মাত্র দুটো জাত। এক জাত ভালো মানুষ, আর এক জাতের মধ্যে নানান কারণে ভালোর অভাব। নিজের অভিজ্ঞতা থেকে জনসনসাহেব এই দীপালিকে একদিন বলেছিলেন, হাজারে ন'শো নিরানব্বই জন লোক ভালো। হ্যাঁ, খাঁটি কথা। কিন্তু এও অস্বীকার করার নয় যে ঐ বাকি এক জন মানুষ তার ব্যক্তিত্বের দরুণ সে ন'শো নিরানব্বই জনের উপর নিদারুণ টেক্কা মারে। তাঁদের হাতেই দুনিয়ার যাবতীয় চাবিকাঠি।

দীপালি বলল, 'আমার একটা অনুরোধ রাখবেন ?'

সাহেব হাসিমুখে বললেন, 'হঠাৎ সক্রেটিসের মত মুখ করছ যে ?'

'আমার খুব ইচ্ছা, রিটায়ার করে আপনি আমার কাছে থাকুন। —আমাদের বাড়িতে।'

দুজনে নীরবে হাঁটতে লাগল।

'আমি ভাবছি রিটায়ার করে দেশে গিয়ে চাষবাস শুরু করবো। তোমাদের যখন ইচ্ছা এসো, যতদিন ইচ্ছে আমার কাছে থেকো।'

দীপালির হাত ধরে জনসনসাহেব হোটেলে এসে লাউঞ্জে বসলেন। ভিতর থেকে বিশাল একটা বুল-টেরিয়ার হেলে দুলে এসে সাহেবের পায়ের তলায় বসল।

সাহেব আজ অন্য দিনের চাইতে ফুর্তিতে আছেন। মনে হয় খুব শীগ্‌গীরই রিটায়ার করবেন।

লাউঞ্জ থেকে দীপালি যখন উঠল তখন সাড়ে দশটা।

সুবিমলের ঘর তেতলায়। ওর ঘরে কেউ নেই। রুমবয় বলল, সাহেব খালের ধারে বেড়াতে গেছেন।

দোতলায় দীপালি নিজের ঘরে এসে দেখল ওর বিছানায় শুয়ে সুবিমল কী লিখছে। দীপালিকে দেখামাত্র বলল, 'তোমার আপিস কি দিনরাত্তির সব সময়ই ?'

'তাই তো মনে হয়। সারাদিন খড়ের গাদায় শুয়ে থাকা,

সন্ধের সময় একটু বেড়ানো, এসবই যে আপিসের কাজ।—কিন্তু আজ যে হাতে কাগজ-কলম।'

'কায়রো রেডিও শুনেছো?'

'কেন কী হয়েছে?'

'বেসুরো কিছু না। অখতার সাহেব টেলিফোন করেছিলেন তোমাদের হ্যাপ্পিকে। হ্যাপ্পিদেবী তখন তার ক্লাব থেকে আমায় ডেকে বললেন, রেডিওর গুজব, তুমি-আমি এখন নাকি এন্‌গেজড্‌। তপুদিরা অভিনন্দন পাঠিয়েছেন।—এ-ঘরে এনগেজমেণ্ট শব্দের মানেটা জানতে এলাম।'

দীপালি মনের কোনো সূক্ষ্মতম স্থানে অনুভব করছে তুলে চৌধুরী-দেবযানী চ্যাটার্জি ওদের জীবনী ঘাঁটার দায়িত্ব অন্য কারো ওপর দিতে হবে। নিজে আর ওতে থাকবে না। 'ঘরে এসে মানে পেলে?'

'পেলাম। কিন্তু সে মানেটা মনকে যেন উদাস করে দিল।'

'উদাস? উদাস কেন?'

'এই জন্যে যে, গদ্য মানুষটাকে ফের আজকে কবিতায় পেয়ে বসল। সে এক যন্ত্রণা। শুনবে? এতক্ষণ কী লিখছিলাম।'

'দেখি? দেখি?' দীপালি প্যাডের কাগজটা সুবিমলের হাত থেকে ছিনিয়ে নিল। 'তখন তোমার "স্তব্ধ-বসন্ত" শুনিনি বলে এত কথা শোনানো?'

দীপালি কবিতাটা পড়তে লাগল। একবার পড়ে আবার পড়ল। পড়ে জামার বুকের মধ্যে রেখে দিল। সুবিমল ওর বুকে হাত গলিয়ে ফস করে ওটা তুলে নিল, 'এ বস্তু সেফ ডিপজিটে রাখবার জন্যে নয়। তুমি পড়ে শোনাবে।'

'তাই বলে ডাকাতি?'

সঙ্গে বিষণ্ণতাও ছেয়ে ধরেছে। বাবাকে মনে পড়ছে। বুকের মধ্যে দেখতে পাচ্ছে মাকে। 'দাও দেখি। তবে তোমার কবিতা তুমি পড়ে শোনালেই ভালো শোনাত।'

বলে সঙ্গে সঙ্গে দীপালি মনের মধ্যে সুখের তুলি বুলাল। বুলিয়ে বুলিয়ে আবৃত্তি করার সুরে পড়তে লাগল :

'If someone would only please hold
 the sky high enough
 blowing
I would mount my canvas up there
 where stars foretell
 the future of Man.
If someone would only please pick up
 the colours
 flowing
 from the dawn's surpluses,
 from the twilight's spillings,
 and
 from my mother's birthpang-glows,
 encircled within the Experience
I could paint a picture
 flaming
 framed in Energy
 to prove my point
 that
 ever since the death of dinosaurs
 ceaselessly thinking
Man is Destiny itself. The Man ;
 his only task is to recognize
 his created uniqueness,
 calling'.

এরপর যখন গির্জার ঘড়িতে ঢং ঢং করে রাত্তির ত্নটো বাজল তখনো দীপালি বিছানায় শুয়ে জেগে রইল।

পাশে ঘুমিয়ে রয়েছে সুবিমল। দীপালি জেগে। নিস্তব্ধ রাতে চাঁদের আলোয় সুবিমলের মুখটা কী সুন্দর দেখাচ্ছে! জানলার পর্দাটা টেনে দিল দীপালি। তবু সুবিমলকে দেখতে পাচ্ছে।—'ও-মা, তুমি জেগে?'

সুবিমল হেসে ওকে জড়িয়ে ধরল ত্ন'হাতে। 'ঘুমানোর জন্যেই কী এই ঘরে এই বিছানায় এসেছিলুম?'

দীপালিও জোরে চেপে ধরল সুবিমলকে। ত্ন'হাতে ওকে বুকের গায়ের পায়ের সবখানে টেনে আঁকড়ে ধরে রাখল। জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিয়ে, ছেড়ে, ওর সঙ্গে আবার একেবারে একাকার হতে যেতে চাইল; কোথাও যেন আলগা না থাকে। হাড়গোড়-চুরমার করে দিক সুবিমল। 'সুব্বি, আরো কাছে নাও?'

যেন সমুদ্রের ছুটন্ত ঢেউয়ের উপর দীপালি শুয়েছিল, এবার ঢেউটা ওকে অনেক উঁচুতে নিয়ে যাচ্ছে আকাশে, অনেক উঁচুতে, অঙ্গে অঙ্গে দীপালি তখন এক হয়ে গেছে। ঢেউয়ের পর ঢেউয়ের তোড়ে চুরমার হয়ে গিয়ে ও মাখনের মতো দলা দলা হয়ে গলে গলে যাচ্ছে, যেন তীরবেগে কোথাও চলে গিয়ে ত্নলে উঠে অনেকগুলো আকাশ পেরিয়ে পেরিয়ে ফিরে আসছে, এসে দীপালি সমুদ্রের একদম তলায় তলিয়ে যাচ্ছে। আঁকড়ে ধরল দীপালি সুতীব্র আনন্দকে; আনন্দকে মন্থিত করে নবজন্মে।

'দীপু?'

'কথা নয়।'

বাইরে বাজছে রবিবারের গির্জায় ঢং ঢং ঢং···

জানলার বাইরে নিচের টেরেস থেকে ভেসে আসছে মৃত্ন মৃত্ন

বাজনায় ছোটে ছোটো হাসির সুর। দীপালি শুয়ে রইল। সুবিমল কখন যেন উঠে বাথরুমে গেছে। ও বেরুলে তবে দীপালি উঠবে।

নরম বিছানায় শুয়ে শুয়ে দীপালি আড়মোড়া ভাঙল। পাশ ফিরে শুলো। হোটেলের এই ঘরটা আমৃত্যু মনে থাকবে। এখন মরলেও কিছুমাত্র আক্ষেপ নেই।

কিন্তু দীপালি মরবে কোন্ দুঃখে। যুদ্ধ থেমে গেছে। পুরোপুরি দুটো দিন সাইরেন পর্যন্ত শোনেনি।

একটা কথা ভেবে হাসি পেল। কালকে সুবিমলকে বলেছিল রিভলবারটা আত্মহত্যা করার পক্ষে একটি নির্ঝঞ্ঝাট যন্ত্র। অবশ্য সুবিমল কী করেই-বা জানবে প্রত্যেক ডিপ্লোম্যাটদের সঙ্গে রিভলবার থাকে। এ কথা শুনে সুবিমল তামাশা করে পোর্টফোলিও থেকে রিভলবারটা সরিয়ে যেন কোথায় রেখেছে।

ওয়ান টু থ্রি! খাট থেকে ঝুপ্ করে দীপালি মেঝেয় নেমে পড়ল। বাথরুমের দরজায় ধাক্কা দিয়ে ডাকল, 'এ-ই, শীগ্গীর করো।'

সুবিমল সাড়া দিল না।

'সুবিমল?'

'জলের ছল ছল শব্দও নেই।

দরজার হ্যাণ্ডেলটা ধরে খড়খড় করে আওয়াজ দিয়ে ডাকল, 'এ-ই?' হ্যাণ্ডেলে ঝাঁকুনি দেবামাত্র দরজা খুলে গেল। সুবিমল কই? বাথরুম খটখটে শুকনো।

খুট্ করে শোবার ঘরের দরজা খোলার শব্দ শুনে দীপালি বাথরুম থেকে বেরিয়ে এলো। 'ও হো! কবিমশাইকে যে চিনতে পারছি না?'

'নেয়ে-টেয়ে নিলাম, তোমার যা ঘুম।'

এবার দীপালি চায়ের তাগাদা দিয়ে টেলিফোন করল। চা-টা

খেয়ে তবে বাথরুম। যা নয় তাই দীপালি সুবিমলকে ভেবেছিল। 'বলি মশাই জাগলে কখন ?'

'কে ঘুমিয়েছিল যে জাগবে।' দীপালির ইচ্ছা করছে সুবিমলের বুকে মুখ লুকোতে। সুবিমল ওকে জবর শাস্তি দিক।

'গা-টা ঢাকতে নেই বুঝি ?'

'ওঃ তাই ভালো করে তাকানো হচ্ছে না ?—এই তো ব্লাউজ।' দীপালি ব্লাউজের বোতাম লাগাল।

'চা-ওয়ালা এসে পড়বে।' সুবিমল স্যুটবুটশুদ্ধ খাটের কিনারে গা ঢেলে দিয়েছে। বালিশটা টেনে চোখের উপর রেখেছে।

'থাকুকগে। তাই বলে নিজের ঘরে নিজের মতো থাকব না ?' দীপালিও শুয়ে পড়ল সুবিমলের কোলের পাশে।

শেভিংলোশনের চনমনে গন্ধ। টেরেস থেকে আসছে বাজনার মোলায়েম সুরের রেশ। মিষ্টি রোদে বসে হোটেলের বাসিন্দেরা এখন সকালের চা খাবে। দীপালি উঠে জানলার ধারে গেল। নিচে টেরেসে সার-সার রঙবেরঙে ছাতা। ছাতাগুলোর ওধার দিয়ে জনসনসাহেব বাইরে যাচ্ছেন; নামলেন এবার বন্দরের রাস্তায়। সিমেণ্টের কালো কুচকুচে সড়ক। জনসনসাহেবের গায়ে সাদাটে ধূসর স্যুট। খালি মাথায় তুলোর মত সফেদ চুল; হাওয়ায় উড়ছে। সঙ্গে সঙ্গে চলেছে আদরের বুল-টেরিয়ার। বুড়োর সখ আছে! এত দেরিতেও প্রাতঃভ্রমণ।

বেয়ারা চা দিয়ে গেল। দীপালির ভুরুর দিকে তাকিয়ে সুবিমল এলোমেলো চোখে বলল, 'তোমার ঘনমেঘ ভুরুদুটো আমার প্রায়ই মনে পড়ত।'

'চায়ে চিনি দু'চামচে ?'

দীপালির ভুরুজোড়ার মাঝখানে সুবিমল চুমু খেয়ে বলল, 'চার চামচে।' তারপর আদর করল সুবিমল। ঘন হয়ে। দীপালির সর্বাঙ্গে পৃথিবীর আলো।

মিনিট পনের পরে আবার চা এলো। 'ক'চামচে চিনি ?'

'এক চামচেও না।'

'সে কি। এই তখন বললে চার চামচে ?'

'মুখ এখন মধুভরা।'

'ইয়ার্কি নয়, ঠিক করে বলো ?'

'সিরিয়াস ব্যাপারে আমি ইয়ার্কি করি না।'

'এই নাও তাহলে এক চামচে দিলাম —তোমার হিংসে হল না ?'

'হিংসে ?'

'কালকে ম্যাক্সের কথা বললাম……'

'হিংসে করবে মানুষ। আমি দেবতা।'

ঠোঁটে চায়ের পেয়ালা তুলল দীপালি। 'উঁ, দেবতা!'

'হিংসে করলে দেবলোকের ষোল আনা লোকসান।—আরেকটু চিনি দাও—আরো তিন চামচে।'

'এই যে বললে মধু।'

মাঝখানে তুমি যে তেতো ছিটালে। হিংস হ'ত না আবার। তোমার সঙ্গে কেমন হেসে-হেসে কথা বলতো!'

'মিস্টার সুশোভনের সঙ্গে দিব্যি গাড়ি করে বেড়াতে যেতে দেখে হিংসে হত।'

'তুমি বুঝি কারো সঙ্গে কখনো বেড়াওনি ?'

'কত মওকা পেয়েছি, তা আর বেড়াইনি।'

'ঈশ্‌! এখন যত মুখ খুলছে!—মনে নেই নাস্তানাবুদ করে ছেড়েছ ?—আচ্ছা, তুমি কী করে ইংরেজির লেক্‌চারার হবে? তোমার ডিগ্রি তো ইতিহাসের ?'

'ইতিহাস হোক আর ইংরেজি হোক, চাকরি নিচ্ছে কে? প্লেন যাওয়া-আসা শুরু হোক, তোমাকে নিয়ে দেশে চলে যাবো।'

দীপালিরা যখন নিচে নামল তখন সোনালি রোদ্দুরে রঙবেরঙের

ছাতাগুলোর তলায় প্রাতঃরাশের আয়োজন চলেছে। শ' খানেক নরনারী বালক-বালিকা। বেশির ভাগ সাহেব-মেম। হাসিতে কথায় রঙে রোদ্দুরে রবিবারের উজ্জ্বল সকালটা সেই আগেকার মতন জমজমাট। গির্জায় এখনো ঘণ্টা বাজছে ঢং ঢং ঢং…

দূর থেকে ন্যান্সি সশব্দে অভিবাদন করল দীপালি-সুবিমলকে। যুদ্ধ থেমে গেছে। ন্যান্সি বসে রয়েছে ছোকরা মতন আমেরিকান ভাইস-কৌন্সিলের সঙ্গে। ন্যান্সির বয়স চল্লিশ উত্তীর্ণ। দেখলে মনে হয় এই ওর বিয়ের প্রথম বয়েস। লম্বাটে, নাক টিকোলো, পাতলা ঠোঁটে মধু-রঙা লিপস্টিক, মাথায় চুল ব্লণ্ড।

জনসনসাহেব এলে তবে দীপালিরা এক সঙ্গে প্রাতঃরাশ করবে। তারপর যাবে ইস্কুল হস্টেলে। সেখান থেকে হেডকোয়ার্টার্সে। আপিস থেকে ফিরে সুবিমলের সঙ্গে লাঞ্চ খেয়ে যাবে ইস্কুলে। বিকেলে যদি সম্ভব হয় আপিসের মোটরবোট নিয়ে যাবে সমুদ্রে, যেমন যেত দেবযানীরা।

বাজনার তালে তালে দীপালি পায়ে তাল দিচ্ছে। সুবিমল সিগারেট টানছে। দূরে কোথায় যেন এ্যারোপ্লেনের শব্দ। খবর-কাগজ কায়রো থেকে এতক্ষণে এলো।

'এই ফুলওয়ালা?' দীপালি একথোকা বাসরাই গোলাপ কিনল। জনসনসাহেব এই গোলাপ ভালোবাসেন। থোকা থেকে খুলে দীপালি সুবিমলের কোটের বট্‌নহোলে একটা গোলাপ পরিয়ে দিল।

'আমি কী দিই?'

'কেন এই নীল গোলাপটা? এটা তাব্রিজ-এর গোলাপ।'

দীপালির রেশমি শাদা শাড়ির উপর রুপোলি-হলুদ মেশানো কার্ডিগানের দিকে চেয়ে সুবিমল বলল, 'কলেজের চাকরিটা নিতেই হবে দেখছি।'

'মশাইয়ের বুকপকেট বলে শুনেছি একটা ব্যাঙ্ক আছে, হাত দিয়ে—'কথাটা দীপালি শেষ করতে পারল না। অপ্রত্যাশিত ভাবে

নিমেষে প্রচণ্ড শব্দ করে ছুটো রুপোলি এ্যারোপ্লেন মাথার মাত্র একশো গজ উপর দিয়ে ঝাঁ করে খালের দিকে বেরিয়ে গেল, আরেকটা গেল, আরেকটা; হাসি হাসি মুখগুলো সব মাথা ঘুরিয়ে দেখছে ঝকঝকে প্লেন; তখুনি আরো ছুটো প্লেন এলো ভয়ঙ্কর শব্দ করে; ওদিকে এক ঝাঁক প্লেন উড়ে যাচ্ছে আকাশের নিচু দিয়ে; রাস্তায় দাঁড়িয়ে পথচারীরা মুখ তুলে দেখছে এ্যারোপ্লেনের সুন্দর ফরমেশন; এক-ছুই ক'রে ক'রে গুনে গুনে দেখছে ক'খানা উড়োজাহাজ; কোথাও কিচ্ছু নেই আচমকা ক্রমাগত খট্‌খট্‌খট্‌খট্‌ ...গুর্‌গুর্‌গুর্‌গুর্‌—বিনামেঘে বজ্রপাত। আঁচ করেছে কি না করেছে অমনি সর্বত্র বিপুল কোলাহল, গেল গেল গেল। দীপালির পা জমে পাথর হয়ে গেছে, গলা শুকিয়ে কাঠ, বন্দরের জেটি থেকে কুলিমজুররা ছিটকে পড়ছে দশদিকে, এদিকে লম্বাপায়ে আসছেন জনসনসাহেব, একনাগাড়ে খট্‌-খট্‌-খট্‌-খট্‌; দীপালির মাথার ঘিলু অবধি যেন বেরিয়ে যাচ্ছে। জনসনসাহেব রাস্তার উপর মুখ থুবড়ে পড়ে গেলেন।

তক্ষুণি দৌড়ে ছুটে যাচ্ছিল দীপালি রাস্তায় সুবিমল ওকে জাপটে ধরে চেঁচিয়ে উঠল, 'মেশিন গান্‌ মেশিন গান্‌—'আকাশ থেকে ক্রমাগত বর্ষণ হচ্ছে বুলেট, খট্‌-খট্‌-খট্‌-খট্‌! মেশিনগানের নাজ্‌লগুলো প্লেনের জানলায় স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে; বম্বার নয়; সাধারণ প্যাসেঞ্জার প্লেন! মুহূর্তে টেরেস খালি হয়ে গেছে! দীপালি নিশ্চল; পাশে ওকে শক্ত হাতে ধরে রয়েছে শুধু সুবিমল। বুলটেরিয়ারটা জনসনসাহেবের আস্তিনে মাথা রেখে যেন ঘুমিয়ে। সবই হল আধ মিনিট কী তারও কম সময়ে—হকচকানোর মধ্যে। পরক্ষণে সুবিমলের হাত ছাড়িয়ে দীপালি এক ছুটে বেরিয়ে গেল রাস্তায়, ওর আগে আগে হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে হ্যান্সি, মুখচোখে অবিশ্বাস্য আতঙ্ক।

এখন সব শেষ। রক্ত-মাংস-মায়া-মমতা উৎসাহ নিয়ে যে

মানুষ কিছুক্ষণ আগেও জলজ্যান্ত বেঁচে ছিল এখন নিশ্চিহ্ন। জনসনসাহেব যেখানে মুখ থুবড়ে পড়ে ছিলেন সেখানে এখন চাবড়া-ওঠা থকথকে রক্ত। তাও শুকনো রক্ত। দেহটা হাসপাতালের মর্গে। হাসপাতাল হয়ে আপিস ঘুরে দীপালি একা একা ফিরে এসে ঘোলাটে খালটার ধারে রেলিঙ ভর করে দাঁড়াল। আরো লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে।

এই খালের ধার দিয়ে কালকে রাত্তিরেও জনসনসাহেব আর দীপালি হেঁটেছিল। আপিসে সর্বাধিক যাঁকে চিনত, না বলে-কয়ে সে এইভাবে ফুৎ করে চলে গেল।

অপ্রত্যাশিত বিপর্যয়ে তখন দীপালি কোত্থেকে শক্তি পেয়েছিল ও নিজেও জানে না। পরে কোনো দিন এইসব ঘটনা স্মরণ করে নিজের মনে অবাক হবে। আকাশ থেকে মেসিনগানে পর যা বীভৎস দৃশ্য দেখেছিল তা জীবনে ভুলবে? ভাড়াটে বিজ্ঞানীরা এই মৃত্যুর জন্য দায়ী। তারা দানবের গোলাম।

যেমন সাহারায় সেই বিকট রাত্তিরে দীপালির সমস্ত শরীরটা গুলিয়ে গিয়েছিল ফের আজও তেমনি ঘটল। এই তো এখন আবার যে-কে-সেই। হেডকোয়ার্টার্স আপিসে জরুরি মিটিঙে গেছে। আপিসে যে ও এত সিনিয়র তা ওর অজানা ছিল, জনসন-সাহেবের যাবতীয় কাজের দায়িত্ব এখন ওর ঘাড়ে অস্থায়ীভাবে চাপানো হয়েছে। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত অবশ্য নেবে ন্যুয়র্ক আপিস। এমন বিপদের চাকরি জানলে জেনেশুনে কে এ-চাকরিতে ঢুকত। তায় এটা আবার সমগ্র মধ্যপ্রাচ্যের হেডকোয়ার্টার্স। বিপদকালে অনেকে সটকে পড়েছে তাই দীপালি আজ সিনিয়র। অন্য সময় হলে সকলে এখুনি হুমড়ি খেয়ে আসত তা কি আর ও বোঝে না। উক্ সেই থেকে তিন-তিনটে ঘণ্টা কিরকম যেন জাঁতাকলের মধ্যে কাটল। শুধু হেডকোয়ার্টার্সের কাজ বুঝে নেওয়া? নিজের ডিপার্টমেন্টেরও যথেষ্ট কাজ। ইস্কুলের ছেলেমেয়েদের নিয়ে এখন

সর্বনাশা বিপদ। কায়রো যাবার রাস্তা ধরে তের চৌদ্দ মাইল দূরে ওয়াইদগাঁও যে বড়সর গ্রাম? যেখানে য়ুনোস্কের নিজস্ব হাসপাতালটা? আপাতত সেইখানে বাচ্চাদের স্থানান্তরিত করার সিদ্ধান্ত নিতে হল। আজকেই ছেলেদের পাঠিয়ে দেওয়া হবে। ইস্কুলের যে বাসগুলো আছে তাতে কুলিয়ে যাবে। তাছাড়া টাউন কমানড্যাণ্টও বলেছে দুপুর নাগাদ খানকতক মিলিটারি ট্রাক দেবে।

এই সব ব্যবস্থা করে তবে দীপালি একটুক্ষণ একলা হবার জন্য এখানে এসেছে। ঐতো সেই জায়গাটা যেখানে জনসনসাহেব মুখ থুবরে পড়েছিলেন। সমস্ত সড়কটা মেশিনগানের গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে গেছে।

দীপালির মনের কষ্ট কেউ টের পায় না। সকলে ওর বাইরের হাসিমুখটা দেখে, চাকচিক্য দেখে। এই যে ন্যান্সি এতক্ষণ ওর পাশে পাশে থেকে কাজ করছিল সে টের পেয়েছে ওর মন? পায়নি।

দীপালির পাশে এসে একটা লোক দাঁড়াল। একলা একটু হবার জো নেই। দীপালি তফাতে সরে দাঁড়াল। দীপালি এখন হোটেলে যাবে। নাইবে। গা ঘিনঘিন করছে। বুড়ো ছিল ভালো লোক। কাকার জন্য দুঃখ করছিল কালকে। সেইসঙ্গে কাকার এক সহকর্মীর কথা বলছিল। জনসনসাহেব আমেরিকান কাগজে পড়েছেন, সেই লোকটা কলকাতার এক মারোয়াড়ি ব্যবসায়ীর কয়েক কোটি টাকা জরিমানা বাঁচিয়ে দিয়েছে। এমন কুকর্মও মন্ত্রীরা চেপে গেল। সব নাকি ভাগাভাগির ব্যাপার।

লোকটা ফের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। বোধহয় অন্ধ, দেখতে পাচ্ছে না। তা থাক দাঁড়িয়ে। দীপালির কী।

দীপালি অন্তিমকাল পর্যন্ত জনসনসাহেবকে ভুলতে পারবে না। অসুখ-বিসুখে মরা এক কথা, আর এ ভাবে?

আপিসের কাজে যেবার দীপালি প্রথম এখানে এসেছিল বুড়ো ওকে লাইট-হাউসে নিয়ে গিয়েছিল। ঘোরালো সিঁড়ি

দিয়ে উঠে উঠে নিচের তলা, মাঝের তলা, তারপর উপরতলা। উপরে উঠে বুড়ো বলেছিল, মানুষের সত্যিকারের জীবনটা লাইট-হাউসে ওঠার মতন। নিচের তলা থেকে সে-জীবন একটুখানি দেখা যায়, মাঝের তলায় উঠে জীবনের দিগন্ত বড়ো হয়ে যায়। একদম উপরতলায় প্রসারিত দিগন্ত।

দীপালি হোটেলে এলো স্নান করতে। স্নানের আগে বার-এ বসল, ঠাণ্ডা বীয়ার খাবে। '—এই যে, ডক্টর লিউবেক যে? আপনি এখানে?'

'পেসেন্ট দেখতে এসছি। এসে দেখছি এই বম্বিং।' ডক্টর লিউবেক নিজের গ্লাস হাতে দীপালির টেবিলে এলেন। 'হোয়াট উইল য়ু হ্যাভ?'

'কোল্ড বীয়ার।'

ওয়েটার বীয়ার আনতে চলে গেলে ডক্টর লিউবেক জিজ্ঞেস করলেন, 'এখন কেমন আছেন?'

'থ্যাঙ্ক য়ু। ভালো আছি। আপনি?'

'ওয়াণ্ডারফুল।'

'ওয়েটার হীমশীতল বীয়ার দিয়ে গেলে ডক্টর দীপালিকে বললেন, আপনার পি-এ আমার অনুপস্থিতিতে ক্লিনিকে একটা চেক রেখে গিয়েছিল। সে চেকটা আপনার ঠিকানায় পাঠিয়ে দিয়েছি।'

চেক? কিসের চেক? দীপালি স্মরণে আনতে পারল না কিসের চেক। অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে ভাবতে লাগল,—চেক? ডক্টরকে চেক? সাইকাট্রিস্ট ডক্টর লিউবেককে চেক? ওঃ হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিকই তো। সুব্রত মিত্র গেল সাহারায়, তাই দেখে দীপালির মাথাটা গুলিয়ে গিয়েছিল, ওর ব্রেনটাকে কেউ যেন ওল্টোদিকে মোচড় দিয়ে ঘুরিয়ে দিয়েছিল। তাই গিয়েছিল ডক্তারের কাছে। দীপালি ব্যস্ত হয়ে বলল, 'সে কী? আপনি কি ফেরত দিলেন?'

ইতিমধ্যে ওর আপিসের বেয়ারা এসে দীপালির সামনে একটা

ফাইল রাখল। ফাইলের উপর উপর দেখে দীপালি সই করে ফাইলটা ফেরত দিল। ডাক্তার বললেন, 'আপনার ব্যারাম-স্যারাম কিচ্ছু নেই। কাজেই ফি নেবার কথাই ওঠে না।'

'তা কি হয়? আপনি কষ্ট করে দেখলেন।—বাঃ।'

'বিনা চিকিৎসায় ফি নি না।'

'আচ্ছা পরে দেখব। এখানে কদ্দিন থাকবেন?'

'এই দু-চার দিন।'

'ঠিক নেই বুঝি?'

'পেশেন্টের উপর নির্ভর করছে।'

অন্য আরেকজন বেয়ারা ফাইল এনেছে। সেটা দীপালি খুলল। ন্যুয়র্ক থেকে টেলিপ্রিণ্টার-বার্তা। অস্থায়ী ব্যবস্থায় দীপালি যেন মৃত জনসনসাহেবের আপিসের সম্পূর্ণ ভার নেয়। মধ্যপ্রাচ্যে প্রত্যেক গভর্নমেন্টের কাছে এই টেলিগ্রামের কপি গেছে; য়ুনেস্কোর প্রতিটি আপিসেও। টেলিপ্রিণ্টার-জবাবে সই করে দীপালি ফাইল ফেরত দিয়ে বলল, 'আচ্ছা ডক্টর এখন তাহলে উঠি, ফের দেখা হবে।'

নিজের ঘরে এসে দীপালি প্রাণভরে স্নান করল। স্নানঘর থেকে বেরিয়ে দেখে, সুবিমল। 'ও-মা তুমি এতক্ষণ কোথায় ছিলে? আমি তোমার খুঁজছিলাম যে।' সুবিমলকে দেখতে পেয়ে দীপালি আবার যে-কে-সেই।

সুবিমল আরাম-চেয়ারে গা ঢেলে দিয়ে বসে হাসিমুখে সিগারেট ধরাল।

'খুব আরাম করতে শিখেছ। এদিকে আমি তোমায় খুঁজছিলাম।—সকাল থেকে কোথায় ছিলে?'

'সকাল থেকে একজনের পাশে পাশে ছায়ার মতো ছিলাম। সে একবার ফিরেও তাকাল না।—গেলাম তার সঙ্গে হাসপাতালে, গেলাম তার আপিসে।'

'আপিসে গেছলে? কই দেখলাম না?'

'বেশিক্ষণ বসিনি। লালমুখোদের দেখে দে পিঠটান্।'

'যতো বাজে বকো।'

'তারপর একজন তন্বি-তরুণীকে দেখলাম জেটির রেলিঙ ধরে দাঁড়িয়ে ম্লানমধুর মুখে—'

'সে কি তুমি ছিলে? গাইগোরুর মতো হাবাগোবা?'

'গাই-গোরু?'

'তখন তুমিই দাঁড়িয়েছিলে পাশে?'

'দিল্লির মতো এবারও সে মানুষ-গাইগোরুটাকে চিনলে না।'

দীপালি খিলখিল করে হেসে উঠল। কিরকম বিশ্রী ব্যাপার, এত বড়ো একটা মর্মান্তিক আঘাতের পরেও হাসতে পারছে। 'বলে আমি বিপদে পড়ে মরতে বসেছি আর তুমি হাসাচ্ছো?'

'মুখ দেখে কই মনে হচ্ছে না তুমি বিপন্না নারী!'

'সত্যি মনে হচ্ছে না?'

'অথচ রেলিঙের ধারে তোমাকে দেখে মায়া লাগছিল।' উঠে সুবিমল পাশে এসে দাঁড়াল। 'জীবনে এরকম বিপদ কত আসবে, বিপদকালে বিপদকে ভুলে থাকতে হয়, তোমার মতন শক্ত মেয়ে আমি দেখিনি।'

'শক্তের কী দেখলে?'

'আপিসে যে ডাঁট—'

'থাক থাক হয়েছে, যাও নেয়ে এসো। আমার পেট চোঁ-চোঁ করছে।'

দুপুরের খানা খেতে দীপালিরা সবে ডাইনিংরুমে এসেছে এমন সময় বোবা কান্নার মতো সাইরেন। সঙ্গে সঙ্গে এক ঝাঁক বোমারু নিচু দিয়ে আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে চলে গেল। শব্দ এলো বোমা পড়ার ঢব্-ঢব্-ঢব্-ঢব্-ঢব্...

খাবার ফেলে দীপালি তক্ষুণি হস্টেলে ছেলেমেয়েদের কাছে

চলে এলো। পশ্চিমের আকাশ লালে লাল, ওদিকে রেলস্টেশন, টেলিফোন এক্সচেঞ্জ।

বাচ্চারা সব ওয়াইদগাঁওয়ে যাবার জন্য তৈরি। ওদের চোখমুখে কোনো ভয়ের চিহ্ন নেই। মিসেস ফাতেমা এবং আরো দু-তিনজনা ওদিককার যোগাড়যন্ত্র করতে আগেই চলে গেছেন। সঙ্গে নিয়ে গেছেন টেণ্ট ইত্যাদি। ছেলেমেয়েরা ক্যাম্পে থাকবে।

এবার সুস্থ মনে হোটেলে ফিরে এসে দীপালি খেতে বসল।

'এতো কাজ তুমি সামলাতে পারবে?'

'আমি সামলাবার কে, যে-যার কাজ করে যাচ্ছে।'

ডাইনিংরুমের অধিকাংশ লোক বিদেশী। বিদেশের সঙ্গে যোগাযোগ বন্ধ, তাই আটকে পড়েছে। এরাও নীরব। স্বাভাবিক-ভাবে হাসিতামাশা গল্পটল্প করে খাচ্ছে। এটা বোধহয় যুদ্ধের সময়কার মানসিক আকৃতি। অনেক দেখে-টেখে তখনকার মতো মানুষের ভয়ভীতি শুকিয়ে যায়। বাদে সব মনে পড়ে।

খাবার-ঘরে তিলধারনের স্থান নেই।

ওদিকের টেবিলে খেতে বসেছেন দীপালির কয়েকজন সহকর্মী। খানিকটা দূরে ডক্টর লিউবেক খেতে বসেছেন। ওঁর সঙ্গে একজন জর্মন ইঞ্জিনিয়র। ইংরেজ এবং ফরাসী বাসিন্দাদের হোটেলের অপরদিকে নজরবন্দী করে রেখেছে। যুদ্ধ সকলের কাজ ভেস্তে দিয়েছে।

তবু এখানে সবাই স্বাভাবিক। মৃত্যুকে ঘনিষ্ঠভাবে দেখলে বোধহয় ক্রমশ ভয় উবে যায়। 'ও-কি, মাছ না খেয়ে সোজা পুডিং খাচ্ছ?'

'মাছটা পরে খাবো।'

'তোমার সব উল্টো।—তপুকে ফোন করেছিলে?'

'করেছিলাম।'

'কী বললে?'

'বললে আমি যেন তোমার কীর্তিকলাপ দেখে ভাবতে না বসি। তুমি একটি গেছেল মেয়ে। তপুদি এই কথা বলল।'

'আমি বাজি রেখে বলতে পারি অমন শব্দ সে উচ্চারণ করবে না।'

'বেশ, না হয় বানিয়েই বললাম।'

সাইরেন বেজে উঠল।

'দীপু, শুনবে আমার নিজস্ব একটা কী বিশ্বাস ছিল?—এ-সময় অন্তুতপক্ষে রাশিয়া কেবল গুচ্ছের প্রোটেস্ট নোট না পাঠিয়ে আরো জোরালো কিছু করতে পারত।'

'যাতে আরো ভালো করে যুদ্ধটা বাঁধে তাই না?'

'আরো ভালো করে যুদ্ধ বাঁধুক এ আর যেই চাক আমি চাই না। যুদ্ধ এক শ্রেণীর মানুষকে দেখতে দেখতে সমাজের উপরে তুলে দেয়। সে সমাজের মানুষ আমি নই।'

অথতারও এই ধরনের কথা বলে। বলে আর একটা যুদ্ধ না বাঁধলে ইণ্ডিয়ান কন্টিনেণ্টে সাধারণ মানুষের বুকের রক্ত চুষে খাওয়া থামবে না। চাই ওখানে চাই একটা বিপ্লব, সে-বিপ্লব যেভাবেই আসুক। এই মারাত্মক থিউরি দীপালির অসহ্য। 'প্রোটেস্ট নোট পাঠানো ছাড়া রাশা এখন কী করতে পারে?'

'ইজিপ্টকে বাঁচানোর জন্য এগিয়ে আসতে পারে।'

'তুমি-আমি আদার ব্যাপারী। অন্দিসন্ধির কোথায় কদ্দুর কী হচ্ছে আমরা কি বুঝি?'

দীপালিরা খেয়ে-দেয়ে উঠেছে অমনি আচম্বিতে ডাইনিংরুম কাঁপিয়ে আকাশে গুর্‌গুর্‌গুর্‌গুর্‌···। সুবিমলকে নিয়ে দীপালি তখুনি ইস্কুল হস্টেলে এলো। সুয়েজখালে ধপধপ্‌ বোমা পড়ছে। বাচ্চারা সব বাগানে এসে জড়ো হয়েছে। হস্টেলের ছাতে ফর্‌ফর্‌ করে উড়ছে য়ুনোস্কোর আন্তর্জাতিক পতাকা, জনসনসাহেবের শোকে হাফ-মাস্ট। হস্টেলের প্রত্যেক ছাতে ছাতে ছাতে য়ুনোস্কো পতাকা ওড়ানো হয়েছে যাতে আকাশের কেউ ভুল না করে বসে

এটা মিশরী প্রতিষ্ঠান। সন্ধে-নাগাদ সবাইকে এখানে থেকে সরিয়ে ফেলা হবে। শহরের কোথাও এয়ার-রেড শেল্টার নেই; উপরন্তু এখানে অ্যান্টি-এয়্যারক্রাফ্‌টও নেই। শিশুদের প্রসঙ্গটা না থাকলে দীপালি সম্ভবত এই এক পক্ষের লড়াইটাকে উপভোগ করত। জন্তুরাও আক্রমণকারীদের তুলনায় ভদ্র। ভাড়াটে রাক্ষসরা আসছে সাইপ্রাসদ্বীপ থেকে। সেখান থেকে মিশর মোটে আধ-ঘণ্টার রাস্তা। ওদিকে ইজরাইল-সৈন্য আর মাত্র কয়েক মাইল দূরে। দীপালির যদি একটা প্লেন থাকত শোঁ করে আকাশে উড়ে গিয়ে রিভলবারের গুলিতে দুটো-একটা বম্বারের ট্যাঙ্ক ছেঁদা করে দিয়ে আসতে পারত।

অল-ক্লীয়ারের পর সুবিমলকে বলে দীপালি আপিসে এলো। ওকে বলে এসেছে পাঁচটায় আপিসে আসতে।

আজ রবিবারেও পুরোদমে কাজ চলেছে। মধ্যপ্রাচ্যের সব গভর্নমেণ্ট আপিস জুম্মাবারে বন্ধ। দীপালিদের হেডকোয়ার্টার্সও জুম্মাবারে বন্ধ থাকে। আজকে মধ্যপ্রাচ্যের সব আপিসই খোলা।

সুবিমল সেই চারটে থেকে আপিসে বসে কখনো রেডিও শুনছে, কখনো টেলিপ্রিণ্টারের খুটখুট করে ছেপে-আসা খবর দেখছে, কখনো টেলিভিসন। যুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে ওটা বন্ধ হয়ে গেছে।

সুবিমল আপিসে আসার মুহূর্তে একটা মজার ব্যাপার ঘটেছিল। দীপালি মানসচক্ষে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিল সুবিমল দুটো করে সিঁড়ি এক সঙ্গে টপকে টপকে উপরে উঠছে।

দীপালি কাজ করতে করতে ওকে মাঝে মাঝে দেখছে। ভালোবাসার মানুষ পাশে থাকলে কাজ তাড়াতাড়ি এগোয়। কাজের ফাঁকে একটু আগে দীপালি ওকে জিজ্ঞেস করেছিল, দিল্লিতে তাকে দেখে যখন মনে অত কবিতা উথলে ছিল তাহলে কাছে কেন

আসেনি। জবাবে ও দুষ্টুমির মুখে বলেছিল, কাছে গেলে পাত্তা দিতে? দীপালি এর কোনো জবাব দিতে পারেনি। জবাবের বদলে জানতে চেয়েছিল, এই উথলোনি কত দিন ছিল। যা সত্যি হেসে সুবিমল তাই অকপটে বলেছিল,—উথলোনি, চাক্ষুস বিমুগ্ধতা ক্ষণিকের। কিন্তু অনুভূতির তীক্ষ্ণতাটা সুপ্তভাবে থেকে যায়। সেই সুপ্ত অনুভূতি দীপালির সঙ্গে এবার আলাপ-পরিচয়ের পর জেগে উঠেছিল। আসলে সুবিমল স্থির করেছিল, নৈহাটিতে গিয়ে চিঠি লিখে নিজের মনের কথা খুলে জানাবে, তার পর আমেরিকায় পি. ই. এন. কনফারেন্স-ফেরত কায়রো আসবে। তখন একটা এসপার-ওসপার দেখে নেবে এই ছিল ওর পরিকল্পনা। বাব্বা! তলে তলে সুবিমল এতোও জানে।

ন্যান্সির চেক্ করা একটা ফাইলের কাগজপত্র দেখে দীপালি পেমেণ্ট অর্ডার সই করল। রুটিন কাজ।

দীপালি ন্যান্সিকে ইস্কুল হস্টেলে পাঠিয়েছে। কাজে ন্যান্সি একাই একশো। চারিদিকে এত ফ্লার্ট করত অথচ বুড়ো জনসনের প্রতি ছিল ওর আসক্তি। দীপালি ওর মনটা বুঝতে পারছে। এ সময় কাজের মধ্যে মনকে ডুবিয়ে দেওয়া সবচেয়ে বুদ্ধিমানে লক্ষণ।

দীপালির মনটাও বুড়োর জন্যে খচ্‌খচ্‌ করছে। ভাগ্যিস এখানে সুবিমল ছিল।

'পাঁচটা বাজল।'

'রোসো এটা দেখে নি।' সিরিয়া দেশসংক্রান্ত ফাইল। সকালে সাইপ্রাসদ্বীপ থেকে ভয়েস অব ব্রিটেন ঘোষণা করছিল: ডামাস্কাসের রাস্তায় রাস্তায় রাশিয়ান সৈন্য টহল দিচ্ছে। যত সব ফিচেল প্রোপাগাণ্ডা। ডামাস্কাস য়ুনেস্কো আফিস টেলিপ্রিণ্টারে দীপালিকে অভিনন্দন পাঠিয়েছে। তাতে জানিয়েছে ওসব খবর বোগাস।

এদিকে আরেক মুশকিল। দুপুরের বম্বিং-এ টেলিফোন এক্সচেঞ্জটা গেছে।

'এসো যাই। না এখানেই একটু চা চলবে?'

'থাক।'

'কেন, এখানে আনাই?'

'যতো লালমুখোদের ভিড়।'

'অমন বলে না। এরা অত্যন্ত ভদ্রলোক।'

'আমি বলেছি এরা অভদ্র?' সুবিমল হেসে ফেলল।

ওরা রাস্তায় নামল বুলোভাঁ তৌফিক-এ। ফার্দিনান্দ দ্য লাসেপ্‌স-এর বানানো শহর, তাই রাস্তাঘাটের নাম সব ফরাসী। দীপালিরা ফুটপাথ দিয়ে হেঁটে চলেছে। গাড়িটা দিয়েছে ইস্কুলের প্রিন্সিপ্যালকে, বাচ্চাদের ট্রান্সপোর্টের সুবিধে হবে।

সুবিমল বলল, 'কায়রোর রাস্তাঘাটে তবু লড়বার জন্য ট্যাঙ্ক-ফ্যাঙ্ক ছিল, এখানে তাও নেই। রাস্তার সেপাই পর্যন্ত গায়েব।'

দীপালি মনে মনে বলল, মানুষ রয়েছে আর কী চাই।

চঞ্চল হাওয়ায় রাস্তায় বৈকালিক ভিড়। ফুলের দোকানের লাগোয়া রেস্তোরাঁ।

'এখানে একটু বসবে?'

'আসলে আমি চা খেয়ে এসেছি। তুমি খাবে তো এসো বসি।'

'থাক, তাহলে পরে খাবো।'

'পরে কেন, এসো।'

'একবার আমিও খেয়েছি।'

'আমি চা খেলাম তোমার ঐ ডক্টর লিউবেক-এর সঙ্গে। পণ্ডিত মানুষ।'

'শুধু দেখে বুঝলে?'

'উনি আমাদের বেদবেদান্ত সম্বন্ধে বলছিলেন। বলছিলেন আমাদের দেশে এত কিছু থাকতে আমরা অন্য দেশের এঁটোকাঁটা কেন কুড়িয়ে বেড়াই।'

'এই জন্যে কুড়িয়ে বেড়াই যে, আমাদের দেশে যা আছে তা সাধারণ লোকের জ্ঞানগম্যের বাইরে।'

'আমিও তাই বললাম। তখন উনি বললেন, আপনারা পরের পাতে খেয়ে উচ্ছিষ্ট ঢেকুর তুলুন তাতে আমার কিছু বলবার নেই। কিন্তু আপনাদের জ্ঞানীগুণী রাষ্ট্রনায়করা পাশ্চাত্ত্য বলতে হাঁফিয়ে অজ্ঞান। ওদের পুষ্যিরা সকলে ইউরোপ আমেরিকার ইস্কুল কলেজে পড়ে এটা অত্যন্ত দুঃখের কথা।'

'সুবিমল, এরও উপযুক্ত জবাব আছে। আমাদের দেশের এডুকেশন সিস্টেম-এ ঘুণ ধরে গেছে। ওখানে মুখস্থবিদ্যা ছাড়া আর কিছুই হয় না। ইংরেজ আমলে যাও-বা সামান্য পড়াশোনা হত স্বাধীনতার পর তাও নেই।'

'যাক্ তুমিও তাহলে এটা বোঝো।'

হাসল দীপালি, মনে মনে। 'এটা অন্ধেও বোঝে। রাষ্ট্র-নায়করাও নিজেদের কীর্তিকর্ম বোঝেন। আর সেইজন্যেই নিজেদের ছেলেমেয়েদের বাইরে পাঠান।'

'আচ্ছা দীপু, প্রসঙ্গটা যখন তুললে আমি একটা কথা জিজ্ঞেস করি?'

'তা বলে অমন গম্ভীর মুখ কোরো না।'

'তুমি এটা স্বীকার করবে দীপু, স্বাধীনতার পর আমাদের দেশের গরীবরা আজ মাটির সঙ্গে মিশে যেতে বসেছে, মধ্যবিত্তরা দিনকে-দিন ভিখিরি হয়ে যাচ্ছে, আর ক্ষমতাশালীরা ক্রমশঃ লাখপতি হয়ে যাচ্ছে?'

'তুমি-আমি অন্য কাজে থাকি। আমাদের প্রত্যেকের উচিত নিজের নিজের কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকা। এতেই আমাদের মঙ্গল। এবং পৃথিবীরও।'

'তুমি আমার কথার জবাব দিলে না।'

'আমার জবাবের কোনো দাম নেই, সুবিমল।'

'আমার কাছে আছে।'

'লক্ষবার। কিন্তু মুখের আলোচনায়, বাক্‌বিতণ্ডায় বৃথা শক্তি ক্ষয় হয়।'

রাস্তার কাফেগুলোতে বরাবরকার মতো আড্ডা জমেছে। পানশালায় স্থানীয় গ্রীকদের ভিড়। সিনেমার দোরগোড়ায় লাইন।

শত বিপত্তিতেও মানুষ নিজেকে সইয়ে নেয়। জানান দেয় মানুষের বিজয়-বার্তা।

অর্থবানরা গাড়ি করে শহর ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছে। ট্রাকে করে ওদের আসবাবপত্র পাচার হচ্ছে। ওই আসবাবপত্র হল গিয়ে ওদের সম্পদ। দেশে একটা ক্রাইসিস আসুক, অমনি ব্যাঙ্কে জমানো টাকার দাম কমে যাবে। যুদ্ধটা বেশিদিন চলুক, দেশ ফতুর হবে।

'ওঁরা তোমাকে এইখানেই বরাবর রাখবে?'

'হাঙ্গামা মিটলে বোঝা যাবে। কেন, এমন ছিমছাম শহর তোমার ভালো লাগছে না?'

'তোমার মতন অত দেশ আমি দেখিনি। তবে যতটুকু দেখেছি তাতে আমার কাছে নিজের দেশই যেন বেশি ভালো লাগছে।'

'তুমি যে কী, যা-তা তর্ক তুলে সেন্টিমেণ্টাল হয়ে যাও।— এসো ঢ্যাঙস হাঁটতে হবে না, ট্রাম ধরি।'

ট্রাম-স্টপেজে এসে সুবিমল হাল্কা মনে হাসল, 'শ্রীমতীর আজকের অভিযানটা কোন্ দিকে?'

'এখানে এখনো তোমার সঙ্গে বেড়ানোই হয়নি।' ট্রামের আপিস-ভাঙা গাদাগাদি ভিড়ে দীপালিরা গা ঠেসাঠেসি করে বসল। ট্রামের ঝাঁকুনিটা দীপালির ভারি ভালো লাগছে। টিকিট কালেক্টর এসে সুবিমলকে বললে, 'মসিয়েঁ, বিলেত?' সুবিমল হেসে দীপালিকে দেখিয়ে দিল।

'কেন, তোমার বুকপকেট ছাখোনি ?'

সুবিমল জবাব না দিয়ে দীপালির ব্যাগ থেকে খুচরো বের করে বিলেত, অর্থাৎ টিকিট কিনল।

ঘড় ঘড় শব্দে চলল ট্রাম। রাজপথের ছদিকে ভিতরে গলি চলে গেছে। গলির ভিতরের পার্ক দেখা যাচ্ছে।

ট্রাম চলেছে বন্দরের ধার দিয়ে দিয়ে নাক-বরাবর সোজা। ছদিকে একের পর এক অট্টালিকা, অতি আধুনিক অ্যাপার্টমেন্ট-বাড়ি, আপিসবাড়ি।

পাশাপাশি এক লাইনে চারটে সিনেমা। একটায় হিন্দি ফিল্ম, 'য়হ হ্যায় জিন্দিগী।'

'একদিন হল কি জানো, জনসনসাহেবের সঙ্গে ট্রামে উঠেছিলাম। ওঁর পকেটে কখনো একটি আধ পয়সাও থাকত না। তো সেদিন সন্ধেবেলায় যখন যাচ্ছিলাম, টিকিট-চেকারকে উনি আমায় দেখিয়ে দিলেন। আর হল কি, সেই ট্রামে এই তোমার বয়সী এক খদ্দরধারী মহাপুরুষ যাচ্ছিল। আমার দিকে কটমট করে তাকাল মহাপ্রভু। আমরা এমনি পাশাপাশি বসেছিলাম কিনা, তাই।'

সুবিমল নিজের মুঠোয় দীপালির একটা হাত ভরে নিয়েছে।

দীপালির ইচ্ছে করছে এখন আবোলতাবল বকতে। বুড়োটা অমনভাবে মরল। তাঁর মৃত্যুটা দীপালির বুকে শেলের মতো বিঁধছে।

'সুবি ?'

সুবিমল ওর আঙুল গলাল।

'তুমি না বলে কখনো চলে যাবে না তো ?'

দীপালির হাতটা সুবিমল আরো শক্ত করে চেপে ধরল। ঘড়-ঘড় করে, ঘটাং ঘটাং করে, ব্রেক কষে ট্রামটা অবশেষে চৌরাস্তার স্টপেজে এসে থামল। প্যাসেঞ্জার নামল, নতুন প্যাসেঞ্জার উঠল।

দীপালি রাস্তায় দাঁড়িয়ে সমস্ত মন দিয়ে ট্রামের নম্বরটা দেখতে লাগল। এ-ট্রামটাকে অন্তিমকাল পর্যন্ত মনে রাখবে।

বড়ো বড়ো দোকানে কালো কাগজে ঢাকা আলো জ্বালিয়েছে। দীপালির এখন কালোরঙটাও ভালো লাগছে। জনসনসাহেব মৃত্যুকে ভয় পেত না। বলত, মৃত্যু জীবনে পরিপূর্ণতা আনে। আর সবচেয়ে আরামের মৃত্যু টুপ্ করে মরে যাওয়া।

চৌরাস্তা পার হয়ে দীপালিরা এদিকের ফুটপাথে এসেছে। দুজনে হাতধরাধরি করে চলেছে। এটা কলকাতায় সম্ভব হতো?

সুবিমল বললে, 'তোমার চলার ভঙ্গি দেখে বলতে পারি তুমি কী ভাবছো।'

'ঈস্! ভারি আমার গনৎকার এলেন।'

'তবে বলবো? তুমি কারো বাড়ি যাচ্ছো। সেই বাড়ির লোকেদের কথা ভাবছো।'

'গনৎকার মশাইকে এখুনি দিল্লিতে পাঠানো উচিত, মন্ত্রীরা লুফে নেবে।'

'কেন, ভুল বললুম?

'নাইনটি নাইন পারসেন্ট ভুল। বাকি সবটা ঠিক।'

দুটো অট্টালিকার ফাঁকে হলদে ফুলে ভরা পার্ক। পার্কের পেছনে গাঢ় নীল সমুদ্র। একটা দোকান থেকে দীপালি বাচ্চাদের জন্য হরলিক্স কিনল দু' শিশি! বিস্কুট কিনল। সুবিমল বলল, 'এই দেখো সিন্ধিদের দোকান।'

'মিরচান্দানি।'

'এসো দেখি,' বলে সুবিমল সোজা মিরচান্দানিতে ঢুকে পড়ল।

হাতির দাঁতের দেব-দেবীর মূর্তি। মাইশোরি চন্দনকাঠের সিগারেট কেস। মোরাদাবাদি ফুলদানি। জয়পুরি তাজমহল। পেতলের নটরাজ। কস্তুরিধূপ। শো-কেসে বেনারসি রকমারি

শাড়ি। সুবিমল গম্ভীর মুখে ভারতীয় দোকানদারকে জিজ্ঞেস করল, 'ইহ দুকানকা সব জিনিস কিতনা দাম মে মিলেগা?—সব জিনিস?'

ছোকরা বয়েসী দোকানদার মুচকি হেসে সুবিমলকে সুগন্ধী সুপুরি খেতে দিল। দীপালিকেও।

দীপালি বললে, 'তোমার হিন্দিবুলি শুনে নটরাজ পর্যন্ত হাসছে।'

'বোলিয়ে মিরচন্দানিজী, কিতনে কি?'

দোকানদার অমায়িক মুখে বলল, 'সাব ইহ আপকা দুকান হ্যায়।' দীপালিকে জিজ্ঞেস করলে, 'বহনজী আপ বহুত দিন ইধর নহি আয়ে?'

দীপালি হাসি মুখে পরিস্কার হিন্দীতে বলল, 'বহুত দিন কি। মোটে মাস-দুই আসিনি।'

'কালকে রেডিওয় খুশ খবর শুনেছি। ভেবেছিলাম আপনি কায়রোয়, নইলে এসে মুবারক জানাতাম।'

ইতি মধ্যে সুবিমল পটাপট আধ ডজন শাড়ি বেছে নিয়েছে। নিয়ে বুকপকেট থেকে একগোছা নোট বের করছে, তখন দীপালি বলল, 'মশাই, শাড়ির রঙ মিলিয়ে তাহলে ব্লাউজ পীসও নিতে হয়!'

'হবে হবে, এক দোকানে সব নেবার রেওয়াজ, এই রইসের নেই।—বলুন মিরচন্দানিজী, কিৎনা হুয়া?'

'আপ লিজিয়ে, কায়রো মে বিল্ আপকে পাস জায়গা।'

দীপালি ততক্ষণে হাতির দাঁতের একটা, আর চন্দনকাঠের একটা সিগারেট কেস বেছে নিয়েছে।

'দীপা, ইনি কী বলছেন?'

'ঠিকই বলছেন। জিনিস বিক্রি করে দাম তক্ষুণি নেবার রেওয়াজ এদের নেই।'

'সে কী?'

স্থলেমন পাশা স্ট্রীটে চোখ ধাঁধানো এদের অত বড়ো দোকান ছাখ নি ? ওখান থেকে বিল পাঠাবে।'

'ওসব চলবে না। আমি হাতে হাতে দাম দিয়ে কিনবার লোক, হারুন অল্ রশিদ।'

হাসি চাপতে না পেরে দীপালি দোকানদারের দিকে ফিরে দাঁড়িয়ে বলল, 'ইনি ক্যাশ পেমেন্ট করবেন।'

স্থবিমলের কৌতুকোজ্জ্বল মুখ-চোখ দেখে গোড়াতে দীপালি ঠাউরেছিল সেই স্থবিমল।

দোকানদার বিল কাটতে লাগল। সিদ্ধিহালুয়ায় আপ্যায়িত হয়ে ওরা পুনরায় ফুটপাথে এল।

'কখন যে এই নোটের তাড়া পকেটে গছিয়েছ টেরও পাইনি।' বুকপকেট থেকে স্থবিমল কড়কড়ে এক তাড়া নোট বের করে বলল। 'এতো টাকা আমি কি করবো। নাও তোমার কাছে রাখো।'

'এখন থাক।'

'সব দশ-পাউণ্ডের নোট। এখনো ছুশোখানা নেই তো কী বলছি।'

'আমি খুলেও দেখিনি।'

'তোমার দেখি সব চেক-এ কারবার। হোটেল রেস্তোরাঁয় দেখেছি ডাইনার্স কুপন দাও।'

'এ টাকা আমার নয়। কালকে রাত্তিরে জনসনসাহেব দিয়েছিলেন। দিয়ে বলেছিলেন, ওঁর কায়রো যাওয়ার ঠিকঠাক নেই,—এই টাকার ওর হয়ে তোমার যা মন চায় কিনা—'

এরপর ওরা কিছুক্ষণ নীরবে পথ চলল। একটু বাদে নোংরা একটা চওড়া রাস্তায় এসে পড়ল। প্যাকিংবাক্স, কেরসিনের টিন তৈরী এমোড় ওমোড় এলাহি এক বস্তি। রয়েছে খুপরি-খুপরি ঘর সংসার। দোকানপাট। কী নেই ? রান্নাবান্না সাজিয়ে খাবার হোটেলও রয়েছে। 'এও তোমার আপিসের ডিউটি ?'

'না মশাই।'

'পড়েছি যবনীর হাতে।'

খালাসী কুলি কেরানি চাপরাশি এদের বাসস্থান। সবুজ রঙের ঢোলা জামা পরে থলি হাতে দুটো মেয়ে বাজার করতে বেরিয়েছে।

সুবিমল বললে, 'কিন্তু হে আলোকময়ী, আমরা চলেছি কোন্ ভাগ্যবানের কাছে?'

'আগে-ভাগে বললে সব কাজ মাটি।'

গলির মধ্যে ভাজামাছের দোকান। খাবার দোকানে ভাতের থালা আর ডালের বাটি নিয়ে বসেছে জাহাজের জনা-দুই খালাসী। এদিকে এক চিলতে বারান্দায় খেলছে একপাল আণ্ডাবাচ্চা। ওদিকে একটা কানাগলি।

এদিকের গলিতে জলের কলে বুড়ো-বুড়ি যুবক-যুবতী কুচো-কাচারা লম্বা লাইনে দাঁড়িয়ে হাতে টিনের বালতি, এলমুনিয়মের মগ, মাটির কলসি, চিনেমাটির হাঁড়ি।

বস্তিটা স্যাঁতসেঁতে। এক চোখে ছানিপড়া একটা লোক দীপালির দিকে লোলুপদৃষ্টিতে তাকাল। মাথায় তুর্কীটুপি।

প্যাকিংবাক্সের এই নগরীতেও দেওয়ালে দেওয়ালে ঝুলছে প্রেসিডেন্ট নাসের-এর রঙচঙে ছবি। গলি, তস্য গলি ঘুরতে ঘুরতে অবশেষে দীপালি একটা খুপরির উঠোনে উঠল। খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে উনুনে আঁচ ধরাচ্ছিল জোয়ান একটি বৌ, কোলে একটি ডলের মতো শিশু, দীপালিকে দেখে ব্যস্তসমস্ত হয়ে সে উঠে দাঁড়াল। সুবিমলকে দেখে থমকে গেল। বিনম্রভাবে দীপালিকে সেলাম নিবেদন করে জিজ্ঞেস করলে, 'বিবিসাব, আপনি কবে এলেন।'

হাতের খেলনাগুলো দীপালি মেঝেয় রেখে বলল, 'কালকে এসেছি। কেরিমের চাকরির খবর পেয়েছ?'

'পেয়েছি।'

'কই কেরিমকে দেখছি না তো?'

'এ সময়ে বাসায় থাকে না। ওকে ভিতরে এনে বসুন।'

'ঠিক আছে। তোমরা এবার থেকে তোমার মার সঙ্গে থাকবে, খুশি হয়েছ তো? আমাকে মিষ্টি খাওয়াও?'

'আপনি মিষ্টি খাবেন, এতো আমাদের খুশ নসিব। তবে ও বলছিল ও-নোকরিতে যাবে না। এইখানেই থাকবে। এই গলিতে।'

'সে কী। ওখানে বেশি মাইনে, থাকবার জন্যে বড়ো ঘর।'

'ও যাবে না।'

'এ তুমি কী বলছো?'

'আমি বলছি না। ও বলছিল।'

'কিন্তু কেন?'

'বলছে এই আমাদের ভালো।'

বৌ-টা সুবিমলের দিকে তাকাল।

দীপালি আশ্বাস দিল, 'ও তোমার কথার একবর্ণও বুঝবে না, কী হয়েছে তুমি বলো।'

'না আমি কিছু বলতে চাই না, বিবিসাব।'

'এত চেষ্টা-চরিত্তির করে তোমার মা চাকরিটা জোগাড় করল, তাকে এখন আমি কী বলবো?'

বৌ-টা চুপ করে রইল। কোলের সন্তান এর মধ্যে কঁকিয়ে কেঁদে উঠেছে। বোধহয় দুধ খাবে। 'চলো ঘরে চলো নারগিস। —সুবিমল? তুমি একটু সবুর করো।'

ঘরের ভিতরে এসে শিশুটিকে বৌ বুকের দুধ দিতে লাগল। দেওয়াল-ঠাঁসা তেলের রঙে আঁকা খামখেয়ালি ছবি। কেরিম চাপরাসীর কাজ করে সুয়েজখাল কোম্পানিতে। সকালে খবর-কাগজ ফেরি করে। সেই বাড়তি উপার্জনে ছবি আঁকার সরঞ্জাম কেনে। দীপালি একবার রঙের টিউব, তুলি, ক্যানভাস এনেছিল, নেয়নি। হাসিমাখা মুখে বলেছিল,—দিদি, ছবি আঁকতে শিখেছি

বস্তিতে বসে। এ-ছবির রঙও বস্তিতে কিনি। 'নারগিস, আমি ভেবেছিলাম তোমাদের সঙ্গে করে নিয়ে যাবো।'

বৌ-টা ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল।

'কী হয়েছে বলো দেখি?'

'মা যেন না জানে। ও এখন এখানকার খালাসীদের ইনিনের সর্দার না কী হয়েছে।'

'ইউনিয়নের সর্দার?'

'বিবিসাব।'

'কোন্ ইউনিয়ন? সরকারি?'

'তা জানি না। বলে এ-কাজে যখন-তখন জেল হতে পারে, এমন কি গুলি খেয়ে—' ঝরঝর করে কাঁদছে কেরিমের বৌ নারগিস।

'থাক বোন, আমি পরে শুনবো। কায়রো যাবার আগে আমি আবার আসবো। এখন তবে আসি।'

গলিতে নেমে দীপালির মনটা মুষড়ে গেল। সুবিমলের কাছে কারিমের কার্যকলাপ আর কেরিমের নামোচ্চারণ করলে না।

সামনের গলি থেকে বেরুলো লালটুপিওলা একটা শেয়ালমুখো লোক। লোকটা দীপালির গা ঘেঁষে গেল। গায়ে দিশি মদের ভুরভুরে দুর্গন্ধ।

পথে বসে হাউমাউ করে কাঁদছে একজন ব্যাটাছেলে।

দীপালির ঘড়িতে মাত্র সাতটা বেজেছে। বড়রাস্তায় ট্যাক্সি নেই।

মনটা কেমন গুমোট লাগছে। দীপালি কী যেন ভুলে গেছে। ঠাহর করতে পারল না কী ভুলেছে। সুবিমলও কিরকম নিঃশব্দে হাঁটছে। জিজ্ঞেস পর্যন্ত করলে না কেরিমের বৌ কী বলল। তাতে দীপালির আরো অসোয়াস্তি লাগছে। অসোয়াস্তিটা সেই রকম, যেন কিছু করবার ছিল, করা হয়নি।

'দীপু, অমন করে কী ভাবছো?'

'কই, কিচ্ছু না।'

'যেন অনেক দূরে তাকিয়ে রয়েছ।'

'কাপড়ের বাক্সটা আমায় দাও। এগুলো হোটেলে রেখে চলো হিন্দি সিনেমা দেখিগে।'

সুবিমল দুষ্টুমি করল, 'তার চেয়ে চলো বরং আসল বেলি-ডান্স দেখি।'

'এই যে ট্রাম, এসো,' দ্রুতপায়ে দীপালি ট্রামস্টপেজে এসে ডাক দিল, 'এসো এসো?'

'এমন তাড়া দিচ্ছ যেন ঘরে আগুন লেগেছে!'

'ঠিক আছে,' দীপালি গদগদ গলায় বলল, 'চলো সমুদ্রে যাবে? মাছ-ধরা ডিঙ্গি করে?—হ্যাঁ হ্যাঁ তাই চলো!'

বলে নিস্তেজ দিপালি আগের মতন উজ্জ্বল সপ্রাণ হয়ে গেল যেন একটা আলোর ফুল। 'তুমি হাসতে থাকো দীপু, এই আমি চললাম।'

'এই, সবুর, সবুর—' চলন্ত ট্রামের হাতল ধরে দীপালি পট করে উঠে পড়ল।

ট্রামে ঠাসাঠাসি ভিড় নেই। সামনের দিকে কয়েকটি সীট খালি। দুলে উঠে ট্রামটা খটাং খটাং করে দীপালির আপিসের রাস্তার চলতে লাগল।

'সুবিমল, খালি খালি আমার মনে হচ্ছে আমি নেই, আমি কোথাও নেই।—এর মানে কী বলো তো?'

'এর মানে, তুমি একটি পাগলি। আর তোমাকে নিয়ে আমার ভাগ্যে বিস্তর দুর্ভোগ আছে।'

'হাসির কথা নয়। কেবলই মনে হচ্ছে, আমার পায়ের নিচে মাটি নেই।'

'আমার পাগলি দীপা?'

হোটেলে ফিরে এসে দীপালির মনে হল ইস্কুলের বাচ্চারা কিছু

একটা বিপদে পড়েছে ; ওর একবার হস্টেল ঘুরে আসা উচিত। হাসতে হাসতে সুবিমলকে বলল, 'বসে বসে তুমি এই একটা এসটিমেট করো দেখি ? কলকাতার চৌরঙ্গিতে বড়োসড়ো একটা বইয়ের দোকান খুলতে কতো লাগবে ? ততক্ষণে এই আমি এলুম বলে।'

তখুনি ইস্কুল হস্টেলে এসে দীপালি স্তম্ভিত। 'এ কী, আপনারা এখনো এখানে ?'

প্রিন্সিপ্যাল ডক্টর আবদেল হিকমেত বললেন, 'এই একটু ফ্যাসাদে পড়ে গেছি। তা আপনি ভাববেন না।' ডক্টর হিকমেতের মুখ শুকনো, মাথার চুল উস্কোখুস্কো।

'ভাবনা কি বলছেন ? আমার বাচ্চারা ?'

ব্যাপারটা দীপালি যা শুনল তা এই।—বাজারে কোথাও পেট্রোল নেই। তার উপর টাউন কমানড্যাণ্ট শেষ পর্যন্ত কোনো ট্রাক বা পেট্রোল কিছুই দিতে পারেননি। নিরুপায়ে প্রিন্সিপ্যাল গভর্নরের কাছে গিয়ে বিস্তর পিড়াপিড়ি করেছেন, তাতেও কোনো ফল হয়নি। দুপুরে যাও বা দশ-বিশ গ্যালন পেট্রোল ব্ল্যাকে পাওয়া গেছে এখন ব্ল্যাকমার্কেটও শুকনো।

'তাহলে বাচ্চাদের দিয়ে এখন কী করবেন ?'

'ওদিকের বন্দোবস্ত সব রেডি। দুশো তের জন ছেলে-মেয়ে অলরেডি ওয়াইদগাঁও পৌঁছে গেছে। সাতান্নজনকে এইমাত্র রওনা করে দিলাম। বাকি রইল ষাটজন। এদেরও কিছু একটা ব্যবস্থা হবে।'

'এসব ন্যান্সি জানে ?'

'উনি না থাকলে আরো ফ্যাসাদ হতো। কুড়িয়ে বাড়িয়ে পরিচিত দশ জায়গায় ভিক্ষে মেগে উনি নিজে এনেছেন সাত গ্যালন পেট্রোল। আপনার আপিসে কারো গাড়িতে এক ফোঁটাও আর তেল নেই। তবু মিস ন্যান্সি ফের গেছেন।'

প্রিন্সিপ্যালের কর্মদক্ষতায় দীপালির অসম্ভব আস্থা ছিল।

এখন কী করবে দীপালি? এই বাচ্চাগুলোর কী করবে? যদি বম্বিং-এ সর্বনাশ হয়?

এলো দীপালি বালক-বালিকাদের ডরমিটরিতে। ওরাও টের পেয়েছে যুদ্ধ কাকে বলে।

দীপালি প্রিন্সিপ্যালকে বলল, 'আপনার কাজ আপনি সবই করছেন। তবু আমি একটু দেখি কোথাও তেল পাই কি না।—পন্টিয়াকে তেল আছে? তাহলে ওটাকে নিয়ে যাই।'

'বললাম কি এতক্ষণ, সব খালি।'

'ঠিক আছে। আমি দেখছি।'

তৎক্ষণাৎ জোর পায়ে দীপালি বেরিয়ে পড়ল। ওর মন বলছে বাচ্চাদের আজ এখুনি না সরালে সর্বনাশ। দীপালি মিরচন্দানির দোকানে গেল; না ওদের সন্ধানে পেট্রোল নেই। গেল ক্লাবে। এখানেও কারু কাছে পেট্রোল নেই। এ পেট্রোল-পাম্প সে পেট্রোল-পাম্প খুঁজে বেড়াল। ঘণ্টা দুয়েক আগে পঞ্চাশ টাকা একশো টাকা করে গ্যালন যাও-বা পাওয়া যাচ্ছিল এখন তাও নেই। এই মারাত্মক বিপদে বাচ্চাদের রাখা অসম্ভব। কোথাও পেট্রোল নেই। আছে শুধু মিলিটারি ডিপোয়। ছেলেদের যে করে হোক নিরাপদে অন্যত্র রেখে আসতেই হবে। এলো দীপালি গভর্নরের বাড়িতে। চোখের পাতায় দীপালি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে ওর সাধের ইস্কুল-হস্টেলটা দাউদাউ করে জ্বলছে। গভর্নর পেট্রোল দিতে পারলেন না। রাত দশটায় দীপালি হস্টেলে ফিরে এসে ঝলমলে হাসিমুখে বলল, 'ডক্টর হিকমেত, সব ঠিক হয়ে গেছে।'

প্রিন্সিপালের ধড়ে যেন প্রাণ এলো। 'পেট্রোল পেলেন?'

'সব ঠিক আছে।—সব—'

'তাহলে ড্রাইভার-ট্রাইভারদের বলি—'

'না না—ড্রাইভারের কোনো প্রয়োজন নেই।—শুনুন যা বলি—'

উপচে-পড়া খুশিতে যদিও তখন দীপালি বলেছিল, সব ঠিক

আছে। আসলে তখনও নিজের মনে পরিকল্পনাটার কার্যকারিতা সম্বন্ধে কোনো সঠিক ধারণা ছিল না। তা দীপালি এখনো প্রিন্সিপ্যালের মনোভাব জানে না। এতক্ষণ শুধু ও ভয় পাচ্ছিল এই বুঝি সর্বনাশ হল, গেল ছেলেরা। সেই মরিয়া হয়ে ওঠা ভাব থেকে দীপালি এতক্ষণে নিষ্কৃতি পেয়েছে।

কায়রো রোড মোটর গাড়িতে-গাড়িতে একেবারে জ্যাম। বাম্পারে বাম্পারে লাগালাগি। কচি মুখ কুচোকাচা ষাট জন ছেলেদের নিয়ে এই মারাত্মক ভিড়ে হেঁটে হেঁটে আসার প্রস্তাবে কেউ সহজে সায় দেয়! প্রিন্সিপ্যাল হিকমেতও গোড়ায় বেঁকে বসেছিলেন। দীপালির এই খামখেয়ালিতে তিনি কোন্ সাহসেই-বা সায় দেবেন। কিন্তু দীপালিও রুখে দাঁড়িয়েছিল ; এ কি সামান্য ব্যাপার। ষাট-ষাটটি নাবালক শিশু! যখন অন্য কোনো ব্যবস্থা আপাতত কারু মাথায় গজাচ্ছে না, এবং আজকে যেনতেন প্রকারে পোর্টসাঈদ ছাড়তে না পারলে অমঙ্গল অবধারিত, তখন ছেলেদের হাঁটিয়ে না নিয়ে গিয়ে উপায় কী। দীপালি জোর দিয়ে বলেছিল, এখুনি যদি ছাত্রদের না সরানো হয় তার জন্য পুরোপুরি দায়ি হবেন প্রিন্সিপ্যাল। এই শুনে উনি বলেছিলেন, বড়ো রকমের কোনো দুর্ঘটনা না ঘটাই সম্ভব। জেদ বেড়ে গিয়ে তখন দীপালি বলেছিল, ও জানে ভয়ঙ্কর একটা বিপদ এলো বলে। তাতে প্রিন্সিপ্যাল শান্তস্বরে জিজ্ঞেস করেছিলেন, মাদাম দাশগুপ্ত কী করে জানলেন বিপদ অবধারিত? এর উত্তরে দীপালি ফস করে বলে বসেছিল, ভবিতব্যটা ও স্বচক্ষে দেখেছে, হ্যাঁ ও দেখেছে হস্টেলটা দাউ দাউ করে জ্বলছে। এর পর প্রিন্সিপ্যাল হতবাক। ভাবখানা যেন এইরকম হঠকারী মহিলার সঙ্গে তর্ক করা বৃথা। প্রিন্সিপ্যালের একজন সহকর্মী তখন মাঝখানে পড়ে বলেছিল,—মাদাম, এই রাত্তিরে নয়, কালকে সকালে ভেবে যা করবার করাই যুক্তি সঙ্গত ; তবে মাদামের এখন বিশ্রামের

প্রয়োজন।—কী? দীপালির মুখের উপর এত বড়ো কথা? দপ্ করে উত্তপ্ত হয়ে দীপালি তৎক্ষণাৎ ধমক দিয়েছিল,—হেডকোয়ার্টার্সের অবাধ্য হওয়ার চার্জে প্রিন্সিপ্যালকে এই মুহূর্তে সাসপেণ্ড করবে।

দীপালির তখন অমন বেয়াড়া রাগ হয়েছিল "বিশ্রাম" নেবার প্রসঙ্গে। লোকেরা নিজের কাজ করবে না, অন্যদেরকেও কর্তব্য করতে বাধা দেবে। একজন মানুষ কাজ করে তো প্যান্টকোট পরে দশজন অফিসার তা বসে বসে দেখবে, আর বাকি উননব্বই জন কুড়ে রকে বসে সেই কাজ সম্পর্কে যা-তা সব ফোড়ং কাটবে। ঠিক এইরকম নিষ্কর্মা মনোবৃত্তি ও নিজের দেশেও দেখেছে, কাউকে ওর চিনতে বাকি।

ভাগ্যিস তখন ন্যান্সি ওর মনোভাব বুঝতে পেরে প্রস্তাবটা মেনে নিয়েছিল, নতুবা ওর সঙ্গেও একটা হেস্তনেস্ত হয়ে যেত। ও-তো খালি প্রাইভেট সেক্রেটারি নয়, দীপালির বন্ধুও।

এখন চাঁদের আলোয় ভরা খোলা মাঠের মাঝে এসে দীপালি হাঁপ ছেড়েছে। কাঁধের ঝোলাটা অন্য কাঁধে সরিয়ে ওর দলের ছেলেদের একজনকে বলল, 'ইজমেৎ, যা তো প্রিন্সিপ্যাল মশাইকে জিজ্ঞেস করে আয়, এখানে একটু জিরিয়ে নিলে কেমন হয়।

একছুটে বারো-তেরো বছরের ফুটফুটে ছেলেটা অন্য দলে গিয়ে যা বলবার বলে তৎক্ষণাৎ ফিরে এলো, 'উনি আসছেন।'

প্রিন্সিপ্যাল এসে বললেন, 'আমিও ভাবছিলাম ওই আম-বাগানে গিয়ে বসব।'

'সেই ভালো। তবে আমার এখানের এরা বলছে আরো হাঁটবে।'

'আমার ওরাও তাই বলছে।—আচ্ছা এদের বাগিচায় নিয়ে আসুন।' প্রিন্সিপ্যাল আপন দলে ফিরে গেলেন।

প্রিন্সিপ্যালের বয়স পঁয়তাল্লিশ। বুদ্ধিতে উজ্জ্বল, নির্ভীক দৃষ্টি, দীর্ঘদেহ পুরুষ। শান্ত চেহারা।

আলোক প্লাবিত আমবাগানে এসে ছ'টা দলের ষাট জন ছেলে লাইন করে যে যার সার সার দাঁড়িয়ে পড়ল। সেই লোকটা যে দীপালিকে রাগিয়ে দিয়েছিল, গুনে গুনে এখন নাম ধরে ধরে ডেকে ছেলেদের সংখ্যা মিলিয়ে নিল। তারপর দল-ছুট হয়ে পিকনিকে যেমন খোলামেলা বসে ছেলেরা তেমনি করে কেউ ঝপাৎ করে বসে পড়ল, কেউ ঘাসের উপর চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল। শুরু হয়ে গেল ওদের গল্পগাছা, রাস্তায় কী দেখেছে কী দেখেনি কী দেখলে ভালো হত। ক্লান্তির লেশমাত্র নেই ওদের।

হাসিমুখে প্রিন্সিপ্যাল দীপালির পাশে এসে বসলেন। 'এরা দিব্বি অর্দ্ধেক রাস্তা চলে এলো।'

এখন শুধু মাঠ বাগান আর পুকুর।

'সঙ্গে চকোলেট ছিল না?—এখন বাচ্চাদের দিলে সত্যিই পিকনিক হয়ে যায়।'

'মিস্টার ঘরিবকে বলেছি দিতে। কিন্তু, একটা বিষয়ে আমি অবাক না হয়ে পারলাম না।—আমরা এক কৌটা পেট্রোলের জন্য সারা পোর্টসাঈদ চষে ফেললাম, অথচ রাস্তায় দেখলেন?'

'ক্ষমতাবানদের হাজার হাজার গাড়ি উর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে কে আর না দেখেছে।'

'আপনাকে একটু গরম কফি এনে দিই।' বলে প্রিন্সিপ্যাল চলে গেলেন।

সঙ্গে দশটা ঠেলাগাড়িতে শুধু চকোলেট আর কফি নয়, ছেলেদের জামা-কাপড় বইটাই আনা হয়েছে। এই পিকনিকে আসতে দীপালিকে কম বেগ পেতে হয়েছে? এতটুকু আসতেই এত দেরি হয়ে গেল। ওদিকে স্নুবিমলকে কথা দিয়ে এসেছে যে করেই হোক ভোরনাগাদ ফিরবেই ফিরবে। গাড়ি না থাক, উট আছে।

স্নুবিমলের জন্যেও দুশ্চিন্তা। অবশ্য ও-হোটেলে সরকার ব্রিটিশ ফরাসী নাগরিকদের নজরবন্দী রেখেছে। তাইতে ওখানে

কোনো বিপদের সম্ভাবনা নেই। আর বিপদ যে হুমড়ি খেয়ে আসবে তারই বা কি নিশ্চয়তা। 'এই এলবার্ট, এদিকে আয়?'

দীপালির ডাক শুনে দশ-এগারো বছরের একটি হৃষ্টপুষ্ট ছেলে দৌড়ে কাছে এলো; কাছে আসতেই দীপালি খপ্ করে ওর হাত ধরে ফেলল, 'একটু চকোলেট আমায় দে দিকিনি, একটুখানি?'

'দিদি তুমি খাবে? আমারটা তো নেই—ঐ-যে বিস্কুট রঙের গোরুটা, ওকে দিয়েছি। এনে দোবো?'

'কোত্থেকে আনবি?'

দীপালির কানে মুখ রেখে এলবার্ট চুপি চুপি বলল, ঠেলা-গাড়িতে এখনো একগাদা আছে, লুকিয়ে একটা নিয়ে আসি? তাহলে আমায় আরো একটুখানি দেবে?'

'যা আগে আন্ তো। দেখিস যেন ধরা না পড়িস।'

এলবার্ট বাই করে বেরিয়ে গেল পুকুরের এধার দিয়ে। একটা টানাগাড়ির পাশে গিয়ে মাঠে পড়ে থাকা কাঁচা আম কুড়িয়ে নিয়ে তাই দিয়ে লোফালুফি খেলতে খেলতে সেই আমটা গাড়ির ভিতরে টুপ্ করে ফেলে দিল। পরক্ষণে সেটা তুলে নিয়ে ফের আম হাতে খেলতে খেলতে কিছুটা এগিয়ে এসে একছুটে দীপালির কাছে চলে এলো। 'এই নাও।'

ছোটো সাইজের চকোলেট-প্যাকেট।

দীপালি এলবার্টের হাতটা চেপে ধরে হেসে খুন।

'এ-ই ছাড়ো, ছাড়ো বলছি। ঐ ছাখো বড়ো মাস্টারমশাই আসছেন।'

দীপালি ওর ছটফটে হাতে অর্ধেকের বেশি চকোলেট দেবামাত্র এলবার্ট বাঁই করে ছুটে গিয়ে নিজের দলে চলে গেল।

'আপনি নিজে আনলেন? কেন ইব্রাহিম আনলে পারত।'

'ও আরো কফি বানাচ্ছে।' প্রিন্সিপ্যাল দু'হাতে দু'গ্লাস কফি

এনেছেন। দীপালিকে এক গ্লাস দিয়ে কফি হাতে ঘাসের উপর বসলেন।

মেঠো সরু রাস্তাটা গেছে ওয়াইদ গাঁও। চাঁদের আলোয় ছুটোপুটি করছে দশ দিক। আমগাছের পাতাগুলো দুলছে আলোতে হাওয়াতে। পুকুরের ওপারে দালানকোঠা। এককালে জমিদার থাকত।

কফিটায় একটু বেশি চিনি দিয়েছে। সুবিমল বেশি মিষ্টি খায়। ও এখন ঘুমুচ্ছে।

প্রিন্সিপ্যাল আস্তে আস্তে কফি খাচ্ছেন। আগে ইনি কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিজিক্স-এর প্রফেসর ছিলেন। সে ডিপার্টমেণ্টের প্রধান অধ্যাপক। এই ঠেলাঠেলির যুগে ঠেলেঠুলে ওঠার পুরুষ ইনি নন। অধ্যাপনায় ইস্তফা দিয়ে য়ুনোস্কোর শিক্ষাবিভাগে যোগ দিয়েছেন আজ তিন বছর। এঁর এক ছেলে দুই মেয়ে। বড়ো ছেলে আমেরিকার ডিউক য়ুনিভার্সিটিতে কী যেন পড়ে। কন্যাসহ স্ত্রী কায়রোতে থাকেন।

'ডক্টর হিকমেত, আপনারা আমার 'পরে অসন্তুষ্ট। কিন্তু এখন বলুন, মন খুঁত খুঁত করে ঝুঁকি নিয়ে বসে থাকার চেয়ে এসে ভালো করেননি কি?'

'আর লজ্জা দেবেন না। ভালো নিশ্চয়ই করেছেন। আপনার মুখের উপর অমনভাবে কথা বলার জন্যে মিস্টার এদ্দিনকে ওঅর্নিং দিয়েছি।'

'আপনিও যথেষ্ট বিরোধিতা করেছিলেন। আপনারও আপত্তি

'প্রথমটায় আপত্তি ছিল। কিন্তু যখন আপনি ঐ কথাটা বললেন তখন আমি থেমে গেলাম।'

'কোন্ কথায় আবার থামলেন?'

প্রিন্সিপ্যাল নীরবে এক ঢোক কফি খেলেন।

দীপালি অনুতপ্তস্বরে বলল, 'অবশ্য আপনাকে সাস্‌পেনসনের হুমকি দেওয়াটা আমার উচিত হয়নি। ওটা ভুলে যাবেন।'

'আপনি যা বলেছিলেন তারপর রিস্ক অন্তত আমি নিতে পারতাম না।'

'কোন্ কথা বলছেন? হস্টেলটা দাউ দাউ করে জ্বলার কথা?'

প্রিন্সিপ্যাল মাথা নাড়লেন।

'ওটা তখন মনে হয়েছিল। তাই বলেছিলাম।'

বেশ কিছুক্ষণ নীরব থেকে ডক্টর হিকমত বললেন, 'আপনি অমন দাউ দাউ করে জ্বলতে স্বচক্ষে দেখেছিলেন। এই কথা বলেছিলেন।'

'সচক্ষে দেখব কী?' দীপালি হেসে ফেলল। 'অমন অমঙ্গল যেন কখনো কাউকে স্বচক্ষে দেখতে না হয়।'

'অথচ আপনার তখনকার আতঙ্কভরা মুখচোখ দেখে আমি—'

প্রিন্সিপ্যালকে থেমে যেতে দেখে দীপালি জিজ্ঞেস করল, 'কী?'

'আমরাও মনে যেন ঐ অগ্নিকাণ্ডের দৃশ্যটা একঝলক ভেসে

দীপালি সলজ্জে বলল, 'বোধহয় আমি ভয় পেয়ে মনে মনে অমন দেখেছিলাম। ওটা কিছুই না।'

ডক্টর হিকমেত এবারও নিঃশব্দে রইলেন। কফির গ্লাশে শেষ চুমুক দিতে বললেন, 'না। ব্যাপারটাকে আমি এত হাল্কাভাবে নিই না। আমার ছেলে ডিউক য়ুনিভার্সিটিতে এই বিষয়েই গবেষণা করছে।'

এই বলে উনি প্যারাসাইকলজি বিজ্ঞানের বিবরণ দিলেন। তিনি বললেন, মানুষের আত্মা আর মন এক, পরীক্ষা করে দেখা গেছে তারা নাকি অবচেতন মনে ভবিষ্যতকে কখনো-সখনো দেখতে পায়।

দীপালির আবছা মনে পড়ল, জনসনসাহেব মারা যাবার পর অফিসে ইউনাইটেড নেশনস্‌স-এর অধিনায়ক ড্যাগ হামারশল্‌ড-এর ফটো দিকে তাকিয়ে ও যেন কেমন চমকে উঠেছিল। দেখেছিল,

আফ্রিকার আকাশে একটা এ্যারোপ্লেন জ্বলছে। সেই জ্বলন্ত প্লেনে বসে রয়েছেন মৃত হামারশ্‌লড্‌।

দীপালি হাসিমুখে বললে, 'থাক থাক, এসব ভোজবিদ্যা একদিনে আমার হজম হবে না।'

ডক্টর হিকমেতও একটু হাসলেন, মধ্যে মধ্যে আপনি শিশুদের ভাষায় কথা বলেন। কফিতে চুমুক দিয়ে বললেন, 'আপনি যখন আপিসে থাকেন তখন গম্ভীর। অথচ যখন বাইরে কিম্বা শিশুদের সঙ্গে থাকেন তখন যেন মনের অন্দরমহলের দীপ জ্বেলে নিজের বালিকা-বয়সে ফিরে যান।'

'তাহলে ডক্টর হিকমেত, এবার আমাদের কুইকমার্চ ফের শুরু হোক?'

'নিশ্চয়ই, নইলে ঘুমে ঢুলে পড়বে।'

ওয়াইদগাঁওয়ে ছেলেমেয়েদের ব্যবস্থা-ট্যাবস্থা ঠিকঠাক করে দীপালি একা-একা সেখান থেকে ভোরনাগাদ পোর্টসাঈদের কাছাকাছি এসে পৌঁছল। সঙ্গে প্রিন্সিপ্যাল সাহেব আসতে চেয়েছিলেন, কিন্তু দীপালি উটওয়ালাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে একটা উটে। উট যে এত জোরকদমে চলে তাও দীপালির অজানা। ছিল। কিরকম হেলে দুলে ছোটে, বাব্বা—গা ব্যথা হয়ে যায়।

এখন আকাশের চাঁদটা ম্লান হয়ে নিভে এলো বলে। আমগাছের তলা দিয়ে দীপালি আসতে আসতে পটাপট কয়েকটা কাঁচা ডাঁশা আম ছিঁড়ে নিয়ে কাঁধের ঝুলিতে ভরল।

ঝুলিটা রঙচঙে বাহারে। সুবিমলের শান্তিনিকেতনি ঝুলি। দীপালি এটা ওয়াইদগাঁওয়ে আসবার সময় এনেছিল। রাস্তায় লাগতে পারে টুকিটাকি এটাসেটা নিতে আর অটোমেটিক রিভলবরটা এতে ভরে নিয়েছিল। জুবেদা এখানে দিব্বি আরামে

আছে। ওর দাদু ইশাককে গিয়ে বলতে হবে। 'এই উটওয়ালা একটু জোরে।'

উটওয়ালা মুখে কী আওয়াজ করল, অমনি ইয়া লম্বা পায়ে উট দে ছুট। 'আস্তে—আস্তে, পড়ে যাবো—এতো জোরে নয়।'

গতি কমল এবারে, মাঝামাঝি। ভোরবেলায় শিশিরে ভেজা ঘাসের গন্ধ। বড়রাস্তা থেকে মোটর গাড়ির ঘড়ঘড় ভ্যাঁক ভ্যাঁক আওয়াজ আসছে। দীপালির কাছে গাড়ি থাকলে পাঁচমিনিটে সড়কে, পনের মিনিটে হোটেলে গিয়ে সুবিমলকে জাগিয়ে দিয়ে টুপ্ করে বিছানায় শুয়ে পড়ত। উটাওয়ালা? ওটা কী আমলকিগাছ? —আনো দেখি আমলকি?'

উটওয়ালা গাছের শাখাসমেত কয়েকটা আমলকি এনে দিল।

পুকুরে শালুক। দীপালি যাওয়ার পথে শালুক লক্ষ্য করেনি। সুবিমল এখন হয়তো জেগে বসে আছে।

উটের পায়ে থপথপ আওয়াজ। সঙ্গে সুবিমল থাকলে কী মজা হত!

বড় রাস্তা এসে গেছে। রাস্তায় এখনো সেই একমুখো ট্রাফিক। তবে এবার বেশির ভাগ মিলিটারি-গাড়ি। রাস্তাটার কী ছিরি হয়েছে!

উট আর এগুবে না। সুতরাং ভাড়া চুকিয়ে দীপালি এবার কোমর কষে আঁচল বেঁধে হাঁটতে লারল। মোটর গাড়িগুলো পশ্চিমে যাচ্ছে, দীপালি পুবে। দীপালি যখন আমেরিকায় পড়ত তখন একবার ছুটিতে একা-একা হিচহাইকিং করে পাঁচ দিনের দিন সোজা মেক্সিকো পৌঁছে গিয়েছিল। আর একবারও দলে পড়ে হিচহাইকিং করেছিল। সেবার গিয়েছিল কানাডায়।

অমন ঘোরার স্বাদ আলাদা। সুবিমলকে নিয়ে একবার সারা ভারতবর্ষটা খালি মোটরে ঘুরতে হবে। ডাকবাংলো ফরেস্ট-রেস্টহাউসে থাকা, আর দে লম্বা-লম্বা রেস। মনে মনে দীপালি

প্ল্যানট্ল্যান করে নিতে যাচ্ছে, ঘ্যাঁচ করে একটা জীপগাড়ি ওর পাশে থেমে গেল। চালক একজন সৈনিক। ইংরেজিতে বললে, 'পোর্টসাঈদে যাচ্ছেন? পৌঁছে দেব?'

'কিন্তু আপনি তো ওদিকে যাচ্ছে না।'

'নেভার মাইণ্ড, আসুন।' বলে সুস্মিত সৈনিক গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়াল। লিকলিকে চেহারা, তোবড়ানো গাল। লোকটার পরনে লেফ্‌টেন্যাণ্ট কর্নেলের ইউনিফর্ম। কোমরে পিস্তল। গোঁফজোড়া ফ্যাশানদার ছোটো করে ছাঁটা। থুঁতনিটা ছুঁচালো।

দীপালি প্রায় পা বাড়িয়ে দিয়েছিল, থেমে গিয়ে বলল, 'ধন্যবাদ, আমি হাঁটতে ভালোবাসি।' বলে কালক্ষেপ না করে আগের মতন হাঁটা দিল। এতক্ষণে সুবিমল শেভ করতে বসেছে। ভোররাতে ফেরার প্রতিশ্রুতি দীপালি রাখতে পারল না।

জীপগাড়িটা মোড় ঘুরিয়ে আবার ফিরে এসেছে। সৈনিক অনুনয়ের সুরে বললে, 'এতখানি খামোকা কেন হাঁটবেন। আসুন এক্ষুণি পৌঁছে দেব।'

সৈনিক কার যেন একটা কোটেশন আওড়ে সানন্দে বললে, বিপন্না নারীকে পথে সাহায্য করাই ওর জীবনের চরম উদ্দেশ্য। সেই জন্যই জীবন ধারণ।

একটু ইতস্ততঃ করে অবশেষে দীপালি উঠে বসল। সৈনিক পোর্টসাঈদের দিকে গাড়ি ছোটাল।

উল্টোপথে, একমুখো ভিড় ঠেলে গাড়ি চালানো চালাকি? যে গাড়ি চালায় সেই জানে এমন বিদ্‌ঘুটে ট্রাফিকে ড্রাইভিং কাকে বলে। আহা-রে, শুধু শুধু দীপালি একে অবিশ্বাস করেছিল। কেন করেছিল, না ওর গাল তোবড়ানো। লিকলিকে। 'আচ্ছা কর্নেল ফ্রণ্টের খবর কী?' দীপালি মিষ্টি কথায় নিজের অভদ্রতাটা পুষিয়ে নিতে চাইল।

বারংবার গিয়ার পাল্টে সাবধানে সৈনিক গাড়ি চালাচ্ছিল,

সোজা রাস্তার দিকে নজর রেখে বলল, 'কোন্ ফ্রন্টের কথা জিজ্ঞেস করছেন?'

'ইজরায়েল।'

'ওই ফ্রন্টেই ছিলাম। জীবনটা যুদ্ধ-ফ্রন্ট থেকে আরও বড়ো। তাই ওখান থেকে এই ফিরছি।' সৈনিক স্টীয়ারিং ঘুরিয়ে বাঁদিকের সংকীর্ণ নির্জন রাস্তাটায় নেমে পড়ল। যে রাস্তাটা গেছে লাইটহাউসে—সেই রাস্তায়। এ আপনি কোথায় এলেন? এদিকে আমার হোটেল নয়। হোটেল কেসিনোয় আমি থাকি।'

'ওদিকের রাস্তা জ্যাম হয়ে রয়েছে। এই পাশ দিয়ে আমি নিয়ে যাচ্ছি। সদর রাস্তার চেয়ে গলিগুলোই বেশি ইণ্টারেস্টিং।'

দীপালি নিশ্চিত হয়েছে কি হয়নি অমনি মনে পড়ে গেল এ রাস্তাটা ব্লকৃড। মনে পড়া মাত্র আদেশ দিল, 'কর্নেল, গাড়ি ঘুরিয়ে নিন, এদিকে আগে রাস্তা নেই।'

আদেশ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গাড়িটা জনহীন একটা মাঠে এসে পড়ল, চারিদিকে খড়ের ঢিবি; দীপালির বুকটা ধুকপুক করে উঠেছে; হাতটা চলে গেছে ঝুলিতে যেখানে অটোমেটিক রিভলবার রয়েছে, 'কর্নেল গাড়ি থামান। আমি বলছি থামান।' অকস্মাৎ লোকটা ঝাঁ করে গাড়িটা টপ্ গিয়ারে জোরে ছুটিয়ে স্টীয়ারিং ঘুরিয়ে দিল; দিয়েই পলকে ঝট্ করে একটা খড়ের ঢিবির মুখে এনে হঠাৎ কষে ব্রেক করে দিল; দেওয়ামাত্র গাড়ির আচমকা বেগ এবং থমকানো ঝাঁকুনি সামলাতে না পেরে দীপালি তৎক্ষণাৎ মুখ থুবড়ে পড়ল সামনের সীটের পিছনটায়। কপাল আর হাঁটুর সুতীব্র যন্ত্রণা মুহূর্তে ওকে অসাড় করে দিল; কাঁধে টান পড়ছে হ্যাঁচকা, মুখের ভিতরে কী যেন হচ্ছে; মুখ তুলে দীপালি কোন রকমে তাকাল, —এ কী কাণ্ড! লোকটা সীট থেকে ঘুরে বসে দীপালির কাঁধ জাপ্টে ধরে মুখে রুমাল ঠেসে দিচ্ছে।

ছটফট করে তখুনি দীপালি উঠে কোনোরকমে সোজা হয়ে

বসল; বসামাত্র লোকটা লাফিয়ে পড়ে ওকে একহাতে বেজায় বেকাদায় জাপটে ধরে ওর শরীরের উপর নিজের দেহের সমস্ত ভার রাখল। দীপালি কঁ্যাক করে দিল লোকটার তলপেটে জব্বর এক লাথি; লাথি খেয়েও বদমাইশটা দীপালির শাড়ি তুলতে লেগেছে, ওমনি গায়ের সব শক্তি দিয়ে লোকটাকে এক ঝটকায় ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল; উঠে পড়ে দিল দীপালি আর এক লাথি। লোকটার কোমরের পিস্তল পড়ে গেছে। দীপালি সেটা চট করে তুলে নিয়ে বাট দিয়ে আপ্রাণ দমাদম দিল লোকটার মাথায় মুখে বুকে, যেখানে পারল। তারপর মুখের উপর জুতোসুদ্ধ কয়েক ঘা লাথি মারল কঁ্যাক কঁ্যাক করে। পিস্তলটা ফেলে দিয়ে নেমে গেল গাড়ি থেকে।—মরুক!

দীপালি থরথর করে কাঁপছে। ফাঁকা মাঠের মাঝে ভয়ে ভয়ে দাঁড়াল। হাতের চেটোয় অটোমেটিকটা স্পর্শ করে বল পেল। পরক্ষণে হাঁফাত হাঁফাতে দ্রুত পায়ে বড়ো রাস্তায় এল।

দূরে আওয়াজ।

রাগে ঘৃণায় রাত-জাগার অবসাদে এখনো দীপালির গা-টা রী-রী ঝিম ঝিম করছে। রুমালের মুখ মুছতে গিয়ে তাতে রক্ত লাগল। মুখটা তেতো হয়ে গেছে। ঝুলি থেকে একটা আমলকি নিয়ে দীপালি তাই চিবুতে চিবুতে চলল। সুবিমলের উপর অসম্ভব রাগ হচ্ছে। ও থাকলে লোফারটার এতখানি সাহস হত!

ভাগ্যিস দীপালি রিভলবারটা ব্যবহার করেনি। তা ছাড়া এলিয়ে-পড়া লোকটার মুখে অমনভাবে লাথি না মারলেও চলত। মনুষ্যত্ব হারিয়ে লোকটা জন্তু হয়ে গিয়েছিল।

দীপালি হন হন করে চলতে লাগল। সুবিমলের 'পরে রাগ করা অন্যায়। সঙ্গে আসবে বলে পিড়াপিড়ি করেছিল। দীপালি বুঝিয়ে সুঝিয়ে রেখে এসেছে। এতে ওর কী ত্রুটি?

সূর্যটা অনেকখানি উঠে গেছে। এখনো পোর্ট'সাঈদের দেখা

নেই। মিলিটারি গাড়ি করে সৈনিকরা যে-যার পালাচ্ছে। ধনিরাও। যাদের গাড়ি নেই এবার তারাও যাচ্ছে, বিরামহীন-ভাবে। সুবিমল এখন কী করছে? ক'টা বাজে দেখলে হ'ত। ঘড়ি বন্ধ হয়ে গেছে।

জোরপায়ে হাঁটছে দীপালি।

আশপাশের লোকেদের মুখচোখে আতঙ্ক। কানে আসছে ঝাঁকঝাঁক বম্বারের গুর্‌গুর্‌গুর্‌গুর্‌ আওয়াজ। এ আওয়াজ এখন দীপালি চেনে। চোখ উঁচিয়ে আকাশে তাকানো মাত্র দেখল বম্বারগুলো সোজা একেবারে মাথার উপর এসে গেছে। আসামাত্র সিনেমায় যেমন রকেট ছোড়ার বিকট শব্দ হয় তেমনি করে রক্‌-রক্‌-রক্‌-রক্‌-রক্‌-রক্‌! আর ঠিক অবিকল তেমনিভাবে দেখতে না দেখতে রাস্তাটা ফালা ফালা হয়ে গেল, গাড়িগুলো ছিটকে পড়েছে, দীপালি ছিটকে গিয়ে পড়েছে ভুঁড়িওলা এক মাড়োয়াড়ির মতো দেখতে পেট-মোটা মানুষের ঘাড়ে; গাড়ু-গামছা সমেত লোকটা খরগোসের মতো লাফাতে লাফাতে উল্টোদিকে ছুটছিল; দীপালিকে ধরে হাঁপাতে লাগল কুকুরের মতো, তারপর সহসা উটের ধরনে দে ছুট্‌; মাথার উপর অবিরাম বোমারুর গর্জন গুর্‌গুর্‌গুর্‌গুর্‌ ...তুমুল কোলাহল...

বন্ধ হয়ে গেল পোর্টসাঈদে যাবার সদর রাস্তা।

গরমে দীপালি গায়ের কার্ডিগানটা খুলে ফেলেছে। পায়ের নিচে মাটি কাঁপছে। সুবিমল একা।

দীপালি মাঠঘাট হয়ে ঘুরে ঘুরে হাঁটতে লাগল জনকোলাহলের মধ্যে দিয়ে নতুন উদ্দমে। রাস্তাময় ভরে গেছে নীলনীল মাছি; এদিকে-ওদিকে রক্তাক্ত মৃতদেহ। একটা লোকের পেটের নাড়িভুঁড়ি বেরিয়ে পড়েছে, মাছি ভনভন করছে। এরই মধ্যে কোথায় যেন আটা পেষার কল চলছে কুঁক-কুঁক-কুঁক। এখনো পোর্টসাঈদ কদ্দুর কে জানে!

মাঠ ঘুরে দীপালি এলো সদর রাস্তায়। গায়ের কার্ডিগান কোথায় পড়ে গেছে। শাড়ির আঁচলটা কোমরে ভাল করে এঁটে নিল। প্ল্যাটিনামের রিস্টলেটটা কব্জির আরো উপরে তুলে দিল; সুবিমলের দেওয়া শাড়ি পরে এসেছিল, জায়গায় জায়গায় সেটা ছিঁড়ে-খুঁড়ে গেছে।

এর-ওর মৃতদেহের পাশ কাটিয়ে কাটিয়ে দীপালি হাঁটতে লাগল দ্রুতপায়ে। গলাটা শুকিয়ে গেছে। তাই আমলকি খাচ্ছে, মনে মনে ডাকছে—হে ঈশ্বর, আমাকে মেরে ফেলে সুবিমলকে বাঁচিয়ে রাখো।

না কেউ মরবে না। কেউ মরতে পারে না।

ফের আকাশ ছেয়ে এলো বাজপাখির মতো বোমারু। দীপালি রাস্তা ছেড়ে মাঠ ধরল। বোমারু থেকে কী সব ফোলা ফোলা পড়তে লেগেছে, সবুজ লাল হলুদ।

এদিকের পুকুরপাড় দিয়ে চলতে লাগল দীপালি অন্য লোকদের সঙ্গে। ওরা বলাবলি করছে আকাশ থেকে নাকি প্যারাস্যুট নামছে।

হ্যাঁ, তাইতো। সবুজ লাল হলুদ ওগুলো প্যারাস্যুটই। আকাশভাঙ্গা প্রচণ্ড শব্দ। সঙ্গে সঙ্গে দিশেহারা লোকগুলো যে-যেদিকে পারল পালিয়ে গেল। বুক কাঁপানো গুর্‌গুর্‌গুর্‌গুর্‌। মাঠটা কাঁপতে লেগেছে। বোমা ফাটছে। গুম্‌-গুম্‌-গুম্‌ গুম্‌··· রক্‌-রক্‌-রক্‌-রক্‌···আর্তস্বরে কান্না ভেসে আসছে বাতাসে, ঐ দিকের সদর রাস্তাটা চিরে চিরে ফেটে ফেটে ফাঁক হয়ে যাচ্ছে—হে ঈশ্বর, হে ঈশ্বর সুবিমলের যেন কিছু না হয়, হে ঈশ্বর, হে ঈশ্বর—দ্রুতপায়ে এদিক-সেদিক হয়ে দীপালি চলতে লাগল। কখনো হোঁচট খেয়ে পড়ে যাচ্ছে, কখনো উঠছে।

এতক্ষণে এসে পড়ল শহরতলিতে।

এদিকের বাংলোগুলোয় আগুন ধরে গেছে কাতারে কাতারে, পালাচ্ছে আতঙ্কিত জনতা। কলের জলের পাইপ ফেটে চৌচির।

রাস্তায় থৈ-থৈ জল। ধুয়োর গন্ধ বাতাসে। পোড়া পেট্রোলের দুর্গন্ধ। কোথাও শকুনি নেই। ওরাও মাটিতে নামতে ভয় পাচ্ছে। পোট্রোলপাম্পের ড্রাম ফেটে গিয়ে গল্‌গল্‌ করে বেরুচ্ছে পেট্রল।

ঐ তো পোর্টসাঈদ!

লকলকে আগুনের মধ্যে গলগল করে গড়িয়ে গড়িয়ে আসছে পেট্রোলপাম্পের শত শত গ্যালন তেল।

মৃত্যুর পাশ কেটে কেটে এবার দীপালি সামলে-সুমলে হাঁটতে লাগল। ও জানে সুবিমল কোনো বিপদে পড়তে পারে না; কোনো বিপদে পড়েও নি সুবিমল। তবু ও জোরকদমে হাঁটছে। রাস্তায় কেউ কারো দিকে চেয়েও দেখছে না। মাথার উপর গুর্ গুর্ গুর্ গুর্ অগুনতি বোমারু! কখন যে কাঁধ থেকে ঝুলিটা পড়ে গেছে তাও দীপালি এতক্ষণ টের পায়নি। পশ্চিমমুখো বাংলো থেকে সবুজ দাড়িওলা এক বুড়ো ছুটে এসে দীপালিকে বলল, 'মা তুমি ভেতরে এসে বসবে?' 'না।' 'জল খাবে একটু?' 'তেষ্টা পায়নি।' 'কোথায় যাবে,' বুড়োটা দীপালির সঙ্গে সঙ্গে চলতে লেগেছে, 'বলো আমি পৌঁছে দিয়ে আসছি।' দীপালি থমকে দাঁড়িয়ে হাসিমুখে বলল, 'আব্বাজান, আমি ভয় পাইনি।' বলে বুড়োটাকে ওঁর বাংলোয় পৌঁছে দিয়ে আবার জোরপায়ে চলতে শুরু করল।

টেলিফোনের থাম বড়ো রাস্তায় হেলে পড়েছে। গল গলে ধোঁয়ায় ভরা রাস্তাটা যেন কাদার নদী। এখানে কেউ কেউ সিগারেট ধরিয়ে পরম নির্লিপ্তভাবে হাঁটছে। আশ্চর্য, রাস্তায় বাচ্চারাও খেলছে। একটি মেয়ে হাঁটছে ছোটো ছেলের হাত ধরে। একটা বুড়ি যাচ্ছে মন্থরগতিতে। চায়ের দোকানও খোলা রয়েছে। খদ্দেররা নিশ্চিন্ত মনে চা খাচ্ছে।

দীপালি চৌমাথায় এসেছে এমন সময় ভ্যাবাচাকা-খাওয়া

একজন লোক ওর নিকটে এসে জিজ্ঞেস করল, 'আপনি মাদাম দীপালি দাশগুপ্ত না।'

দিব্বি ফিটফাট চেহারা। এবার লোকটা বলল, 'আমি অহমেদ কেমেল বক্রি। আপনার আপিসের ডেসপ্যাচ ক্লার্ক। সবাই আপনাকে খুঁজতে বেরিয়েছে। গাড়ি নিয়ে গেছে ওয়াইদ-গাঁওয়ের রাস্তায়—'

'আমার হোটেলে কিছু হয়নি তো?' দীপালি লোকটার একটা হাত চেপে ধরল। গলার স্বরে সব উৎকণ্ঠা ঢেলে দিল, 'আপনি মিস্টার সুবিমল চ্যাটার্জিকে চেনেন? চেনেন? তিনি কেমন আছেন?'

'সবাই ভালো আছেন। আসুন আমার সঙ্গে—আসুন।'

সুবিমল ভালো আছে শুনে অসহ্য সুখে দীপালির কান্না পেয়ে গিয়েছিল; শরীরে রক্ত রঙ রস ফিরে এসেছে, বলা যায় না পাছে আপিসের লোকের সম্মুখেই ভেউ ভেউ করে কেঁদে ফেলে, এই লজ্জায় মুখ লুকোতে দীপালি ভিড়ের মধ্যে লুকিয়ে পড়েছিল। এখন হোটেলে আসামাত্র হোটেলের ইতালিয়ান ম্যানেজার জানাল বিশ্বসুদ্ধ লোক ওকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। 'ঠিক আছে ঠিক আছে' বলে দীপালি লাউঞ্জ হয়ে লিফ্‌টে উঠতে যাবে তখন ভদ্রলোকটি পিছু পিছু এসে বললে, 'আপনি এই এলেন এই এলেন আশায় আশায় মঁসিয়ে চ্যাটার্জি সেই ভোররাত থেকে কেবলই ঘরবার করছেন; মুখচোখ শুকিয়ে আধখানা।'

'ওকে এখন একবার প্লীজ চা পাঠিয়ে দিন।'

'সকাল থেকে কতোবার যে চা নিয়ে গেছে। উনি স্পর্শ করেননি। ব্রেকফাস্টের জন্যও নামেননি। ঘরে ব্রেকফাস্ট নিয়ে গিয়েছিল, তা উনি বেয়ারাকে মুখ খিঁচিয়ে দাবড়ি দিয়েছেন।'

দীপালি খুব খুশি হয়ে বলল, 'ঠিক আছে এখন ব্রেকফাস্ট পাঠিয়ে দিন, আমি দেখছি।'

'কাকে পাঠাবো মাদাম? উনি এর মধ্যে দু-তিনবার আপনার আপিসে গেছেন, এই আবার ছুটেছেন।'

'সে কী?'

উৎকণ্ঠায় দীপালি ফের বেরিয়ে পড়ল; ম্যানেজারের নিষেধ শুনলো না। ইতালিয়ানরা প্রেমের ব্যাপারে বেদম রসিক। তাই অমন বাড়িয়ে বলে। তবু খুশিতে দীপালির বুক ফেটে যাচ্ছে। ওর জন্যে একজন মানুষ এমন উন্মুখ হয়ে রয়েছে এ কি কম কথা। যতই বাড়িয়ে বলুক কিছুটা তো সত্যি। বাড়িয়ে বললেও শুনতে তো ভালো লাগল। সেটাই সার কথা।

চলল দীপালি আপিসের দিকে। একজন পুরুষ একজন নারীর জন্য অপেক্ষা করবে, উৎকণ্ঠিত হবে; যে পুরুষ রাগে না, সে রেগে যাবে চিন্তাভাবনায়, তবেই না নারীর জীবনে বেঁচে থাকা সার্থক!

সুখে, উৎকণ্ঠায় নয়, আনন্দের পরিপূর্ণতায় দীপালির বুকটা কুলকুল করছে।

'এ কী?'

দাউ দাউ জ্বলছে লাইন-কে-লাইন বসতবাড়ি! রাস্তাময় ছড়ানো মৃত দেহ। আহতরা লুটোপাটি খাচ্ছে।

দীপালি আপিসের দিকে হনহন করে চলতে লাগল। জ্বলন্ত একটা ফ্ল্যাটবাড়ির দিকে চেয়ে মুখ দিয়ে আর্তনাদ ছিটকে গেল, 'গেল গেল!' পাঁচতলায় জ্বলন্ত জানলা গলিয়ে লাফিয়ে পড়ছে কোলে কাঁখে ছেলে পুলে নিয়ে বাসিন্দেরা।

আঁৎকে উঠে দীপালি দ্রুতগতিতে দৃশ্যটাকে ছাড়িয়ে গেল; মাত্র কয়েক গজ এগিয়েছে কি অমনি উন্মত্ত এক জনসমুদ্রের বিপুল ঘূর্ণাবর্ত ওকে গপ্ করে গিলে ফেলল।

কোনদিকে যাচ্ছে, কে ধাক্কা দিচ্ছে, কে ওকে ঠেলে দিচ্ছে

পেছনে, কে ঠেলেঠুলে এগিয়ে যাচ্ছে, কোন্ রাস্তায় চলেছে, কাকে কে ঠেলছে, মুহূর্তে সব তালগোল পাকিয়ে গেল। বিশৃঙ্খল ডামাডোলে নিষ্পিষ্ট হয়ে দীপালি ডুবে যাচ্ছে, যেন কুম্ভমেলার ভিড়ের তলা থেকে মাটিটা কেউ সর সর করে টেনে নিচ্ছে পায়ের তলা থেকে, কার্পেট টেনে নেবার মতন করে।

কিছুক্ষণ এইরকম দমবন্ধ দশার পর কানফাটানো খট্-খট্-খট্-খট্, মেশিনগান্!

উর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে জনতা।

কারু পরনের আলখাল্লা খুলে গেছে। কারু ব্লাউজ ছিঁড়ে বুক বেরিয়ে পড়েছে। কোন্ দিকে কী ঘটছে হতবুদ্ধি দীপালি বুঝতে পারছে না। এক-এক সময় চোখ অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে। কোনোরকমে একটা বাড়ির রোয়াকের ধারে একবার একটু থমকে দাঁড়িয়েছে কি অমনি নতুন একটা জনস্রোতে তলিয়ে গেল। ছুটছে কাতারে কাতারে যুবক-যুবতী বালক-বালিকা বুড়ো-বুড়ি মোরগ হাঁস কুকুর গোরু ষাঁড় উট মোষ ছাগল, এমন কি বাড়ির পোষা খরগোসটা দিশাহারা ভিড় দেখতে দেখতে দীপালিকে নতুন করে নিয়ে চলল কোন্ দিকে কে জানে। একবার পায়ের তলায় চটচটে কী প্যাঁচ প্যাঁচ করছিল, কোনোরকমে ঘাড় নিচু করে দেখল পায়ে জুতো নেই, পায়ের তলায় কার মাথায় গলাগলা ঘিলু। দীপালিকে ভাসিয়ে নিয়ে চলল মহাকায় জনতার বীভৎস বিপুল অসহায়তা।

নিরুপায়ে ভেসে চলল। কখনো ওকে কেউ ধাক্কা মেরে ফেলে দিচ্ছে আবার ও কখনো কাউকে। ক্রমাগত ধাক্কা খেতে খেতে একবার পেছনে ফিরে এর ওর ঘাড়ের উপর দিয়ে উঁকি মেরে দেখতে পেল ভয়ঙ্কর দানবের মতো বিকটকায় সব ট্যাঙ্ক আসছে ধেয়ে, একটা দুটো তিনটে চারটে···লালমুখো!

পলায়মান জনপ্রবাহ দীপালিকে ধাকাধুক্কি দিয়ে, নাকানিচোবানি

করিয়ে, অবশেষে গলিময় আর-এক শহরে নিয়ে এসে ফেলল। রাস্তায় রাস্তায় পড়ে রয়েছে নাড়িভুঁড়ি বের করা মড়া। নর্দমা ফেটে রাস্তায় বইছে নগরের বিষ্ঠাধারা। একদিকে এখানেও আগুন জ্বলছে ধিকিধিকি। বন্দুক ঘাড়ে এখানে টহল দিচ্ছে তরুণদল। তরুণীও। ফৌজি মানুষ নয়। এবারে দীপালি দেখতে পেল একদল তরুণ-তরুণীরা শবদেহ কুড়িয়ে কুড়িয়ে আশপাশের বাড়ির ভিতরে নিয়ে যাচ্ছে। দীপালি একবার যেন শুনতে পেল কে ওকে নাম ধরে ডাকছে! সুবিমলের গলা নয়।

বাকশক্তিলোপ দীপালি আর একটা গলির মধ্যে এসে পড়েছে। এ-গলিতে মাইক লাগিয়ে শান্তভাবে গাইতে গাইতে চলছে তরুণদল, পেছন ইস্কুল-কলেজের ছেলে-মেয়ে যুবক-যুবতী জাহাজের খালাসী কেরানির মত চেহারার লোকেদের মিছিল।

এতক্ষণে হতচেতন দীপালি প্রাণপ্রণ শক্তিতে নিজেকে কোন-রকমে সামলে নিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। দীপালি ওদের গানের ছন্দ বুঝতে পারছে না। অথচ বজ্রকণ্ঠে সুরটা লাগছে মিঠে।

ফের দীপালির কানে এলো কে যেন ডাকছে, 'মি-সে-স দী-পা-লি-দা-শ-গু-প্ত!'

কাউকে দেখতে পেল না। কোথা দিয়ে বেরোবে তাও দীপালি পথ খুঁজে পেল না। ঘুরতে ঘুরতে তেষ্টায় বুকের ছাতি ফেটে যাচ্ছে।

জনতা এবার ওকে ঠেলে নিয়ে এলো পার্কের মতন একটা খোলামেলা এলাকায়। এদিকে মসজিদ। জলের কলও নজরে পড়ল। কলের হ্যাণ্ডেল ঘুরিয়ে দীপালি জলের কলের তলায় মুখ রাখল। কল-খটখটে শুকনো। 'দেশটা গভর্নরের বাবার? দুশমনদের হাতে শহরটাকে তুলে দিল লাটসাহেব?' এই শুনে সেই দীপালি পার্কের পুবদিকে মুখ করেছে অমনি গলির বাইরে দেখতে পেল এক ফালি ঝকঝকে ট্রাইমলাইন। পা বাড়িয়ে অমনি খট্-খট্-খট্-খট্

আওয়াজে ওর কানে তালা লেগে গেল। আকাশ ছেয়ে এবার নামতে লেগেছে গণনাতীত প্যারাস্যুট! দীপালির চক্ষু ছানাবড়া। প্রত্যেক প্যারাস্যুটে ঝুলছে ব্রেনগান হাতে যমদূত, খট্-খট্-খট্-খট্··

বাইরের বড়ো রাস্তা থেকে পার্কের মোড়ে এসে দাঁড়িয়েছে হামলাদারদের দৈত্যকায় ট্যাঙ্ক। ঘড়ঘড় করে মড় মড় করে ট্যাঙ্কটা ঢুকে পড়ল মেশিনগান্ উঁচিয়ে, খট্-খট্-খট্-খট্-খট-খট্-খট্···দীপালি মাইক-এ শুনতে পেল সেই গানটা,'—জান দিয়ে কিনতে হয় প্রাণ। ভেড়ীর পালে নেকড়ে ঢুকবেই ঢুকবে। ভাইরা, বোনরা, বাঁচতে যদি চাও অন্তত একবার মানুষের মতো রুখে দাঁড়িয়ে মরো।'

কে কার কথা শোনে! বুক-ফাটানো আর্তনাদের শোরগোলে দেখতে দেখতে তেরাস্তা সাফ। ট্যাঙ্কের পর ট্যাঙ্ক ঢুকে পড়ল। দিশেহারা জনস্রোতে চীৎকার, হট্টগোল। কে কাকে কোন্‌দিকে ফেলে দিল কে জানে! দেখা যায় না এ দৃশ্য।

ধাক্কা খেয়ে খেয়ে এবার দীপালির পায়ের বল ফুরিয়ে গেছে। নেকড়েদের ফাঁক দিয়ে কী করে যেন রাজপথে এসে পৌঁছুল।

ও-মা! বেলা পড়ে গেছে। বিকেল। এই তো আপিস পাড়া বুলোভাঁ তৌফিক।

এতক্ষণে উথাল-পাথাল ভিড়ে, গোলমালে ধড়ে পাণ ছিল না।

তৎক্ষণাৎ দীপালি যেমন ছিল তেমনি আপিস এলো। টেলি-প্রিণ্টার অপারেটরের কাছে শুনল আপিসের সকলে সকাল থেকে দিকে দিকে দীপালিকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। শুনে দীপালি আশ্বস্ত হয়ে বলল, 'আমি এখুনি হোটেলে যাচ্ছি আপিসে কোনো ইণ্ডিয়ান এসেছিলেন?'

'মসিয়েঁ সুবিমল চ্যাটার্জী?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ—তাঁকে দেখেছেন?'

'উনি এডুকেশন ডিপার্টমেণ্টের মিস্টার গ্রিফিতের সঙ্গে অনেকক্ষণ এখানে বসেছিলেন। তারপর আমি ঠিক জানি না। তবে কে যেন বললেন শুনলাম মিস্টার গ্রিফিতের সঙ্গে উনি ইস্কুল-হস্টেলে গেছেন।'

দীপালি আর দেরি করল না। এতক্ষণে সুবিমল হোটেলে ফিরেছে। হস্টেলের কী হয়েছে কে জানে। গ্রিফিত ওখানে গেল কেন?

দীপালির পায়ে যে এত শক্তি ছিল তা ও জানত না। বিপদে পড়লে নিজের ভেতরকার মানুষের সঙ্গে পরিচয় ঘটে যায়। দীপালি এখন হোটেলে যাবে। নাইবে, ঘুমুবে।

দীপালির পা টলছে। তা পায়ের আর কী বাকি আছে। এমন বিপর্যয়ে কেউ যেন কখনো না পড়ে।

টেলিপ্রিণ্টার অপারেটর দীপালির দিকে কী রকম সঙ্কোচে তাকিয়েছিল। ব'লে হাজার হাজার মানুষ মরছে তার আবার সাজ-সজ্জা। সে যাই হোক অপারেটরকে জিজ্ঞেস করলে হতো শহরের কতৃপক্ষ আত্মসমর্পণ করেছে কি না। রাস্তার লোকেরা তাই বলাবলি করছিল।

ফুটপাথে চিৎ হয়ে পড়ে রয়েছে একটা মেয়ে। ছেঁড়া পাজামা। মুখখানি করুণ ভাবে কুঁকড়ে গেছে।

দূর থেকে দীপালি ইস্কুল-হস্টেলটার দুর্গতি দেখতে পেল। দেখে মনটা আঁকুপাঁকু করে উঠল। এখনো ধিকিধিকি আগুন জ্বলছে। হস্টেলের সামনের দিকটা তাসের বাড়ির মতো ভেঙে খান্ খান্।

নিকটে এসে দীপালি হস্টেলটা দেখতে লাগল।

বাড়িটা গেছে; আবার নতুন বাড়ি হতে কতক্ষণ। কিন্তু কচি-কচি ছেলেরা গেলে?

ছেলেরা যেতই যেত।

দেখতে দেখতে দীপালির সমস্ত হৃদয় মন অফুরন্ত সুখে আচ্ছন্ন হয়ে গেল ; একমাত্র ওরই কাণ্ডজ্ঞানহীন জেদের বশে একটা দুটো নয়, ষাটজন পিতৃমাতৃহীন বালকের জীবন বেঁচে গেল।

তুচ্ছ কোথাকার কোন একটা মেয়ে, সে আজ ষাটজনের ভবিষ্যৎ খুলে দিল।

ফুটপাথে দাঁড়িয়ে দীপালির দু'চোখে জল এসে গেছে।

মানুষ কী না পারে!

হস্টেলের গেট জ্বলে খাক। তার উপর রাজ্যের ভগ্ন স্তূপ।

দীপালি যেন ঘুমের ঘোরে হস্টেলের পাশের ফাঁকা জমিটা পেরিয়ে খালের ধারে এলো। এসে ঘাটের সিঁড়িতে বসল। জীবনে এত আনন্দ ও কখনো পায়নি।

কচিকচি টলটলে মুখগুলো মনে পড়ল। এতক্ষণের পিলে চমকানো সব বীভৎসতার বিস্বাদ ধুয়ে গেল তিরতির করে।

এতক্ষণে চোখে পড়ল একজন বুড়োসুড়ো লোক। ছিপ হাতে মাছ ধরছে এই লঙ্কাকাণ্ডের মধ্যে। লোকটা এ-দেশীয় গ্রীক। দীপালি যেখানে বসে তার কয়েক হাত তফাতে লোকটা মাছ ধরছে।

লোকটা বলল, 'দিনটা কদাকার, কিন্তু দেখছ কী রকম টপাটপ্ মাছ উঠছে।'

চারদিকে ধোঁয়া আর আগুনের মধ্যে দীপালি দেখল লোকটি নির্বিকার। 'দেখছি অনেক মাছ ধরেছেন।'

'এ আর কী দেখছ, এক কাঁড়ি মাছ এই সবে বিলিয়ে দিলাম। এই বড়ো মাছটা তুমি নেবে? খেতে খুব স্বাদু। একটু দই দিয়ে আদা ছিঁটিয়ে সাৎলে নিতে হয়।'

দীপালি মৃদুমৃদু হাসল।

ভদ্রলোক দীপালিকে কী ভেবেছে কে জানে। আরবী ভাষায় কথা কইছিল, দীপালিও তাই। এখন জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা

মিস্টার, এখানে কোনো হিন্দিকে দেখেছেন? হিন্দু-দেশের লোক?'

'হিন্দী?'

'হিন্দী। ঢ্যাঙ্গা লম্বা দেখতে, একমাথা কালো চুল, চোখে পুরু ফ্রেমের চশমা, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ। উজ্জ্বল-শ্যামবর্ণ কথাটা দীপালি আনন্দবাজার পত্রিকায় পাত্র-পাত্রী সন্ধানের বিজ্ঞাপনে পড়েছে। এতদিনে সে কথাটার অর্থ পরিষ্কার হল।

'সঙ্গে একজন বেঁটে মতন আমেরিকান ছিল?'

'ছিল।'

'ওরা এই আমার পাশে বসে মাছ ধরা দেখছিল। হিন্দি আদমিটা কিরকম মন-মরা মালুম হল।'

দীপালি উঠে দাঁড়াল।

'ভদ্রলোক আরবী বোঝে না। আমিও ইংরেছি ফরাসী ওসব ভালো বুঝিনে। তবে ওর মুখ দেখে আমার দরদ লেগেছিল। ওকে আমি দুটো মাছ দিয়েছি। খুশি হয়ে নিল?'

'এত মাছ আপনি কী করে নিয়ে যাবেন?'

'সেই কথা আমিও ভাবছি। বিলিয়ে দেবো। নয় খালে ফেলে দেবো।'

এই বলে বুড়ো জীয়ন্ত দুটো মাছ তখুনি খালে ফেলেও দিল। 'শালার দুশমনরা যাতে খালে একটিও মাছ না পায় আমি সেই ব্যবস্থা করছি।'

সুবিমলের মন-মরা ভাবটা বুড়োর নজরে পড়েছে। সুবিমলকে মাছ দিয়েছে। বুড়োটা আত্মীয়ের মতো হয়ে গেল। 'আপনাকে একটা থলি এনে দিই? তাতে মাছ রাখবেন?'

'থলি তুমি কোত্থেকে পাবে?' বুড়ো নিজের মনেই বলল।

'আপনার ফ্লাস্কে জল আছে?'

'কফি।'

'এক ঢোক আমায় দেবেন ?'

বুড়ো ফ্লাস্কটা এগিয়ে দিল। ঠাণ্ডা কফি। এক ঢোক খেতে গিয়ে, দীপালি ফ্লাস্কটা খালি করে ফেলেছে। ছি ছি। ছিপি এঁটে ঢাকনা সেঁটে যথাস্থানে রেখে দিল। ধন্যবাদ জানিয়ে হস্টেলের পেছনে পেছন পাঁচিল বরাবর এলো। এদিক দিয়ে হস্টেলে যাবার একটা উপায় আছে। দীপালি ওখান থেকে থলি-টলি যা পায় বুড়োকে এনে দেবে। মন এখন খুশিতে ভরপুর। এদিক দিয়ে হস্টেলে ঢুকবার ফন্দিটা দীপালিকে একবার দেখিয়েছিল এলবার্ট। এলবার্ট আর হামিদা দু'জনে চুপিচুপি লুকিয়ে এসে রবিবারে গামছা দিয়ে চুনোমাছ ধরে।

যথাস্থানে এসে দেওয়ালের দুটো গর্তে পা রেখে দীপালি বুক-বরাবর পাঁচিলে উঠল। ওপিঠের গর্তে পা রেখে সামলে-সুমলে নেমে পড়ল হস্টেলের বাগানে।

ছেলেদের ডরমিটরি জ্বলে গেছে। মেয়েদের আর শিশুদের এদিকটা জ্বলেনি। পরশু সন্ধ্যায় এখানে কত আনন্দোৎব ছিল। গেটের ওদিকে এখন ভগ্নস্তূপ। গেটের বাইরে ফরফর করে উড়ছে ব্রিটিশ ফ্ল্যাগ, ইউনিয়ন জ্যাক। ফুটপাথ থেকে এটা নজরে পড়েনি।

মেয়েদের ডরমিটরিতে দীপালি একটা ডলপুতুল পেল। কেউ ভুলে ফেলে গেছে।

স্টোরের দরজা ভাঙ্গা।

পাউরুটি। বিস্কুট। গমের বোরা। খুঁজেপেতে দীপালি একটা থলিও পেয়ে গেল। থলিতে কিসমিস ছিল।

থলিটটা নিয়ে বারান্দায় এলো।

দীপালি চলে যাবার জন্য ঘুরে দাঁড়িয়েছে অমনি সাত-আট গজ দূরে দেখল ব্রেনগান বাগিয়ে ওর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রয়েছে লালমুখো দুটো গোরা সেপাই।

'আপনারা এখানে ?'

'লাভ্‌লি লেডি, সেই প্রশ্ন আমাদেরও।' যে ছোকরা চিউঙ্গাম চিবুচ্ছে সে দাঁত বের-করা হাসিমুখে এক পা এগোলো।

'এটা মিশরি এলাকা নয়। ইউনাইটেড নেশনস্‌-এর প্রপার্টি। এক্ষুণি এখান থেকে বেরিয়ে যাও।'

অন্য সার্জেণ্টটা লম্পট ধরনে তেলতেলে হেসে এগিয়ে আসছে। 'লাভ্‌লি লেডি, উই আর গোইং টু স্লীপ উইথ য়ু।'

তড়িৎ, অশ্লীল অন্ধকার পৃথিবী।

অবর্ণনীয়।

দীপালি যখন জ্ঞান ফিরে পেল বারান্দাটা অস্পষ্ট অন্ধকার। দৈবাৎ-ঘটনাকে কোনোরকমে সামলাতে না পেরে আতঙ্কে বিকট চেঁচিয়ে উঠে দীপালি জ্ঞান হারিয়েছিল। বুকের 'পরে চেপে ধরেছিল ওরা ব্রেনগান্‌। মাথাটা এখনো দপ্‌দপ্‌ করছে। বুকটা ব্যথা করছে। গা গুলোচ্ছে। বমি করল দীপালি। কোথায় যেন অনেক দূরে কেউ ডাকছে, 'মিস-সে-স দা-শ-গু-প্ত—মি-সে-স দা-শ-গু-প্ত—' পাশে পড়ে রয়েছে ডলপুতুলটা। থলিটা।

সোমে সোমে আজ আট দিনের দিন দীপালি ভোররাত্তিরে সুবিমলের সঙ্গে ফের মন খুলে কথা বলতে পেরেছে। এই ক'দিন মনের অবস্থা খারাপ ছিল। সে-সোমবার বিকেলবেলার লাঞ্ছনার কথা মনে পড়লে এখনো গা জ্বলে যায়।

ইউনাইটেড নেশনস্‌-এর সেক্রেটারি-জেনারেল ড্যাগ্‌ হামারশল্‌ড্‌ মিশরে আসছেন। এ-ব্যাপারে আগামী কাল দীপালি কায়রো যাচ্ছে। সোমে সোমে আজ আট দিনের দিন দীপালি আপিসে বসে ওর সাপ্তাহিক রিপোর্ট লিখছিল, বিকেলবেলায় জনসনসাহেবের খাস ড্রাইভার মুস্তফা খলিল এসে জিজ্ঞেস করল, 'চকলেট আনতে যাবো এখন?'

'পঞ্চাশ কিলো আনবে। বুঝলে ?'

ঘণ্টা কয়েকের জন্য এখন আপিস-ফেরতা দীপালি ওয়াইদগাঁও যাবে। ওখানকার বাচ্চাদের দেবার জন্য চকোলেট। দীপালি ওর পার্সোনাল চেক কেটে দিল। 'দেরি কোরো না। আমি তৈরি।'

হামারশ্‌লড্‌-এর কাছে দীপালি যে রিপোর্ট পাঠাচ্ছে তাতে সোমবারের সে লাঞ্ছনার বৃত্তান্ত লেখেনি।

ও একাই সামলাতে পারত। দুটো ব্রেনগান ছিল যে।

যাক গে। দীপালি নিজের মনের ময়লা মুছে ফেলেছে।

লাঞ্ছনা যা হবার হয়েছে। তা নিয়ে এই সাতদিন ধরে পা ছড়িয়ে কাঁদতে বসার মেয়ে দীপালি নয়। সত্যি বলতে কি তখনকার সামগ্রিক বিশৃঙ্খলতা আজ এখন ইতিহাস। আসলে সেটা ইতিহাসও নয়। কবি ঠিক বলেছেন, আত্মার ছাড়া কিছুরই ইতিহাস নেই।

বেয়ারা বৈকালিক চা দিয়ে গেল।

সুবিমল বলেছে আজকে ছুটির সময় আপিসে আসবে না, কোথায় যেন যাবে।

আর একটুতে বিশ্বযুদ্ধ লেগে যাচ্ছিল। যা কচ্ছপের কামড় দিয়েছিল বদমাইশরা। এখন ?

এখন মুখে চুনকালি।

খামোকা এত অশান্তি। অগুনতি লোক মরল। অসংখ্য আহত। হাসপাতালে ডাক্তার নেই। বাজারে ওষুধ নেই। কলে জল নেই। পাওয়ার হাউস বিকল। কলেরার মহামারি লেগেছে। নারগিসদের বস্তিটা বোমা পড়ে ছারখার। সুবিমল ভেবে নিয়েছিল দীপালির মন খারাপ, উপরন্তু কাজের চাপে দম ফেলবার ফুরসৎ নেই। সুবিমল একটু বোকা। কোনো মেয়ের এমন কাজ থাকতে পারে যা তার স্বামীর চেয়েও বাড়া ?

তবে গত ক'দিন সুবিমলও মুখ ভার করে থেকেছে। দীপালির মিছিমিছি কর্মব্যস্ততাটার সুযোগ নিয়ে সুবিমলও সারাটা দিন টোঁ টোঁ করে কোথায় যেন ঘুরে বেড়াত। লোকদের সঙ্গে মেলামেশাও ওর যে প্রকৃতিগত খানিক টান আছে এতে দীপালি অবশ্য খুশিই হয়েছে। কেন, যুদ্ধ লাগলে কায়রোয় যখন সুবিমল আলাদা থাকত ওর এই ঘুরে বেড়ানোর ঝোঁক দীপালি দেখেনি? স্বীকার করতেই হয় সুবিমলের মনটা নির্ভেজাল। এখন একটু গম্ভীর হয়ে গেছে এই যা।

দূর ছাই, এ সব পুরোনো কাসুন্দি। দীপালি পেয়ালায় লিকার ঢেলে দুধ মেশাল। এর পরেও সম্পূর্ণ জীবনটা পড়ে রয়েছে। সেইটে বড়ো কথা। এই যে প্রেসিডেন্ট নাসের-এর তোয়াক্কা না করে স্থানীয় গভর্নর শত্রুপক্ষের পদপ্রান্তে আত্মসমর্পণ করে বসেছিল, দুই আর দুই-এ চার করে অঙ্কের নিয়মে নগণ্য দীপালিও বুঝতে পেরেছিল ওইখানেই সব শেষ হবার নয়।

হামারশ্‌লড্‌-এর কেমন কবি-কবি মুখচোখ। উনিও সব অশান্তির অন্দরমহলে পৌঁছুতে চান।

গোটা মিশরে গত সাতদিন নিদারুণ অশান্তি গেছে। তবে আজ সে অশান্তিও ইতিহাসের পর্যায়ে পড়ে। ১৮৮২-র যুদ্ধে পরাধীন ভারতীয় সেপাইদের এনে মিশরকে পদদলিত করেছে গ্রেটব্রিটেন; আর আজ? আজ পোর্টসাঈদে ভারতীয় সেনাবাহিনী। যুদ্ধ নয়। ওরা এসেছে ইউনাইটেড নেশন্‌সের পক্ষ থেকে বিপদ সামলাতে।

দীপালি চায়ে চুমুক দিল। সত্যি বলতে কী সমস্ত লঙ্কাকাণ্ডটা নিতান্ত হাস্যকর। ব্রিটেনের এখন কম লাঞ্ছনা?

আকাশপথে জলপথে বম্বিং করতে করতে পোর্টসাঈদে ঢুকে পড়েছিল। আরেকটু হলে সমস্ত সুয়েজখালটাকে একদম দখল করে নিচ্ছিল। সুবিমল বলেছিল, দেখো এবার রাশা নামবে। হলও

তাই। শত্রুপক্ষ অতো তো তেড়ে আসছিল? কিন্তু যেই-না রাশিয়া পরিষ্কার ভাষায় ঘোষণা করল, এক্ষুণি যুদ্ধ থামাও নইলে লণ্ডন প্যারিস ইজরাঈল এসব পৃথিবীর বুক থেকে মুছে ফেলতে কালবিলম্ব হবে না, ছুটবে দমাদম রকেট। ব্যস্, ন্যাজ গুটিয়ে যে যার ভালোমানুষের মতন ঠাণ্ডা হয়ে গেল! কেন এই বিভ্রাট? বাস্তবের হৃদ্‌পিণ্ড না দেখতে পাওয়ায় অনিশ্চয়তার ত্রাস।

এই তো ফের যে-কে-সেই।

দীপালি আরো আধ পেয়ালা চা ঢেলে নিল। তাতে দুধ দিল আধ চামচে। খয়েরী লিকার হয়ে যাচ্ছে সোনালি রঙ।

ভোরবেলায় দীপালি খাটের শিওরের লাগোয়া জানলার পর্দা সরিয়ে ভূমধ্যসাগরে সুর্যোদয় দেখতে লেগেছিল। আজকের নতুন জীবনে মুহূর্তটাকে স্মরণীর করে রাখতে চাইছিল দীপালি। পাশে শুয়েছিল সুবিমল। তন্ময় হয়ে কত ঋতুতে কতবার দেখেছে এই ঘর থেকে ভূমধ্যসাগরে সুর্যোদয়; অন্ধকারের শৃঙ্খল ভাঙ্গা দেখেছে আলোর স্বাধীনতা। আজকের ভোরবেলায় তাই দেখতে দেখতে—

—দীপালি, অমন হাসলে? —কে? —দীপালি? —উঁ—? —অমন করে হাসলে কেন দীপালি?—কী?—দীপা?—কী বলছ?—এদিকে তাকাও দীপু, অমন অদ্ভুত সুন্দর হাসলে কেন? —কই না তো।—বাঃ রে! এই হাসছো, আর বলছো না তো?

—হাসছিলাম? হবে বা।

—হবে বা মানে?

তখন হঠাৎ করে সুবিমল উৎসাহিত হয়ে উঠেছিল। আদরে আদরে ডুবিয়ে দিয়ে বলেছিল দীপালিকে—তোমার মুখময় এখুনি অবর্ণনীয় সুন্দর একরকম হাসি ফুটে উঠেছিল। যেন কোন সুদূরে চলে গিয়েছিলে।—কেন হাসছিলে?

ক্ষণকাল চুপ থেকে দীপালি উন্মনভাবে বলেছিল,—জানিনে তো। হেসেছি কি না জানিনে। তবে জটপাকানো অ্যাবস্ট্র্যাক্ট

একটা মজার ছবি পরিষ্কার দেখলাম, সুবিমল। দেখলাম যেন একপলকে কয়েক বছরের ঘটনা একসঙ্গে ঘটে গেল ছবি হয়ে হয়ে। চোখের সামনে সূর্যকিরণে আঁকা টকটকে তাজা ছবি। ছবিতে কি দেখলাম কাউকে বলব না। এমন কি তোমাকেও না। —স্বপ্নের ধরণে বলতে বলতে দীপালি তৎক্ষণাৎ বিছানায় উঠে বসেছিল। বসে সমস্ত ব্যাপারটা তখুনি এক পলকে মনে পড়ে যাওয়ায় হেসে লুটোপুটি। তারপর কিঞ্চিৎ শান্ত হয়ে উবুড় হয়ে শুয়ে হাসির দমকটা থামাল। থামিয়ে দুই কনুইয়ে ভর করে মুখ তুলে সুবিমলের চোখের তারায় চোখ রেখে মৃদুমৃদু হাসতে হাসতে বলেছিল,—তোমাকে সবকিছু বলতে ভালো লাগে।—তা হোলো কি জানো, এখুনি আমি তোমার কথা ভাবছিলাম খুব যাকে বলে গভীরে। ভাবতে ভাবতে আমার হৃদ্‌পিণ্ড যেন স্তব্ধ হয়ে গেল, কেন জানিনে। ওই স্তব্ধতায় আমার ভিতরের যে আমি? সে যেন বেরিয়ে গেল আমার শরীর থেকে। বেরিয়ে কোন এক বিচিত্র বিকট কিন্তু অতি যেন এক আমার প্রিয় দেশে গেলাম। সেখানে মানুষগুলোর চেহারা রোগা হাড্ডিসার; গায়ের চামড়া ভেড়ার চামড়ার মতন। কাজেই সেই দেশে নেকড়েদের ভারি সুবিধে; না জানি কত হাজার বছর ধরে সেখানে তাদেরই একছত্র রাজত্ব। ওই নেকড়েগুলোর চোখে একরত্তিও চামড়া দেখলাম না। ওরা দেড়ে-মুষে ভেড়াগুলোকে টপাটপ গিলতে লাগল আমার সামনে। কারো কারো গায়ের খাল খুলে পরমানন্দে ডুগডুগি বাজাতে লাগল ওই নেকড়েরা। এমনি নাকি হয়ে আসছিল বরাবর। তারপর আচমকা আমি দেখলাম, ভেড়ার মতো মানুষগুলো, পরাজয়ের স্বাদ ছাড়া যারা নাকি আর কিছুই জানে না, একদিন শেষবারের মতন রুখে দাঁড়াল। তখন সে কি ব্রহ্মতালু-ফাটা বিকট সব দৃশ্য! রুখে দাঁড়িয়ে লড়তে লড়তে ওরা দেখল ওদের গা থেকে ভেড়ার চামড়া আপনি থেকে খুলে গেছে। তারপর কি যে হুটোপুটির মধ্যে

মধ্যে আচম্বিতে ওলটপালট হয়ে গেল সঠিক ঠাহর করতে পারলাম না আমি। শুধু জানলাম বিচিত্র দেশটা দেখতে দেখতে স্বপ্নের মতো আশ্চর্য সুন্দর হয়ে গেল। দেখলাম সেই দেশে হয়েছ তুমি কবি।

—মাথায় ছিঁট আছে। হুঁ।

—ছিঁট না গো। সত্যি এইসব দেখলাম। তারপর শোনো—

—রাখো রাখো, আমি একটু ঘুমিয়ে নিই। জানলার পর্দাটা টেনে দাও দেখি।

—শুনবো শুনবো ক'রে এই হেদাচ্ছলে, আর এখন?—আমি বলবোই বলবো, কেউ শুনুক বা নাই শুনুক বয়েই গেছে। দীপালি তখন বিছানায় উঠে বসে দ্বিগুণ উৎসাহে পুনরায় শুরু করেছিল,—দেখলাম, সেই অপূর্ব দেশে তুমি কবি। তখন কী ভালো যে লাগল। অবিশ্যি তুমি রাজকবি নও। মানে রবীন্দ্রনাথ নও। জীবনানন্দ নও। এমন কি যার মাথায় পাখির বাসা? সে কে গো? সুভাষ মুখোপাধ্যায়? সেও নও। এই হয়েছ আর কি হেজিপেঁজিদের চাইতে আধ-ইঞ্চি পরিমাণ বড়—

—যাক তবু ভালো। সুবিমল দুষ্টুমিমুখে বলেছিল। বলেছিল,—দশজনকে দিয়ে দশটা রিপোর্ট লিখিয়ে নিয়ে তারপর তাদের একটাকে বেছে নিয়ে টুকলিফাই ক'রে নিজের বলে তো অন্তত চালাই না আমি।

—ইস্! বললেই হল?—এই ছাড়ো, ছাড়ো বলছি?—তারপর শোনো। দেখলাম, তুমি তৃতীয় শ্রেণীর কবি, তবু তোমার বাজেমার্কা কবিতাসংকলনের লক্ষ লক্ষ কপি দেশের দিকে দিকে বিক্রি হচ্ছে। কারা কিনছে জানো? চাষী মজুর আপিসের ছোটো বাবুরা? এরা। কোনোদিনও যাদের বই কিনবার পয়সা-জুটত না তারা। .আর কিনছে দুই-একজন প্রফেসর-ট্রফেসর। মোটাবুদ্ধির প্রফেসর? তারা। দেখতে দেখতে আমি হতভম্ব

হয়ে গেলাম। তুমি কবি মশাই গাড়ি হাঁকাচ্ছো, দিব্বি স্টাইলে আছ, ঘুরছো দেশ-বিদেশ।—সেটা কোন্ দেশ, সুবিব? কোন্ দেশ?

শুনে একটুক্ষণ চুপ করে থেকে সুবিমল জিজ্ঞেস করেছিল,—'বলি, তুমি তখন কোথায়?'

'সেটা দেখিনি।'

'ফের কোনদিন দেখে বোলো।'

'ও আর দেখবার কী। আমার কথা আমি এমনিতে কইতে পারি। আই অ্যাম দি ক্যাপ্টেন অব মাই সোল। ততদিনে সেই দেশের মন্ত্রীটন্ত্রী কিছু একটা হতে আমি বাধ্য। নইলে মশাই, কবি-স্ত্রীর ইজ্জত থাকবে কোথায়?'

ভোরবেলাকার সূর্যকিরণে সপ্তরঙে আঁকা সুস্পষ্ট সেই ছবিটা স্মরণ করে চা খেতে খেতে দীপালি আপিসে এখনো মজা পেল। কিন্তু কবিমশাই আপিসে এলো না।

চা শেষ করে পেয়ালা রাখতে গিয়ে দীপালির নজরে পড়ল ডক্টর লিউবেকের ভিজিটিংকার্ড। কালকে উনি আপিসে এসেছিলেন। কার্ডটা দীপালি জঞ্জালের ঝুড়িতে ফেলে দিল।

ওয়াইদগাঁওয়ে যাবার প্রস্তুতিতে পোর্টফোলিও গুছিয়ে নিল। হাতে ঘড়ি নেই। তাপসীর দেওয়া বালাটাও নেই। সেই গোরা সার্জেণ্টরা খুলে নিয়েছে।

আপিস থেকে দীপালি রাস্তার ফুটপাথে নামল। ড্রাইভার এখনো ফেরেনি। ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি পড়ছে।

বুলোভাঁ তৌফিকের বেশ কয়েকটি অট্টালিকা গুঁড়িয়ে গেছে। যুদ্ধ জাহাজ থেকে নেমে ব্রিটিশ-ফরাসী ট্যাঙ্ক-কামান গর্জন করতে করতে এই পথে গেছে।

ড্রাইভার মুস্তাফা খলিল এসে বলল, 'মেমসাহেব, চকলেট পেলাম না।'

'এসো, দেখি।' দীপালি গাড়ির পেছনের সীটে বসল। শ'চারেক গজ এধারে সবচাইতে বড়ো দোকানটায় এলো। 'এখানে খোঁজ নিয়েছিলে?'

'হ্যাঁ মেমসাব। এরা মাত্তর দু-তিনটে প্যাকেট দিতে চেয়েছিল, তাও আপনি বলেছেন তাই।'

দীপালিকে দেখে হোঁতকামতন দোকানের মালিক হাসি মুখে এগিয়ে এলো। এই লোকটা আত্মীয়স্বজনসুদ্ধু পালিয়ে গিয়েছিল; বিপদ কাটিয়ে আবার স্বস্থানে এসে প্রতিষ্ঠিত।

'আমায় পঞ্চাশ কিলো চকোলেট দিতে পারলেন না? আর যখনই আসি বলেন কিনা দোকানটা আমার!'

'আমরা ব্ল্যাকে কিনেছি মাদাম। সে দামে আপনি নেবেন?'

'নেবার প্রশ্নই নেই। দিনে-দুপুরে ডাকাতি? দেখবেন আপনি, নাসের-এর কাছে রিপোর্ট করি কি-না।'

হোঁতকা লোকটা কী যেন ওজুহাত দিতে যাচ্ছিল, তাতে কান না দিয়ে দীপালি দশ-বিশটা দোকানের পর চকোলেটের আড়তদার-এর দোকানে এসে পঞ্চাশ কিলো চকোলেট শুধু ন্যায্য দামেই নয় হোলসেল কমিশন বাদ দিয়ে কমেসমে পেয়ে গেল।

গাড়ি করে যেতে যেতে দীপালি হিসেব করে দেখল, কমিশন বাবদ তিন পাউণ্ড পঞ্চাশ পিয়াস্তা কম লেগেছে। এমনিতে মনটা একটু ভার ছিল, এখন খুশিতে চনমন করে উঠল।

ভারতীয় সেপাইরা বিকেলে বেড়াতে বেরিয়েছে। ওদের দলে বাঙালিও বোধহয় আছে। ইউনিফর্মে কাউকে চেনা যায় না। তাপসী বলে, দীপালির বাঙালি-প্রীতি নেই। হুঁ, অমন যা-তা বললেই হল। এত লোক থাকতে সুবিমলকে তাহলে ভালো লাগল কী করে?

'মেমসাব, আড়তদারের দোকানে আমি এসেছিলাম। ওরা বলেছে, এক কিলোও দিতে পারবে না। স্টকে নেই।'

'তাই নাকি?'

'দোকানে আপনি যখন লেবেনচুস চাখছিলেন, আগের দোকানদারটা হন্তদন্ত হয়ে এসে ফিসফিস করে কী যেন ওকে বলছিল—'

'এই রোখো—'

বৃদ্ধ ডক্টর লুইবেক ফুটপাথ দিয়ে হেঁটে হেঁটে যাচ্ছিলেন, দীপালি নিকটে এসে গাড়ি থেকে নেমে সবিনয়ে বলল, 'বৃষ্টি পড়ছে, চলুন কোথায় যাবেন, পৌঁছে দিই।'

'থ্যাঙ্কয়ু মিসেস দাশগুপ্তা।—যাচ্ছিলাম জেনারেল হসপিটাল।'

গাড়িতে বসে প্রসন্নমুখে শুধোলেন, 'কাল কখন কায়রো যাচ্ছেন?'

'বেলা একটা নাগাদ।'

'ফিরবেন কবে?'

'দিন-দশেক বাদে।'

'নিশ্চয়ই একেধারে বিয়ে-টিয়ে সেরে? তাহলে সুখের কথা।'

প্রাচীন লোকেরা এখনো মনখোলা কথা বলে। দীপালির মনে পড়ল জনসনসাহেবের মুখ। 'আপনি ১৭ই ফিরছেন?'

'২৬শে।'

'তাহলে তখন নিজে গিয়ে আপনাকে ডেকে আনবো।'

'ডাকতে ভুলে গেলেও আমি আসবো।'

জেনারেল হাসপাতালে উনি নেমে গেলেন। গাড়ি এবার চলল সিধে ওয়াইদগাঁও।

গত ক'দিনের দুর্ভোগ সত্ত্বেও ডক্টর লিউবেক দীপালির সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। আপন জীবন শতভাবে বিপন্ন। ইনি নিজের গবেষণার তথ্য সংগ্রহে রত রয়েছেন। হাসপাতালে রাস্তায় আনাচে-কানাচে ঘুরে ঘুরে মুমূর্ষ মানুষদের খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে

প্রশ্ন করে করে তাদের শেষ চিন্তার সঙ্গে পরিচিত হতে চেষ্টা করেছেন। মরণকালে মানুষকে কোন্ চিন্তাটা আষ্টেপৃষ্টে ছেয়ে ধরে। কালকে আপিসে এসে ডাক্তার দীপালিকে বলছিলেন, উনি লক্ষ্য করে দেখছেন মরণকালে অনেকে আপসোস করে, এ-জীবনে কাজের মত কাজ কিছুই করতে পারল না। এতে প্রমাণ হয় মনুষ্যত্বের একটা বিশেষ উদ্দেশ্য আছে। তবে সে উদ্দেশ্যটা লাখে একজন জানে কি না সন্দেহ।

ডাক্তার এই প্রসঙ্গে দীপালিকে প্রশ্ন করেছিলেন, জন্মান্তর সম্বন্ধে ওর মতামত বদলেছে? এর উত্তরে দীপালি বলেছিল, জন্মান্তর নিয়ে ও মাথা ঘামায় না।

—একটা কথা জিগ্‌গেস করছি, আপনি আমার ক্লিনিকে এসেছিলেন মাথা কেমন করছিল বলে। তার ছুদিন আগের রাত্তিরে আপনার সহকর্মী ডক্টর মিত্র মারা গেলেন। তাই না? তারপর মরলেন আপনার আরো একজন শুভাকাঙ্ক্ষী, মিস্টার জনসন। ছুটো মৃত্যুই ট্র্যাজিক।—আমার মনে হয় নিজের কাজে ডুবে গিয়ে আপনার প্রচণ্ড শকটাকে ভুলতে চেয়েছিলেন। ঠিক বললাম?

এই কথা শুনে দীপালি তখন মাথা নেড়েছিল। ডাক্তারের অনুমান নির্ভুল।

তাই ডাক্তার বলেছিলেন, মানুষের ইমোশনগুলো ন্যাচারাল। তাকে বাধা দেওয়া প্রকৃতির বিরুদ্ধাচারণ।

দ্রুতবেগে চলছে পন্টিয়াক। গাড়িতে বসে কথাগুলো দীপালির মনে পড়ল। এই প্রসঙ্গে কাল ডাক্তার বলেছিলেন, 'একটা উপদেশ দিচ্ছি। মিস্টার চ্যাটার্জির সঙ্গে আমি ছু-একবার কথাটা বলে দেখেছি। ওঁর বোধহয় ইনফিরিয়রিটি কমপ্লেক্স আছে। একটু নজর রাখবেন।'

—ইনফিরিয়রিটি কম্‌প্লেক্স? না তো।—তা হবে; আগে বোধ করি ছিল। এখন একদম নেই।

—আমি প্রফেশনালি বলে রাখলাম!

—না ডক্টর লিউবেক। আমি খুব ভালো করে জানি, ওঁর কোনো কমপ্লেক্স নেই। সাদাসিধে ভালো মানুষ।

—ভালো-মন্দ ব'লে নয়। কমপ্লেক্সটা জন্মগত ফ্রাস্ট্রেশন থেকে।

—ওঁর ফ্রাস্ট্রেশন নেই, ডক্টর। ছোটবেলায় সাংঘাতিক কষ্ট পেয়েছে বটে, তবু ওঁর মুখে হাসি লেগেই আছে।

—আমার বক্তব্য আপনি ধরতে পারলেন না। আমি বলছি না, সচেতন মনে উনি ফ্রাস্ট্রেটেড। হতে পারে ব্যাপারটা ওঁর অবচেতন মনের কমপ্লেক্স। কিন্তু ধরুন কোনো এক সময় উনি যদি আপনাকে বলেন, "জীবনে আমি কিছু করতে পারলাম না," তখন সেটাকে আপনি কী বলবেন? ফ্রাস্ট্রেশন নয়? তাছাড়া কী বলেই বা তখন ওঁকে প্রবোধ দেবেন?

দীপালি মনের গভীরে ক্ষণকাল প্রশ্নটা ভেবেছিল। তারপর হাসিমুখে জবাব দিয়েছিল,—যা সত্যি তাই আমি বলবো।

—শুনি, কী বলবেন?

—আমি আপনার বিজ্ঞান বুঝি না ডক্টর লিউবেক। তবে আপনার বিশ্লেষণ অনুসারে কোনোদিনও যদি উনি আমায় বলেন, জীবনে আমি করবার মতো কিছু করতে পারলাম না, তখন আমি ওঁকে বলবো,—একজন নারীর হৃদয়ে তুমি ভালোবাসা জাগিয়েছ, এর চাইতে বড়ো সাফল্য পৃথিবীতে আর কী আছে তুমি বলো? পৃথিবীতে একজন মানুষকেও সুখী করতে পারায় সে জীবন ধন্য।

এবড়ে-খেবড়ো রাস্তাটা পেরিয়ে পন্টিয়াক বেগে চলে গেল আমবাগানের সবুজ পথ দিয়ে। কয়েক মিনিটে ওয়াইদগাঁও।

সঙ্গে সঙ্গে পুনরায় সেই আনন্দমেলা। প্রত্যেকটি শিশুকে নাম ধরে ধরে ডেকে পাশে বসানো, গল্প করা, রাত্তিরে একসঙ্গে তাঁবু-খাটানো, ঘরে খেতে বসা। বাচ্চারা ছাড়বে না। আজকে

কিছুতেই যেতে দেবে না। দীপালি ড্রাইভারের হাতে সুবিমলের কাছে চিঠি লিখে পাঠিয়ে দিল, কাল সকালে আটটায় ফিরবে। তারপর বেলা একটা নাগাদ কায়রো রওনা হবে।

ড্রাইভারকে নির্দেশ দিল যেন ঠিক সকাল সাতটায় গাড়ি নিয়ে আসে।

সকাল বেলায় কাঁটায় কাঁটায় আটটার সময় হোটেলে ফিরে দীপালি শুনল, সুবিমল এই মাত্র বেরিয়েছে। বলে গেছে, এগারোটা নাগাদ ফিরবে।

অগত্যা একা একা প্রাতঃরাশ সেরে দীপালিকে আপিসে আসতে হল। বহু অ্যাপয়েন্টমেন্ট, এটা-সেটা ছত্রিশ রকমের দায়িত্ব। এসব চুকিয়ে তবে কায়রো। উপরন্তু খুচরো কাজও নেহাৎ কম নয়। এর মধ্যে আবার বেলা সাড়ে দশটায় এলো একজন বাঙালি ক্যাপ্টেন। কাজ কী, না দীপালির সঙ্গে পরিচয় হওয়া, এই আর কি। তাতে পাঁচ মিনিট ঝুটমুট গেল। সঙ্গে চা-ও গিলতে হল। বিনা অ্যাপয়েন্টমেণ্টে তারপর হুড়মুড় করে এলেন স্থানীয় গভর্নর। য়ুনোস্কোর মেডিক্যাল স্টক থেকে ওষুধ, ইনজেকশন, ব্যাণ্ডেজ, এই সবের অনুরোধ। ইনি সেই লাটসাহেব যিনি শহরসমেত আত্ম-সমর্পণ করেছিলেন; এবং দেশময় এখন প্রচার হচ্ছে খবরটা মিথ্যে প্রোপাগাণ্ডা। তবে দীপালি ঠেকে জেনেছে এঁর অন্য কোনো পথ খোলা ছিল না। বিপাকে পড়ে কে কী করে না করে ভেতরের রহস্য বাইরের ক'জনের পক্ষে জানা সম্ভব?

লাটসাহেবেরও ব্যবস্থা হল।

হামারশ্‌লড্‌-এর ট্যুর-প্রোগ্রাম নিয়ে ডিরেক্টরদের সঙ্গে আলোচনা হতে-না-হতে এলো মীরচন্দানি। এঁর চাই সার্টিফিকেট।

শহর ভারতীয় সৈন্যে ছেয়ে গেছে; দোকানে সার্টিফিকেট টাঙিয়ে রাখবে।

দীপালি তাও দিল। শুধু শাড়ির সার্টিফিকেট। দেশের শাড়ি বিদেশে এসে সেপাইয়া যত ইচ্ছা কিনুক।

তখন এগারোটা বেজে পাঁচ।

এবার আপিসের অন্যান্য ডিপার্টিমেণ্টে এক চক্কর দিয়ে দীপালি ডেসপ্যাচ ক্লার্কের সঙ্গে বসে আধ কাপ চা খেল।

এডুকেশন ডিরেক্টর মিস্টার গ্রিফিতের ঘরে এসে বলল, 'কাল-পরশু যখন হোক সময় করে প্লিজ একবার ওয়াইদর্গাও হয়ে আসবেন। জায়গা নেই কিচ্ছু না, ওরা বড়ো দুরবস্থায় রয়েছে।'

মিস্টার গ্রিফিত বললেন, 'সকালে দশটা প্রিফেব্রিকেটেড ঘর পাঠিয়ে দিয়েছি।'

'দু'নম্বর ক্যাম্পে আমি দেখলাম বৃষ্টির জল ঝরছিল। নতুন একটা টেণ্ট পাঠিয়ে দিন। হানড্রেড বাই ফিফটি।—আর ন্যান্সিকে এখন ওখানে থাকতে দিন।'

যেন আজ আপিসে দীপালির শেষ দিন। এমনিভাবে সকলের সঙ্গে কথা কইছে। সব কাজ সেরে দীপালি যখন হোটেলে ফিরছে এমন সময় রাস্তায় সুবিমলকে দেখতে পেল। ওর সঙ্গে একজন লোক, তার কাঁধে রাইফেল। দীপালি তখুনি ড্রাইভারকে গাড়ি থামাতে বলল।

সুবিমলেরও নজরে পড়েছে পন্টিয়াক। দু'জনে দীপালির দিকে আসছে এবার। সঙ্গের লোকটা ছুতোর-মিস্ত্রি ক্লাসের। নাপিতও হতে পারে। না, বোধহয় কামার। সেই রকম গাট্টাগোট্টা।

এসে সুবিমল সঙ্গীর পরিচয় করিয়ে দিল, 'ইনি আমার বন্ধু এশান আবদেল।'

ঘাড়ে মর্চে-পড়া রাইফেল সমেত এশান আবদেল কৃতার্থ ভাবে দীপালিকে সেলাম করল, 'আপনার বাত সব শুনেছি।'

'আমার বাত ?'

'মঁসিয়ে চাটার্জি আপনার—ইয়ে, সব কথা বলেছেন।'

দীপালি অবাক। সুবিমল নিরীহ মুখ করে রয়েছে।

তখন এশান আবদেল ধাঁধাটাকে খোলসা করল। আজ কয়েকদিন সুবিমলের সঙ্গে ওর দিলি-দোস্তানা হয়েছে। সুবিমল অংরেজি-আরবী একটা পকেট বই ঘেঁটেঘুঁটে দুটো-একটা যা আরবী বলে তাতেই এশান বাদবাকীটা মানে করে নেয়। এই তরিকায় দীপালির কথাও সুবিমল বলেছে। এইসব বৃত্তান্ত দিয়ে লোকটা ববল, পেশায় ও খেজুরওলা। তাছাড়া রেডিওয় ফোক-সিং, মানে পল্লীগীত গায়। হামলার সময় সুবিমলকে ওদের দলে নিয়ে এসেছিল ওর ভগ্নি, বাহিয়া কারামি। অংরেজি বাৎচিৎ তার আসে কি না, সুবাদে তার সঙ্গে সুবিমলের দোস্তানা জব্বর। দলে ঢুকে সুবিমল গেরিলাদলের রেডিওয় অংরেজিতে খবর পড়ত। এ-বাড়ির সে-বাড়ির ছাত থেকে অংরেজি-ফ্রান্সি দুশমনদের মাথায় অ্যাসিড-ভরা বাল্‌ভ দমাদ্দম্ ছুঁড়তো। কলকাতায় নাকি এই রকম খতরনাক বাল্‌ভ খুব চালু। এটা বানানো এখন এশান আবদেলের ভগ্নি শিখে নিয়েছে। এখন মাদাম কায়রো থেকে ফিরে আসুন তখন মোলাকাত হবে। এই সব বলে সেলাম করে এশান আবদেল ঘাড়ে মর্চে-পড়া রাইফেল সমেত ওর খেজুরের দোকানে চলে গেল।

সুবিমল গাড়িতে উঠে বসবার পর দীপালি ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞেস করল, 'আমার কথা এদের তুমি কী বলেছ ? ওসব বলোনি তো ?'

'যদি বলেই থাকি ?' সুবিমলের কণ্ঠস্বর নিরুৎসুক।

'তাহলে ভালো করোনি।'

হোটেলে এসে খেয়ে-দেয়ে কায়রো যাবার মুখে রাস্তায় দীপালি দেখতে পেল ইস্কুল হস্টেলটা নতুন করে তৈরির কাজ পুরোদমে চলেছে। হামলাদাররা এই রাস্তাটায় ভারি ভারি ট্যাঙ্ক

দিয়ে ডিনামাইট দিয়ে হ্যাণ্ডগ্রেনেড দিয়ে বীরত্ব দেখিয়েছে। দীপালি জানে এই এশান আবদেলরা মর্চে-পড়া বন্দুক দিয়ে মিশরের মান ইজ্জত বাঁচিয়েছে; পাঁচ হাজার টাকা মাইনের লাটসাহেবরা নয়।

'সেই সকাল থেকে ফোক্ সিং-দের সঙ্গে টইটই করে ঘুরছিলে?'

'কেন, ঘুরতে মানা?' সুবিমলের গায়ে ইস্পাতরঙের স্যুট।

'অমন কেন বলো?' দীপালি পরেছে ভেজা-ভেজা দেখতে সবুজ রঙের শাড়ি।

'তুমি যে ভাবে খোঁচালে ও-ছাড়া আর কী বলা যায়?'

দীপালি সবিস্ময়ে সুবিমলের নীরস মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। খেতে বসেও যা-তা নিয়ে সুবিমল তর্ক বাঁধাবার ছুঁতো খুঁজছিল। ফের তাই। ওর হাতের উপর হাত রেখে দীপালি আঙুল বুলিয়ে দিল। 'লক্ষ্মীটি, আমাকে ভুল বুঝো না।'

'ভুল বোঝাবুঝি নয়,' বিরক্তভাবে সুবিমল হাতটা সরিয়ে নিল। 'আমি কার সঙ্গে মিশব না মিশব তার জন্যে আগাম অনুমতি নিতে হবে হার এক্সেলেন্সির?'

চলন্ত গাড়িতে চোখ বুজে দীপালি সীটে হেলান দিল। বুকের মধ্যে কী রকম কুঁকড়ে গেল। একবার যেন সুবিমলের দুষ্টুমি-মাখা হাসির শব্দ কানে এলো।

'তোমার ড্রাইভারকে রুখতে বলো।'

দীপালির বোজা চোখ খুলে গেল।

'থামতে বলো, থামতে বলো,—এই রোখো—'

পন্টিয়াক স্পীড গুটিয়ে সড়কের কিনারে এসে থামল।

'এই লোকটাকে সঙ্গে না নিয়ে এলে চলত না?' গাড়ি থামামাত্র দরজা খুলে নেমে পড়েছে। নেমে যখন মুখ ফেরাল—মুখময় প্রাণোচ্ছল হাসি, 'বেশ আমরা একা একা দু'জনে যেতাম, তা না—'

দীপালি ওর কৌতুকভরা হাসি হাসি চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'ভেতরে এসো ?'

'না, ও গেলে আমি যাবো না।'

'আপিসের ডিরেক্টররা, ম্যান্সি ওরা আমাকে পই পই করে মানা করেছে। বডিগার্ড ছাড়া যেন এক-পা রাস্তায় না বেরুই, জানো ?'

'আপিসের মানা শোনবার হয় তুমি শোনো। আমার কাজ এখন গোরা সার্জেন্ট দুটোকে খুঁজে বের করা।'

'বাজে বকো না, ওঠো। এই তো আমরা পেছনে বসে মজাসে থাকবো।' দীপালি দরজার পাশে সরে এসে বলল, 'ড্রাইভার খুব ভদ্র। আমাকে অনেক কাল দেখছে।'

সুবিমল মাথা চুলকিয়ে বলল, 'বে-শ, তুমি যখন এত করে সাধছো এবারকার মতো তোমার অনুরোধ নয় রাখলাম। তবে এর বদলে দাও দেখি তিরিশটা পাউণ্ড ?'

'তিরিশ পাউণ্ড ?'

'তিরিশ পাউণ্ড। কম্প্রোমাইজের সেট্‌লমেণ্ট।

'ক্যাশ তো নেই। কী হবে ?'

'উঁ-হু। হিসেব করে চলার বা হিসেব দেবার শর্মা আমি নই। চুক্তির ন্যাজ্য দাম দিতেই হবে।'

'তা নয় বুঝলাম। কিন্তু চেক-এ এ যাত্রা চলবে ?'

'ক্যাশ ডাউন, ইয়োর এক্সেলেন্সি।'

'এখ্‌খুনি চাই ? কায়রো গিয়ে ?'

'ভদ্দরলোকের এক কথা।

'তাহলে এসো ব্যাঙ্কে যাই।'

'আমার এক কথা। ক্যাশ ডাউন এইখানে। মুস্তফাকে চেক দাও, ভাঙিয়ে আসুক।'

ড্রাইভার চেক নিয়ে ভাঙাতে চলে গেলে সুবিমল রাস্তার মাঝে

ঠোঁটে শিস্ দিতে লেগে গেল, একটা গানের সুরে। ও-মা! দুষ্টু-দুষ্টু কি সুন্দর ঠোঁট গোল করে বাজাচ্ছে ব্রিজ অন দি রিভার কোয়াইটের মিঠে গানটা। বাজাতে বাজাতে সিগারেট কেস আর লাইটার বের করল। ঠোঁটে সিগারেট রেখে বলল, 'ধরিয়ে দাও?'

খুশিতে টইটম্বুর দীপালি সিগারেটটা ধরিয়ে দিল উজ্জ্বল নীল ফ্লেম দিয়ে। একমুখ ধোঁয়া দীপালির চোখেমুখে ছড়িয়ে দিয়ে সুবিমল বলল, 'তুমি জিজ্ঞেস করলে না, আমার পকেটে টাকার কাঁড়ি ছিল তা গেল কোথায়?'

'—ও মা তাই তো! সত্যিই তোমার অত টাকা, আর কি না এমনি বিপাকে ফেলে খামোকা গরীবের নিয়ে নিলে তিরিশ পাউণ্ড?' সুবিমলের ঠোঁট থেকে দীপালি সিগারেটটা টেনে নিয়ে ফেলে দিল, সমানে সুবিমল মুখ দিয়ে ধুঁয়ো ছিঁটাচ্ছিল। 'তুমি কিরকম গো? এমন ঠাট্টা কর যাতে আমি কষ্ট পাই?'

সুবিমল নতুন একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল, 'তোমাকে আর কতটুকু কষ্ট দিলাম? আমার বলে জান-মান দুই-ই যাচ্ছে!' পরপর বোম্বাই সিনেমা স্টাইলে সিগারেটে বার-দুই টান দিয়ে রসিয়ে রসিয়ে এবার যা বলল, তাতে দীপালি রাস্তার মাঝে হেসে কুটিপাটি—

শহরের ছেলেমেয়েরা চাঁদা তুলছিল। বন্দুক ওষুধপত্র এইসব কিনবে। হোটেলের অ্যাসিসট্যাণ্ট ম্যানেজার ওদের দলের একজন ইয়া খুবসুরৎ মেয়েকে সুবিমলের কাছে এনেছিল। বাহিয়া কারামি। মিউনিসিপ্যাল হাই ইস্কুলে ইংরেজি পড়ায়। ব্যস। অমনি সুবিমল তার চাঁদপনা মুখ দেখে, স্কার্ট-পরা নিটোল পা দেখে, তার দলে ভিড়ে পড়ল। তারপর সুবিমল কত অস্থানে কুস্থানে সেই মেয়েটার সঙ্গে ঘুরল। শুধু পকেটের যথাসর্বস্বই চাঁদা দিল না এখন দীপালি ছাড়াও যে সুবিমলের একটা হিল্লে হতে পারে—এ বিষয়ে যেন দীপালি নিশ্চিন্ত থাকে। তাছাড়া, তা তো এখনো বলাই হয়নি, সেই মেয়েটা দীপালির চেয়ে দ্বিগুণ স্মার্ট। সে যে

কী অপূর্ব ভুরু! চোখদুটো মেঘলা দিনের মতো ভাসা ভাসা। স্বাস্থের সৌরভে চঞ্চল শরীরের প্রতিটি রোমকূপ দিয়ে সবসময় ঝরছে চনমনে এনার্জি। তারপর গিয়ে—

'লাবণ্য, হাসি, এই তো?—যাক যাক, ড্রাইভার এয়েচে। টাকা দিয়ে কী করবে?'

'ইহা আল্লাহ্, এও বলে দিতে হবে?—ব্লাউজ স্কার্ট লিপস্টিক এসবের কম ফিকির?'

'পছন্দ করতে সঙ্গে আসবো?'

তুষ্টু হাসি হেসে সুবিমল একা সড়ক পেরিয়ে ও-ফুটপাথ দিয়ে পাঁচ-ছটা দোকান ছেড়ে গ্রীন-সাইনবোর্ডওয়ালা একটা ঘড়ির দোকানে গ্যাট গ্যাট করে ঢুকল। কয়েক মিনিট পর বেরিয়ে এসে ধীরে সুস্থে গাড়ি-ঘোড়া-ট্রাম সামলে সড়ক পার হল। 'তোমার ডান হাতটা দেখি?'

বলে নিজেই দীপালির হাতখানি তুলে নিয়ে ফাঁকা কব্জিতে সদ্যকেনা রিস্টওয়াচটা পরিয়ে দিল। তারপর চোখের চশমা খুলে গাড়িতে উঠে বসল। বসে দীপালিকে হাত ধরে শত হাতে তুলে নিল ভিতরে।

পন্টিয়াক স্পীড দিয়ে বেরিয়ে গেল বৃষ্টি-ধোয়া কায়রো রোডে।

পন্টিয়াক বেরিয়ে গেল ঝড়ের বেগে। একের পর এক ছিটকে দ্রুত চলে গেল। পেছনে সবুজ-সবুজ মাঠ-ঘাট গ্রাম।

হাওয়ায় উড়ে গেল সবুজ-হলুদ ঝাঁক ঝাঁক টিয়া। দূর থেকে এলো গোরুর গাড়ি। বেগে চলে গেল ইস্কুলের খেলার মাঠ। ফরফর করে পতাকা উড়ছে ইস্পাতের কারখানায়। সশব্দে পেছনে পড়ে রইল প্যাসেঞ্জার ট্রেন। হুস্ করে পেরিয়ে গেল গেরুয়ারঙা উটের কাফেলা। টুপ্‌টাপ্ নামল বৃষ্টি। সুবিমল বলল, 'মুস্তাফা, রোখো।'

থেমে গেল শঙ্খশুভ্র বিরাট পন্টিয়াক, নিঃশব্দে।

খালি পায়ে গাড়ি থেকে নামল সুবিমল।

দীপালিও ভিজে সবুজ পথে নেমে পড়ল, খালি পায়ে। আকাশ থেকে মাথায় গালে গায়ে টুপ্‌টাপ্‌ বৃষ্টি!

মুস্তফা খলিল আস্তে করে গাড়িটাকে নিয়ে গেল নীল-শাদা শালুকভরা পুকুরের ওপারে ধানের ক্ষেতের কিনারা দিয়ে, তারপর বাতাসের মত চলে গেল সোজা কায়রো।

ঠোঁটের উপর বৃষ্টি! বৃষ্টি! অঞ্জলি দেবার মত করে দীপালি চোখ বুজে দু'হাতের পাতা তুলে গ্রহণ করল, অমৃত!

॥ গ্রন্থপ্রকাশের কয়েকটি বিশিষ্ট বই ॥

এখানে পিঞ্জর ॥ প্রফুল্ল রায় ॥ ৮'০০

ঠাকুরবাড়ির আঙিনায় ॥ জসীমউদ্দীন ॥ ৪'০০

নিশিকুটুম্ব (১ম/২য়) ॥ মনোজ বসু ॥ ৮'০০/৮'৫০

ছবি আর ছবি ॥ মনোজ বসু ॥ ৮'০০

সূর্য কাঁদলে সোনা ॥ প্রেমেন্দ্র মিত্র ॥ ৬'০০

বনবাংলো ॥ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ॥ ৪'০০

ভারত-পথিক (১ম/২য়) ॥ নির্মল গঙ্গোপাধ্যায় ॥ ৭'০০/৭'৫০

ভিয়েতনাম : ঝড়ের কেন্দ্রে ॥ বরুণ রায় ॥ ৭'৫০

অগ্নি-স্বাক্ষর ॥ নীহাররঞ্জন গুপ্ত ॥ ৭'০০

বহে নদী ॥ সন্তোষকুমার ঘোষ ॥ ৩'০০

হাস্যমধুর ॥ সৈয়দ মুজতবা আলী ॥ ৫'৫০

ভি. আই. পি. ॥ নিমাই ভট্টাচার্য ॥ ৩'৫০

দূরের দুপুর ॥ বুদ্ধদেব গুহ ॥ ৪'০০